অপরাজিত

নসীম হিজাযী

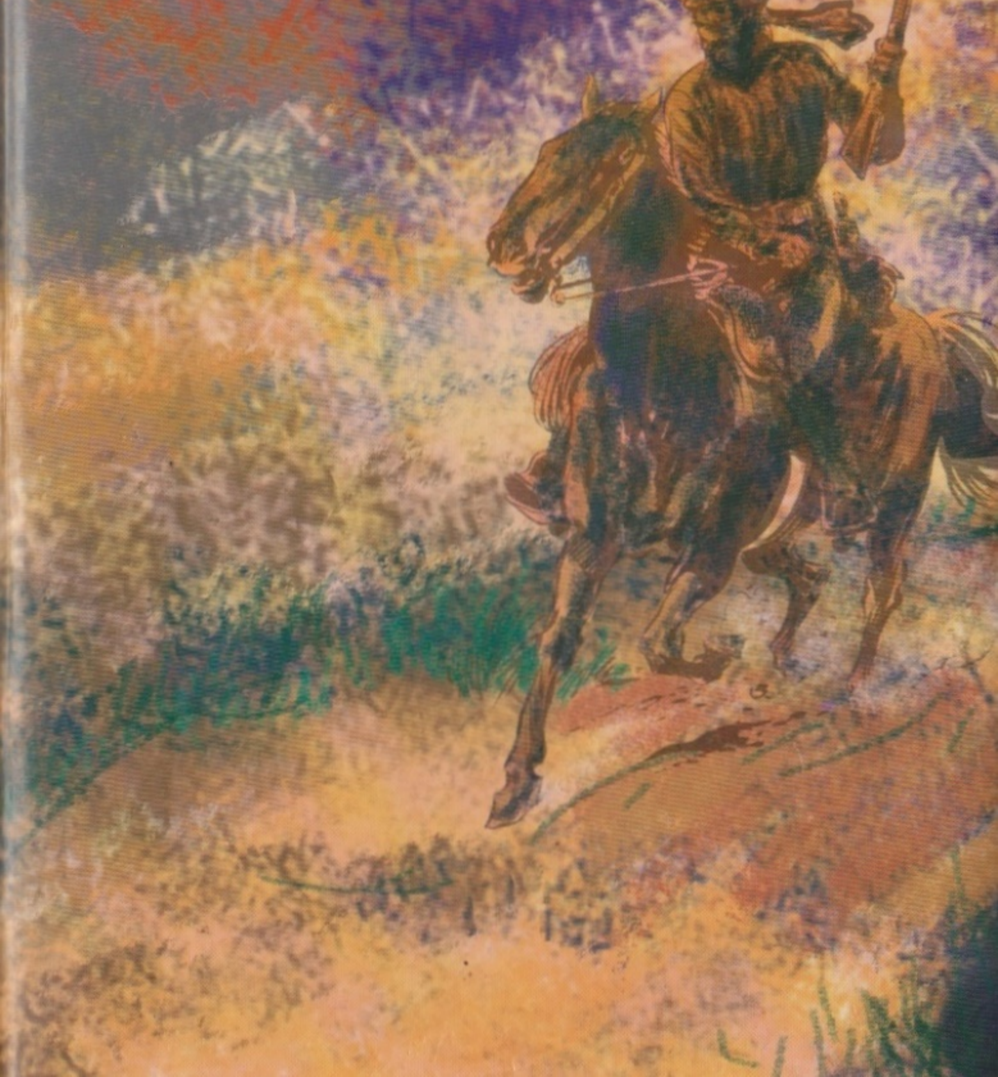

অপরাজিত

নসীম হিজাযী

www.pathagar.com

Aparajeto

Written by **Naseem Hejazi**
Translated by **Abdul Mannan Talib.**
Published by Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Magh Bazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410, 0171581255

Price Tk.160.00 Only.

ISBN-984-485-066-5
BSP-103-2003

অপরাজিত
নসীম হিজাযী
অনুবাদ
আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, (ডাক্তারের গলি)
ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০, ০১৭১৫৮১২৫৫

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৩

বাসাপপ্র ১০৩

প্রচ্ছদ
ফারিদী নু'মান

মুদ্রক
ইছমতি প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

বিনিময়: ১৬০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

অপরাজিত

নসীম হিজাযী

অনুবাদ

আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনায়

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

অপরাজিত

www.pathagar.com

১

সুক্কুর পার হয়ে জাকোবাবাদ ও সিবির শরীর ঝলসে দেয়া গরম সইবার পর ইউসুফ মাচ-এর নিকটবর্তী হলো। ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছিল ঠাণ্ডা বাতাস। দুচোখ জুড়িয়ে গেলো। আহমদ খান কার থামিয়ে বললো, বেশ কয়েক মাইল সফর শেষ হয়েছে এবার আমি একটু পা সোজা করি। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

ইউসুফ দরোজা খুলে নামতে নামতে বললো, খান সাহেব! আমিও আপনাকে এ কথাই বলতে চাচ্ছিলাম। কয়েক কদম ধীরে ধীরে চলার পর হঠাৎ সে টিলার দিকে দৌড়াতে থাকলো। দেখতে না দেখতে মুহূর্তেই চূড়ায় পৌছে গেলো।

নওজোয়ান ছিল দীর্ঘদেহী। তার হাতের কব্জি ও বাহুর পেশী যুগল তার সুস্বাস্থ্য ও শারীরিক বলশালিতা প্রমাণ করছিল। সাহসিকতা যেন তার দুচোখ দিয়ে ঠিকরে বের হচ্ছিল। এই সুদর্শন নওজোয়ান কৈশোর ও যৌবনের মাঝ সীমানায় অবস্থান করছিল। এ সময় যারা তাকে দেখতো, বয়সের এই উভয় অংশের মধ্যে পার্থক্য করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। তার চেহারা উদ্ভাসিত হতো সার্বক্ষণিক হাসির ছটায় এবং সংকল্প ও দৃঢ়তার রোশনীতে। কথার মাঝখানে সে আচানক থেমে গেলে মনে হতো দিগন্ত পারে সে দেখছে অন্য কিছু অন্য কোনো জিনিস।

তার সাথি আহমদ খানের বয়স ছিল তিরিশের কাছাকাছি। আহমদ খান ছিল সিন্ধুর বাসিন্দা। একজন ধনাঢ্য জমিদার। তবে একটু আরামপ্রিয়তার কারণে শরীরে মেদের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

ড্রাইভার ও নওকর পেছনের সিটে বসেছিল। আহমদ খানের নেমে যাবার পর তারাও নেমে খান সাহেবের দুপাশে দাঁড়ালো। আহমদ খান পার্বত্য টিলার দিকে ইশারা করে বললো, ছোটবেলা থেকে শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ফায়দা কেমন দেখো। তোমরা একটু দৌড়াদৌড়ি করে নাও।

জনাব, বলেন তো আমি তাকে একটা ডাক দিই। নয়তো অন্য পর্বতের দিকে চলে যেতে পারে। ড্রাইভার বললো।

www.pathagar.com

তোমার আওয়াজ ওখান পর্যন্ত যাবে না। তুমি বরং দৌড়ে গিয়ে ওকে সংগে করে নিয়ে এসো। সেটিই ভালো হবে।

তওবা করুন। আমি একটি হরিণের মতো দৌড়াতে পারি কেমন করে?

ইউসুফ এখন পাহাড় থেকে নামছিল। নওকর বললো, জনাব, তাকে আর ডাক দেবার দরকার নেই। নিজেই নেমে আসছে।

বিশ মিনিট পরে কার সামনের দিকে এগিয়ে চললো। স্বচ্ছ স্নিগ্ধ বাতাসে ইউসুফ লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে লাগলো।

আহমদ খানের সাথে ইউসুফের প্রথম মোলাকাত হয়েছিল সুক্কুরে। মাত্র চারদিন আগে। মামাত ভাই হোসাইন আহমদের বাড়িতে। হোসাইন আহমদ ছিল সেখানে ওভারসিয়ার। ইউসুফ সেদিন আচানক তার বাড়িতে গিয়েছিল। হোসাইন আহমদ চাকরীর খাতিরে ইতিপূর্বে সুক্কুরে ছিল। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরের গ্রামে এক জমিদারের বাড়ি। তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। জমিদার ছিল তার পুরাতন বন্ধু।

বড় জোর এক ঘন্টা হয়েছিল ইউসুফ মামাত ভাইয়ের বাসায় বসেছিল এমন সময়ে বাইরে একটি কার এসে থামলো। হোসাইন আহমদের স্ত্রী হর্ণ শুনে বললো, ইনি নিশ্চয়ই তোমার ভাইজানের দোস্ত আহমদ হোসাইন হবেন। যাও ওনাকে বৈঠকখানায় বসাও এবং বলো তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবেন। আর একথাও বলো, তিনি আপনাকে দুপুরের খাবার তার সাথে খেয়ে যাবার কথা বলে গেছেন।

ইউসুফ বাইরে এসে আহমদ খানের সাথে মুসাফাহা করলো। তাকে বললো, জনাব, আপনার দোস্ত এখন বাসায় নেই। তবে তিনি শিগগির এসে যাবেন। আপনি তাশরীফ রাখেন।

আহমদ খান মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইউসুফকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো এবং তারপর মুচকি হেসে বললো, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তুমি ইউসুফ। সেই দীর্ঘ সুঠাম দেহ, লম্বা বলিষ্ঠ বাহু, বড় বড় হাত, সেই চওড়া সিনা যার কথা আহমদ প্রায়ই বলে থাকে। তোমার সাথে দেখা হওয়াতে খুব খুশি হলাম।

এক মিনিটের মধ্যেই আহমদ খান ও ইউসুফ খোলামেলা আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে কোনো দূরত্ব রইলো না। ইউসুফ তার গাঁয়ের মজার মজার ঘটনা শোনাতে থাকলো আর আহমদ খান জোরে জোরে হাসতে হাসতে বৈঠকখানা গরম করে তুললো।

www.pathagar.com

প্রায় বিশ মিনিট পর হোসাইন আহমদও এসে গেলো। আহমদ খান সামনের দিকে বসেছিল উঠে দাঁড়ালো এবং হোসাইন আহমদ আসসালামু আলাইকুম বলে দহলিজের ভেতরে পা রাখলো।

দোস্ত, ভালো হলো তুমি এসে গেছো। আমার বিশ দিনের ছুটি মনজুর হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আগামীকালই রওয়ানা হয়ে যাবো।

আহমদ খান সালামের জবাব দিয়ে মুসাফাহা করতে করতে বললো, সম্ভবত তোমার প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে হবে। হোসাইনের দৃষ্টি পড়লো ইউসুফের ওপর। তারা উভয়ে কোলাকুলি করলো। হোসাইন আহমদ অভিযোগের সুরে বললো, নালায়েক, আমাকে আগে ভাগে জানিয়ে দিলেই হতো। খামাখা অফিসারদের তেল মালিশ করতে হলো। এখন সত্যিই আমার সমস্ত প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে হবে। আমার মনে হয় ছুটি ক্যানসিল না করে ইউসুফকে করাচী থেকে ঘুরিয়ে আনা যায়।

না, ভাইজান! করাচীতে একবার গেছি। আমার মনে হয় জুলাই মাসে পাহাড় ছাড়া আমাদের নিজেদের এলাকার সব জায়গাই সুদৃশ্য হয়ে ওঠে। আমি তো কেবল আপনার অভিযোগ দূর করার জন্য এসেছি। তাছাড়া সুক্কুর বাঁধের কিছু অংশ দেখে এসেছি আর বাকি অংশ বিকেলে দেখে নেবো।

আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে পারি। অনেক কষ্টে ছুটি মনজুর করিয়েছো। কাজেই তা বাতিল করো না। ইউসুফ সাহেব কয়েকদিন কোয়েটায় আমার মেহমান হবে। আমি পরশু সেখানে যাচ্ছি। যখন দেখবো ইউসুফের মন ভরে গেছে এবং সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দেবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যিয়ারত সফর করার পর তোমার ভাই খুব খুশিই হবে।

ইউসুফ, তুমি আমাদের সাথেই ফিরে আসবে এতে তোমার ভাবী হয়তো খুশিই হবে। কিন্তু তুমি এতদূর থেকে এসে ভ্রমণও করতে পারলে না এতে তার দুঃখও হবে। তাই একজন ভালো লোকের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা ভালো কথা নয়। তোমাকে শোকরিয়ার সাথে খান সাহেবের দাওয়াত কবুল করা উচিত। পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এতটুকুন যথেষ্ট যে আমি ওকে আমার নিজের ভাই মনে করি।

ইউসুফ আহমদ খানের প্রতি তাকালো এবং হেসে হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বললো, খান সাহেব! শোকরিয়া তবে আমি এক সপ্তাহের বেশি থাকবো না।

তৃতীয় দিন সে হোসাইন আহমদ ও তার স্ত্রীকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আহমদ খানের সাথে কোয়েটার পথে রওয়ানা হলো।

কোয়েটা পর্যন্ত বাকী সারাটা পথ স্নিগ্ধ বাতাস ছাড়া ইউসুফের জন্য আর কোনো আকর্ষণীয় বিষয় ছিল না। চিলতন ও কোহে মুরদারের দৃশ্য দেখে সে

www.pathagar.com

বললো, খান সাহেব। আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি পাহাড় এতোটা উদোম ও উলংগ হতে পারে। সবুজ গাছপালা, বন জংগল, পানির ঝরণা ও জলপ্রপাত এবং বরফাবৃত শৃংগ ছাড়া পাহাড় সম্পর্কে আর আমি কিছু ভাবতেই পারতাম না।

আরে ভাই, এসব পাহাড়ের চূড়ায় শীতকালে বরফ জমে। কোয়েটার সন্নিকটে যে উদোম পাহাড় দেখা যায় তাকে বলা হয় কোহে মুরদার মৃত পাহাড়। আমি ভাবছি এক বা দুদিন কোয়েটায় আরাম করার পর আমরা যিয়ারতে রওনা হবো। সেখানে পাহাড়ের ওপর মাজু গাছ দেখে তুমি খুব খুশি হবে। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে কোথাও জলপ্রপাতও দেখতে পাবে।

বেলুচিস্তানে ইউসুফের আটটি দিন কেটে গেলো যেন একটি মনোরম স্বপ্নের মতো। তিন দিন অবস্থান করেছিল যিয়ারতে। একদিন আশপাশের সবুজ গাছপালা শোভিত পাহাড়গুলি ভ্রমণ করেছিল। পরদিন একটি স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকের সহযোগিতায় খালিফের শৃংগে আরোহণ করেছিল। যারা বেলুচিস্তানে সর্বোচ্চ পাহাড়গুলি দেখেছে তারা একে একটি বিরাট কৃতিত্ব হিসাবে স্বীকার করে নিল।

এখন আটদিন পর সে আহমদ খানকে ফিরে যাবার কথা বললো। আরে ভাই, আগামীকাল দেখা যাবে বলে আহমদ খান তাকে নিরস্ত করলো।

আসরের নামাযের পর ইউসুফ ভ্রমণে বের হলো। কিছুক্ষণ পর আহমদ খানও গাড়িতে করে কোনো দোস্তের সাথে দেখা করতে চলে গেলো।

রাতে আহমদ খান ফিরে এলো। কার থেকে নেমেই নওকরকে জিজ্ঞেস করলো, মেহমান এসেছে? জী না, নওকর জবাব দিল। যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। আপনি হুকুম দিলে টেবিলে খাবার দিতে পারি।

না, আমি মেহমানের ইন্তিজার করবো। তুমি ড্রাইভারকে খানা খাইয়ে দাও।

নওকর আচ্ছা বলে চলে গেলো। একটু পরে ইউসুফ কামরায় প্রবেশ করলো।

আহমদ খান উঠে তার সাথে মুসাফাহা করতে করতে বললো, আরে ভাই আজ তুমি সবাইকে পেরেশান করে দিয়েছো।

জনাব, কান্দাহারী বাজারে লাহোরের ইসলামীয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সাথে দেখা হয়ে গেলো। তাদের একজন কোয়েটার বাসিন্দা। দুজনকে আমি চিনি। বাকি সবাই আমার অপরিচিত। তারা এসেছে মুলতান থেকে কোয়েটায়

www.pathagar.com

বেড়াতে। অল্প সময়ে তারা বেলুচিস্তানের যত বেশি এলাকা সম্ভব ভ্রমণ করতে চায়। তাদের আগামীকালের প্রোগাম হচ্ছে কোহে মুরদাদের চূড়ায় ওঠা। তাদের আলোচনা থেকে আমি জেনেছি তাদের কারোরই পাহাড়ে আরোহণ করার অভিজ্ঞতা নেই। আমি কাংড়ার পাহাড়গুলিতে চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত আরোহণ করেছি। কিন্তু কোহে মুরদারে আমার জন্য কোনো আকর্ষণ নেই। আমি তাদেরকে বোঝালাম যদি তোমরা সত্যিই এই পাহাড়ে উঠতে চাও তাহলে তোমাদের প্রচেষ্টা হতে হবে রাতের শেষের দিকে, সকাল হবার আগে তোমাদের পাহাড়ের পাদদেশে এমন এক জায়গায় পৌছতে হবে যেখান থেকে উপরে যাবার পথ তালাশ করে নেয়া সহজ হয় এবং তারপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে যেতে হবে। কারণ এরপর গরমে পাহাড়ের ওপর ওঠা কঠিন হয়ে যাবে। ভীষণ পিপাসা লাগবে। তাই প্রত্যেকের কাছে পানির ফ্লাস্ক থাকতে হবে। আমার পরামর্শের ফলে তারা আমাকে রাহবর বানিয়ে সাথে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলো। অনেক চেষ্টা করেও তাদের হাত থেকে রেহাই পেলাম না।

সংগে সংগেই প্রোগ্রাম তৈরি হলো। আমরা একজন পথপ্রদর্শককে সাথে নিয়ে শহরের বাইরের সেই জায়গা দেখে এলাম যেখান থেকে আগামীকাল সকালে আমাদের পাহাড়ে চড়তে হবে। আরোহণের প্রথম পর্ব শেষ করে আমরা ফজরের নামায পড়ে নেবো। তাই সবাইকে অবস্থান স্থল থেকে অযু করেই রওনা দিতে হবে। কেউ দেরি করলে তার জন্য অপেক্ষা করা হবে না। তাকে আমাদের পেছনে আসতে হবে। ফজরের নামাযের সময় সে আমাদের সাথে মিলবে। আমার কথা তারা সবাই মেনে নিয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশে পৌছে সেই পথের তালাশে অনেক দূর যেতে হলো। তাই আমার এখানে আসতে দেরি হয়ে গেলো। এজন্য আমি অবশ্যই ওজর পেশ করছি এবং মাফ চাচ্ছি।

ততক্ষণে নওকর খানা টেবিলে লাগিয়ে দিয়েছিল। খেতে খেতে এবং খাবার শেষে আহমদ খান বেলুচিস্তানের বিভিন্ন পাহাড় সম্পর্কে ইউসুফের সাথে আলোচনা করলো। আহমদ খান বললো, 'এখান থেকে চিলতনও খুবই সুন্দর দেখায়। শুনেছি চিলতনের মধ্যে অনেক ঠাণ্ডা ও মিষ্টি পানির ঝরণা এবং বড় বড় গুহা আছে। এগুলির মধ্যে নাকি এত বড় বড় অজগর থাকে যারা আস্ত একটি মানুষ গিলে খেয়ে ফেলে।'

ইউসুফ নিশ্চিন্তে জবাব দিল, খান সাহেব! আমি বুঝি না, চিলতনের মতো শুষ্ক পাহাড় ভুখ ও পিয়াস ছাড়া আর কি দিতে পারে? আমার মতে যে সমস্ত হিংস্র জানোয়ার অন্যের গোশত খেয়ে বাঁচে তারা হামেশা এমন আবাসস্থল তালাশ করে যেখানে প্রতি পদক্ষেপে শিকার পাওয়া যায়। আবার শিকার সেখানেই থাকে যেখানে পানি ও সবুজ গাছপালা থাকে।

www.pathagar.com

তুমি কখনো অজগর দেখেছো?

জি হ্যাঁ। কাংড়ায় একটি সবুজ পাহাড়ে খচ্চর চরে বেড়াতো। একদিন আমি ওপরে উঠছিলাম। আচানক সড়সড় আওয়াজ শুনতে পেলাম। সামনে তাকিয়ে দেখলাম একটি মোটাতাজা সাপ পাকদণ্ডীর বাঁহাতের ঝোপগুলি থেকে বের হয়ে ডানদিকের ঝোপগুলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমি তার মাথা দেখিনি। মনে হচ্ছিল সে কোনো শিকারের পেছনে ধাওয়া করেছে। আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হতে তার যতটুকু সময় লাগলো যদি সেই হিসাবে তার শারীরিক দৈর্ঘের পরিমাপ করি তাহলে তার দৈর্ঘ হবে পাহাড়ী পথের চওড়ার তিনগুণ অর্থাৎ আঠার ফুটের মতো। আর তার দ্রুতগতির কারণ ছিল, সে কোনো শিকারের পেছনে ছুটছিল, যা আমার চোখে পড়েনি। নয়তো আমি ভাবতেই পারছি না এতবড় অজগর আমাকে দেখে ভয়ে পালাবে।

আহমদ খান বললো, আরে ইয়ার! আমি পর্বতারোহণকে ভয় করি। কিন্তু কাংড়া সম্পর্কে তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যদি কখনো তোমার সহযোগিতায় সফরের সুযোগ পাই তাহলে তোমার সাথে পাহাড়ে আরোহণ করবো।

এখন সকালের প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমার পরামর্শ হচ্ছে, তুমি নিশ্চিন্তে পেট ভরে নাশতা করে যাবে। আমার ড্রাইভার পাহাড়ের পাদদেশে নির্ধারিত জায়গায় নামিয়ে দিয়ে আসবে। আবার এও হতে পারে, সকাল পর্যন্ত আমার শরীর যদি ঠিক থাকে এবং মুড ভালো হয়ে যায় তাহলে আমিও কিছু দূর পর্যন্ত তোমার সাথে যেতে পারি।

খান সাহেব, এতো খুব খুশির কথা। এ অবস্থায় আমি চাইবো আপনি কমপক্ষে পর্বতারোহণের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন। এ অবস্থায় আমরা অন্যদের ইন্তিজার না করে যত দ্রুত পারি রওনা হয়ে যাবো। প্রথম চূড়ায় ফজরের নামায পড়ার পর আপনি সকালের হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যাবলী দেখতে পারবেন। তারপর ক্লান্তি অনুভব করলে ওখানেই আরাম করতে থাকবেন, আমি দ্রুত উঁচু চূড়া থেকে এক পাক ঘুরে আসবো।

তোমার সাথে যাবার খেয়াল আমার মনে জাগলো এজন্য যে তোমার ঐ সাথিরা নাও আসতে পারে। তখন সামান্য পরিশ্রম করার পর আমরা ফিরে আসতে পারবো। আসলে সত্যি বলতে কি কোহে মুরদারের নামটাই আমার খুবই অপ্রিয়। একজন সত্যিকার দোস্তকে একাকী সেদিকে পাঠাতে আমার মন অজানা শংকায় ভারাক্রান্ত হচ্ছে। যদি সকাল পর্যন্ত তোমার সাথে যাবার এরাদা পাকাপোক্ত করে নিই তাহলে এর উদ্দেশ্য আমার বাহাদুরী ও কর্মক্ষমতা প্রমাণ করা হবে না। বরং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আমি তোমার সাথি হওয়া পছন্দ করি।

www.pathagar.com

বাবুর্চি বাসন পেয়ালা উঠাতে এলে আহমদ খান তাকে বললো, দেখো কাল ভোর ৩ টায় নাশতা দেবে। মেহমানের সাথে আমারও। আমি বিছানা থেকে উঠতে ও নাশতা করতে পছন্দ না করলেও তুমি আমাকে অবশ্যই জাগিয়ে দেবে। গুল মোহাম্মদ চৌকিদার ও ড্রাইভারকেও ভোর ৩ টায় নাশতা দেবে। আমি না গেলেও গুল মোহাম্মদ ঐ এলাকা সম্বন্ধে ভালোভাবে জানে। সে মেহমানের সাথে অবশ্যই যাবে। তাকে এখনি তৈরি থাকার কথা বলে দাও। আমার একটি দুনলা বন্দুক, দূরবীন ও কার্তুজের পেটিও তাকে সাথে নিতে বলো। সকালে আমার রিভলবার সংগে নেবার কথাও মনে করিয়ে দিয়ো।

আহমদ খান একটি সংকীর্ণ পথে গুল মোহাম্মদ ও ইউসুফের পিছু পিছু ধীর পদক্ষেপে পাহাড়ে চড়তে লাগলো। তাদের বাঁ দিকে ছিল একটি ভয়াবহ খাদ। ধীরে ধীরে ওপরের দিকে এর প্রস্থ কমে যাচ্ছিল। গভীরতাও সেই তুলনায় ভয়ংকর হয়ে উঠছিল। পথ বার বার কিনারা স্পর্শ করছিল, এটা আহমদ খানের জন্য পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি পদক্ষেপে তার ভয় হচ্ছিল এই বুঝি পা পিছলে গেলো। তারপর গড়িয়ে পড়বে বহু ফুট নিচে।

পূবের আকাশে ধীরে ধীরে আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। বাতাস ছিল মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ। এরপরও শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছিল। বন্দুক বহনকারী গুল মোহাম্মদ ছিল হাট্টাকাট্টা সুঠামদেহী। তার পথ চলা দেখে বুঝা যাচ্ছিল পাহাড়ী পথে চলতে অভ্যস্ত সে।

আহমদ খান নিজের গলা থেকে পিস্তলের পেটি নামিয়ে গুল মোহাম্মদের হাতে দিয়ে বললো, এটাও তোমার কাছে রাখো। আর আমার এই টুপিটাও নাও। আল্লাহর শোকর ইউসুফের দেখাদেখি আমি কোট পরে আসিনি।

পায়ে চলা পাহাড়ী পথটি খাদ থেকে দূরে সরে গেলে ইউসুফ এক দৌড়ে অনেক দূরে চলে গেলো এবং সামনের মোড়ে গিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো।

আহমদ খান অভিযোগ করলো, দেখো ইয়ার! আমি তোমার সাথে ভ্রমণ ও সেই সাথে গল্প করার জন্য এসেছিলাম।

খান সাহেব, আমি অনুভব করছিলাম কথা বলতে বলতে আপনার নিশ্বাস দ্রুত ফুলে উঠবে। আমাদের প্রথম মনজিল নিকটে এসে গেছে। এর চূড়ায় পৌঁছে আমরা প্রথমে নামায পড়ে নেবো। তারপর জমিয়ে গল্প করবো।

আহমদ খান মুচকি হেসে বললো, হায় এ পথটি যদি এমন হতো আমি চোখ বন্ধ করে দৌড়াতে পারতাম এবং এক দৌড়ে চূড়ায় উঠে যেতে পারতাম! কিন্তু

www.pathagar.com

এখানে তো এই ভয়ে কথাই বলতে পারিনি যে সামান্য গাফলতি বা অমনোযোগিতার কারণে সোজা মৃত্যুর মুখে চলে যেতে পারি। আচ্ছা সত্যি করে বলো তো তোমার ভয় লাগে না এই পথে চলতে?

খান সাহেব, দুচার বার চলার পর আপনারও ভয় লাগবে না।

কয়েক মিনিট তারা চুপ চাপ চলতে থাকলো। তারপর এক জায়গায় পৌঁছে ইউসুফ আহমদ খানের হাত ধরে বললো, খান সাহেব, এবার দ্রুত দশ কদম হাঁটুন এবং তারপর তিনদিকে নজর বুলান। তাহলে জানতে পারবেন আপনি সফরের প্রথম মনজিলে পৌঁছে গেছেন।

এক-দুই-তিন বুলন্দ আওয়াজে দশ পর্যন্ত গণনা করার পর সে 'আল্লাহু আকবর' বললো এবং খান সাহেব 'সুবহানাল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' বলতে বলতে আশপাশের পাহাড়গুলির দিকে দেখতে লাগলো। এগুলি তিন দিক দিয়ে কোয়েটা উপত্যকাকে ঘিরে রেখেছিল।

ইয়ার! আল্লাহর কসম, আমার এখানে পৌঁছে যাওয়া একটা অলৌকিক ব্যাপারের চেয়ে কম নয়। এখন যদি সময় থাকে তাহলে নামায পড়ে নেয়া উচিত। তুমি ইমামতির দায়িত্ব পালন করবে।

ইউসুফ একদিকে সরে তুলনামূলকভাবে একটু সমতল জায়গা দেখে আযান দিল। উভয়ে কিবলামুখী হলো। নামায পড়াবার আগে ইউসুফ নওকরের দিকে তাকালো। তাকে হাত দিয়ে ইশারা করলো। কিন্তু নওকর এগিয়ে আসার পরিবর্তে দ্রুত একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। কাজেই দুজনে নামায পড়ে নিল। আহমদ খান দোয়ার পর সেখানেই শুয়ে পড়লো।

ইয়ার! বড়ই চমৎকার। আমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি উপরে যেতে চাইলে জলদি ঘুরে এসো। আমি আর এক কদমও সামনে যেতে পারবো না। আর দেখো নওকরের কাছ থেকে আমার বন্দুকটা নিয়ে যেয়ো।

খান সাহেব, আমার মনে হয় আপনার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে উপরে চড়ার সময় এক পোয়া ওজনও অসহনীয় হয়। বন্দুক ঘাড়ে করে নিয়ে আমি তো একটুও আগে বাড়তে পারবো না।

আচ্ছা তাহলে কমপক্ষে নওকরের কাছ থেকে আমার পিস্তলটা নিয়ে যাও। পেটি গলায় ঝোলালে তেমন কোনো ভার ঠেকবে না।

প্রয়োজন হলে আমি এ দুটি জিনিসই সাথে নিয়ে যেতাম। কিন্তু এখানে এর কিছু প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে হয় না।

দেখো ভাই, প্রকৃতিগতভাবে আমি কিছুটা সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। এজন্যই আমি তোমার সাথে চলার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। আসলে এটা এমন একটা

www.pathagar.com

জায়গা যেখানে কেউ আসে না। তাই তোমার হাতিয়ার ছাড়া যাওয়া একদম উচিত নয়।

খান সাহেব, বিপদ দেখলে আমি সোজা আপনার কাছে চলে আসবো। আচ্ছা, আল্লাহ হাফেয।

ইউসুফ পর্বত শৃংগের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ দূরত্ব অতিক্রম করেছিল। পাহাড়ের পাদদেশে যে খাদটি প্রায় আধা মাইলেরও বেশি বিস্তৃত ছিল এখন তার বিস্তার এক'শ গজের মধ্যে এসে ঠেকেছিল।

তাজাদম হবার জন্য একটুখানি থামলো সে। আচানক তার নজর পড়লো অপর কিনারায় দুটি লালচে কালো রঙের জানোয়ারের ওপর। প্রথমে তার মনে হলো দুটো এ্যালসেশিয়ান ডগ নিশ্চিন্তে তাদের মালিকের পেছনে হাঁটছে। কিন্তু কয়েক কদম চলার পর সে দেখলো জানোয়ার দুটো একই গতিতে ওপরের দিকে উঠছে। তদের আশেপাশে কোনো লোকের দেখা না পেয়ে ইউসুফের একথা ভাবতে এক সেকেণ্ডও সময় লাগলো না যে ও দুটি পাহাড়ী নেকড়ে। সে দ্রুত কিনারার দিকে এগিয়ে গেল। খাদের গভীরতা আন্দাজ করলো। একটি পাথর উঠালো এবং নিচের দিকে নামতে লাগলো। নেকড়ে দুটো ততক্ষণে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তার দিকে দেখছিল। সে চলার মাঝে দুবার পেছন ফিরে দেখলো। তারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল যে, খাদ পার হয়ে নেকড়েরা যদি তাকে আক্রমণ করে তাহলে সে পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে মেরে ফেলতে পারবে। এ পাহাড়গুলি এমন ধরনের ছিল যে, একটি ভারী পাথর নিচের দিকে গড়িয়ে দিলে পথের আশপাশের ছোট ছোট পাথরগুলি সাথে নিয়ে সে গড়িয়ে চলবে।

নেকড়েরা আর একভাবে হামলা করতে পারে। তারা প্রথমে দৌড়ে ওপরের দিকে যাবে। তারপর উপরে পৌছে সেখান থেকে তার দিকে ধেয়ে আসবে। কিন্তু এ অবস্থায় সে তাদের থেকে ততক্ষণে অনেক দূরে চলে যাবে।

এ কথা চিন্তা করতেই সে স্বাভাবিক গতিতে নিচে নামতে লাগলো। সে আবার একবার পেছন ফিরে দেখলো। নেকড়েরা তখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল।

আচানক সে ভাবলো, হয়তো নেকড়ের অন্য কোনো গ্রুপ অন্য কোথাও তার জন্য ওঁৎ পেতে আছে। সে তার গতি দ্রুততর করলো। প্রথম মনজিলে এসে পৌছতেই আহমদ খান তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো।

কি পর্বত শৃংগ থেকে ঘুরে এলে?

www.pathagar.com

জি না। দুটি নেকড়ের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে আমি ফিরে এসেছি। আপনার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে যথার্থ মর্যাদা দান করতে পারিনি বলে আমি খুবই অনুতপ্ত।

নেকড়ে তুমি কোথায় দেখেছিলে?

খাদের অপর পারে তারা আমার সাথে সাথে উপরের দিকে যাচ্ছিল। শৃংগের নিচে এক জায়গায় খাদের দুই কিনারা এক হয়ে গেছে। সেখানে পৌছে তাদের সাথে আমি মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলাম।

আল্লাহর কসম, আমার পায়ে শক্তি থাকলে আমি তখনই তোমার সাথে যেতাম। তারপর তুমি দেখতে আমার নিশানা। বন্দুক নেবার সময়ই আমি ভেবেছিলাম হয়তো কোনো শিকার মিলবে। কিন্তু এতো দেখছি গাছে উঠতেই এক কাঁদি। শিকার-তাও আবার নেকড়ে বাঘ। এখানে নেকড়ে থাকতে পারে একথা কল্পনাও করিনি। আল্লাহর লাখো লাখো শোকর, তোমার কিছু হয়নি। ঠিক আছে, চলো এখন ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামা যাক।

ইউসুফ আহমদ খানের সাথে চলতে লাগলো। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই সে চিৎকার করে উঠলো, গযব হয়ে গেছে খান সাহেব! ওদিকে দেখুন।

কি ব্যাপার?

ইউসুফ খাদের অন্য দিকের প্রতি ইশারা করে বললো, খান সাহেব! এ দুনিয়ায় বেকুব কেবল আমি একাই নই। আমার মতো আরো আছে। ওই দেখুন ওদিকে কোনো আহাম্মক সোজা সেই পথেই যাচ্ছে যেখানে আমি এই মাত্র নেকড়ে দুটি দেখেছিলাম।

লোকটি সামরিক বুট পরিহিত ছিল। পানির ফ্লাস্ক গলায় ঝোলানো ছিল। মাথায় ছিল হ্যাট এবং হাতে ছড়ি। নেকড়ে যদি দূরে কোথাও না চলে গিয়ে থাকে তাহলে আহাম্মকটি সোজা মউতের মুখে ঢুকেছে।

ইউসুফ হাত উঁচু করে পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার দিল, থেমে যাও! আগে যেয়ো না।

লোকটি থামলো এক মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার আহাম্মকের মতো চলতে লাগলো।

ইউসুফ খাদের দিকে একবার তাকিয়ে ভালো করে দেখে নিয়ে গুল মোহাম্মদের হাত থেকে বন্দুকটি নিল তারপর বললো, খান সাহেব! যদি আমি উপরে গিয়ে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারি তাহলে হয়তো সে প্রাণে বেঁচে যাবে।

একথা বলেই ইউসুফ উপরে উঠতে লাগলো।

আহমদ খান তার পেছনে চলতে চলতে বললো, আরে ভাই আমিও তোমার সাথে আছি। গুল মোহাম্মদও তার সাথে ছিল। সে খাদের অন্যদিকে ফিরে পূর্ণ শক্তিতে আওয়াজ দিচ্ছিল থেমে যাও, ভাই থেমে যাও, সামনে বিপদ।

www.pathagar.com

দশ মিনিটের মতো চলার পর আহমদ খান নিস্তেজ হয়ে বসে পড়লো। গুল মোহাম্মদ মুখ ফিরিয়ে বললো, হুজুর, তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না।

কাকে, ইউসুফকে? আহমদ খান চোখে দূরবীন লাগিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

জি না, সেই আহাম্মক লোকটিকে আর দেখছি না, যার কারণে এই মুসিবতে ফেঁসে গেলাম।

আহমদ খান কয়েক মিনিট উপরের দিকে দেখতে লাগলো। তারপর শুয়ে পড়তে পড়তে বললো, গুল মোহাম্মদ! এবার তুমি দূরবীনটা ধরো এবং ওদের দিকে দেখতে থাকো।

গুল মোহাম্মদ দূরবীন হাতে নিয়ে চোখে লাগালো এবং আহমদ খান লম্বা হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে নিল। কয়েক মিনিট পর গুল মোহাম্মদ চিৎকার করে উঠলো, হুজুর! ইউসুফকে আর দেখা যাচ্ছে না।

আহমদ খান বিড় বিড় করতে করতে উঠে বসলো। 'কোথাও সে খাদের মধ্যে পড়ে যায়নি তো?'

হুজুর, সে বাম দিকে মোড় নিয়েছিল। সম্ভবত ওদিকে এখান থেকে দেখা যায় না এমন কোনো খাদের ভেতরে নেমে গেছে।

আহমদ খান কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসে রইলো। এমন সময় দূর থেকে একের পর এক দুটি বন্দুকের ফায়ার শোনা গেলো। খুশিতে বলে উঠলো, শুনলে গুল মোহাম্মদ শুনলে ফায়ারের শব্দ।

জী, দুটি ফায়ার হয়েছে। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

এ ফায়ার ইউসুফ ছাড়া আর কে করতে পারে? আল্লাহর শোকর, সে বেঁচে আছে এবং সম্ভবত সে আহাম্মকটাও বেঁচে গেছে। এ সময় আমরা দোয়া ছাড়া আর কি করতে পারি।

আহমদ খান আবার শুয়ে পড়লো। চোখ বন্ধ করে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর নিদ্রায় তার নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

গুল মোহাম্মদ দূরবীন চোখে লাগিয়ে বিশ মিনিট পর্যন্ত উপরের দিকে দেখতে লাগলো। তারপর আচানক চিৎকার করে উঠলো, হুজুর! এইযে আসছে। ওরা দুজনই আসছে। হুজুর, মুবারক হোক।

আহমদ খান চোখ মেলে তাকালো এবং উঠে বসলো।

গুল মোহাম্মদ তার হাতে দূরবীন তুলে দিয়ে বললো, হুজুর! দূরবীন দিয়ে দেখুন। ওদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জনাব আমি ঠিক বলেছিলাম, ওরা অন্য

www.pathagar.com

কোনো খাদ থেকে বের হবে। আহমদ খান পুনর্বার শুয়ে পড়ে ক্লান্ত স্বরে বললো, আল্লাহর শোকর। দূরবীনটা তোমার কাছে রাখো এবং আমার কথার জবাব দিয়ে যাও। ওরা স্বচ্ছন্দে আসছে অথবা দৌড়ে আসছে? জনাব, ওরা অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে এবং মনে হচ্ছে কথা বলতে বলতে আসছে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, নেকড়ে ওদের পিছু নেয়নি। না, না জনাব, একদম নয়।

ঠিক আছে গুল মোহাম্মদ! এখন আর তুমি শোরগোল করো না। আমাকে একটু ঘুমুতে দাও।

হুজুর, আপনি যদি ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করেন তাহলে মনে হয় ভালো হবে। এতটা ক্লান্তির পর এখানে ঘুমালে আপনার শরীরে জড়তা বেড়ে যাবে।

আহমদ খান নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে বললো, আরে ভাই, জড়তা বেড়ে যায় যাক। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে তার নাক ডাকতে লাগলো।

খান সাহেব! খান সাহেব!

আহমদ খান বিড় বিড় করতে করতে চোখ মেলালো। ইউসুফ তার বাহু ধরে নাড়া দিচ্ছিল। আর একজন আগন্তুক তার সাথে দাঁড়িয়েছিল। গুল মোহাম্মদ হাত বাড়িয়ে তাকে বললো, আসসালামু আলাইকুম জনাব, আপনি আমাদের অনেক পেরেশান করেছেন।

আগন্তুক ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে ঝুঁকে মুসাফাহা করতে করতে বললো, আমার বোকামির জন্য লজ্জিত। আমার জন্য আপনাদের নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী আমার প্রতি। আপনারা এভাবে এখানে এসেছেন যেন আল্লাহ্ আমার জন্য ফেরেশতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আহমদ খান ইউসুফের দিকে ইশারা করে বললো, জনাব! ফেরেশতা আপনি ওকে বলুন, যাকে আপানি সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু আপনি এ পাহাড়ে এলেন কেমন করে?

জনাব, এজন্য আমি নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারছি না। আসলে আমার পাহাড়ে চড়ার বাতিক আছে। তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম এখানে আমার কোনো বিপদ নেই।

আপনি কি এখানে পাহাড়ে আরোহণ করার জন্য এসেছেন?

না জনাব, আমি সামরিক বাহিনীতে চাকুরী করি। বদলী হয়ে এখানে এসেছি মাত্র পনর দিন আগে। এস.ডি.ও আমার আত্মীয়। তাই সাময়িকভাবে তার ওখানেই অবস্থান করছি।

www.pathagar.com

আহমদ খান ইউসুফের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, আমি নিশ্চিত ইতিমধ্যে তুমি তার সাথে ভালোভাবে পরিচিত হয়ে গেছো। এখন আমার সাথে তাকে পরিচিত করোনো তোমার দায়িত্ব।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, খান সাহেব! ইনি এম.এ.এস.-এর ওভারশিয়ার। এর নাম মুহাম্মদ সিদ্দীক। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরের বাসিন্দা। যে এস.ডি.ও. সাহেবের ওখানে ইনি অবস্থান করছেন তার নাম মুহাম্মদ সাঈদ। তিনিও লুধিয়ানার সাথে সম্পর্কিত।

আহমদ খান মনোযোগ সহকারে সিদ্দীকের দিকে তাকালো। তিরিশ পঁয়তিরিশ বছরের একজন সুঠাম দেহী ও সদাচারী ব্যক্তি। চেহারা সুরাত থেকে সরলতা ও ভদ্রতার প্রকাশ ঘটছিল।

ইউসুফকে সম্বোধন করে বললো, দেখো ইউসুফ! এখন আমাদের নিচে পৌছুবার জন্য নিজেদের পায়ের ওপর নির্ভর করতে হবে। আমি তোমাদের সবার কাছ থেকে ওয়াদা নিতে চাই এই মর্মে যে, আমি যদি দ্রুত না চলতে পারি তাহলে তোমরা কেউ আমাকে বিদ্রূপ করবে না।

মুহাম্মদ সিদ্দীক বললো, খান সাহেব! সারা জীবন আমি আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যেতে থাকবো। আর ইউসুফের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার মতে আপনার এখানে পর্যন্ত পৌছে যাওয়াটাই একটি বিরাট কৃতিত্বের ব্যাপার। এ পর্যন্ত সে আপনার কথাই আলোচনা করে আসছে।

নিচে নামার সময় আহমদ খান ছিল সবার আগে। গুল মোহাম্মদ খাদের কাছাকাছি পথে তাকে সহায়তা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আহমদ খান তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল।

একঘন্টা পরে তারা কারে চড়ে বসলো।

সিদ্দীক বললো, খান সাহেব! আপনি যদি আমার সাথে আসতেন তাহলে এস.ডি.ও সাহেব আপনার সাথে মোলাকাত করে খুব খুশি হতেন।

আজ আমি বাসায় গিয়ে গোসল, খাওয়া দাওয়া ও ঘুমানো ছাড়া আর কিছুই করবো না। বরং আপনি আমাদের সাথে চলুন। খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ আরাম করবেন তারপর আমার ড্রাইভার আপনাকে এস.ডি.ও সাহেবের বাসায় রেখে আসবে।

খান সাহেব! আজ বিকালে চায়ের দাওয়াতে আসতে পারবেন?

না ভাই, এক দুদিন আমাকে আরাম করতে হবে। তারপর দেখা যাবে।

ইউসুফ সাহেব! আপনি নিশ্চয়ই আসতে পারবেন?

আহমদ খান সংগে সংগেই বললো, হ্যাঁ ভাই, সে নিশ্চয়ই যাবে।

www.pathagar.com

২

দুপুরে দুঘন্টা ঘুমুবার পর ইউসুফ উঠে গোসল করলো। আসরের নামাযের পর গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললো, দুপুরে সিদ্দীক সাহেবকে যে বাড়িতে রেখে এসেছিলে সেখানে চলো।

গাড়ির হর্ণ শুনতেই একটি ছোট মেয়ে দৌড়ে বাইরে এলো। এবং অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে গাড়ির কাছে এসে বললো, আপনি তো ইউসুফ সাহেব? আসুন ভেতরে আসুন। এতক্ষণ আপনার ইন্তিজার করা হচ্ছিল।

লাল সাদা মিশেল চুল এবং বড় বড় চোখওয়ালী এ মেয়ের বয়স হবে দশ বছরের কম। কিন্তু তার কথা থেকে চটপটে ভাব ও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটছিল।

তুমি এস.ডি.ও সাহেবের মেয়ে?

জীনা, উনি আমার নানীর খালাত ভাই।

আর সিদ্দীক সাহেব?

তিনি আমার মামা। আমার নানাজীর ভাইয়ের ছেলে।

ততক্ষণে মুহাম্মদ সিদ্দীক বাইরে এসে গেলো এবং ইউসুফের সাথে মুসাফাহা করে বললো, আমি জানতাম এই মেয়েটি আপনাকে আটকে রেখেছে। এ বড্ড বেশি কথা বলে। নিশ্চয়ই নেকড়ের কাহিনী এখানে শুরু হয়ে গেছে।

মেয়েটি রাগে মুখ ফিরিয়ে নিল। সে মুখ গোমড়া করে ফিরে যেতে থাকলো। ইউসুফ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার হাত টেনে ধরলো। 'সিদ্দীক সাহেব! আপনিও চূড়ান্ত করে দিলেন। আপনি এই শাহজাদীকে বেশি কথা বলা মেয়ে বলছেন? আমার মনে হয় এখন আপনি একে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি। মেয়েটি থেমে গিয়ে দুহাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নিল। ইউসুফ সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি?

জী, আমার নাম নাসরীন।

শুধু নাসরীন নয় জী, শাহজাদী নাসরীন। সিদ্দীক সাহেব! আপনি এর সম্পর্কে যতই চিন্তা করবেন ততই শাহাজাদী নাসরীন নাম এর জন্য বেশি পছন্দ হবে।

ভাইসাহেব! আমি কেবল এতটুকু জানি, এর নানী যখন এর এই নতুন নাম সম্পর্কে জানবে তখন ঈদের খুশি মানাবে। তিনি আমাকেও অনেক দোয়া দেবেন। চলুন আপনার জন্য এখন ভিতরে ইন্তিজার করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

তারা একটি কামরায় প্রবেশ করলো। সেখানে বাড়ির কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিল। এস.ডি.ও এগিয়ে এসে ইউসুফের সাথে মোসাফাহা করলো।

একজন বয়স্ক মহিলা যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, ইউসুফকে বললেন।

বেটা! আল্লাহ তোমাকে ইজ্জত দান করুন, দীর্ঘায়ু ও তরক্কী দান করুন এবং তোমার বাপ মা যেন তোমার আনন্দ স্বচক্ষে দেখেন। তুমি আমাদের জন্য একজন রহমতের ফেরেশতা হয়ে কোয়েটায় এসেছো।

ইউসুফ লজ্জা জড়িত স্বরে বললো, মা-জী! ঠিক সময় মতো আমি সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম এটা সম্ভবত ছিল আমার সৌভাগ্য আর ঘটনাক্রমে সিন্ধুর একজন রইসেরও আমার দেখাদেখি পর্বতারোহনের খেয়াল জেগেছিল, তাই এটা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া ছোটদের হরহামেশা বুজর্গদের দোয়া নেয়ার প্রয়োজন হয়। আপনারা আমার শোকরিয়া আদায় করবেন এজন্য আমি এখানে আসিনি। কারণ আপনারা যখন আমার জন্য দোয়া করবেন তখন আমি শোকরিয়া আদায় করতে পারবো না। আমি ভাববো এটাই একজন স্নেহশীল মায়ের কর্তব্য।

দরোজার দিক থেকে কারো হালকা হাসির আওয়াজ আসছিল.... সিদ্দীক বললো, আপাজান! আপনাকে মুবারকবাদ দিচ্ছি। আগে পিছে আর কোনো শব্দ ছাড়াই শুধু 'নাসরীন' নামটি আমার কাছে কেমন কেমন লাগতো। কিন্তু ইউসুফ সাহেব আজ তাকে দেখতেই তার নাম রেখে দিয়েছেন 'শাহজাদী নাসরীন।' আমি অবাক হচ্ছি আজ পর্যন্ত আমাদের কারোর মনে এ খেয়াল জাগেনি যে, নাসরীনের নাম শাহজাদী নাসরীন হওয়া উচিত।

বৃদ্ধা মহিলা মুচকি হেসে বললেন, ভালো লোকদের মুখ থেকে হামেশা ভালো কথাই বের হয়ে আসে। নাসরীনকে আমি সব সময় শাহজাদীই মনে করতাম। কিন্তু অন্যের সামনে এ কথা বলতে ইতস্তত করতাম। অবশ্য আমার তিন বেটিই শাহজাদী। অর্থাৎ এর আরো দুই বোন তারাও শাহজাদী। তবে আমার এ মেয়েটি কোনো বিশেষ শাহজাদী।

নাসরীনের সাথে সম্মানিত মেহমানের মতো আচরণ করা হচ্ছিল। সে বসেছিল ইউসুফের বাঁদিকে তার নানী আম্মার সাথে। নিরবে শুনছিল তাদের কথাবার্তা। এস.ডি.ও-এর এক বড় মেয়ে প্রশ্ন করলো, আমরা এখান থেকে কোহে মুরদারের শৃংগ দেখে ভয় পাই অথচ অবাক হচ্ছি আপনি ও মামুজান ওখানে গেলেন কিসের টানে?

www.pathagar.com

সিদ্দীক বললো, বেটি! যদি হিম্মত থাকে তাহলে উচ্চতা আমাদের মনে তাকে অতিক্রম করার আগ্রহ সৃষ্টি করে। এ পাহাড়টি বেশি নিকটে ছিল বলে আমি সেখানে চলে গিয়েছিলাম।

ইউসুফ বললো, আমি সেখানে গিয়েছিলাম নিছক ঘটনাক্রমে। যদি গতকাল বিকালে আচানক লাহোর ইসলামিয়া কলেজের কিছু দোস্তের সাথে সাক্ষাত না হতো তাহলে আমি আজ লাহোরের পথে গাড়িতে থাকতাম। প্রোগ্রাম ছিল তাদের। আমি তাদের সহযোগী হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমি যখন পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম, তারা সেখানে ছিল না। আল্লাহ্ জানেন আমার মেজবানের কি মনে হলো তিনি আমার সাথে এলেন এবং একটি পিস্তল, একটি বন্দুক ও একটি দূরবীনও সাথে করে নিয়ে এলেন। তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে এই সমস্ত সরঞ্জাম আপনার মামুজানের প্রাণরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে।

সিদ্দীক জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কবে যাচ্ছেন?

ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল চলে যাবো।

এস.ডি.ও মুহাম্মদ সাঈদ বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললো, আপাজান! আপনার জন্য সুবিধা হলো। আল্লাহ আপনাকে একজন নির্ভরযোগ্য সাথি মিলিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনার সাথে কাউকে পাঠাবার ব্যাপারে আমার পেরেশানী দূর হয়ে গেলো।

আরে ভাই, আমি কোনো ছোট বাচ্চা মেয়ে তো নই। ইতিপূর্বে অনেক সফর করেছি। আমার এক বেটা আমার সাথে যাবে এবং পথে শাহজাদী নাসরীনকেও প্রফুল্ল রাখবে, এটাই আমার জন্য খুশির কথা।

মুহাম্মদ সাঈদ কিছু চিন্তা করে বললো, ইউসুফ সাহেব! আগামীকালের পরিবর্তে পরশু গেলে কি ভালো হয় না? আমি আপনার সাথে আহমদ খান সাহেবের কাছে যাবো। তাঁকে আবেদন জানাবো আপনি ও তিনি আগামীকাল আমাদের এখানে খানা খাবেন এবং তারপর আপনাকে আমাদের সাথে এক বা দুদিন থাকার অনুমতি দেবার জন্য অনুরোধ করবো।

এস.ডি.ও বৃদ্ধা মহিলার প্রতি ইশারা করে বললো, ইউসুফ সাহেব! এই সম্মানিত মহিলা হচ্ছেন বেগম ফরিদা আহমদ। আর নাসরীন অর্থাৎ শাহজাদী নাসরীন হচ্ছে তাঁর অত্যন্ত আদরের বরং সমগ্র খান্দানের আদরের দুলালী এবং তাঁর সবচেয়ে ছোট নাতনী। মুহাম্মদ সাঈদের ছোট মেয়ে বললো, আব্বাজী! নাসরীন বলছে সবচেয়ে আদরের হচ্ছে ফাহমিদা এবং নানীজান যখন জালিন্ধর যাবেন তখন তাকে শাহজাদী বলতে শুরু করে দেবেন।

মিসেস আহমদ বললেন, না বেটি! সব সময় ছোট মেয়েই শাহজাদী হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

চা পানের পর তারা দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে লাগলো।

মাগরিবের নামাযের পর তারা আরো এক ঘন্টা বসে রইলো। তারপর ইউসুফ উঠে বললো, এবার আমাকে অনুমতি দিন। খান সাহেব আমার জন্য ইন্তিজার করছেন। দুপুরের দাওয়াতের ব্যাপারে আমি তাঁকে বলবো। যদি এ সময়ের মধ্যে অন্য কারোর দাওয়াত কবুল না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আসবেন।

আমি নিজে আপনার সাথে চলিনা কেন।

না, আপনার কষ্ট হবে। কিন্তু থামুন, মনে হচ্ছে খান সাহেবের গাড়ি আসছে।

কার বাংলোর কাছে এসে থেমে গেলো। আহমদ খান কারের দরোজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলো। ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে বললো, আসসালামু আলাইকুম খান সাহেব। আপনাকে কষ্ট করতে হলো বলে আমি দুঃখিত।

আরে ভাই, কোনো কষ্ট হয়নি। তুমি কিছুদিন আমার কাছে থাকো, দেখবে আমার অনেক অভ্যাস বদলে গেছে।

খান সাহেব! ইনি এস.ডি.ও মুহাম্মদ সাঈদ।

আহমদ খান তার সাথে মুসাফাহা করতে করতে বললো, এখন আপনারা সবাই চলুন আমার সাথে খানা খাবেন।

সিদ্দীক বললো, না খান সাহেব! আজ হচ্ছে না। অন্যদিন যখন আপনি দাওয়াত দেবেন, আমরা সবাই হাজির হয়ে যাবো। তবে আমরা এখনি এ দরখাস্ত নিয়ে আপনার কাছে হাজির হতে চাচ্ছিলাম যে, আগামীকাল দুপুরে আপনারা আমাদের এখানে খাবেন।

যদি ইউসুফ সাহেবের যাওয়া আপনারা বন্ধ করতে পারেন তাহলে আপনাদের সাথে খেতে আমার খুবই আনন্দ হবে।

সাঈদ বললো, জনাব ইউসুফের যাওয়া আমরা বন্ধ করিয়েছি। আগামীকাল বিকালে তিনি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের এখানে চলে আসবেন এবং পরশু এখান থেকে রওনা হবেন।– তিনি যাবার পথে আমাদের একজন নিকট আত্মীয়াকে তার বাড়িতে পৌছিয়ে দিয়ে যাবেন, এজন্যই তাঁকে আমরা এ তাকলীফ দিচ্ছি।

আপনারা যদি ইউসুফ সাহেবকে এ ব্যাপারে রাজি করিয়ে থাকেন তাহলে আমার কি আপত্তি থাকতে পারে?

খান সাহেব! ইউসুফ সাহেবের রেজামন্দী আপনার রেজামন্দীর ওপর নির্ভরশীল।

আরে ভাই, আপনারা ইউসুফকে আরো দুচারদিন আটকে রাখতে পারলেন না?

www.pathagar.com

খান সাহেব! ইনি যদি আরো কয়েকদিন থেকে যান তাহলে আমাদেরও লাভ। তাহলে আপাজানকেও কয়েকদিন আটকাতে পারি।

আহমদ খান মুচকি হেসে প্রশ্ন করলো, কেন ইউসুফ! বেলুচিস্তানের অন্যান্য পাহাড়গুলি দেখতে চাও না?

খান সাহেব! আপনার সাথে আমি যিয়ারত দেখেছি। সেখান থেকে বাবা খরদায়ী গিয়ে আমি যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখেছি তা দেখার পর বলতে পারি মহান আল্লাহ বেলুচিস্তানের পাহাড় পর্বতের বেশির ভাগ সৌন্দর্য খালীফত-এর পাদদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর সুযোগ পেলে কেবল এখানকার তুষারপাত দেখতে আসবো। কিন্তু খান সাহেব! আমার বিশ্বাস আপনি যদি একবার কাংগড়ার পাহাড় দেখতেন তাহলে প্রত্যেক বছর সেখানে যেতেন।

ইনশাআল্লাহ আগামী বছর অবশ্যই কাংগড়ায় যাবো। কিন্তু শর্ত থাকবে, তুমি আমার সাথে যাবে।

সিদ্দীক বললো, খান সাহেব! ইউসুফ ঠিক বলেছে। কাংগড়া খুবই খুব-সুরাত পাহাড় এবং সেখানে মনের মতো শিকারও পাওয়া যায়। বন মোরগ থেকে নিয়ে ভল্লুক, চিতা, বাঘ, সিংহ সবই।

চলো ইউসুফ! মনে হচ্ছে তোমাকে বিদায় দেবার সময় আমাকে পুরো বছরের প্রোগ্রাম বানাতে হবে। সম্ভবত সেপ্টেম্বরের শুরুতেই আমি কাংগড়ায় যাবার জন্য তৈরি হয়ে যেতে পারি। তবে তোমাকে নিয়মিত পত্র লিখতে হবে। কারণ কোনো সাথি লাগাতার আওয়াজ দিতে না থাকলে আমার পক্ষে নড়াচড়া করা সম্ভব হয় না।

আমি অবশ্যই আপনাকে পত্র লিখতে থাকবো। ইনশাআল্লাহ তখন আপনি প্রোগ্রাম বানিয়ে নেবেন।

মুহাম্মদ সিদ্দীক ও মুহাম্মদ সাঈদের সাথে মুসাফাহা করার পর ইউসুফ খান সাহেবের সাথে কারে উঠে বসলো। গাড়ি যখন স্টার্ট নিচ্ছিল। সিদ্দীক এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, খান সাহেব! আগামীকাল দুপুরে খাবার দাওয়াতে আপনি নিজেই চলে আসবেন অথবা আমি নিয়ে আসতে যাবো?

আরে ভাই! আমি নিজেই এসে যাবো। সময়ের আগেই আমরা এখানে এসে যাবো। তারপর বিকালে আপনারা আমার বাসায় চা পান করবেন। এরপর ইউসুফকে আপনাদের এখানে ফেরত পাঠানো হবে।

তাদের চলে যাবার কিছুক্ষণ পর সাঈদের বাড়িতে কয়েকজন কিশোরী ও মহিলা এলো। বাড়ির গৃহিনীর কাছে নালিশ করতে লাগলো, সিদ্দীক সাহেবের

www.pathagar.com

জান বাঁচিয়েছে যে বাহাদুর যুবক সে আপনাদের বাড়িতে এসেছিল এ কথা আমাদের জানাননি কেন?

আচ্ছা ভাই, আগামীকাল সে আবার আসবে। তখন তাকে ভালো করে দেখে নিয়ো।

সাঈদ সাহেবের মেয়েরা তাদের সহেলীদের বলেছিল, সে আসতেই নাসরীনকে দেখে তার নাম দিয়েছিল শাহজাদী নাসরীন। এ কথায় তারা সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখতে লাগলো। একটি মেয়ে বেগম সাঈদকে বললো, সে এবার আসলে তাকে শাহজাদী কাকে বলে তা জানাতে বলবেন।

আরে আমি কেন জিজ্ঞেস করবো? শাহজাদী কি তা আমি জানি।

অন্য একটি মেয়ে নাসরীনকে সম্বোধন করে বললো, আচ্ছা শাহজাদী নাসরীন সাহেবা! আপনিই বলুন শাহজাদী কি?

আমি কি জানি? ঠিক আছে আগামীকাল ইউসুফ ভাইকে জিজ্ঞেস করে জানাবো।

৩

পরদিন সাঈদ সাহেবের বাংলোয় দুপুরের খাবারে বাইরের অতিরিক্ত মেহমানদের মধ্যে ছিল আবদুল হামিদ আই.এ.সি। অত্যন্ত প্রভাবশালী পাঠানদের সরদার ঘরানার সাথে ছিল তার সম্পর্ক। দ্বিতীয়জন একজন সাংবাদিক। তৃতীয়জন ছিল কলেজের প্রফেসার। কোহে মুরদারের নেকড়েদের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ইউসুফকে আবার তার সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করতে হলো। তাইমুর আলী খান বললো, আমি স্থানীয় লোকদের মুখে শুনেছি কোহে মুরদারে অত্যন্ত ভয়ংকর বিপদ আপদ আছে। কিন্তু আমার মতে এমন বিরান জায়গায় ক্ষুধার্ত নেকড়ের চাইতে বেশি আর কি ভয়ংকর বিপদ থাকতে পারে? প্রফেসার বললো, এটা একটা গর্ব করার মতো কৃতিত্ব সন্দেহ নেই তবে আমার জিজ্ঞাসা, ইতিপূর্বে আপনি কি আরো এমনি ধরনের কোনো হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হয়েছিলেন?

জনাব, আমি যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়তাম, একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে। আমাদের এলাকায় আখের চাষ হয় বেশি। আমাদের ক্ষেতে সে বছর একটা নতুন ধরনের আখ লাগানো হয়। আখগুলি চিবানোর সময় বেশ নরোম লাগে। এই

www.pathagar.com

ক্ষেতে যেতে হলে পথে আরো দুটো ক্ষেত এবং একটা পগার পড়তো। পগার যখন শুকনো থাকতো কেবল তখনই আমরা ছোটরা ক্ষেতে পৌঁছতে পারতাম। এক সন্ধ্যায় গ্রামের ছেলেদের সাথে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আমি আখ খাবার লোভে ক্ষেতের দিকে চলে গেলাম। অর্ধেক পথ যাবার পর পিছন ফিরে দেখি আমার ছোট ভাই পেছনে পেছনে আসছে। সে আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোট এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। আমার খেয়াল ছিল কয়েকটা আখ উঠিয়ে নিয়েই ফিরে আসবো। ছোট ভাইটির কারণে আমার পেরেশানী বেড়ে যাচ্ছিল।

আখের ক্ষেতগুলির মাঝখানে একটা জায়গা সামান্য খালি ছিল। ভাইটাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি দ্রুত কয়েকটা আখ ভেঙে নিলাম এবং খালি জায়গায় এসে একটি আখ দাঁত দিয়ে ছিলতে লাগলাম। আচানক পাতার খড় খড় আওয়াজে আমি চমকে উঠলাম। দুই ক্ষেতের মাঝখানে ছিল সরু একটা আইল। আর খালি জায়গা থেকে কয়েক ফুট আগে উভয় ক্ষেত গাছের শুকনো পাতায় ঢেকে গিয়েছিল। ঐ পাতার ওপর কোনো জানোয়ারের ধীর গতিতে চলার আওয়াজ আসছিল। সম্ভবত আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে আমার ছোট ভাইকে ঠেলে আমার পেছন দিকে দিয়ে আমি সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। আওয়াজ যতই কাছে আসছিল ততই আমার দিলের স্পন্দন দ্রুত হচ্ছিল। তারপর নিচের শুকনো পাতার ওপর তার মাথা দেখা গেলো। আমাদের মাঝখানে ব্যবধান ছিল বড়জোর পনর ফুট। আমি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে হতবিহ্বল হয়ে তাকে দেখছিলাম। ইউসুফ এ পর্যন্ত বলে থামলো। প্রফেসার এবং অন্য লোকেরা একযোগে বলে উঠলো, আরে ভাই সেটা কি ছিল?

ইউসুফ নিশ্চিন্তে বললো, আমি ঠিক বলতে পারবো না সেটা কি ছিল। সেখানে ছিল সাঁঝের আলো আঁধারি। আপনাদের বলতে পারবো না সে কতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চোখ দুটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো হিংস্র পশুর চোখ ছিল। শারীরিক দিক দিয়ে অবশ্যই কুকুরের চাইতে উঁচু ও বড় ছিল। আচানক সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং যেমনি এসেছিল কদম উঠিয়ে তেমনি চলে গেলো।

দরোজার পেছন থেকে মেয়েদের ফিসফিসানির আওয়াজ আসতে লাগলো। আই.এ.সি. প্রশ্ন করলো, যখন সে পেছন ফিরলো তখন দেখতে পেলেন না সেটা কি ছিল?

জনাব, তার গায়ের রং গাছের শুকনো পাতার সাথে মিশে গিয়েছিল। তাই আমি তাকে ঠিকভাবে দেখতে পারলাম না। আমি শুধুমাত্র তার জ্বল জ্বলে চোখ

www.pathagar.com

দুটো দেখতে পেয়েছিলাম। এ ছাড়া আমি আরো নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। তার লেজ যথেষ্ট লম্বা ছিল।

এরপর আমি হাতের ব্যাটটা উঠিয়ে নিয়ে ছোট ভাইকে বললাম পালাও! দৌড়াও! সে দৌড়াতে থাকলো এবং কয়েক সেকেণ্ড পরে আমিও দৌড়াতে দৌড়াতে তার সাথে যোগ দিলাম। এভাবে আমরা ক্ষেতের বাইরে চলে এলাম।

আই.এ.সি জিজ্ঞেস করলো, তারপর আপনি জানতে পারলেন না ওটা কি জন্তু ছিল?

জনাব, আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো গ্রামের লোকেরা তাকে ঠাট্টামস্করা করতো। কিন্তু এই কথাগুলি আমি সেখানে বলেছিলাম। কেউ আমাকে বিদ্রূপ করেনি। ঘটনাক্রমে আমার আব্বাজান বাড়িতে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম। তিনিও বিশ্বাস করলেন আমি কোনো হিংস্র জানোয়ার দেখেছি। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাঘের এখান পর্যন্ত চলে আসা কোনো অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া ওটা এক ধরনের নেকড়েও হতে পারে।

গ্রামের পনর বিশ জন জোয়ান লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তারা আব্বাজানের কাছে আবেদনও জানিয়েছিল, আপনি বন্দুক নিয়ে আমাদের সাথে আসুন। কিন্তু আব্বাজান সবাইকে বোঝালেন, রাতের বেলা কোনো হিংস্র জানোয়ারের পেছনে দৌড়ানো বিপজ্জনকও হতে পারে।

পরদিন সেই জায়গা থেকে প্রায় একশ কদম দূরে একটি কুকুরের লাশ পড়েছিল। তার বেশ কিছু অংশ তাকে হত্যাকারী পশুর পেটে চলে গিয়েছিল।

আমাদের এলাকায় এক গ্রামের আখের ক্ষেত অন্য গ্রামের আখের ক্ষেতের সাথে মিশে দীর্ঘ মাইলের পর মাইল চলে গেছে। কোথাও সড়ক বা খাল পড়লে তারপর আবার আখের ক্ষেত। কাছেই পাহাড় থেকে কোনো হিংস্র জানোয়ার নেমে লোকালয় পর্যন্ত চলে আসা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। প্রফেসর জিজ্ঞেস করলো, যখন আপনি হিংস্র জানোয়ার দেখলেন, আপনার দিল নিশ্চয়ই কাঁপছিল?

জনাব, সে সময় দিলের কম্পন শোনার সময়ই ছিল না। এ কথায় সবাই হেসে উঠলো।

আহমদ খান বললো, ইউসুফ সাধারণ লোকদের থেকে আলাদা। যদি কেউ আমাকে বলে, ইউসুফ ঘুমন্ত ব্যাঘ্রীর কোল থেকে তার বাচ্চা তুলে এনেছে তাহলে আমি তা বিশ্বাস করবো।

সিদ্দীক বললো, খান সাহেব! ইউসুফ সাহেব সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমিও বিশ্বাস করবো।

www.pathagar.com

প্রফেসর বললো, ইউসুফ সাহেব! একটি হিংস্র জানোয়ার ধীরে ধীরে এগিয়ে আপনার সামনে এলো এবং আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে ফিরে গেলো, সম্ভবত আপনি এর যুক্তিসংগত কারণটা বলতে পারবেন।

প্রফেসর! হয়তো সে নিজের শিকার মেরে তাকে রেখে চলে এসেছিল এবং তার নতুন শিকারের প্রয়োজন ছিল না। হিংস্র জন্তুরা তাদের ক্ষুধা মেটাবার জন্য শিকার করে থাকে। পেট ভরে আহার করার পর তারা শান্তিপ্রিয় হয়ে যায়।

সাংবাদিক বললো, তাহলে কি আপনি বলতে চান, পেটের চাহিদা পূরণ হয়ে গেলে হিংস্র পশু অহিংস হয়ে যায়?

ইউসুফ বললো, না জনাব! পেট ভরে গেলেই হিংস্র জন্তুর মধ্যে তন্দ্রালুতা এসে যায় এবং তারা কোথাও আড়ালে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। শান্তিপ্রিয়তা ও অহিংস দর্শনের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অহিংসা হচ্ছে এমন সব রাজনীতিবিদদের খেলা যারা শক্তিশালীর পায়ের ওপর নত হয় এবং দুর্বলের গলা টিপে ধরে। অহিংসার একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলমানদের পিঠ থাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া এবং রক্তের নদী প্রবাহিত করার জন্য হিন্দুদেরকে তৈরি হবার সুযোগ দেয়া।

প্রফেসর হাসলো, অর্থাৎ আপনার মতে অহিংসা একটি প্রতারণা।

জনাব, আমার বক্তব্যের অন্তরনিহিত অর্থ পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য আপনি এর চাইতে কঠিন শব্দও ব্যবহার করতে পারেন।

সবাই ইউসুফের দিকে তাকাচ্ছিল। আর সে নিশ্চিন্তে ধীর স্থিরভাবে কথা বলে যাচ্ছিল।

দেখুন, আজ পর্যন্ত কংগ্রেস একই দাবী করে চলেছে। তাদের দাবী এটা নয় যে, ইংরেজরা এখান থেকে চলে যাক। বরং তাদের দাবী হচ্ছে, হিন্দুস্তানের ভবিষ্যতের ফায়সালা করার সময় তাদের কংগ্রেসকে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল দল বলে মেনে নিতে হবে। আর মুসলিম লীগ, যাকে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল দল মনে করে, তাকে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা যাবে না। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যখন অচ্ছুতদের আলাদা হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিল। সংগে সংগেই গান্ধীজী অনশন করার হুমকি দিয়ে তাদেরকে অসহায় করে দিলেন।

জনাব প্রফেসর সাহেব! আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিয়োগান্ত ঘটনা হচ্ছে, আমরা ঘুমাচ্ছি আর ওদিকে গান্ধী ও নেহরু স্নায়ুবিক চাপ অনুভব করছে এই মর্মে যে, মুসলমানরা এক হাজার বছর এই উপমহাদেশ শাসন করেছে, ইংরেজরা চলে যাবার সাথে সাথেই তারা আবার একবার দেশের ক্ষমতা দখল করে বসে। আসলে এই অহিংসার দর্শন এমন একটি দানবীয় চেহারার নেকাব যা

www.pathagar.com

সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে জুলুম, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করবে।

তারপর সে নিজের আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে সাংবাদিককে সম্বোধন করে বললো, জনাব! গোস্তাখী মাফ করবেন, আমি কি জানতে পারি আপনি কোথায় থাকেন?

ভাই, আমার চাকুরী করাচীতে কিন্তু বাড়ি আহমদাবাদ।

মাফ করবেন। যদি তাই হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই নিজের চিন্তাকে পুনরবার যাচাই ও পর্যালোচনা করতে হবে। মুসলমানরা বর্তমানে অগ্নিগিরির জ্বালামুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কেউ আজ যদি কায়েদে আজমের ভাষা বুঝতে অক্ষম হয় তাহলে সে যদি অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সে নির্বোধ।

কংগ্রেসী ভাবধারায় আপ্লুত এ সাংবাদিক পরাজিত মানসিকতা আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ইউসুফের দিকে তাকাচ্ছিল।

তাইমুর খান বললো, এখানে এসে আপনি বেলুচিস্তানের অবস্থার কিছুটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করে থাকবেন। আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কি বেলুচিস্তানে পাকিস্তান আন্দোলনের গতি ধারায় নিশ্চিন্ত?

শহরের কিছু সম্ভ্রান্ত লোক খান সাহেবের সাথে দেখা করতে আসেন। আমি তাদের আলোচনা শুনেছি। এছাড়া নিজের পক্ষ থেকে সাধারণ লোকদের সাথেও আমি আলাপ করেছি। তাতে আমার মনে হয়েছে, বেলুচিস্তানে পাকিস্তান আন্দোলনের কাজ সঠিক পদ্ধতিতে শুরু করা হয়নি। এখানে একটি উপজাতীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। ফলে উপজাতীয় সরদাররা যে ধরনের রাজনীতি সমর্থন করে তাই এখানে কামিয়াব হবে। যদি পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন জন উপজাতীয় সরদারকে পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক বানানো যায় তাহলে এখানে পাকিস্তানের লড়াইয়ে জয়লাভ করা যেতে পারে। উপজাতীয় জনগণ যে কোনো মূল্যে সরদারদের সাথে সহযোগিতা করবে। এখানে উপজাতীয় গোত্রপ্রীতি এমন পর্যায়ে অবস্থান করছে যার ফলে কোনো নেতা যত বড়ই হোক না কেন নিজের গোত্র ছাড়া অন্য গোত্রের একজন সাধারণ লোককেও নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে না। যখন শাহী জীর্গার সদস্যরা এখানে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে তখন মনে করবেন সমগ্র বেলুচিস্তান তাদের পেছনে আছে। আমি মনে করি সমগ্র বেলুচিস্তানে আপনাকে বড় জোর সরদার ঘরানার পঞ্চাশ ষাটজন এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যারা তাদের সরদারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

তাইমুর খান বললো, আল্লাহর কসম, আপনি আমার মনের কথা বলেছেন। আমরা কয়েকজন লোকের একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে প্রত্যেক প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে যাবো। এ জন্য আমাকে চাকুরী ছাড়তে হলেও তার পরোয়া করবো না।

'ইউসুফ সাহেব!' বলে আবার ইউসুফের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'যদি আপনি নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে বেলুচিস্তানে আসার আমন্ত্রণ জানাবো অর্থাৎ আমি বলতে চাই, যদি আপনার অবস্থা আপনাকে স্বাধীনভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য কাজ করার অনুমতি দেয় এবং কোনো সমস্যার কারণে নিজের জীবনের জন্য আপনি কোনো প্রোগ্রাম না বানিয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে এখানে এসে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। এখানে এমন সব লোক আছে যারা আপনার পথে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হতে দেবে না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ইউসুফ জবাব দিল, জনাব! পাকিস্তান হাসিলের সংগ্রামে আমি এমন সব লোকের সহযোগিতা করা আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরিণত করেছি যারা একে মুসলমানদের জীবন মরণের সমস্যা বলে মনে করে। আর এই সংগ্রামে আমার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে আমার কলম। নিজের সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমি কেবলমাত্র এতটুকুই জানি আমার জাতির নওজোয়ানদেরকে তাদের অতীতের উদ্দীপনাময়, প্রাণস্পর্শী ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী শুনাবার জন্য আমার জন্ম হয়েছে। আমি ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাসের অতীত ঘটনাবলী আমার কাছে আয়নার মতো স্বচ্ছ, যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের অবকাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে। আমি নিজের মনে এমন একটা আগ্রহ উন্মাদনা জিইয়ে রাখি যা আমাকে সব সময় বেচইন ও অতৃপ্ত রাখে এবং এই বেচইনী ও অতৃপ্তির ফলে আমার মস্তিষ্কে অসংখ্য কাহিনী জন্ম নেয়। কখনো কখনো আমি ভাবি এ ধরনের কাহিনী ইতিপূর্বে আর লেখা হয়নি। আমার জাতির বর্তমান ও আগামীর বংশধররা এগুলি খুবই পছন্দ করবে। তারা এগুলিতে প্রভাবিত হবে। ফলে তাদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানের আহ্বায়ক ও নির্মাতা বের হয় আসবে। খান সাহেব! আল্লামা ইকবাল, কায়েদে আজম ও নওয়াব বাহাদুর ইয়াং জংগের পাকিস্তান হবে এমন একটা ভূখণ্ড যেখানে আমরা নিজেদের অপ্রতিরোধ্য জাতীয় দূর্গ নির্মাণ করতে সক্ষম হবো। আমার কলম দিয়ে আমি সেই অপ্রতিরোধ্য মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দূর্গের নকশা তৈরি করবো। আমার একথা শুনে নিশ্চয়ই আপনারা অবাক হবেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমার কাহিনী যখন উপন্যাস হিসাবে চিত্রিত হবে এবং এ উপন্যাস পঠিত হতে থাকবে তখন আমার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে কারোর মনে সন্দেহ জাগবে না।

www.pathagar.com

এর অর্থ কি এই দাঁড়ায়, কিছু লোক আপনার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ পোশন করে? সাংবাদিক তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

জী হ্যাঁ, এমন লোক আছে এবং আমি তাদের অতি দ্রুত চিনে ফেলি। বর্তমানে আপনার চেহারা বলছে, একজন শিক্ষিতজন হওয়া সত্ত্বেও আপনি তাদের একজন।

প্রফেসর বললো, দেখুন ইউসুফ সাহেব! এখানে আপনার কোনো দুশমন নেই। আপনি একজন শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবক, কেউ ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার সোনালী স্বপ্ন দেখার পথে বাধা দিতে পারে না। তবুও এ ব্যাপারে আমরা আগ্রহ পোশন করি যে, এ দুনিয়ায় বাস করার এবং এখানে জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য আপনি কি করতে চান? যদি জন্মগতভাবে আপনি কোনো ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হয়ে থাকেন এবং আপনার আরামে জীবন যাপন করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই থেকে থাকে, তাহলে আপনাকে বা আপনার কোনো শুভাকাংখীকে পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই, অন্যথায় আপনাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, নিজের রুজি রোজগারের জন্য আপনি কি কাজ করবেন?

দেখুন আমি এমন উপন্যাস লেখার সংকল্প করিনি যা আমাকে ইজ্জতের রুটিও দিতে পারবে না। আমি চোখ বন্ধ করে নয় বরং চোখ খুলে নিজের জন্য এ পথ তালাশ করেছি। আর তাছাড়া আপনাদের কেউ যদি দুনিয়ার বড় বড় ঔপন্যাসিকদের ব্যাপারে কিছু খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন তাহলে আমি বলতে পারবো বিগত দু'তিন শতক থেকে সাহিত্যে উপন্যাস রচনাই সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আমি কয়েক ডজন ঔপন্যাসিকের নাম উচ্চারণ করতে পারি যারা খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার সাথে সাথে বিপুল ও বেহিসাব অর্থলাভও করেছেন। তাদের জীবদ্দশয়াই তাদের রচনার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় সেগুলি অনূদিতও হয়েছে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কারোর এ ভুল ধারণা থাকা উচিত নয় যে, ওদের কারণে অথবা ওদেরকে সামনে রেখে নিজের হিসাব কিতাব মিলাবার পর আমার মনে এ শখ জেগেছে। আসলে এই জাতীয় সংকট সন্ধিক্ষণে আমার জন্য উপন্যাস লেখাই একমাত্র কর্মপদ্ধতি। এখানে অবস্থান করে আমি নিজ দায়িত্ব ভালোভাবে আনজাম দিতে পারি। যে উদ্দেশ্যে আমি লিখতে চাই আমার নিকট সেটিই গুরুত্ববহ। এর ফলে আমি কি পরিমাণ রুটি পাবো এ বিষয়টির কোনো গুরুত্বই আমার কাছে নেই।

আমার জাতিকে ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খেতে দেখছি, তা থেকে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে যদি আমাকে ভূখা থাকতে হয় এবং আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে এটা ঘাটতির সওদা নয়। জাতি যখন নিজের টিকে থাকার জন্য মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন তখন আমি নিজের উচ্চাংগের ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করতে

www.pathagar.com

পারি না। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা, উপন্যাসের ব্যাপারে চিন্তা করতে গিয়ে আমি নিজের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাই। হয়তো আপনারা ভাবতে পারেন আমি নিজের উদ্বেগ ও ভীতি নিরসনের জন্য একথাগুলি বলছি।

না, তা নয়। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ যদি আমাকে কোনো যোগ্যতা দিয়ে থাকেন তাহলে তাকে যথার্থভাবে ব্যবহার করার পর আমার রুজি তাঁর দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে। এতে রুজি কম আসুক বা বেশি আসুক তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হবে না। আমার জন্য স্বদেশ ভূমি হাসিল করা রেশম সংগ্রহ করার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তারা সবাই নিরবে তাকে দেখছিল। আহমদ খান সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে বললো, দেখো ভাই ইউসুফ! তুমি নিজেকে যা মনে করছো যদি তুমি তাই হও তাহলে নিশ্চিত জেনো তোমাকে যিনি পয়দা করেছেন তিনি কখনো তোমাকে হতাশ হতে দেবেন না।

তাইমুর খান বললো, আরে ভাই! আমি তো আপনার আলোচনার মাঝখানে মনে করছিলাম পাকিস্তানের ইমারতের নির্মাণ কাজ চলছে। তার সাহসী নির্মাতারা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে এবং আপনার কিতাবের কয়েকপৃষ্ঠা পড়ার পর তাজাদম হয়ে আবার পুরো জোরেশোরে কাজে লেগে পড়ছে। একথা তো আমি চিন্তাই করতে পারি না, নিজের জাতির জন্য এ পর্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টিকারী কখনো ভুখা থাকতে পারে। আমার ভাই, প্রত্যেক নামাযের পর আমি আপনার জন্য দোয়া করবো।

আহমদ খান বললো, দোস্ত! বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, মাত্র কয়েকদিন আগে ইউসুফ সাহেবের সাথে আমার প্রথম মোলাকাত হয়। তখন তাকে মনে হয়েছিল অনেক ছোট। তারপর আমরা নেকড়ের ঘটনার মুখোমুখি হলাম। আমার আফসোস হলো সে লম্বা-চওড়ায় অনেক বড় হয়ে গেছে। আর আজ আমি ইউসুফ সাহেবের চেহারায় প্রবীণতা ও পরিপক্কতার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। আমার ভাই, আল্লাহ তোমার হিম্মত বাড়িয়ে দিন। তুমি এমন কোনো জিনিস যাকে আমি বুঝতে পারি না। আজ আমি তোমার জন্য এই দোয়া করবো, আল্লাহ যেন তোমার প্রত্যেকটা স্বপ্ন পূর্ণ করে দেন।

তারপর সাঈদ সাহেবকে সম্বোধন করে বললো, সাঈদ সাহেব! ভালো খানা খাবার পর আমার দ্রুত ঘুম এসে যায়। আপনার খানা বড়ই সুস্বাদু ছিল। তাই আমি যাবার অনুমতি চাচ্ছি। আপনি অবশ্যই বিকালে চায়ের দাওয়াতে আমার বাসায় আসবেন। ইউসুফ সাহেব থাকতে চাইলে এখন থেকে যেতে পারেন। পরে বিকালে ওদের সাথে আসতে পারবেন।

না খান সাহেব! আমি আপনার সাথেই যাবো। আমারও ঘুম পাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর ইউসুফ আহমদ খানের সাথে তার বাসায় ফিরে এলো।

www.pathagar.com

৪

পরদিন সন্ধ্যায় ইউসুফ মুহাম্মদ সাঈদের মেহমান ছিল। মাগরিবের নামাযের পর সে বাইরে বের হলো ভ্রমণ করার জন্য। নাসরীন দৌড়ে তার কাছাকাছি এসে বললো, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

শাহজাদী সাহেবা! আমি একটু আশপাশে ভ্রমণ করে আসি। তুমিও চলো আমার সাথে। শাহজাদীদের জন্য ভ্রমণ তো অপরিহার্য। এভাবে সে হাত বাড়িয়ে দিল এবং নাসরীন নিশ্চিন্তে তার হাত ধরে এগিয়ে চললো। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাইজান! এই শাহজাদী বলতে কি বুঝায়?

ইউসুফ গভীর মনোযোগ দিয়ে তার দিকে তাকালো তারপর বললো :

শাহজাদী হচ্ছে এমন মেয়ে যার চুলগুলি সোনালী। চোখ দুটি বড় বড় এবং তারার মতো উজ্জ্বল। কপাল চওড়া। কেউ ডাকলে লা পরোয়া হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেউ হেসে উঠলে সে রেগে মেগে জল্লাদকে হুকুম দেয়, এই গোস্তাখের গর্দান উড়িয়ে দাও। যাকে সবাই ভালোবাসে কিন্তু সে কারোর পরোয়া করে না।

নাসরীন তার হাত ছেড়ে দিয়ে পেছনে হটে এসে বললো, বাহ্ জনাব, ভালোই বললেন। অর্থাৎ আপনি বলতে চান শাহজাদী হয় বড়ই উল্লুক।

একদম উল্লুক, আবার বেআদব এবং বেঅকুফও।

ইউসুফ হেসে উঠলো। না, নাসরীন! আমি ঠাট্টা করছিলাম। আমাকে বলা উচিত ছিল শাহজাদী হয় একদম নাসরীন যেমন। তাইতো আমি তোমাকে শাহজাদী নাসরীন বলেছিলাম।

আপনি আমার মধ্যে বোকাদের মতো কি দেখেছিলেন?

একথা কে বললো, শাহজাদী নাসরীন বোকা?

আপনার কথার অর্থ এটাই ছিল?

বিলকুল না। আমি তো কেবল একথাটি বলতে চাচ্ছিলাম, শাহজাদী কখনো ছোট ছোট কথায়ও রেগে যায় ও অসন্তুষ্ট হয়।

আপনার ওপর কখন রাগ করলাম আমি?

এত তাড়াতাড়ি তুমি রাগ করতে পারো কেমন করে?

দীর্ঘদিন পরে হলেও আমি আপনার ওপর রাগ করবো না।

www.pathagar.com

না, তুমি বরং বলো, আমি কখনো কখনো রাগ করবো। শাহজাদীরা যদি রাগ করতে ভুলে যায় তাহলে তারা আর শাহজাদী থাকে না। আর আমি আমাদের ছোট্ট নাসরীনকে হামেশা একজন শাহজাদী দেখতে চাই।

নানীজান বলছিলেন, আর কেউ আমাকে শাহজাদী বলেনি।

শাহজাদীকে চিনতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন। কাঁচের টুকরা ও হীরার মধ্যে পার্থক্য করা কোনো নির্বোধের কাজ নয়।

আপনি কি বলতে চান আপনি ছাড়া বাকি সবাই নির্বোধ?

না, আমার কথার অর্থ তা নয়। আমি বলতে চাই কেউ তোমাকে মনোযোগ দিয়ে দেখেনি।

নানীজানও সবাইকে একথাই বলেন, আমার বেটিকে মনোযোগ সহকারে দেখো।

তিনি ঠিকই বলেন। এখন আমাদের কথা বলার পরিবর্তে একটু দ্রুত চলতে হবে। খামুশী সহকারে তেজ কদমে হাঁটাও শাহজাদীদের একটি অভ্যাস।

ইউসুফ দ্রুত হাঁটছিল এবং লম্বা লম্বা পা ফেলছিল। নাসরীন তার সাথে দৌড়াচ্ছিল। এক ফার্লং চলার পর সে থেমে গেলো। ইউসুফ পেছন ফিরে দেখে বললো, কি ব্যাপার শাহজাদী?

আমি শাহজাদী হতে চাই না। এবার ফিরে চলুন।

এখন যদি শাহজাদী সাহেবা চান তাহলে ধীরে চলতে পারেন এবং কথাও বলতে পারেন।

ভাইজান! নাসরীন কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর জিজ্ঞেস করলো ঃ উপন্যাস কাকে বলে?

এর আসল অর্থ তো তুমি বড় হবার এবং কয়েকটা ভালো উপন্যাস পড়ার পরই বুঝতে পারবে। এখন কেবল এতটুকুই বলতে পারি উপন্যাস এক ধরনের কাহিনী যার মধ্যে বিভিন্ন আংগিকে মানুষের জীবনের চিত্র অংকন করা হয়। যেমন ধরো এ কাহিনীটি ঃ দুজন লোক। তাদের একজনের সাথে অন্যজনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বিভিন্ন দিক থেকে তারা যাচ্ছিল কোহে মুরদারের শৃংগের দিকে। তারপর পথে এসে দাঁড়ালো নেকড়ে। নেকড়েকে হত্যা করার পর তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলো। এরপর তাদের বন্ধুত্ব কয়েকটি খান্দানকে একত্র করলো। নতুন ঘটনাবলী ও নতুন চরিত্রের জন্ম হলো। এগুলি সব একত্রে একটি উপন্যাসের রূপ নিল।

ভাইজান! আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি।

তারা দুজন বাড়িতে পৌঁছে দেখলো আঙিনায় বেগম সাঈদ, তার মেয়েরা ও নানী চেয়ারে বসে আলাপ করছে। তাদেরকে দেখে নাসরীনের নানী বলে উঠলো, বেটা! এদিকে এসো, বসে যাও। তোমার সাথে অনেক কথা আছে।

www.pathagar.com

ইউসুফ সালাম দিয়ে বেগম ফরিদা আহমদের পাশে বসে পড়লো। বেগম আহমদ বললো, বেটা! তোমার মেজবান আহমদ খান সাহেব এখনি এসেছিলেন। তিনি একটি খাম দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, ষ্টেশানে তোমাকে রুখসাত করার সময় আসবেন। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি আমরা আগামীকালের পরিবর্তে পরশু যাবো। আসল ব্যাপার হচ্ছে, দুপুরের খাবারের পরে যখন তুমি তোমার মেজবানের সাথে চলে গিয়েছিলে তখন আসমা, তার বোন ও আশপাশের বাড়ির তাদের কয়েকজন সহেলী হৈ-হাংগামা শুরু করে দিয়েছিল। তাদের জেদাজেদির কারণে তোমার যদি আপত্তি না থাকে এই শর্তে আমি এক প্রতিবেশীর বাড়িতে খাবারের দাওয়াত কবুল করেছি।

মা-জী! আপনি যদি কারোর দাওয়াত কবুল করে থাকেন তাহলে এতে আমার কি আপত্তি থাকতে পারে!

বেটা! খান সাহেব বলে গেছেন তোমার কয়েকটি জিনিস তিনি রেলগাড়িতে পৌঁছে দেবেন এবং বারবার তাকিদ করে বলে গেছেন তুমি যেন টিকেট না কেনো।

মা-জী! এটা তাঁর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। তাঁর মেহমান নওয়াজির সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। আমি তাঁর কোনো জিনিস নেবো না।

বেটা! তোমার কাজে কর্মে যেন কেউ মনে ব্যথা না পায় এদিকে অবশ্যই তোমার খেয়াল রাখতে হবে।

না মা-জী, এমনটি কখনো হবে না।

বেগম আহমদ একটু পরে বললো, এখানে আমাদের পরিচিতজনদের মধ্যে গতকালকের নেকড়ের ঘটনার পর আমাদের শাহজাদীর খ্যাতিই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে বেশি করে। সে বেশ কয়েক জায়গা থেকে তোহফাও লাভ করেছে। আগামীকাল হান্নাওয়ারীতে আমাদের পিকনিক এবং একটি আড়ম্বরপূর্ণ দাওয়াতও আছে।

নাসরীন বেটি! খামটি যদি তুমি হারিয়ে না ফেলে থাকো তাহলে ইউসুফ ভিতরে গেলে তার হাতে দিয়ে দিয়ো।

কিছুক্ষণ পর ইউসুফ বৈঠকখানায় গেলে নাসরীন একটি খাম এনে তার হাতে দিল। ইউসুফ খাম খুললো। তার মধ্য থেকে বের হলো দুটি এক'শ টাকার নোট ও একটি চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ

ভাই ইউসুফ সাহেব! আসসালামু আলাইকুম। বড় ভাইয়ের পক্ষ থেকে ছোট ভাইয়ের জন্য এটা সামান্য একটা তোহফা। কবুল করে নিলে খুব খুশি হবো। আর যদি কবুল না করো তাহলে মনে ব্যথা পাবো। তোমার প্রয়োজন নেই একথা বলবে না যেন। প্রয়োজন না হলেও এগুলি তোমার কাছে রেখে দাও। কারণ আমি

www.pathagar.com

বিশ্বাস করি তোমার হাতে এ কয়েকটি টাকা আরো ভালো জায়গায় ব্যয়িত হবে। রেল স্টেশানে তোমার সাথে দেখা করবো। কিন্তু তার আগে এ পয়সাগুলির ব্যাপারে কোনো কথা হবে না এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

-তোমার ভাই আহমদ খান।

রাতে আহার শেষে ইউসুফ এশার নামায পড়লো তারপর তার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বড় সাইজের নোট বই বের করলো এবং টেবিলের সামনে বসে লিখতে শুরু করলো। বাড়ির লোকেরা তখন শুয়ে পড়েছিল।

নাসরীন ও আসমা চুপিসারে তার কামরায় প্রবেশ করলো। তাকে এক মনে লিখে যেতে দেখে কিছুক্ষণ দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো তারপর ফিরে যেতে চাইলো। আচানক ইউসুফ তাদের দেখে ফেললো।

আরে শাহজাদী নাসরীন! এখনো তোমরা জেগে আছো?

আসমা আপার ধারণা ছিল আপনি আমাদের কোনো ভালো কাহিনী শোনাবেন কিন্তু আপনি তো লেখায় ব্যস্ত।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, এখন আমি কিছু লিখছি। এ সম্পর্কে কেবল এতটুকু বলতে পারি, বড় হয়ে যখন তুমি পড়বে তখন এটা ভালো লাগবে। কিছুদিন পরে এটা হয়তো আমার কোনো উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়ে যেতে পারো। তবে হ্যাঁ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন এটা তোমাদের তত্বাবধানে থাকবে। আর সফরকালে এগুলির হেফাজতের দায়িত্ব আমি শাহজাদী নাসরীনের ওপর অর্পণ করছি। কিন্তু এখনো এগুলি কারোর পড়ার অনুমতি নেই। তোমরা দুজন ওয়াদা করো এলেখাগুলির কথা কাউকে বলবে না এবং তোমরা নিজেরাও এগুলি পড়বে না।

আসমা সরলভাবে বললো, জি হ্যাঁ, আমি ওয়াদা করছি আর নাসরীন তো সম্ভবত এখন এগুলি বুঝবে না।

একথায় নাসরীন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো, তাই বুঝি? আমি কোনো নালায়েক নাকি? আমি হামেশা আমার ক্লাশে প্রথম হয়ে আসছি।

ইউসুফ বললো, ঠিক আছে শাহজাদী সাহেবা! এবার তোমরা গিয়ে আরাম করো। বিছানায় যাবার আগে আমি আরো কয়েক পৃষ্ঠা লিখে ফেলতে চাই।

তারা চলে গেলো। ইউসুফ আবার লেখায় ডুবে গেলো।

বেগম ফরিদা আহমদ উঠলো তাহাজ্জদের নামাযের জন্য। ইউসুফের কামরার মধ্যে আলো জ্বলছে দেখে সেদিকে এলো।

www.pathagar.com

বেটা! তুমি রাতে ঘুমাওনি?

ইউসুফ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, মা-জী! এখন তাহাজ্জুদ পড়ে তারপর ঘুমাবো।

বেটা! তুমি কি সারারাত লিখছো?

হ্যাঁ, মা-জী! আজ লেখার মুড ছিল। যখন মুড এসে যায়, আমার আর রাতের অনুভূতি থাকে না। ঘুম বা ক্লান্তিও আসে না।

বেটা! তুমি কি লিখছো?

মা-জী! আমাদের গ্রামের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আমাদের ইংরেজীর প্রফেসর সাহেব সেটি খুব পছন্দ করেছিলেন। তিনিই আমাকে বলেছিলেন প্রবন্ধটি আরো বিস্তারিত আকারে লিখে ফেলো। এখন আমি সেটাই লিখছি। এতে এমন অনেক কথা এসে গেছে যা এতে প্রথমে ছিল না। যেমন আমার জীবনের অনেক ঘটনা এর অন্তরভুক্ত হতে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস বই আকারে ছাপা হয়ে গেলে আপনার কাছে এটা ভালো লাগবে।

তুমি যা লিখবে আমার কাছে ভালো লাগবে, এতে সন্দেহ নেই। তবে রাত প্রায় শেষ। লেখা রেখে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে নাও। তারপর ফজরের সময়ও হয়ে যাবে। আর এমন কাজের জন্য তো সারাটা জীবন রয়ে গেছে।

ইউসুফ কলম রেখে দিল এবং উঠে গোসলখানায় ঢুকলো। অযু করে ফিরে এলো। নিজের ব্যাগ থেকে জায়নামায বের করে বারান্দায় চলে গেলো। সেখানে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার পর একটু বেড়িয়ে আসার জন্য বাইরে গেলো। কিছুদূর থেকে ঘুরে এসে ফজরের নামায পড়লো। তাজা হওয়ায় কয়েকটা লম্বা নিশ্বাস নিলো তারপর নিজের কামরার দিকে চলে গেলো।

বারান্দায় বেগম আহমদ, বেগম সাঈদ, আসমা ও নাসরীন নামায শেষে দোয়া করছিল। ইউসুফ পাশ দিয়ে যাবার সময় বললো, মা-জী আমার জন্যও দোয়া করবেন।

কামরায় পৌছেই সে চারপাইয়ের ওপর শুয়ে পড়লো এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলো।

যখন তার চোখ খুললো, নাসরীন তার পাশে চেয়ারে বসা ছিল।

মনে হয় আমি অনেকখন ঘুমিয়েছি? ইউসুফ উঠে বসতে বসতে বললো।

জী হ্যাঁ, নানীজানের হুকুমে পাহারা দিচ্ছি, যাতে কেউ আপনাকে জাগিয়ে না দেয়। আমি যদি এতক্ষণ ঘুমাতাম তাহলে আমাকে পিটুনী খেতে হতো।

ইউসুফ হেসে বললো, শাহজাদী নাসরীন! এবার তুমি বড় হয়ে যাবে। তখন নানীজানের পিটুনীকে নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার মনে করবে।

মা-জী! বেগম আহমদের দিকে তাকিয়ে সে বললো, আমি এখনি গোসল সেরে আসছি।

www.pathagar.com

বেটা, জলদি করো। আমি তোমার নাশতা তৈরি করছি। সবাই ভ্রমণে বের হবার জন্য কখন থেকে তৈরি হয়ে বসে আছে।

আপনি আমাকে আগেই জাগিয়ে দিতেন।

না বেটা, তোমার ঘুম আমাদের ভ্রমণ ও পিকনিকের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি তো ভ্রমণের প্রোগ্রামই বাতিল করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু একটি বড় রকম দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে সে জন্যই শুধু এ ব্যবস্থা।

মা-জী, এ দাওয়াত বাতিল হলে আমি খুব খুশি হতাম। এত দীর্ঘদিন আমার মায়ের কাছ থেকে কখনো দূরে থাকিনি। তবে অদ্ভূত ব্যাপার হচ্ছে, আপনাকে প্রথম নজরে দেখেই আমার কেমন যেন মনে হয়েছে আমার আম্মীজান সম্ভবত এখানে এসে গেছেন। আর আপনাকে মা-জী বলে আমি মনে আনন্দ অনুভব করছি।

বেটা, তোমার মুখ থেকে 'মা' ডাক শুনে আমিও অত্যন্ত প্রীত হই। এখন চলো নাশতা খাবার জন্য তৈরি হয়ে নাও।

৫

তৃতীয় দিন তারা স্টেশন যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আহমদ খান সাহেবের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হাজির হলো। সে একটা টুকরী এবং ছোট একটা প্যাকেট ইউসুফের হাতে তুলে দিয়ে বললো, এগুলি আপনার লাগেজের সাথে রাখুন। আপনাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য খান সাহেব আমাকে হুকুম দিয়েছেন। ট্রেন ছাড়ার আগে তিনি সেখানে পৌঁছে যাবেন।

এ প্যাকেট আমি নিজের মালপত্রের সাথে রেখে দিচ্ছি। শুকনো ফলের টুকরীটি এই গাড়িতেই থাক। ইউসুফ ভিতরে গিয়ে প্যাকেট খুলতেই একটি সুন্দর কারাকুলি টুপি বের হলো। টুপিটা নিজের সুটকেসের মধ্যে রেখে দিল।

ইউসুফ বেগম আহমদ ও নাসরীনকে নিয়ে প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন এসে গেলো। ইন্টারক্লাশের একটি কামরায় মালপত্র রাখার পর তারা উপরের সিটে বিছানা বিছিয়ে বেগম আহমদকে ভেতরে বসিয়ে দিল। সিদ্দীক পানিভর্তি সোরাহী ভেতরে বসিয়ে দেবার পর বাইরে বের হয়ে ট্রেন দেখতে লাগলো।

www.pathagar.com

মনে হচ্ছে ভাইজান কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে আটকে গেছেন নয়তো এতক্ষণ নিশ্চয়ই এসে পড়তেন।

ইউসুফ নিশ্চিন্তে জবাব দিল, নিশ্চয়ই এখনো ট্রেন ছাড়ার অনেক দেরি আছে। ঐ দেখুন খান সাহেব আসছেন।

দুজনেই একসাথে রেলগেটের দিকে এগিয়ে গেলো। নাসরীনও তাদের পেছনে পেছনে চললো।

ইউসুফ খান সাহেবের সাথে মুসাফাহা করে বললো, আপনার শোকরিয়া আদায় করার মতো যুতসই শব্দ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমি অনুভব করছি দীর্ঘকাল আমি আপনার কাছে ছিলাম এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত আপনার কাছে ঋণী থাকবো।

আরে ভাই, এ কেমন কথা বলছো! বড় ভাই যদি কোনো কর্তব্য পালন করে তাহলে ছোট ভাইয়ের পক্ষ থেকে শোকরিয়া আদায় করে তাকে পেরেশান করা উচিত নয়।

ইউসুফ মুখ ফিরিয়ে নাসরীনের দিকে তাকিয়ে বললো, আরে তোমার তো গাড়ির মধ্যে বসা উচিত ছিল। খান সাহেব! এ সেই ছোট্ট শাহজাদী যার কথা আমি বলেছিলাম।

মুহাম্মদ সাঈদ গেট পার হয়ে ভেতরে এসে গেলো। বেগম আহমদকে সম্বোধন করে বললো, শিকারপুর থেকে সুক্কুরে টেলিফোন করতে গিয়েই আমার একটু দেরী হয়ে গেলো। আমরা খবর পেয়েছিলাম, সিন্ধুনদের বাঁধে কোথাও ফাটল ধরেছে। যদিও তা মেরামত করার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু যদি ফাটল বন্ধ করা না যায় তাহলে বাঁধ ভেঙে গেলে একটা বিরাট এলাকা প্লাবিত হয়ে যাবে। কয়েকটা গ্রাম ডুবে যাবে। আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে, সুক্কুর ও শিকারপুরের মাঝখানে রেল লাইন এবং রাস্তাগুলিও ভেসে যেতে পারে। তাই আমি সতর্কতামূলকভাবে শিকারপুর ও সুক্কুরে আমাদের পরিচিতজনদের কাছে টেলিফোন করে দিয়েছি। শিকারপুরের স্টেশন মাস্টার এবং সুক্কুরের রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর আমার বন্ধু। তারা আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, আল্লাহ না চাহে যদি কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তারা আপনাদের কোনোপ্রকার কষ্ট হতে দেবে না। যদি আপনারা শিকারপুরের পরে রাস্তা বন্ধ দেখেন সংগে সংগেই কোয়েটা ফিরে আসাই আপনাদের জন্য ভালো হবে। আমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকবো। আবার এটা আল্লাহর মেহেরবানী এবং আমাদের সৌভাগ্য যে, ইউসুফের মতো নওজোয়ান আপনার সফর সংগী।

আহমদ খান বললো, এ ধরনের সমস্যা যেখানে, সেখানে সফর মুলতবী করলেই হতো।

www.pathagar.com

না খান সাহেব! ইউসুফ বললো, আমার সাথিরা সফর মুলতবী করতে চাইলে অবশ্য ভিন্ন কথা কিন্তু আমার ফিরে যাবার ফায়সালার কোনো পরিবর্তন হবে না। সয়লাবের কারণে যদি কোথাও রেল ও মোটর পথ বন্ধ থাকে তাহলে নৌকা চড়ে পার হওয়া যাবে। আর নৌকায় সফর করতে আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমি নৌকা বাইতেও পারি। আবার প্রয়োজনে সাঁতারও কাটত পারবো।

আহমদ খান বললো, আমার ভাই! এমন কোনো কাজ কি আছে যা তুমি জানো না?

খান সাহেব! কোনো কোনো কাজ আছে যা সবার জানা দরকার। এ গুলির মধ্যে সাঁতারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

আচ্ছা, আমি সাঁতার শিখতে চাই। একজন ভালো সাঁতারু হতে কত সময় লাগবে?

খান সাহেব! প্রত্যেকটি মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সাঁতারু। আমি বিশ্বাস করি কয়েক মাসের শিশুও সাঁতারু হতে পারে। প্রয়োজন শুধু তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

সিদ্দীক জিজ্ঞেস করলো, আপনি কত বছর বয়সে সাঁতার কাটা শিখেছেন?

আমি জানি না কবে আমি সাঁতার শিখেছি। তবে এটা আমি তখনই জানলাম যখন আমার চাচাজান আমাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ঠেলে দিয়েছিলেন এবং আমি পানিতে একটি ডুব দেয়ার পর সাঁতার কাটতে শুরু করে দিয়েছিলাম। নয়তো এর আগে আমি ও আমার বয়সের ছেলেরা কোমর বরাবর পানির বেশি আর সামনের দিকে এগুতে চাইনি।

সিদ্দীক বললো, এবার গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। ফলে তারা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

সাঈদ ও সিদ্দীক একের পর এক নাসরীনকে আদর করলো এবং সে গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসলো। ইউসুফ সবার সাথে মুসাফাহা করে ট্রেনে পা রাখলো। ট্রেনের কামরায় বেশি প্যাসেঞ্জার ছিল না। সর্বসাকুল্যে ওরা ছিল মোট ছয়জন। বেগম আহমদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, আসার সময় যে ভীড় ছিল এবার অন্তত তার হাত থেকে বাঁচা গেলো।

মা-জী, এই গরমের মওসূমে গাড়ি যাত্রী ভরে নিয়ে এদিকে আসে এবং যাবার সময় খালি যায়। আবার গরমকাল শেষ হয়ে গেলে হিসাব উল্টো হয়ে যাবে।

বেটা, তুমি একটু কাছে এসে বসো। গাড়ির প্রচণ্ড আওয়াজে কথা বলতে আমার সমস্যা হচ্ছে। নাসরীন বেটি তোমার ভাইকে জায়গা দাও।

নাসরীন সামনের সিটে বসলো। ইউসুফ বেগম আহমদের কাছে এসে গেলো। তারা দীর্ঘক্ষণ আলাপ করতে থাকলো।

সিবি পর্যন্ত যেতে যেতে মিসেস আহমদ ইউসুফের বাপ-মা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, তাদের ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে অনেক কথাই জেনে নিল। সে

www.pathagar.com

একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান এবং তার বাপ একজন তহশীলদার, একথাও জানতে পারলো। নিজের সম্পর্কে ফরিদা আহমদ জানিয়েছিল, লুধিয়ানার এমন একটা ব্যবসায়ী পরিবারের সাথে তারা সম্পর্কিত যাদের বেশ কয়েকজন উচ্চ সরকারী চাকুরীতে নিয়েজিত আছে। আর নাসরীনের আব্বা লুধিয়ানায় ব্যবসা করে এবং শহর থেকে কয়েক মইল দূরে গ্রামে নিজের ভাইদের অংশের জমিও দেখাশুনা করে।

সিবিতে তারা চা পান করলো। বেয়ারাকে বিল দেবার জন্য ইউসুফ পকেটে হাত দিতেই বেগম আহমদ বললো, ইউসুফ বেটা। ও পয়সাগুলি তোমার পকেটে রাখো। তুমি আমার ছেলে ছাড়া অন্য কেউ, একথা ভাবতে আমি রাজি নই।

মা-জী, আপনি নারাজ হলে আমি মাফ চাচ্ছি।

মা ছেলের প্রতি কখনো নারাজ হয় না বেটা! তবে আমি চাচ্ছি সফরকালে কোনো জিনিসই তুমি নিজের পয়সায় কিনবে না। এখন ভালো ছেলের মতো ওয়াদা করো, একথা আমার যেন আর দ্বিতীয়বার না বলতে হয়।

মা-জী, আপনি যদি এতে আনন্দিত হন তাহলে আমি ওয়াদা করছি।

বেয়ারাকে বিল আদায় করার পর বেগম আহমদ বললো, বেটা, তোমার আম্মীজান নিশ্চয়ই তোমাকে খুব ভালোবাসে।

জী হ্যাঁ।

তোমার ওঠাবসা, চলাফেরা ও কথাবার্তা আমারও খুব ভালো লাগে। আমার মনে হয় যখন তুমি ঘুমিয়ে থাকো, তোমার আম্মী এক দৃষ্টিতে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ইউসুফ হাসলো। মা-জী আমার মনে আছে যখন আমি ছোট ছিলাম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর ইন্তিজার করতাম। তিনি কামরার দিকে আসতে থাকলে আমি চোখ বন্ধ করে নিতাম। আমি বোঝাতে চাইতাম আমি ঘুমিয়ে আছি। তিনি আমার কপালে চুমা দিতেন এবং আমার জন্য দোয়া করতেন।

বেটা, তোমার মা বড়ই সৌভাগ্যবতী। গতকাল যখন তুমি সারারাত জেগে থাকার পর সকালে ঘুমুচ্ছিলে আমি তোমার কাছে বসেছিলাম যাতে কেউ তোমাকে জাগিয়ে না দেয়। আমি গভীর মনোযোগ সহকারে তোমার চেহারা দেখছিলাম। আমার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তোমার কপালের ওপর। তোমার মাথায় আমি হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম। বেটা, তোমার মায়ের কথা নিশ্চয়ই তোমার খুব মনে পড়ছে।

জি হ্যাঁ, খুব বেশি! হতে পারে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না, যদি আম্মীজান আচানক ট্রেনের এ কামরার মধ্যে এসে পড়েন তাহলে নাসরীন অবাক হয়ে ভাববে এ দ্বিতীয় নানীআম্মা আবার কোথা থেকে এলেন?

www.pathagar.com

ইনশাআল্লাহ আমি অবশ্যই তার সাথে দেখা করবো। আমি তাকে লুধিয়ানা আসার দাওয়াত দেবো। তুমি তাকে সংগে করে নিয়ে আসবে। তোমার থেকে এ ওয়াদা নিতে চাই।

নাসরীন বললো, নানীজান! দাওয়াত হবে আমার আম্মীজানের তরফ থেকে। আপনারা সবাই জালিন্ধরে আসবেন। জালিন্ধর প্রথমে পড়বে তারপর লুধিয়ানা। কাজেই ভাইজানের আম্মী যখন আসবেন, আমরা আপনাকেও ডেকে নেবো জালিন্ধরে।

ঠিক আছে বেটি। কেউ শাহজাদীকে সালাম না করে এগিয়ে যাক, তোমার ভাই ইউসুফও হয়তো এটা পছন্দ করবে না। কি বলো ইউসুফ?

আপনি ঠিকই বলেছেন। বাড়ি থেকে বের হবার আগে আমরা আপনাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো যে ওমুক তারিখে আমরা জালিন্ধরে পৌঁছে যাচ্ছি। এরপর বাকি প্রোগ্রাম আপনার হুকুম মোতাবিক তৈরি করা হবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার আশংকা হচ্ছে। যদি আপনি লুধিয়ানায় থাকেন এবং আমি জালিন্ধরে পৌঁছে যাই আর সেখানে গিয়ে শাহজাদী সাহেবার ঘরের দরোজায় কড়া নাড়তে থাকি তখন যদি শাহজাদী সাহেবা বাইরে বের হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? এখানে আপনার কি কাজ? আমি কি জবাব দেবো?

নাসরীন বললো, এটা কেমন করে হতে পারে জনাব?

কারণ শাহজাদীরা প্রায়ই ভুলে যায়।

আপনি যদি কয়েক বছর পরেও ওখানে আসেন তাহলেও দূর থেকে আমি আপনাকে চিনতে পারবো।

তুমি জানো না বয়সের সাথে সাথে চেহারার আকৃতিও বদলে যায়?

না, কক্ষণো না। আপনার চেহারা কখনো এমনভাবে বদলে যেতে পারে না যে, আমি চিনতেই পারবো না। আর যদি বদলে যায়ও তাহলে আপনার একটি নিশানা আমি কখনো ভুলবো না।

বেগম আহমদ হেসে বললো, বেটি! সেটা কি?

নানী! ভাইজানের কপালে চোখের ওপর জখমের দাগ।

জাকোবাবাদ স্টেশানে তারা রাতের খানা খাচ্ছিল। স্টেশন মাস্টার কামরায় প্রবেশ করলো। জিজ্ঞেস করলো, ফরিদা আহমদ কে?

আমি।

জনাব, রোহড়ির রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর ও শিকারপুরের স্টেশন মাস্টার এইমাত্র আমাকে ফোনে জানালেন, নদীর বাঁধের যে অংশ ভেঙে গিয়েছিল তা

www.pathagar.com

মেরামত করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সুক্কুর ও শিকারপুরের মাঝখানে প্রায় ষোল মাইল এলাকায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। রেল লাইনও ভেঙে গেছে এবং বাসরোডও কয়েক ফুট পানির নিচে ডুবে গেছে।

স্টেশন মাস্টার শিকারপুরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বলা যায় এক দুদিনের মধ্যে নৌকার মাধ্যমে যাত্রী পারাপার শুরু হয়ে যাবে। যদি আপনি সফর জারী রাখতে চান তাহলে প্রথম দিনেই আপনাদের রওয়ানা করে দেবার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু যদি কোয়েটায় ফিরে যেতে চান তাহলে জাকোবাবাদ থেকে প্রথম গাড়িতেই ফিরে যেতে পারবেন।

যদি আমরা কোয়েটায় ফিরে যাই তাহলে তোমার মতে রেললাইন বা সড়ক মেরামত হয়ে সফরের উপযোগী হতে কতদিন লাগতে পারে?

বেগম সাহেবা! এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যেতে পারে না এ কাজ শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে।

যদি দুচার সপ্তাহ পরেও আমাদের নৌকায় সফর করতে হয় তাহলে আমরা কোয়েটায় ফিরে যাবো কেন? এক দুদিনের জন্য আমি শিকারপুরের গরম সহ্য করতে রাজি আছি। বেটা ইউসুফ তুমি কি বলো?

মা-জী আপনার ফায়সালা একেবারেই সঠিক। আমি যে কোনো অবস্থায়ই বাড়ি পৌঁছে যেতে চাই। যদি আপনি কোয়েটা চলে যেতে চান তাহলে আপনাদের ওখানে রেখে এসে আমি পরবর্তী গাড়িতে শিকারপুরের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবো। যে এলাকায় সয়লাব এসেছে, কারে চড়ে কোয়েটা যাবার পথে আমি সে এলাকা দেখেছি। গরমে কষ্ট হবে তবে আপনি অনুভব করবেন জংগল অতিক্রম করছেন।

বেগম আহমদ বললো, বাবু সাহেব! আপনি শিকারপুরে টেলিফোন করে দিন নৌকা চলাচল শুরু হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে থাকবো। আর এখন আমরা খাবার খাওয়া শেষ করেছি একথাও বলে দেবেন। আমাদের সম্পর্কে সম্ভবত কোয়েটা ও সুক্কুর থেকে ফোন আসবে। মেহেরবানী করে তাদের সবাইকেও আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন।

রাতে তারা শিকারপুরের স্টেশন মাস্টারের বাড়ির ছাদের ওপর আরাম করছিল। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বেশ স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে চলছিল। তারা দ্রুত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

সকালে নাসরীনকে তার নানী নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুললো ঃ বেটি! ওঠো, নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। নাসরীন চোখ খুলে ইউসুফের খাট খালি দেখে বললো, ভাইজান কোথায় গেলেন?

বেটি, অনেক ভোরে উঠে সে নামাযের জন্য বাইরে চলে গেছে। তার ব্যাগটা তোমার শিথানে রেখে দিয়ে গেছে। বলে গেছে, এ ব্যাগের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে এবং তুমি জেগে উঠলে এর হেফাজত করার জন্য তোমাকে তাকিদ করে গেছে। নামাযের পরে সে ভ্রমণ করতে যাবে। সয়লাবের পানি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সে জায়গাও দেখে আসবে। আমাদের পারাপার করার জন্য নৌকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে তাও জেনে আসবে।

বেগম আহমদ নিচে যেতে যেতে বললো, বেটি! নামায পড়ে নিচে এসে যাও। নামাযের পর নাসরীন দোয়ার জন্য হাত উঠাতেই প্রতিদিনকার তুলনায় আজ তার দোয়ায় নতুন কিছু বাক্য যুক্ত হলো। সে বলছিল, 'হে আল্লাহ! এই ভয়াবহ সয়লাব অতিক্রম করতে গিয়ে আমাদের সকল প্রকার মুসিবত থেকে বাঁচাও। হে আল্লাহ গরমে নানীজানের শরীর যেন খারাপ না হয়ে যায়। যে নৌকায় আমরা সওয়ার হবো তুমি তার হেফাজত করো। কুমীর এবং পানির অন্যান্য বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করো। হে আল্লাহ! ইউসুফ ভাই যেন নিরাপদে তার মায়ের কাছে পৌঁছে যান।'

মেজবানের স্ত্রী উপরে এসে বললো, বেটি! নিচে এসো। আমরা সবাই নাশতার টেবিলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

নিচে একটা প্রশস্ত কামরায় মেজবানের মেয়েরা ও দুই ছেলে তাদের বাপের পাশে বসেছিল। নাসরীন তার নানীকে জিজ্ঞেস করলো, নানীজান! ইউসুফ ভাই এখনো এলেন না!

বেটি তুমি নিশ্চিন্তে নাশতা করে নাও। তিনি এলে ঘরে তোমার ইচ্ছা মতো তাকে খাতির যত্ন করা হবে।

নাসরীন আচানক উঠে কামরার বাইরে গিয়ে নানীজান, আমি এখনি আসি বলে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দৌড়ে নেমে এলো। হাতে ছিল সেই ব্যাগটা যেটা ইউসুফ তার মাথার কাছে রেখে গিয়েছিল।

নানীজান, আমি এর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। নামায শেষ করে সংগে সংগেই এখানে চলে আসার কারণে এ ভুলটা হয়ে গেছে।

মেজবানের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, এ ব্যাগের মধ্যে এমন কি বিশেষ জিনিস আছে বেটি?

জি, এর মধ্যে ইউসুফ ভাইয়ের জিনিস আছে এবং তিনি বলেছেন আমাকে এর হেফাজত করতে হবে।

www.pathagar.com

কড়া রোদ উঠেছিল। ইউসুফের ফিরতেও দেরি হচ্ছিল। হঠাৎ ইউসুফকে আসতে দেখে নাসরীন দরোজার সামনে দাঁড়ালো। তারপর তাকে আঙিনায় ঢুকতে দেখে দৌড়ে নানীর কাছে গিয়ে বললো, ভাইজান এসে গেছেন। ইউসুফ ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করছে দেখে বললো, আসুন না ভাইজান! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? নানীজান কখোন থেকে আপনার ইন্তিজার করছেন। ঘরের সবাই আপনার ইন্তিজার করছে। পেরেশান হয়ে আছে সবাই।

ইউসুফ হেসে ভেতরে প্রবেশ করে বললো, মা-জী! যে জায়গায় নৌকার ঘাট বানানো হয়েছে এখান থেকে যথেষ্ট দূরে। সেখানে নৌকা ভিড়তে শুরু করেছে। আমি সব ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া জরুরি মনে করছিলাম, যাতে আপনার কোনো প্রকার কষ্ট না হয়। ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল আমরা নৌকা পেয়ে যাবো। গরম খুব বেশি পড়েছে। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে রওনা হতে বিলম্ব না হয়। এখান থেকে নৌকাঘাট পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আমাদের প্রায় চার মাইল পথ টাংগায় যেতে হবে। তার মধ্যে আবার শেষ চার ফার্লং চলতে হবে হাঁটুপানি এবং কোথও এর চেয়ে একটু বেশি পানির মধ্য দিয়ে। এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কোনো ভালো টাংগা যোগাড় করার চেষ্টা করতে হবে।

হ্যাঁ বেটা, এ মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য আমি টাংগাওয়ালাকে পাঁচ টাকা বখশিশ দেবো।

মা-জী, আমি প্রথমে দেখবো ঘোড়ার মধ্যে পানি ভীতি আছে কি না? তাছাড়া পাঁচ টাকা বখশিশের লোভে টাংগাওয়ালা আপনাকে একেবারে নৌকার পাশে পৌঁছিয়ে দেবে।

হ্যাঁ, বেটা, ঘোড়াকে অবশ্যই পরীক্ষা করে নেবে। বখশিশ আরো বেশিও দিতে পারি। নাসরীন আবার পানিতে কুমীরের আক্রমণের ভয় করে।

নাসরীন পেরেশান হয়ে বলরো, নানীজান! কে এমন আছে যে কুমীরকে ভয় পায় না? আর সিন্ধু নদীর কুমীর তো আরো বেশি ভয়ংকর হয়ে থাকবে। কেন ভাইজান! ঠিক নয় কি? আপনি যেখানে সয়লাবের পানি দেখেছেন সেখানে কুমীর ছিল না?

দেখো নাসরীন! নদীতে কুমীর থাকেই। কিন্তু তারা এতো নির্বোধ হয় না যে, যে দিকে সয়লাবের পানি প্রবেশ করে সেদিকে ঢুকে যাবে। কারণ তারা জানে সয়লাবের পানি নেমে গেলে তারা মহাবিপদে পড়বে। তাই আমরা যেমন নিজেদের গ্রাম ও আবাসস্থল ত্যাগ করা পছন্দ করি না তেমনি কুমীরও তার স্থায়ী আবাস ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চায় না। কিন্তু এ সয়লাব যেহেতু এমন পর্যায়ের যা থেকে বুঝা যায় নদী তার গতিপথই পরিবর্তন করেছে তাই কোনো কুমীর বেকুবী করে এদিকে চলে আসতেও পারে। কিন্তু তোমাকে তাদের ভয়ে ভীত হলে চলবে না।

www.pathagar.com

নানী বললো, যাও বেটি ভাইয়ের জন্য নাশতার ব্যবস্থা করো। পরে আবার কুমীরের আলোচনা হবে।

মেজবানের বিবি কামরায় উঁকি দিয়ে বললো, বিবিজী নাশতা তৈরি আছে। আমি এখানে নিয়ে আসছি।

ইউসুফ নাশতা করছিল। নাসরীন আবার কুমীরের প্রসংগ উঠালো। সে বললো, ভাইজান! ওই বেকুব কুমীরদের মধ্য থেকে কেউ আবার আমাকে ধরবে না তো?

ইউসুফ অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করে বললো, বেকুব কুমীর হোক বা মানুষ, তার ওপর তো কোনোক্রমেই ভরসা করা যেতে পরে না। তবে আমি এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিন্ত যে, নদীর পানি কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার গভীরতা এত বেশি কমে গেছে যার ফলে চরম বেকুব বরং পাগল কুমীর ছাড়া এদিকে কেউ আসবে না।

ভাইজান! কুমীর পাগল বা বেকুব হলে তো মনে হয় আরো বেশি ভয়ংকর হয়?

কুমীর কেবল কুমীরই হয়। তার প্রকৃতি ও অভ্যাসই হচ্ছে, সে নদীর মূল গতিপথ পরিত্যাগ করে অন্য কোনোদিকে যাওয়া পছন্দ করে না। রাবী ও বিয়াস উভয় নদীই আমাদের নিকটবর্তী। এ দুই নদীতে সয়লাব এলে মাইলের পর মাইল এলাকায় পানি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি অন্যান্য মাছের মতো কুমীরও নদী থেকে বের হয়ে শস্য ক্ষেতে এসে ঢুকেছে। আর আমরা যেখান থেকে নৌকায় চড়বো সেখানে তো ভয়ের কোনো কারণই নেই।

নানী আম্মা বললো, যখন আমরা নদীর সয়লাব প্লাবিত এলাকা পার হয়ে যাবো এবং বোকা কুমীরের আপদ আর দেখা দেবে না তখন শুনবে তার অট্টহাসি।

কিছুক্ষণ নিরবে বসে রইলো তারা। তারপর নাসরীন আচানক প্রশ্ন করলো, আপনি কখনো নৌকা চড়ে নদী পার হয়েছেন?

ইউসুফ বলল, কয়েকবার।

আমি বলতে চাচ্ছি সয়লাবের মধ্যে?

আমি সয়লাবের সময় তিনবার রাবী পার হয়েছি। একবার বিয়াস নদী পার হয়েছি। উভয় নদীতে কয়েকবার এপার থেকে ওপারে ভ্রমণ করেছি। আমি সাঁতরেও নদী পার হই।

নানী জিজ্ঞেস করলো, বেটা! তুমি কি জন্য নদীতে যেতে?

মা-জী, শিকার করতে। প্রথমে পানকৌড়ি শিকার দেখার আগ্রহ ছিল। আর এখন সুযোগ পেলে নিজেই শিকার করতে চলে যাই।

www.pathagar.com

নাসরীন জিজ্ঞেস করলো, আপনি নদীকে ভয় করেন না?

না, একদম ভয় করি না। আমি সাঁতার জানি। নৌকা বাইতে পারি। বাঁশ দিয়ে এবং বৈঠা দিয়েও।

বেটা, এতো সব তুমি শিখলে কেমন করে?

যদি পানির ভয় না থাকে তাহলে মানুষ এগুলি সবই শিখতে পারে।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যখন কেউ সাঁতার শিখে ফেলে তারপর তার জন্য এগুলি সব সহজ হয়ে যায়।

মা-জী! মানুষের মন থেকে একবার ভয় দূর হয়ে গেলে তার একথা বুঝতে আর দেরি হয় না যে সে সাঁতার কাটা জানে।

বেটা, তুমি আজ নতুন কথা শোনালে। অর্থাৎ তোমার কথার অর্থ হচ্ছে তুমি অন্য কারোর থেকে সাঁতার শেখোনি।

মা-জী! আমার এতটুকু মনে আছে, আমি নহরের কিনারে চার পাঁচ ফুট গভীর পানিতে হাত ছোঁড়াছুঁড়ি করতাম। এর আগে যেতে আমার ভয় হতো। একদিন আমি আনমনাভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। পেছন থেকে আমার চাচাজান এসে আমাকে সজোরে ধাক্কা দিলেন। গভীর পানিতে আমি এক দুটো ডুব দেবার পর সম্ভবত ভাবলাম ভয় পেয়ে কোনো লাভ হবে না। ফলে আমি সাঁতার কাটতে থাকলাম। এরপর সারা স্কুলে আমার সম্পর্কে প্রপাগাণ্ডা ছিল যে আমি সাঁতরে নদীর এপার ওপার করি।

বেগম আহমদ মনোযোগ সহকারে ইউসুফকে দেখতে লাগলো। তারপর নাসরীনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললো, বেটা! এখন আমি বিশ্বাস করছি যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে তুমি নাসরীনকে বাঁচাতে পারবে। নাসরীন কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না তার রাগ করা উচিত কিনা।

৬

পরদিন সকাল দশটায় তারা নৌকায় আরোহণ করছিল। ইউসুফের পছন্দ করা টাংগার ঘোড়া তাদেরকে নৌকা থেকে প্রায় বিশ কদম দূরত্বে এনে নামিয়ে দিয়েছিল। বাকি পথ তাদের হাঁটু পানি ও কাদা ভেঙে এগিয়ে যেতে হলো। একজন কুলি ও একজন ঘরোয়া নওকর মালপত্র বহন করে আগেই সেখানে পৌছে গিয়েছিল। শিকারপুরের মেজবান স্টেশন মাস্টার একটি পানিভর্তি সোরাহী ও একটি থার্মোসও নিজের বাড়ি থেকে এনে দিয়েছিল। তাদের মালপত্র নৌকাই উঠিয়ে দেয়ার পর স্টেশন মাস্টার সেই টাংগায় চড়ে ফিরে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

এক শুভ্রকেশ শিখকে নৌকায় পৌঁছাতে এসেছিল এক শিখ যুবক। বৃদ্ধ শিখ তার ছেলেকে বারবার বলছিল, বেটা! তুমি সাবধানে যেয়ো, আমার চিন্তা করো না। রোদ প্রখর হয়ে যাচ্ছে। তুমি গিয়ে আরাম করো।

শিখ যুবক বৃদ্ধ মাঝিকে সম্বোধন করে বললো, মাঝি ভাই! ইনি আমার বাপুজী। এর দিকে একটু খেয়াল রেখো।

বৃদ্ধ মাঝি বললো, আপনি চিন্তা করবেন না।

নৌকা ভরে গিয়েছিল। সংকীর্ণ ছাউনির নিচে যাত্রীরা ঘেঁসাঘেসি করে বসে গরমে ঘেমে উঠছিল। কিন্তু লোভী মাঝি যাত্রীদের চিৎকার-প্রতিবাদ সত্ত্বেও আরো যাত্রী উঠাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল।

ইউসুফ দ্রুত নিজের ব্যাগ খুলে দুটো খেজুর পাতার পাখা বের করে নাসরীনের হাতে দিয়ে বললো, নাসরীন! এ নাও।

মা-জী গরমে একেবারে সিদ্ধ হয়ে গেলেন। সে নিজের জামা খুলে ফতুয়া গায়ে দিল। জামাটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। তারপর নাসরীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, নাসরীন! এ ব্যাগের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রাখা হয়েছে। এগুলির হেফাজত করা এখন তোমার দায়িত্ব।

আচানক তার দৃষ্টি পড়লো বেগম ফরিদা আহমদের ওপর। গরমে তার দুরবস্থা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ইউসুফ সোরাহী থেকে এক গ্লাস পানি ঢাললো এবং থার্মোস থেকে কিছু বরফ বের করে তাতে দিয়ে বেগম আহমদকে বললো, নিন মা-জী! এই ঠাণ্ডা পানি পান করুন।

বেগম আহমদ পানির গ্লাস হাতে নিয়ে বললো, বেটা! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এই কয়েদখানা থেকে আমাকে বের করো।

ইউসুফ বললো, মা-জী! আপনি বাইরে এসে বসুন।

বেগম ফরিদা আহমদ হাঁপাতে হাঁপাতে ছাউনির বাইরে বের হয়ে এসে এক জায়গায় বসে পড়লো। সেখানে রোদ থাকলেও খোলা জায়গায় বাতাস ছিল। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলো। তার দেখাদেখি অন্য এক মহিলাও তার স্বামীর সাথে পেছন থেকে বের হয়ে বেগম আহমদের কাছে বাইরে বসে পড়লো।

তিন মাঝির মধ্যে একজনের হাতে ছিল বাঁশের লগি। সে চিল্লে উঠলো, 'সবাই ভেতরে যাও। বাইরে কেউ বসবে না। যে বাইরে বসবে তাকে নৌকা থেকে নামিয়ে দেয়া হবে।'

www.pathagar.com

যাত্রীরা পেছনে হটতে লাগলো। কিন্তু নাসরীন ও তার নানী পেরেশান হয়ে ইউসুফের দিকে দেখতে লাগলো।

মাঝি আবার চিৎকার দিল, ও বুড়ি বিবি! শুনতে পাওনি আমার কথা?

সে তখনো তার বাক্য শেষ করেনি ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে এক হাত দিয়ে তার বাঁশ ধরলো এবং অন্য হাতে কশে এমন জোরে এক থাপ্পড় মারলো তার মুখে, যে সে টাল সামলাতে না পেরে নদীতে পড়ে গেলো।

লোকেরা শোরগোল করতে লাগলো।

দেখো ভাই নৌকায় হাংগামা করো না। 'আপনারা পেরেশান হবেন না। আমি নৌকা চালানো জানি। ইনশাআল্লাহ আমি একাই একে কিনারায় নিয়ে যাবো। এই মাঝিদের বেআদবী ও অসভ্যতা বরদাশত করা হবে না।' ইউসুফ বুলন্দ আওয়াজে একথাগুলি বললো। 'তুমি আমার দিকে কি দেখছো? ওঠো, লগি ধরো। নয়তো আমি তোমাকে ভীষণ শাস্তি দেবো। আর ভাইসব, আপনারা শুনুন! এই বাজে ছাউনির নিচে বসা কারোর জন্য জরুরি নয়। এটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে নদীতে ফেলে দাও।'

বলিষ্ঠ নওজোয়ান মাঝি পানি থেকে নৌকায় উঠে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

বুড়ো মাঝি বললো, বেকুবের বাচ্চা, তুই সবার সর্বনাশ করবি। তারপর সে যাত্রীদের দিকে ফিরলো, দেখুন ভাইরা, আপনারা সবাই বাইরে বের হয়ে নিশ্চিন্তে হাওয়া খেতে পারেন। কিন্তু এটা কেবল একটা নৌকাই নয়, আমাদের ঘরও। আল্লাহর ওয়াস্তে এর চালের কোনো ক্ষতি করবেন না। আমি আপনাদের কাছে মাফ চাচ্ছি।

এক মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশ বদলে গেলো। বুড়ো শিখ বললো, ও কাকা! ভগবান তোমার ভালো করুন, আমার হাত ধরে আমাকে একটু সাহায্য করো। ইউসুফ তার হাত শক্ত করে ধরলো। নৌকার পাশে ঝুলে পড়ে সে পানিতে কয়েকটা ডুব দিয়ে নিল। তারপর বেশ কয়েকজন লোক পালাক্রমে নৌকা থেকে নেমে পানিতে গোসল করে নিল।

এক জায়গায় নৌকা ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। আচানক ইউসুফ দেখলো একটা গাছে সাপ ঝুলছে। সে বৃদ্ধ মাঝিকে ডেকে বললো, দেখো চাচামিয়া! হয় তোমরা পথ ভুল করছো আর নয়তো ইচ্ছা করে নৌকা ভুল পথে চালাচ্ছো। সড়কের ওপর দিয়ে এ নৌকা চালানো উচিত।

www.pathagar.com

জনাব, এভাবে পথ লম্বা হয়ে যাবে।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো নৌকা গাছ থেকে দূরে রাখা উচিত কেন। শোনো, এরপর যদি নৌকা সড়কের এদিক ওদিক কোথাও চলে যায় তাহলে আমি সত্যিসত্যিই নৌকার ছাউনিতে আগুন লাগিয়ে দেবো। সামনের দিকে পানি অনেক কম। আমরা পায়ে হেঁটে চলে যেতে পারবো।

বৃদ্ধ মাঝি তার সাথিদের বললো, বেকুবের দল! নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছো কেন? এই নওজোয়ানের কথামতো কাজ করো।

সূর্যাস্তের একটু আগে নৌকা অন্য কিনারে পৌঁছে গিয়েছিল। মাহমুদ আলী তার নওকরদের বাহিনীসহ তাদেরকে স্বাগত জানাবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল।

নাসরীনের নানী বললো, ইউসুফ বেটা! নৌকা থেকে নামার আগে সোরাহীতে যতো পানি আছে আমার মাথায় ঢেলে দাও।

বৃদ্ধ শিখ বললো, বিবিজী! আপনার সোনার টুকরো ছেলে। আমি হামেশা তার জন্য দোয়া করবো। তারপর ইউসুফের সাথে মুসাফাহা করে বললো, কিন্তু বেটা একটা কথা আমি বুঝতে পারলাম না। নৌকা ডুবে যাওয়া সড়কের ওপর দিয়ে নিয়ে যাবার মধ্যে কি এমন কৌশল নিহিত ছিল?

বাবাজী! যেসব সাপ সয়লাবে আক্রান্ত হয়ে ভেসে এসেছে তারা গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছে। এক মহিলা চিৎকার করে উঠলো, হায়! আমি মরে গেলাম। আমিও ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কোনো মারাত্মক বিষয় হবে, যেজন্য ভাই সাহেব ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। নাসরীন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

নসরীনের নানী বললো, বেটা তুমি কি স্বচক্ষে কোনো সাপ দেখেছিলে?

হ্যাঁ নানীজান।

অনেক বড় হবে নিশ্চয়ই। বেগম আহমদ চিন্তান্বিত হয়ে বললো।

বড় ছিল না। তবে এই এলাকার সাপ হয় খুবই বিষাক্ত।

বেটা আল্লাহর শোকর, তুমি সময় মতো বিপদ টের পেয়েছিলে। নয়তো গাছগুলি থেকে অনেক ভয়ংকর সাপ আমাদের নৌকায় লাফিয়ে পড়তো।

মা-জী, হয়তো কোনো জায়গায় ঘন গাছের ঝাড়ের মধ্যে আমাদের নৌকা আটকে যেতো। তখন কোনো গাছের শাখা থেকে কোনো সাপ নৌকায় নেমে আসতো। নয়তো সয়লাবের কারণে হিংস্র প্রাণীরাও অনেক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সয়লাবে যেসব গ্রাম ডুবে গেছে সেগুলির আশপাশের জংগল থেকে সকল প্রকার

www.pathagar.com

হিংস্র প্রাণীরা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। আর সাপদের জন্য গাছ ছাড়া আশ্রয়ের আর কোনো জায়গা নেই।

নাসরীন বললো, যেসব জানোয়ার গাছে চড়তে জানে না তারা সব তাহলে ডুবে গেছে।

ইউসুফ হেসে উঠলো। নাসরীন সংগে সংগেই তার বাক্য শুধরে নেবার প্রয়োজন অনুভব করে বললো, মাফ করবেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম সব জানোয়ার সাঁতার কাটতে জানে।

কিছুক্ষণ পর তারা টাংগায় সওয়ার হলো।

বেগম ফরিদা আহমদ মাহমুদ আলীর কাছে ইউসুফের পরিচয় দিতে গিয়ে বললো, এ হচ্ছে আমার বাহাদুর বেটা ইউসুফ। আল্লাহর শোকর সে আমাদের সংগে ছিল। নয়তো আল্লাহ মালুম আমাদের কি দশা হতো!

নাসরীন বললো, ফুফুজান! আমি বলছি ইউসুফ ভাই কি করেছেন। নৌকার মাঝিরা ছিল বড় জালেম। একজন ছিল দৈত্যাকার। বড় বড় গোঁফ ওয়ালা। নানীজান গরমে বেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। ইউসুফ ভাই তাঁকে ছাউনির বাইরে এনে বসিয়ে দিলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তারপর অনেক লোক ছাউনির বাইরে এসে গেলো। সেই অসভ্য মাঝিটা সবাইকে হুমকি ধমকি দিল। ভয়ে সবাই আবার ছাউনির নিচে চলে গেলো। সেখানে গরম ছিল অসহ্য। যখন সে নানীজানকে ধমক দিতে গেলো তখনই ইউসুফ ভাইজান এমন জোরে তার মুখে চপেটাঘাত করলো যে সে একেবারে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে গেলো।

নানী বললো, ব্যস এবার চুপ করো। বাকি কাহিনী ঘরে গিয়ে বলবে।

মাহমুদ আলী ইউসুফের কাঁধে হাত রেখে বললো, আমি আপনার শোকর গুজারী করছি। সুখ্যাতি যদি সৎকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে তাহলে আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যদি আপনি নাসরীনের সাথে জালিন্ধর পর্যন্ত যান তাহলে সেখানে পৌছুতে পৌছুতেই আপনি যথেষ্ট মশহুর হয়ে যাবেন।

ইউসুফ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, আমাদের পথ প্রথমত লাহোর থেকেই আলাদা হয়ে যাবে, নয়তো হতে পারে অমৃতসর পর্যন্ত আমরা একই গাড়িতে যেতে পারি। আর সেখান থেকে যে কোনো অবস্থায়ই গাড়ি বদল করতে হবে।

বেগম ফরিদা আহমদ বললো, না বেটা! তুমি জালিন্ধর পর্যন্ত আমাদের সাথে যাবে। দুচারদিন সেখানে অবস্থান করবে। অর্থাৎ জালিন্ধরে নাসরীন তোমার মেজবান হবে। আর আমিও তোমার অবস্থান কালে সেখানে তার বাপ-ময়ের কাছে থাকবো।

নাসরীন দ্রুত বললো, নানীজান! ভাই ইউসুফ অবশ্যই সেখানে যাবেন।

www.pathagar.com

ইউসুফ আবার বললো, মা-জী আমি আবার কখনো সেখানে হাজির হয়ে যাবো। যতদিন নাসরীন নিজেই না বলবে এবার আপনি যেতে পারেন ততদিন সেখানে থাকবো।

নাসরীন নানীকে জড়িয়ে ধরে তার কানে কানে কিছু বললো।

বেগম আহমদ বললো, সে বলছে, আপনি চলে যান এ কথা আমি কখনো বলবো না। কিন্তু যদি আপনি আজ সোজা আমাদের বাড়িতে যান তাহলে আমি সেখানে গিয়েই বলবো আপনি যখনি ইচ্ছা ফিরে যেতে পারেন।

আমি বাড়িতে চাচাজানকে পত্র লিখে দিয়েছিলাম। সেই অনুযায়ী আমাকে নিয়ে যাবার জন্য গ্রাম থেকে কয়েকজন লোক রেল স্টেশানে এসে যাবে। আমি যথাসময় না পৌঁছলে আম্মীজান পেরেশান হয়ে যাবেন এবং গ্রামের লোকদেরও কষ্ট হবে। আর দাদীজানের অবস্থা এমন হবে যে, তিনি প্রত্যেক গাড়িতে আমাকে তালাশ করার জন্য লোক পাঠাবেন।

বেটা, যদি আম্মীজান ও দাদীজানের ইন্তিজারের বিষয় হয় তাহলে পথে তোমার এক মিনিট দেরি করা উচিত নয়।

কেন নাসরীন, তাই নয় কি?

নাসরীন আবার নানীর গা ঘেঁসে তার কানে কানে কি বললো।

বেগম ফরিদা আহমদ বললো, বেটা, নাসরীন বলছে, যদি আপনি চান আমি বিরূপ না হয়ে যাই তাহলে আপনার আম্মীজানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে শিগগির আমাদের বাড়িতে আসবেন। হ্যাঁ, সে তোমাকে তার ঠিকানা লিখে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, এটা খুবই জরুরি। নাসরীন! তোমার ফুফুর বাড়িতে পৌঁছেই আমার ব্যাগ থেকে নোট বই বের করে নিয়ে তাতে তোমার পুরো ঠিকানা লিখে দিয়ো।

বাহ জনাব! ঠিকানা আবার কেউ অর্ধেক লেখে নাকি?

মাহমুদ আলী বললো, নাসরীন বেটি বড়ই হুশিয়ার। আমাদের বাড়িতে তার লেখা যেসব চিঠি আসে তা পড়ে কেউ ধারণা করতে পারে না যে, এটা একটি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীর লেখা চিঠি। সেসব চিঠি এত চমৎকার ভাষায় এবং এতই গোছালো যে, অবাক না হয়ে পারা যায় না।

পরদিন সকালে ফজরের নামাযের পর ইউসুফ আবার শুয়ে পড়লো এবং নিয়মের ব্যতিক্রম করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো। ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলো কয়েকটি ছেলেমেয়ে তার চারপাশে বসে আছে এবং নাসরীন তাদেরকে তার বাহাদুরির কাহিনী শোনাচ্ছে। সে মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা খুলে লজ্জা পেয়ে

www.pathagar.com

আবার সংগে সংগেই বন্ধ করে নিল। বাড়ির গৃহিনী ঘরে প্রবেশ করে বললো, আরে বাচ্চারা! শোরগোল করো না। আমাদের মেহমান বড়ই ক্লান্ত। অন্য এক মহিলা বললো, বোন! একে তো শের মনে হচ্ছে। কুদৃষ্টি থেকে একে বাঁচাবেন তো! চলো বাচ্চারা! একে আরাম করতে দাও।

নাসরীন বললো, আন্টি আপনি যদি তখন একে দেখতেন যখন তিনি দৈত্যের মতো মাঝিটাকে এক থাপ্পড়ে নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন।

নানীজান আচানক কামরায় প্রবেশ করলেন এবং বললেন, অনেক হয়েছে আর বেশি বকবক না করে ওকে জাগিয়ে তুলে নাশতা খাইয়ে দাও। ইউসুফ একে গায়েবী সাহায্য মনে করে চোখ মেলে বললো, মা-জী! আমি জেগে উঠেছি।

বাড়ির গৃহিনী বললো, ভালোই হয়েছে বেটা, আমি তোমার নাশতা আনছি।

ইউসুফ নিশ্চিন্তে নাশতা খাচ্ছিল। নাসরীন তার ব্যাগ থেকে নোট বই বের করে নিজের ঠিকানা লিখলো। ইউসুফকে দেখিয়ে বললো, আমার লেখা পড়তে পারবেন তো?

আরে তোমার হাতের লেখা তো সত্যিই বড় সুন্দর। ঠিক আছে, নোট বই আগের মতই ব্যাগের মধ্যে রেখে দাও। আর মনে রেখো আমাদের পথ আলাদা না হওয়া পর্যন্ত এগুলি তোমারই হেফাজতে থাকবে।

নানী বললো, বেটা! আজ তুমি ভালো করে আরাম করতে পারো। মাহমুদ আলী বলে গেছে রাত বারোটার পরের গাড়িতে আমরা ভালোভাবে এবং আরামে যেতে পারবো। ইন্টারক্লাশে যে বগিটা রোহড়ি থেকে ট্রেনের সাথে জুড়ে দেয়া হয় অনেক সময় সেটা খালি যায়। ফলে সেকেন্ড ক্লাশের কামরার চাইতেও আরামপ্রদ হয়। রেলগাড়ি দেখে স্টেশন থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী টিকেট বদলানো যেতে পারে।

৭

রাতে খানা খাবার পর তারা কিছুক্ষণ সুক্কুর বাঁধের ওপর ঘুরে বেড়ালো। তারপর টাংগায় চড়ে চলে গেলো রোহড়ি রেলস্টেশানে। এক ঘন্টা পরে করাচী থেকে আগমনকারী এক্সপ্রেসের সাথে যুক্ত হবে যে ইন্টারক্লাশ বগিটা তার মধ্যে তারা মালপত্র রেখে দিল। সেখানে প্লাটফরমে নৌকায় দেখা সেই শ্বেতশ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ শিখটার সাথে আবার দেখা হলো। ইউসুফকে দেখতেই সে বলে উঠলো, গতকাল ট্রেন মিস করার কারণে আমার আফসোস ছিল কিন্তু মনে হচ্ছে আমি সৌভাগ্যবান। তোমার কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ছিল। আমি ভাবছিলাম

www.pathagar.com

তোমার ঠিকানা নিতে পারলে ভালো হতো, তাহলে একদিন তোমাদের বাড়িতে চলে যেতাম এবং তোমার মুরুব্বীদেরকে সালাম করে আসতাম। বৃদ্ধ নাসরীনের নানীকে সম্বোধন করে বললো, বিবিজী সালাম। ইউসুফ সাহেব আপনাদের কেমন আত্মীয়?

ভাইজান! ওকে আমার বেটা মনে করুন।

বিবিজী, তা অবশ্যই আমি বুঝে ফেলেছি। এমন ছেলে সব মায়েরই ছেলে এবং সব বোনেরই ভাই। আপনারা ওদিকে আরামে শুয়ে পড়েন। স্টেশন মাস্টার বলছিল, এ ট্রেনে আর নতুন প্যাসেঞ্জারের সম্ভাবনা নেই। ওদিকের দুটো সিটেই আপনি বিছানা পাততে পারেন।

কাকাজী! তুমি এ সিটে আমার কাছে এসে যাও। নতুন কোনো যাত্রী এলে আমরা তাকে এখানে বসিয়ে নেবো।

গাড়ি রওয়ানা হলে নাসরীন তার নানীর সাথে নিচুস্বরে বলছিল, নানীজান! একটা হয় কাহিনী আর একটা গল্প। আর বেশি কাহিনী একত্র হয়ে গেলে উপন্যাস হয়ে যায়। অর্থাৎ ইউসুফ ভাই নৌকায় আরোহণ করার সাথে সাথেই একজন মাঝির দূর্ভাগ্য শুরু হয়ে গিয়েছিল, এটা ছিল একটা কাহিনী। নানীজান, আমরা সয়লাব থেকে বের হয়ে আসার পর এ গল্প শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নানী জালিন্ধর এখনো অনেক দূরে।

বেগম আহমদ বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললো, আর বকবক করো না মেয়ে। তোমার একটা কথাও আমি বুঝতে পারিনি।

নানীজান, তোমার আল্লাহর দোহাই। আস্তে কথা বলো। ওরা শুনতে পেলে কি মনে করবে।

আরে কি শুনবে তারা!

নানীজান, আমি বলতে চাচ্ছি যদি এ ধরনের আরো দু-একটা ঘটনা ঘটে যায়। ধরো যদি ট্রেন চলতে চলতে কোনো ভয়ংকর ডাকাত আমাদের কামরায় ঢুকে পড়ে এবং ইউসুফ ভাইজান আবার কোনো দুসাহসিক কাণ্ড করেন যেমন সেদিন ষাণ্ডামার্কা মাঝিটার সাথে করেছিলেন অর্থাৎ যদি তাকে তুলে ট্রেনের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন তাহলে কি এটা কোনো উপন্যাস হয়ে যাবে না?

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না বেটি। তুমি এখন শুয়ে পড়ো। আমি সকালে ইউসুফের কাছ থেকে তোমার প্রশ্নের জবাব শুনে নিয়ে তারপর জানাবো।

ফজরের নামাযের সময় ইউসুফ গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলো। ট্রেন একটা স্টেশানে থামলো। সে নিচেয় নেমে প্লাটফরমে অযু করলো। নামায শেষ করে নিজের কম্পার্টমেন্টে পৌঁছে দেখলো এক ব্যক্তি এবং তার সাথে আরো তিনজন

www.pathagar.com

ভদ্রমহিলা মাল-পত্র নিয়ে কম্পার্টমেন্টে প্রবেশ করছে। বৃদ্ধ শিখ তাদেরকে বলছে, এটা ইন্টারক্লাশ।

যে ব্যক্তির সাথে বৃদ্ধ শিখ কথা বলছিল তার গায়ের রং ছিল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং চেহারা সুরাতও ছিল যথেষ্ট কদাকার। সে বৃদ্ধ শিখের কথার জবাবে বলছিল, বাবা তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন মনে হচ্ছে এ ট্রেন তোমার বাপ দাদার চৌদ্দ পুরুষের খাস তাল্লুক। আমাদের কাছে ইন্টারক্লাশের সরকারী পাশ আছে। এই ক্লাশে সফর করার ব্যাপারে কেউ আমাদের রুখতে পারে না। যদি বিশ্বাস না হয় টিকেট চেকারকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। আমি বিকানীর থেকে রেলওয়ের জন্য লেবার সাপ্লাই করি। ফলে একজন অফিসারের পদমর্যাদার অধিকার আমি লাভ করি।

ইতিমধ্যে আরো দুজন কম্পার্টমেন্টে প্রবেশ করলো। তাদের একজন বললো, ঠিকেদারজী! বলুন কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলে এখনি এনে দিচ্ছি।

ঠিকেদার বললো, না তোমরা যাও। আমার কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। তবে এদের সন্দেহ হচ্ছে আমি ইন্টারক্লাশে সফর করতে পারি না। তাই একটু গার্ডকে এদিকে পাঠিয়ে দিয়ো।

সে নিজের পানদানী ও একটি বাক্স নাসরীনের পায়ের দিকে রেখে দিল এবং নাসরীন দ্রুত উঠে তার নানীর কাছে বসলো।

বৃদ্ধ শিখ বললো, আরে ভাই ঠিকেদারজী তুমি এদিকে চলে এসো। আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি হচ্ছো একজন বাগদি।

বাগদি লা পরোয়া হয়ে মুখ ফিরিয়ে শিখকে দেখলো এবং নিজের মহিলাদের সাথে এক কোণে বসে পড়লো। সে অবাক চোখে কখনো নাসরীন এবং কখনো তার নানীকে দেখছিল।

কিছুক্ষণ পর এক মহিলা উঠে এসে নাসরীন ও তার নানীর কাছে বসলো। তারপর সে পা তুলে সিটের ওপর রাখলো। নাসরীন দেখলো তার পায়ে রূপোর মোটা মোটা দুতিনটে মল। অন্য মহিলাদেরও একই হাল।

ইউসুফ উপন্যাস পড়ায় মশগুল ছিল। তারপরও সে মাঝে মাঝে তাদের নড়াচড়া ও মতিগতি দেখছিল। পরবর্তী স্টেশানে সে বই বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলো, মা-জী! চা নাশতা আনবো?

হ্যাঁ বেটা, নিয়ে এসো। নাসরীনের বেশ ভূখ লেগেছে মনে হচ্ছে।

ইউসুফ বাইরে বের হয়ে গেলো। বেয়ারা নাশতা নিয়ে এলো। সে বাগদি মহিলাকে বললো, আপনি মাঝখান থেকে একটু সরে বসুন, এরা নাশতা করবে।

বাগদি মহিলা বিড়বিড় করতে করতে উঠলো এবং দরোজার কাছে গিয়ে বসে পড়লো। ইউসুফ চা-পানের পর নিজের ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে আবার

www.pathagar.com

পড়ায় মশগুল হয়ে গেলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি অন্যদিকে পড়লো। নাসরীন হতভম্ব হয়ে এদিক ওদিক দেখছিল। সেখানে মুটকি বাগদি মহিলার পরিবর্তে ঠিকেদার বসেছিল।

এক মুহূর্তের মধ্যে ইউসুফের সারা শরীরের রক্ত চেহারায় এসে জমাটবদ্ধ হলো। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সে নাসরীনের দিকে তাকালো। সে তার দোপাট্টার একটা অংশ সামনে বিছিয়ে ধরেছিল। তার ওপর ছিল পানের পিকের দাগ।

'ও বাগদীর বাচ্চা! সব জায়গায় পানের পিক ফেলে নোংরা করতে লজ্জা হয় না?' ইউসুফের রাগ আগুনের শিখার মতে জ্বলে উঠলো।

বাগদী জবাব দিল, তুমি রাগছো কেন? আমি খিড়কির বাইরে থুথু ফেলেছিলাম। কিন্তু বাতাসের ঝাপটায় খিড়কির বাইরে লটকানো এই লড়কির দোপাট্টার অগ্রভাগ থুথুর সামনে এসে গিয়েছিল।

ইউসুফ চিল্লালো, এখান থেকে উঠবে, নাকি আমি ঘাড় ধরে তুলে দেবো।

এ গাড়ি কারোর বাপের............... ।

এখনো সে বাক্য পূর্ণ করতে পারেনি ইউসুফের একটা জোরদার চপেটাঘাতের আওয়াজ শোনা গেল। ইউসুফ তার গর্দান পাকড়ে তাকে দাঁড় করালো। তারপর এমন জোরে ধাক্কা দিল যে সে সোজা ল্যাট্রিনের মধ্যে গিয়ে পড়লো। কম্পার্টমেন্টে আচানক যে একটা স্তব্ধতা নেমে এসেছিল তাতে প্রথম ফুটো করলো বৃদ্ধ শিখের কণ্ঠ।

কাকাজী! তুমি এদিকে এসো। আমি এই বাগদির চেহারা দেখেই অনুমান করেছিলাম সেই মাঝির চাইতেও এ বড় বেকুব হবে।

নাসরীন বললো, নানীজান আমার তো মনে হচ্ছে এ কাহিনী এখন উপন্যাসের চাইতেও দীর্ঘ হবে। নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি যেসব ভূতের কাহিনী শুনিয়ে আপনি আমাকে ভয় দেখাতেন এ তাদেরই একজন।

বাগদী মহিলারা কিছুক্ষণের জন্য হকচকিয়ে গিয়েছিল। এখন নিজেদেরকে সামলে নিয়ে আচানক গালাগালি শুরু করে দিল। গালির ফোয়ারা ইউসুফের চাইতে বেশি নাসরীন ও তার নানীর দিকে ছুটছিল। এর যে শব্দগুলির অর্থ ইউসুফের বোধগম্য হচ্ছিল সেগুলি ছিল অসহনীয়। এ ধরনের মেয়েদের সাথে ঝগড়া করার কোনো পদ্ধতি তার জানা ছিল না। ফলে রাগে দুঃখে সে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছিল।

নাসরীনের নানী বাইরে তাকিয়েছিল এবং নাসরীন তার কোলে মুখ লুকিয়েছিল। বৃদ্ধ শিখ ইউসুফের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'কি বলো বেটা, ছেলে তো ছেলেই হয়, তাই না?'

বাবাজী! ইউসুফ অসহায়ের মতো বললো। যদি ওরা মুখ বন্ধ না করে তাহলে আমি ওদেরকে গাড়ি থেকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেবো।

www.pathagar.com

বাহ কাকাজী! এই সামান্য একটু ব্যাপারে এতগুলি প্রাণীকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেবে?

বাবাজী আমার মাথায় এছাড়া আর কোনো বুদ্ধি আসছে না। মনে হচ্ছে এদেরকে বাইরে ফেলে দেই অথবা আমি নিজেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ি।

তোমার কানটা একটু আমার মুখের কাছে আনো।

ইউসুফ তখন তার হুকুম তামিল করলো। শিখ বললো, এই মেয়েদের জবানের চাবি তোমার হাতেই আছে। একটু চাবি ঘুরাও। দেখবে এই মেয়েগুলির মুখ বন্ধ হয়ে গেছে।

কেমন করে?

ঐ যে ল্যাট্রিনের দিকে দেখো, মুখ বাড়িয়ে এদিকে নিজের মহিলাদের কীর্তিকলাপ দেখছে বেশ মজা করে, ওকে ধরো। ওই হচ্ছে চাবি। সে যখন দোহাই দেবে তখন এরা খামুশ হয়ে যাবে।

ইউসুফ নিশ্চিন্তে আগে বাড়লো। ঠিকেদারের মাথার চুল টেনে ধরে উঠিয়ে বসালো। সাথে সাথে শিখের আওয়াজ শোনা গেলো, ও কাকা সাবধান হয়ে যাও! ওর হাতে ছোরা।

ইউসুফ দ্রুত একদিকে সরে গিয়ে তার হাত ধরার চেষ্টা করলো। কিন্তু ছোরার অগ্রভাগ তার বাহুর উপরিভাগ ছুঁয়ে পিছলে গেলো। জবাবে ইউসুফ একের পর এক কয়েকটা ঘুঁসি চালালো তার ওপর। সে নিচে পড়ে গেলো। ইউসুফ আবার তাকে উঠালো এবং চোখের পলকে দেখা গেলো বাগদীর পা দুটো গাড়ির ভেতরে এবং বাকি সমস্ত শরীর ঝুলছিল গাড়ির বাইরে। ইউসুফ বলছিল, আর যদি তোমার কোনো মেয়ের জবান দারাজি আমার কানে আসে তাহলে সোজা গাড়ির বাইরে ছুঁড়ে দেবো।

বাগদী চিল্লালো, আরে কমবখতের দল! তোরা আমার জান লিবি। ভগবানকে লিয়ে চুপ হো যাও।

মেয়েরা প্রথমেই ইউসুফের রক্তাক্ত জামা দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল। এবার একদম খামুশ হয়ে গেলো।

ইউসুফ এখনি এদিকে চলে এসো। নানী দ্রুত তার গাঁঠরী থেকে একটা দোপাট্টা বের করতে করতে বললো।

বৃদ্ধ শিখ সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, আমাকে চার আঙুল চওড়া একটা পট্টি চিরে দাও। এখনি জখম কশে বাঁধলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। স্টেশানে পৌছেই আমরা ডাক্তার ডাকবো।

www.pathagar.com

নানী পেরেশানীর মধ্যে দোপাট্টার একদিকের কাপড় চিরে দেবার পরিবর্তে এক ধার থেকে লম্বা করে পট্টি বের করে দিল।

এবার বৃদ্ধ শিখ পট্টি এক হাতে ধরে অন্য হাতে ইউসুফের বাহু ধরে বললো, কাকাজী! এবার ওদিকে আমার জানালার কাছে চলো। আমি নিশ্চিন্তে যদি পট্টি বেঁধে ফেলতে পারি তাহলে আর ডাক্তারের প্রয়োজন হবে না।

একথা বলে বৃদ্ধ শিখ সিটের নিচ থেকে নিজের ব্যাগ বের করলো। ব্যাগের ভেতর থেকে একটা বোতল বের করে রাখলো। তারপর পট্টির একটা টুকরা নিয়ে বোতলের তরল পদার্থে ভিজাতে ভিজাতে বললো, আমার ছেলে এ মূল্যবান পদার্থটা দিয়ে গেছে। আমার খেয়াল ছিল কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে এটা দিয়ে দেবো। যা হোক তোমার সামান্য কষ্ট হবে। কিন্তু এই মওসূমে এমন একটা বাজে ছুরির জখমকে এই ধরনের কোনো জিনিস দিয়েই সাফ করা যেতে পারে।

কামরায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। সরদারজীর মূল্যবান জিনিসটা কি তা অনুধাবন করা ইউসুফের জন্য মোটেই কঠিন ছিল না।

ইউসুফ তার চেহারার কষ্ট প্রকাশ করলো না। বাগদীর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি চাই না এই সফরে আমার হাত কারো খুনে রঙীন হোক। কাজেই তোমাদের মালপত্র গুছিয়ে দরোজার পাশে রেখে দাও। পরবর্তী স্টেশন আসার সাথে সাথেই এই কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে যাবে।

আর দেখো, তোমার মহিলারা যে বাজে ভাষায় গালিগালাজ করেছে তার শাস্তি হচ্ছে ঃ এই মাসুম বাচ্চী এবং মা-জীর কাছে তারা ক্ষমা চাইবে। নয়তো এক মিনিট চিন্তা না করেই আমি এদের ট্রেন থেকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেবো।

বাগদী চিল্লে উঠলো, চোখ বড় করে আমার দিকে কি দেখছিস সব? মা-জীর পা জড়িয়ে ধর। তারা এগিয়ে এসে হাত জোড় করে বেগম আহমদ ও নাসরীনের সামনে দাঁড়ালো। বলতে থাকলো, মা-জী! আমাদের মাফ করুন। ভুল হয়ে গেছে। আর কখনো আমরা এমন করবো না।

পরবর্তী স্টেশানের প্লাটফরমের প্রান্ত স্পর্শ করলো ট্রেন। ইউসুফ উঠে বললো, ব্যস এবার নেমে যাও। আর আমাদের বিরক্ত করবে না।

গাড়ি থামার সাথে সাথেই তারা এক মুহূর্ত দেরি না করে নিজেদের মালপত্র নিয়ে দ্রুত নেমে গেলো।

বৃদ্ধ শিখ বললো, বিবিজী! আমি ডাক্তারের খোঁজ নিয়ে আসছি। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলে বেগম আহমদ জিজ্ঞেস করলো, বাবাজী! ডাক্তার পাওয়া গেলো না?

www.pathagar.com

বহিনজী! আমি সামনের স্টেশানে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। ডাক্তার সেখানে হাজির থাকবে।

তারপর ইউসুফের দিকে তাকিয়ে বললো, কাকাজী। আমি কেবল বিবিজীকে নিশ্চিন্ত করার জন্য ডাক্তারকে খবর দিলাম। নয়তো ডাক্তার দেখলেও সম্ভবত পট্টি বদলাবার কথা বলবে না। চিকিৎসা আমার কাছে ছিল। কিন্তু বহিনজীকে বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। আচ্ছা এখন গাড়ি চলতে শুরু করেছে। পরবর্তী স্টেশানে আমি ডাক্তারকে এখানেই আনবো।

বৃদ্ধ নিশ্চিন্তে বসে পড়লে ইউসুফ বললো, বাবাজী! আমি আপনার শোকর গুজারী করছি। শিখ মুচকি হাসলো। বললো, শোকর গুজারী তো আমার করা উচিত। তোমার কারণে একটা ছোট কাজের জন্য এখনো জীবিত আছি। নয়তো যদি নৌকায় তুমি না থাকতে তাহলে আমি একথা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিলাম যে, হয়তো......... আমার জীবনের সফর শেষ হয়ে গেছে।

পরবর্তী স্টেশানে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ও স্টেশন মাস্টার তিনজনই তাদের কম্পার্টমেন্টে পৌঁছে গেলো। বাইরে পুলিশের একজন থানা ইনচার্জ ও একজন পুলিশ কনস্টেবলও কামরার বাইরে প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার পট্টি খুলে জখম দেখলো এবং সন্তোষ প্রকাশ করে বললো, জখম সাফ করে আবার পট্টি বেঁধে দিচ্ছি। সেলাই করার প্রয়োজন হবে না। সতর্কতামূলকভাবে একটা ইনজেকশনও দিচ্ছি। এ জখম দ্রুত সেরে যাবে। কয়েকটা বড়িও দিয়ে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ শিখ বললো, ডাক্তার সাহেব! ভগবান আপনার ভালো করুন ইনজেকশান অবশ্যই দেবেন। জখমকারী বড়ই বাজে লোক ছিল।

থানা ইনচার্জ ভেতরে ঢুকে বললো রিপোর্ট কে লেখাবে এবং অপরাধী কোথায়?

শিখ বললো, দারোগা সাহেব! আপনি অনেক দেরিতে এসেছেন। অপরাধী কোথায়, এখন কোনো গণকই কেবল এ কথা বলতে পারবে। তবে আপনার রিপোর্টে এ কথা লিখে নিন ঃ অপরাধী পালাবার আগে মাফ চেয়ে নিয়েছিল।

দারোগা প্রশ্ন করলো, কার কাছে মাফ চেয়েছিল?

আমার কাছে জনাব।

দারোগা বিরক্ত হয়ে বললো, এ কেমন কথা? জখমী হয় একজন এবং মাফ করে দেয় অন্য জন।

শিখ বললো, দারোগা সাহেব! আপনি বিরক্ত হবেন না। এখানে কাকাজীর মা-জীও বসে আছেন।

কাকাজী কে?

এই তো, যে সেই পাগল ঠিকেদারকে তার অশ্লীল গালাগালির জন্য শাস্তি দিয়েছিল।

www.pathagar.com

সরদারজী! আপনি কি বলছেন? পাগল ঠিকেদার কে?

জী, পাগল ঠিকেদার সেই ব্যক্তি যে কাকাজীকে জখম করেছিল।

তারপর মারও খেয়েছে। তওবাও করেছে। আবার পালিয়েও গেছে।

অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন সেই ছুরি মেরেছিল।

দারোগা সাহেব! আমি শুরু থেকেই এ কথা বলছি। এতক্ষণ মনে হয় সে বিকানীর ফিরে গেছে।

দারোগা আবার প্রশ্ন করলো, সরদারজী! আপনি সোজাভাবে কোনো কথা বলতে পারেন না।

দারোগা সাহেব! যদি আমি জানি সে বিকানীরের অধিবাসী তাহলে আমি এ ছাড়া আর কি চিন্তা করতে পারি যে, বিকানীরে ফিরে গিয়ে থাকবে?

আপনি কেমন করে জানলেন সে বিকানীরের বাসিন্দা?

সে নিজেই একথা বলছিল। আর পথে যারা তার সাথে দেখা করতে এবং তাকে সালাম করতে এসেছিল তারাও তাকে ঠিকেদারজী বলে সম্বোধন করছিল। তাকে বিকানীরের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছিল। তিন মহিলা তার সাথে ছিল। তাদের প্রত্যেকে কমপক্ষে এক সের করে রূপার গহনা পরে ছিল। লেবাস থেকে তাদেরকেও বাগদী মহিলা মনে হচ্ছিল। এখন আমি যদি পুলিশের কোনো ছোটখাটো অফিসার হতাম তাহলে সম্ভবত আমার মাথাও সোজা পথে চিন্তা করতো না এবং আমি মনে করতাম, এরা কোনো ভিন্ন এলাকার লোক এবং আমার দৃষ্টি আমাকে প্রতারণা করছে।

এ কথায় সবাই হেসে উঠলো। দারোগা হাসতে হাসতে বললো, সরদারজী! আপনার বয়স আমার মতো। কাজেই আমি আপনার কথার কোনো জবাব দিতে পারি না।

শিখ হাসতে হাসতে বললো, দারোগাজী! জবাব দেবার জন্য এটা সঠিক জায়গাও নয়। এই যে ছোট খাটো একটা বাঘ। এর সাথে আমি বহু দূর থেকে সফর করে আসছি। দুবার দেখলাম যখন কেউ কথাবার্তার মধ্যে অসভ্য আচরণ করে তখন তার হাত অসম্ভব দ্রুততায় এগিয়ে চলে। আমি আপনাকে বলতে পারি, যে অপরাধী লোকটা তার ওপর ছুরি নিয়ে হামলা চালিয়েছিল সে রেলওয়ের সরকারী পাশ নিয়ে সফর করছিল। অতিরিক্ত পান খাওয়ার কারণে তার দাঁত কালো হয়ে গিয়েছিল। তার সাথে যে তিনজন মহিলা সফর করছিল তারাও খুব বেশি পান খায় এবং খুব বেশি পানের পিকও ফেলে।

স্টেশন মাস্টার দারোগার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার সময় নষ্ট করে লাভ নেই। অপরাধী একজন ভয়ংকর টাইপের লোক বলে মনে হচ্ছে। সে যাতে ভেগে না যায় এজন্য আপনাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমি এখনি ফোন করে দিচ্ছি।

ডাক্তার এবং তার কম্পাউণ্ডারও গাড়ি থেকে নেমে গেলো। যাবার সময় ডাক্তার ইউসুফের কাঁধে হাত রেখে বললো, আপনি আরামে শুয়ে পড়ুন। আমি পুলিশকেও বলে দেবো যে, এই কম্পার্টমেন্টে এমন একজন রোগী আছে যাকে একটি পাগল জখমী করে দিয়েছে। কাজেই পথে আর যেন কোনো বাড়তি প্যাসেঞ্জার এ কামরায় না ঢুকায়।

বেগম ফরিদা আহমদ গার্ডকে বললেন, ভাই সাহেব! ডাইনিং কার পরিচালনাকারীদের বলে দেবেন তারা যেন ঠিক বারোটার সময় আমাদের সবার খানা এখানে পৌছিয়ে দেয়।

গার্ড প্রশ্ন করলো, এই সরদারজীর জন্যও কি খানা পাঠিয়ে দেবো?

না, বিবিজী! সকালে নাশতার সময় আমি পেট ভরে খানা খেয়ে নিয়েছি।

আচ্ছা ঠিক আছে, বেয়ারাকে বলে দেবেন, সরদারজীর জন্য যেন এক জগ ঠাণ্ডা দুধ আনে ভালো করে চিনি মিশিয়ে।

বহিনজী! দুধ এমন একটা জিনিস যা আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

ইউসুফ অন্য সিটে শুয়ে পড়লো।

বেটা জখমে কোনো ব্যথা হচ্ছে না তো?

জীনা দাদীজান।

নাসরীন বললো, ডাক্তারের দুটি বড়ি এখনি খেয়ে নিন। আমি পানি দিচ্ছি।

সে পানির গ্লাস এনে কাছে রাখলো।

ইউসুফ বড়ি মুখে ফেলে কয়েক ঢোক পানি পান করলো তারপর শুয়ে পড়লো।

নাসরীন বললো, ভাইজান! ইনজেকশানে আপনার ব্যথা হয়েছে নিশ্চয়ই। ডাক্তার যখন আপনার বাহুতে সুঁই ফোটাচ্ছিল তখন নানীজান সংগে সংগেই মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আর আমি যদি চোখ বন্ধ না করে নিতাম তাহলে হয়তো আমার মুখ থেকে চিৎকার বের হয়ে যেতো। আমি চোখ খোলার পর দেখি সুঁই আপনার বাহুতে বিদ্ধ হয়ে আছে আর আপনি আরামে শুয়ে আছেন। তারপর আপনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। কি জানি এতে হাসির কি ব্যাপার ছিল!

তোমাকে বিনা কারণে আতংকিত দেখে আমি তোমার ভয় দূর করতে চেয়েছিলাম।

www.pathagar.com

আপনার মোটেই ব্যথা লাগেনি?

লেগেছিল। কিন্তু তা এতই মামুলি ছিল যা আমি অনুভবই করিনি।

আমি সত্যি বলছি ভয়ংকর সুঁই দেখে নানীজানও ভয় পেয়েছিলেন।

সুঁই যখন বাচ্চাদের গায়ে ফুটিয়ে দেয়া হয় তখন মায়েরা ভয় পেয়ে যায়। যদি আমার মা এখানে থাকতেন তাহলে হয়তো ডাক্তারকে যা তা বলতেন।

কিন্তু ইনি তো আমার নানীজী।

মায়ের মায়ের দিল মায়ের চাইতেও নরোম হয়।

নাসরীন একটু চিন্তা করে বললো, আমি কি আপনার মাথাটা টিপে দেবো।

কেন?

আমি নানীজানের মাথা টিপে দিই। আম্মী ও আব্বুর এবং কখনো আম্মী আমার মাথাও টিপে দেন।

আমার মাথা টিপাবার অভ্যাস নেই।

আমার মতো কোনো বোন যদি থাকতো তাহলে আপনারও এ অভ্যাস হতো।

যদি তোমার মতো বোন থাকতো তাহলে এমন কিছু অভ্যাস তৈরি হতো যা এখন আমার চিন্তায় নেই। যেমন পড়ার ও চিন্তা করার সাথে সাথে আমার কথা বলার অভ্যাসও জন্মাতো।

অর্থাৎ আপনি বলতে চান যদি আমি সত্যিই আপনার বোন হতাম এবং হামেশা আপনার কাছে থাকতাম তাহলে আপনি কথা বলতেন বেশি এবং ঝগড়াও আমরা বেশি করতাম।

ইউসুফ হেসে ফেললো। তোমার এ কথাতো আমি কখনো ভুলবো না, তুমি আমাকে একজন ঝগড়াটে গোঁয়ার মনে করছো।

একদম ঠিক নয় ভাইজান! বরং আপনি যখন লড়াই করেন, আমার খুব ভালো লাগে। আমি আপনার জন্য দোয়া করবো আপনি যখন কিতাব লিখবেন সারা দুনিয়া তা পছন্দ করবে। আর নানীজানও আপনার জন্য দোয়া করবেন।

মা-জী! আজকাল আমার নেক লোকদের দোয়ার বড়ই প্রয়োজন। আমার সমস্যা হচ্ছে, লোকেরা কলমের সাহায্যে অর্থোপার্জন করা একেবারে অসম্ভব মনে করে। আমার ভাগে নির্ধারিত হালাল রিযিক আমি এই শিল্প মাধ্যমে তালাশ করতে চাই।

বেগম আহমদ গভীর মনোযোগ সহকারে ইউসুফকে নিরীক্ষণ করছিল। তার চেহারায় সমবেদনার ভাব ফুটে উঠতে দেখে ইউসুফ বললো, আমার দুর্ভাগ্য হচ্ছে, আমার কোনো লেখা কোনো পত্রপত্রিকায় ছাপা হোক আমার আব্বাজান এটা বরদাশতই করতে পারেন না। আমাকে তিনি পড়তে বাধা দিতে পারেন না কিন্তু ছাপার যোগ্য গল্প বা প্রবন্ধ লিখতে দেন না।

www.pathagar.com

কেন? একজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে এই ধরনের সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়।

আমি এফ.এ.-এর পরীক্ষার পূর্বে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম। আব্বাজানের চোখ বাঁচিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সেটা লিখতাম। কিন্তু সবেমাত্র আমি কয়েকটা পাতা লিখেছি এমন সময় আচানক তিনি আমার কামরায় ঢুকলেন এবং লেখা কাগজ লুকাতে গিয়ে আমি ধরা পড়ে গেলাম। তিনি এও দেখলেন না আমি কি লিখেছি। যদি তিনি পড়তেন তাহলে হয়তো ফিরে যেতেন। অথবা এমনও হতো কয়েক পৃষ্ঠা তিনি বারবার পড়িয়ে শুনতেন। কিন্তু সমস্ত খসড়াটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করা ছাড়া আমার জন্য আর কোনো পথ ছিল না।

নাসরীন বললো, আমি আপনার জন্য এই মর্মে দোয়া করবো, আল্লাহ আপনার জন্য আপনার আব্বাজান ও খান্দানের প্রত্যেক ব্যক্তির দিল নরোম করে দেবেন। এই দোয়া আমার নানী, আমার আম্মু, আব্বুও আমরা সবাই করতে থাকবো।

৮

রেলগাড়ি মুলতান ত্যাগ করলে বৃদ্ধ শিখ বললো, কাকাজী! আমার নাম জগত সিং। খানেওয়াল থেকে আমাকে অন্য লাইনে যেতে হবে। আমার ঠিকানা হয়তো তোমার মুখস্থ থাকবে না তাই আমি খবরের কাগজের মাথায় লিখে দিচ্ছি। একথা বলে জগত সিং খবরের কাগজটা ভাঁজ করলো এবং মাথার দিকে খালি জায়গায় কয়েকটা শব্দ লিখে ইউসুফের হাতে দিয়ে বললো, কাকাজী! যদি তোমার কখনো আজনালায় আসার সুযোগ হয় তাহলে অবশ্যই আমার সাথে দেখা করবে। আমার গ্রাম নদীর একেবারে কাছেই। আজনালায় আমার দুটো দোকানও আছে। সেখানে যে কারোর সামনে আমার নাম উচ্চারণ করলে সে তোমাকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে। তোমার জেলা গুরুদাসপুর, তাই না? এটাও আমাদের গ্রামের কাছে।

জি হ্যাঁ।

তোমার কথায় আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

আমার মনে হয় তোমার গ্রামের আশেপাশে আমাদের কয়েকঘর আত্মীয়ের বাড়ি আছে।

www.pathagar.com

সরদারজী! আমাদের গ্রাম ধারিওয়াল স্টেশানের কাছেই।

ও কাকাজী! তুমি কেন বলছো না তুমি মিয়া আবদুর রহিমের ছেলে?

জি হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমি যদি কখনো রাভীর কিনারে যাই। তাহলে অবশ্যই আপনাকে সালাম করার জন্য যাবো।

বেটা! তোমার কিছু কথা আমার কানে পৌঁছেছে। আমি জানিনা তুমি কি লিখতে চাও। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ভগবান ভালো মানুষ বানান এবং তাদের সদিচ্ছাগুলিও পূর্ণ করেন। যদি তুমি কোনো জিনিসকে ভালো মনে করো তাহলে তার ওপর অটল থাকো এবং কে কি বলে না বলে তার পরোয়া করো না।

সরদারজী! আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, একদিন প্রত্যেক সুজন আমার কিতাব পড়ে খুশি হবে।

কিছুক্ষণ তারা চুপচাপ বসে থাকলো। তারপর বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে বললো, সরদারজী! মনে হচ্ছে খানেওয়াল কাছে এসে গেছে।

তোমরা নিশ্চিন্তে বসে থাকো বেটা! প্লাটফরমের দিকের কোনো দরোজা বা জানালা খুলবে না। তাহলে ভীষণ ভীড় হয়ে যাবে। আমি পিছন দিক দিয়ে নেমে যাচ্ছি। এই কামরায় কোনো যাত্রী না ঢোকাবার ব্যাপারে আমি পুলিশকে সতর্ক করার চেষ্টা করছি।

বিবিজী সালাম! ছোট শাহজাদী, সালাম।

জগত সিং নিজের ব্যাগ হাতে নিয়ে পেছনের দরোজা দিয়ে নেমে গেলো।

বেগম আহমদ সোজা হয়ে বসলো। কখনো ইউসুফ এবং কখনো নাসরীনের দিকে তাকাতে লাগলো। দুজনের জন্য তার স্নেহ সমানভাবে উৎসারিত হচ্ছিল। দুজনের ভবিষ্যতের জন্য তার মনের ভেতর থেকে দোয়াও আসছিল একই রকম। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো।

ইউসুফ বেটা! কয়েকদিনের মধ্যে তুমি জালিন্ধরে আসতে পারো না? তোমার আম্মীজানও তোমার সাথে থাকবে। আমি চাচ্ছি আমার জীবদ্দশায় তোমার আম্মী ও নাসরীনের আম্মী পরস্পরের সহেলী হয়ে থাক।

নাসরীন বেটি! কোয়েটায় গোলাপের আতরের যে শিশিগুলি আমি তোহফা হিসাবে পেয়েছি তার মধ্য থেকে একটি শিশি বের করে ইউসুফের সুটকেসে রেখে দাও। তার আম্মীজানের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে এই তোহফা সে পেশ করবে। না, না, এ ব্যাগে নয়, সুটকেসে দেখো।

সাবধানে রাখো। ভেঙে না যায়।

নাসরীন উঠে নানীআম্মার সুটকেস খুললো। তার মধ্য থেকে একটি গোলাপের আতরের শিশি বের করলো। সেটা রেশমের রুমালে জড়িয়ে ইউসুফকে বললো, আপনার সুটকেসটা একটু খুলুন।

www.pathagar.com

ইউসুফ সিটের নিচে থেকে সুটকেস বের করে খুলে দিল। নাসরীন আতরের শিশিটা তার মধ্যে রেখে দিয়ে বললো, ভাইজান! সুটকেসটা যখন খুলবেন, এর মধ্য থেকে প্রথমে বের করবেন এই আতরের শিশিটা। কোনো নওকরের অসাবধানতাবশত এটা যেন পড়ে গিয়ে ভেঙে না যায়।

শাহজাদী সাহেবা! তুমি চিন্তা করো না। আমি নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি হেফাজত করবো মা-জীর তোহফার।

নাসরীনের নানী বালিশে মাথা রাখতেই চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল।

ইউসুফ প্রথমে খবরের কাগজ উঠালো। বৃদ্ধ শিখ তাতে নিজের ঠিকানা লিখে দিয়েছিল। সেটা ওলট পালট করে দেখে তেমনিভাবে ভাঁজ করে রেখে দিল। তারপর সে উঠে নিজের ব্যাগ থেকে একটা বই বের করলো এবং পড়ায় ডুবে গেলো। গাড়ি একটা স্টেশানে থামলো। সে দ্রুত নিচে নামলো। প্লাটফরমের একটা কল থেকে অযু করে যখন ফিরলো ততক্ষণে আরো তিনজন নতুন প্যাসেঞ্জার তাদের কামরায় প্রবেশ করে বসে পড়েছিল। এদের দুজন ছিল হিন্দু এবং একজন মুসলমান জোতদার মনে হচ্ছিল। এক হিন্দু ও এক জোতদার দু'জন মিলে হাত পা ছড়িয়ে চার সিট দখল করলো। তৃতীয় জনের বাকি দুই সিটে এক বৃদ্ধা ও একটা ছোট মেয়ের আরামে ঘুমিয়ে থাকা পছন্দ হলো না। সে নাসরীনের বাহু ধরে নাড়া দিয়ে বললো, ও কাকী! এটা ঘুমুবার সময় নয়।

ইউসুফ তার বাহু ধরে টান মেরে পেছনে হটিয়ে দিয়ে বললো, সামনের ঐ সিটে আরো দুজন বসতে পারে। আপানি বাচ্চাদের বিরক্ত করছেন কেন?

হিন্দু কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু তার সাথি একদিকে সরে গিয়ে যেখানে ইউসুফের বই ও খবরের কাগজ পড়েছিল সেই অংশটা খালি করে দিল। ইউসুফ বললো, যান ওখানে বসে পড়েন। বসে থাকতে থাকতে আমার ক্লান্তি এসে গেছে আমি একটু দাঁড়িয়ে থাকি। বেনিয়া বই ও খবরের কাগজটা একদিকে সরিয়ে দিয়ে খালি সিটে বসে পড়লো। ততক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। বেনিয়া যেখানে বসেছিল সেখান থেকে উঠলো এবং খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিল। একজন মুসলমানের কাছে গান্ধী, আজাদ ও অন্য কংগ্রেসী নেতাদের ছবি গুরুত্ব সহকারে ছাপানো হয়েছে এমন একটা পত্রিকা দেখে সে এটাকে একটা বিজয় মনে করলো।

ওদিকে ইংরেজী বইয়ের ওপর প্রথম নজর দিয়েই সে প্রভাবিত হয়েছিল। সে তার অন্য হিন্দু সাথিকে বললো।

শেঠ নারায়ন দাস আমি ন্যাশনালিস্ট মুসলমান দেখলেই চিনতে পারি।

ইউসুফ বললো, আমি একজন মুসলমান এবং একজন মুসলমান প্রথমেও মুসলমান শেষেও মুসলমান।

www.pathagar.com

জোতদার বললো, বাবু সাহেব! আমি একজন প্রায় অশিক্ষিত আর এ হচ্ছে আমাদের পণ্ডিত দূর্গাপ্রসাদ। কোনো মুসলমানের প্রতি খুশি হলে সে তাকে ন্যাশনালিস্ট বা জাতীয়তাবাদী বলে তার পিঠ চাপড়ায়। আপনি একে বুঝান এর অর্থটা কি?

চৌধুরীজী! পণ্ডিত সাহেবের পিঠ চাপড়ানি বেশ কিছু মুসলমানের বারোটা বাজাবে এবং হিন্দুদেরও একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়বে।

পণ্ডিত দূর্গাপ্রসাদ তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়বস্তু পাল্টাবার উদ্দেশে বললো, মিয়াজী! এই পত্রিকায় কয়েকজন ভক্তের ছবি দেখে আপনি ক্ষেপে গেছেন অথবা অন্য কোনো কথা?

প্রথমে আমি চৌধুরী সাহেবের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

চৌধুরী সাহেব! যদিও আমার বয়স ও অভিজ্ঞতা বেশি নয় তবুও এর জবাবে বলতে পারি, এ শব্দ দুটি যারা ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির কদর্য চেহারা লুকাবার জন্য নেকাবের কাজ করতে পারে তাদের জন্য ব্যবহার করা হয়। অতপর পণ্ডিতজীর প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, এই পত্রিকায় হিন্দু দেশভক্তের সাথে এমন সব মুসলমানের ছবিও ছাপা হয়েছে যাদের কংগ্রেস বোঝা বহনের কাজে ব্যবহার করে থাকে। আর সম্ভবত আপনার সাথিরা আমার কাছে এ সংবাদপত্রটা দেখে আমাকেও তাদের পছন্দের জানোয়ার ভেবে থাকবেন। আসলে এ কাগজটা একজন শিখের কাছে ছিল এবং এর ওপর তার ঠিকানা লিখে আমাকে দিয়ে গেছেন তাই এটা আমার কাছে আছে।

শেঠ নারায়ন দাস বললো, বাবুজী! পণ্ডিত দূর্গাপ্রসাদ আপনাকে ন্যাশনালিস্ট বলেছেন, কোনো গালি তো দেননি।

পণ্ডিতজী বোকা নন। আর একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি গালি দেবার আগে অনেক কিছু চিন্তা করেন।

জোতদার চৌধুরী আল্লাহ বখশ অট্টহাসি দিয়ে বললো, আমি মনে করি বুদ্ধিমান বিতর্ক শুরু করার আগে কার সাথে বিতর্ক করছি, সে কে এসব কথা চিন্তা করে নেয়। নয়তো পণ্ডিতজী আমাদের সাথে যেসব কথা বলেন এতক্ষণ সেসব বলে ফেলতেন।

জি হ্যাঁ।

আমি তখনই বুঝেছিলাম যখন নারায়ন দাস ঐ বইটি খুলে তারপর সংগে সংগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। যদি ঐ বইয়ের কোনো কথা তার বোধগম্য হতো তাহলে সে বকবক করতে করতে আমাদের মাথা খারাপ করে দিতো। আমি দেখেছি যখন এই হিন্দু খবরের কাগজগুলি কায়েদে আজমের কোনো কার্টুন ছাপতো অথবা মুসলমান নেতাদেরকে ব্যংগ বিদ্রূপ করতো, সে খুশিতে নাচতে থাকতো এবং কিছু পত্রিকা কিনে বিলি বন্টন করে দিবো।

www.pathagar.com

পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ বললো, চৌধুরী জী! এইসব ঝগড়ায় আমাদের কি লাভ? আমাদের তো শান্তিপ্রিয়তাও প্রেম-প্রীতির মধ্যে অবস্থান করা উচিত। এ দুনিয়া চারদিনের একটা মেলা-উৎসব বৈ তো আর কিছুই নয়।

ইউসুফ বললো, আর চারদিনের এই মেলার সমস্ত আনন্দ কেবল পণ্ডিতজীর জন্য অথবা এতে অন্যেরও কোনো অংশ আছে?

পণ্ডিতজী কখন একথা বললেন, এতে অন্য কারোর হক নেই?

কতটা সরল আপনি? ইংরেজ এখনো বিছানা গুটায়নি অথচ আপনি নিজের বিছানা বিছাবার জন্য তৈরি হয়ে গেছেন। আমাদের তারা শান্তি ও প্রেমের শিক্ষা দিচ্ছেন আর নিজেরা ইংরেজের সাথে গোপন সওদাবাজী করছেন। ইংরেজকে বলছেন, আপনার বন্দুকই কেবল আমাদের হাওয়ালা করে দিলে চলবে না, মুসলমানদেরকেও এমনভাবে কশে বেঁধে আমাদের হাতে তুলে দেন যাতে যখন আমরা তাদেরকে হত্যা করতে চাইবো তারা যেন নড়তেও না পারে।

নারায়ন দাস বললো, যারা ভারতমাতার আজাদীর জন্য কুরবানী দিয়েছে তাদের প্রতি এ ধরনের দোষারোপ করা পাপ। আমি একথা চিন্তাই করতে পারি না, একজন শিক্ষিত মুসলমানের মুখ থেকে এ ধরনের কথা বের হতে পারে। আপনি কি মনে করেন এই জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা যারা স্বাধীনতার সংগ্রাম করতে গিয়ে কারাগারের কঠোর শাস্তি বরদাশত করেছে এবং শিখরা যারা দেশের আজাদীর লড়াইয়ে অন্যদের থেকে দু-চার কদম এগিয়েই থেকেছে–এরা সবাই নির্বোধ?

ইউসুফ বললো, যে হিন্দু কংগ্রেস ভেবে নিয়েছে গোরা রাজত্বের পর বেনিয়া ও ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজত্ব কায়েম হয়ে যাবে এই ন্যাশনালিস্ট মুসলমান হচ্ছে তার চেহারার নেকাব। নেকাব হয় দুনিয়ার মানুষকে ধোকা দেবার জন্য। কাজ শেষ হয়ে গেলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। আর শিখদের ব্যাপারে আমি অবশ্যই একথা মানি আপনারা তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্কে বিপুলভাবে অনুপ্রবেশ করেছেন। কিন্তু সেদিন দূরে নয় যখন তাদের মধ্যেও এমন লোক পয়দা হয়ে যাবে যারা ধোকা ও প্রতারণার অগণিত নেকাব ভেদ করে আপনাদের চেহারার আসল রূপ চিনতে পারবে। কিন্তু সে সময় সম্ভবত অনেক দেরিতে আসবে। অনেক দুর্ভাগা জাতি গাফলতির নিদ থেকে এমন এক সময় জাগ্রত হয় যখন দুশমন তাদের লৌহ শৃংখলে বেঁধে ফেলার কাজ শেষ করে ফেলে অথবা নিজেদের খঞ্জর তাদের সিনা ভেদ করতে উদ্যত হয়। তখন তারা এতটাই অসহায় হয়ে পড়ে যে, চিৎকার করতে চাইলেও তাদের কণ্ঠনালী থেকে কোনো আওয়াজ বের হয় না।

বাবুজী আপনি কোথায় লেখা পড়া করেন?

আমি লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র।

www.pathagar.com

পণ্ডিত দূর্গাপ্রসাদ বললো, আমিও সে কথাই ভাবছিলাম। এই ধরনের নতুন চিন্তার উদ্ভব কেবলমাত্র ওখানকার ছাত্রদের মধ্যেই হতে পারে।

পণ্ডিতজী! যদি আপনি ইসলামিয়া কলেজ সম্পর্কে কিছু বলতে চান তাহলে সেজন্য অত বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। আমি বেনিয়া ও ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতা সম্পর্কে যে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি তা ইসলামিয়া কলেজ থেকে নয় বরং তার বাইরে থেকে। আমি গ্রামের ছেলে। আমি মুসলমানদের সাথে ভারতের ব্রাহ্মণদের শূদ্রসম আচরণ দেখেছি। বেনিয়া মহাজন কিভাবে অহিন্দুদেরকে দুহাতে লুণ্ঠন করছে তাও আমি দেখেছি। যে সমস্ত ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিই রাখা হয়েছে ঘৃণার ওপর, আমি সেগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। গান্ধী ও তার চেলারা সমগ্র হিন্দুস্তানের ওপর রাজত্ব করার যে স্বপ্ন দেখছে তার অতীত ঐ ঘৃণার কালো কালিতে লিখিত আছে। তারা বিশ শতকের দ্রুতগতি সম্পন্ন মেশিনের জায়গায় লৌহ ও প্রস্তরের আদিম বর্বর যুগে ফিরে যেতে চায়।

চৌধুরী আল্লাহ বখশ বললো, মিয়াজী! আমার আগামীকাল ফিরে আসার প্রোগ্রাম ছিল কিন্তু শেঠ নারায়ন দাসজী আজই আমাকে টেনে আনলো। সম্ভবত আপনার সাথে সাক্ষাত লাভ করার দুর্লভ সৌভাগ্য আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। এজন্য আমি ওদের শোকর গুজারী করছি। আপনার সাথে আলাপ করে খুব খুশি হয়েছি। বুঝতে পারছি এখন এই সব লোককে পাকিস্তানের ব্যাপারে ভেবে চিন্তে কথা বলতে হবে। মুসলমান জাতির মধ্যে যদি আপনার মতো আরো পনর বিশজন যুবক দাঁড়িয়ে যায় তাহলে পাকিস্তান কায়েম হয়েই যাবে।

চৌধুরীজী! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিক আমার মতোই হবে।

চৌধুরী আল্লাহ বখশ খবরের কাগজের একটি অংশ ছিঁড়ে নিয়ে বললো, মিয়াজী! এ খবরের কাগজটি যদি ঠিকানা লেখার কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমিও এখানে নিজের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। যখনই আপনি মন্টগোমারী (সাহীওয়াল) আসবেন অবশ্যই আমার সাথে দেখা করে যাবেন। আমার জমিন শহরের একেবারে কাছাকাছি এবং সাধারণভাবে আমি শহরেই থাকি। আর এখনো যদি আপনি সেখানে আসেন তাহলে অতি সহজে আমার বাড়িতে পৌছে যেতে পারবেন।

ইউসুফ বললো, চৌধুরী সাহেব! এখন তো সম্ভব নয় তবে এরপর কখনো চেষ্টা করবো। অবশ্যই আমি আপনার সাথে দেখা করবো।

মিয়া সাহেব! আপনি কেবল আমার সাথে দেখা করবেন না বরং আমার বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থানও করবেন। আর শিকারের শখ থাকলে শিকারে চলে যেতে পারবো আমরা। আমার ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। হয়তো আপনাকে দেখে সে কিছু বদলে যেতে পারে।

www.pathagar.com

শেঠ নারায়ন দাস বললো, দেখলে পণ্ডিতজী! আমাদের দোস্ত এমনভাবে কথা বলছে যেন মনে হয় পাকিস্তান কায়েম হয়ে গেছে।

ইউসুফ বললো, পাকিস্তান অবশ্যই কায়েম হবে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে আপনারা সত্যটাকে মিথ্যা বলে যেতে থাকবেন।

নারায়ন দাস বাইরে উঁকি দিয়ে বললো, মন্টগোমারী এসে গেছে।

চৌধুরী আল্লাহ বখশ হেসে বললো, হ্যাঁ জনাব! এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনাকে বসার জন্য বলিনি কারণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার কথা বলা বেশ চমৎকার লাগছিল। এখন নিশ্চয়ই আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এখানে বসুন এবং ওয়াদা করুন সুযোগ পেলেই আপনি আমাদের এখানে চলে আসবেন।

আমি ওয়াদা করেছি যখনই এখানে আসার সুযোগ হবে আমি অবশ্যই আপনাকে খুঁজে বের করে নেবো।

চৌধুরী আল্লাহ বখশ রুখসাত হবার সময় ইউসুফের সাথে কোলাকুলি করতে এগিয়ে এলো। নাসরীন চিৎকার করে উঠলো, জনাব! ওনার বাহু জখমী।

চৌধুরী আল্লাহ বখশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কেমন করে হলো?

জী, জনাব! এক মূর্খ বেকুবের পাল্লায় পড়েছিলাম। সে চাকু মেরে দিয়েছে।

চৌধুরী আল্লাহ বখশ বললো, সে কোনো উগ্রপন্থী কংগ্রেসী হবে? পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি?

না। নাসরীন বললো, উনি নিজেই তাকে ভালোভাবে শায়েস্তা করে দিয়েছেন এবং সে গাড়ি থেকে নেমেই ভোঁ দৌড় দিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমেই নারায়ন দাস পণ্ডিত দূর্গাপ্রসাদকে বললো, পণ্ডিতজী! আজ তুমি বড় বাঁচা বেঁচে গেছো। যখন নিজের জায়গা করার জন্য তুমি ছোট মেয়েটাকে উঠাচ্ছিলে তখন ইউসুফ সাহেব তোমাকে এমনভাবে দেখছিল যেন তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।

নাসরীন সুরাহী থেকে এক গ্লাস পানি ঢাললো। থার্মোস থেকে এক টুকরা বরফ নিয়ে তাতে ছেড়ে দিল। গ্লাসটা ইউসুফের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, নিন পানি পান করুন। আপনার পিপাসা লেগে গেছে।

ইউসুফ এক নিশ্বাসে সবটুকু পানি পান করে বললো, আর এক গ্লাস। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে আমার পিপাসা লেগেছে?

বাহ জনাব! এজন্য আবার কোনো চিন্তার প্রয়োজন আছে নাকি? আপনি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। গরম ছিল প্রচণ্ড। ফ্যান ছিল দূরে।

www.pathagar.com

আপনার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। কারণ গাড়ির ঝমঝমাঝম আওয়াজের মধ্যে নিজের কথা শোনাবার জন্য আপনাকে অত্যন্ত বুলন্দ আওয়াজে বলতে হচ্ছিল। আমি কয়েকবার ভেবেছিলাম আপনাকে ঠাণ্ডা পানি পান করাবো; কিন্তু আবার ভাবলাম ঐ আহাম্মক লোকগুলি হাসবে।

সে আবার বললো, জি হ্যাঁ, আপনাকে বসতে বলার জন্য আমি নানীজানকে বার বার বলছিলাম। যখন আপনি সেই বেনিয়াটার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন তখন আমি নানীজানকে বলেছিলাম, এবার ঐ ব্যাটার ধোলাই হবে। এখন আমরা উপন্যাসের অনেক বড় ঘটনা দেখছিলাম। কিন্তু আল্লাহর শোকর ঐ বেনিয়ার মাথায় অন্তত এতটুকু বুদ্ধি ছিল যে, সে নরম হয়ে যাওয়ার মধ্যে নিরাপত্তার সন্ধান পেয়েছিল এবং খামাখা বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার এরাদা পরিত্যাগ করেছিল।

নানী জিজ্ঞেস করলো, বেটা গাড়ি এখানে কতক্ষণ থামবে?

মা-জী, এই ধরুন দশ মিনিট।

বেটা, নাসরীনকে প্লাটফরমে একটু ঘুরিয়ে আনো। বসে বসে আমারও পা ও কোমর ধরে গেছে কিন্তু আমি লাহোর পৌঁছার ইন্তিজার করছি। সেখানে আমার ঘোরাঘুরির অনেক সময় মিলবে।

নাসরীন দোপাট্টা দিয়ে মাথা ঢাকলো। প্লাটফরমে নেমেই ইউসুফের হাত ধরলো। যখন তারা পুনর্বার ট্রেনে উঠলো, তখন নাসরীন নানীর কানে কানে বললো, নানীজান, ভাইজান যখন সেই বাগদিটাকে ধরে ট্রেনের বাইরে ফেলে দিচ্ছিল তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল উনি আমাদের কেউ নন। আমার মুখ দিয়ে চিৎকার বের হবার উপক্রম হয়েছিল।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, শাহজাদী সাহেবা! এ তো ছিল ড্রামা। কেন তুমি দেখোনি আমি হাত দিয়ে তার ঠ্যাং ধরে রেখেছিলাম?

ভাইজান, আমিও অবাক হচ্ছিলাম, তার শরীরের অর্ধেক অংশ গাড়ির বাইরে ঝুলছে অথচ সে পড়ে যাচ্ছে না। এখন জানতে পারলাম আপনি তাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন এবং বাঁচাতেও চাচ্ছিলেন। ভাইজান, ওয়াদা করুন আপনি কখনো আমার ওপর রাগ করবেন না।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, তোমার ওপর? ঠিক আছে যদি তুমি ওয়াদা করলে খুশি হও তাহলে আমি ওয়াদা করছি ছোট্ট নাসরীনের ওপর আমি কখনো রাগ করবো না।

না, যখন আমি বড় হয়ে যাবো তখনো।

www.pathagar.com

যখন তুমি বড় হয়ে যাবে তখনো।
আর আপনি বানোয়াট রাগও করবেন না।
ইউসুফ হেসে ফেললো, আচ্ছা ঠিক আছে, তাও করবো না।

কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর ইউসুফ খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে তার গায়ে লেখা বৃদ্ধ শিখের ঠিকানার ওপর চোখ বুলাতে লাগলো। ঠিকনা পড়ে সে চমকে উঠলো।

মা-জী, আমিও অবাক হচ্ছিলাম সরদারজী ঠিকানা লিখতে এত সময় লাগাচ্ছে কেন? আসলে তিনি দুটো ঠিকানা লিখেছেন। একটা হচ্ছে রাভীর কিনারে তার পুরাতন বাড়ির এবং অন্যটায় এমন একটা গ্রামের নাম আছে যেটা আমাদের গ্রাম থেকে দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত, আমি সে গ্রামে তিন চার বার গিয়েছি।

নাসরীন বোন আমি তোমাকে আর একটা কষ্ট দিচ্ছি। এ খবরের কাগজটা ভাঁজ করে আমার হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে রেখে দাও।

নাসরীন খবরের কাগজটা উপরের বার্থে রাখা হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। তারপর তার নানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, নানীজান কতই না ভালো হতো, চাচাজান যদি লাহোরে থাকতেন এবং আমরা আজ তাঁর কাছে থেকে যেতাম!

বেটি, কথা তো তুমি ঠিকই বলেছো কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, সে এই সময়ে আম্বালা ও লাহোরে থাকতে পারে না। আর একথাও বলতে পারো, তোমার ছোট চাচা যদি বিলাতে না যেতো তাহলে তোমার জন্য আরো আনন্দের বিষয় হতো।

নানীজান! ছোট চাচাজান সম্পর্কে তো আমি অনেক বেশি চিন্তা করে থাকি। আমার সব সময় এ দুঃখ থাকবে ফাহমিদা আপা তার সাথে কয়েকবার চিড়িয়াখানা ভ্রমণ করে এসেছে। কিন্তু আমি যখনই লাহোরে গেছি তিনি পরীক্ষায় ব্যস্ত থেকেছেন।

বেটি শিক্ষা শেষ করে যখন সে লাহোরে এসে যাবে, আমি তাকে বলে দেবো তুমি তার সাথে প্রাণ ভরে চিড়িয়াখানায় ঘুরে আসবে। আর আমি চেষ্টা করবো চিড়িয়াখানা ওয়ালারা যেন তোমার জন্য একটা সুন্দর খাঁচা তেরি করে দেয়।

মা-জী, শাহজাদীর জন্য সোনার খাঁচা হওয়া দরকার।

বেটা, চাচা বিলাত থেকে অনেক বড় ডাক্তার হয়ে ফিরে আসবে। কাজেই ওর জন্য সোনার খাঁচা বানানো কঠিন হবে না।

নাসরীন মুচকি হেসে বললো, নানীজান! যদি আপনি ওয়াদা করেন আপনি, নানাজান, আব্বু, আম্মী, চাচা ও চাচীরা প্রত্যেক দিন চিড়িয়াখানায় আমাকে দেখতে আসবেন তাহলে লোহার খাঁচার মধ্যে থাকতেও আমার কোনো আপত্তি

www.pathagar.com

থাকবে না। কিন্তু আমারও একটি শর্ত আছে তাহলো ইউসুফ ভাই আমাকে দেখতে আসবেন.......... আর ফাহমিদা আপাও।

আরে ভাই, সে নিশ্চয়ই আসবে এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তোমার জন্য ছোলা, চিনাবাদাম, কলা ইত্যাদির রেশন সে-ই আনবে।

মা-জী! এতো বড়ই বেইনসাফী হবে। এই শাহজাদীর চিড়িয়াখনার মধ্যেও ভালো ভালো খাবার পাওয়া উচিত।

ভাইজান! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি বিশ্বাস করি ফাহমিদা আপা আমার জন্য সবচেয়ে ভালো খাবার আনবেন।

বেটা! এর ছোট চাচা এম.বি.বি.এস. করার পর চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য ইউরোপে চলে গেছে। এর বড় ভাই সেনাবাহিনীতে ডাক্তারের পদে চাকুরী করছে। সে চাচ্ছে ইউরোপের পরে তার কিছুদিন আমেরিকাও থাকা উচিত। সে উচ্চ মেধা সম্পন্ন। এর আরেক চাচার লাহোরেও একটা বাড়ি আছে। সে পুলিশ ইন্সপেক্টর। লাহোরের বাড়িটা সে পেয়েছে শ্বশুরের তরফ থেকে। যখন সে লাহোরে থাকতো, সে বাড়ির জৌলুশ চতুরগুণ বেড়ে যেতো। নাসরীনের ছোট চাচা তার শিক্ষা জীবনে সে বাড়িতেই ছিল এবং নাসরীনের চাচী বিলকিস ফাহমিদাকেও সেখানে নিয়ে এসেছিল। আমিও প্রায়ই সেখানে যেতাম। নাসরীন প্রত্যেকবার ছোট চাচার আঙুল ধরে চিড়িয়াখানা ভ্রমণে বের হবার প্রোগ্রাম নিয়ে আসতো। কিন্তু ঘটনাক্রমে প্রত্যেকবারই তার ফাহমিদার মতো চিড়িয়াখানা দেখার সুযোগ হতো না।

ভাইজান! ইংল্যাণ্ড পৌছেই চাচাজান আমাকে পত্র লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ইউরোপ থেকে ফিরে এসেই আমাকে নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবেন। তিনি এও লিখেছেন, কোনোদিন তিনি বাইরের দেশগুলিও সফর করবেন। তখন আমাকে সাথে নিয়ে দুনিয়ার ভালো ভালো চিড়িয়াখানাগুলি দেখাবেন।

বেগম ফরিদা আহমদ বললো, বেটা! নাসরীনের তোমার সাথে এত তাড়াতাড়ি ভাব জমে ওঠার এবং খোলামেলা সম্পর্ক হবার কারণটা আমি ভেবে দেখলাম। আসলে সে তোমার ও আমার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে।

ওকাড়া পার হয়ে ইউসুফ মাগরিবের নামায পড়লো। জায়নামায ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসলো।

বেগম ফরিদা আহমদ উঠে বসে বললো, নাসরীন তোমাকে তাদের জালিন্ধরের ঠিকানা লিখে দিয়েছে। আমি আশা করছি তুমি নিশ্চয়ই কোনোদিন

www.pathagar.com

তাদের বাড়িতে আসবে। নাসরীনের ভাই, বোন ও বাপ মা তোমাকে দেখে খুব খুশি হবে।

মা-জী। ইনশাআল্লাহ্ আমি অবশ্যই আসবো।

ভাইজান! আপনি দেরিতে এলে আপনাকে আমি চিনতে পারবো না আপনার এ চিন্তা ভুল ছিল। যদি আপনার চেহারা বদলেও যায় তাহলেও শুধুমাত্র আপনার মাথায় জখমের নিশানী দেখে আমি আপনাকে চিনে নেবো।

বেগম ফরিদা বললো, বেটা ইউসুফ! আমার কাছে এসো।

ইউসুফ কাছে এসে বসলে তিনি সস্নেহে তার কপালের বাঁদিকে হাত রেখে বললেন, বেটা! এখানে এ জখম হয়েছিল কিভাবে?

জী, ছোটবেলায় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন ছুঁচলো পাথরে থেঁতলে গিয়ে এ জখম হয়েছিল।

নাসরীন বললো, অনেক খুন প্রবাহিত হয়েছিল নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই আপনার আম্মী খুব কেঁদেছিলেন।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, যখন আমি বাড়িতে পৌছি, আমার মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। ফলে আমার আম্মীর কাঁদার প্রয়োজনই হয়নি।

নাসরীনের নানী বললো, বাহাদুর বেটাদের মায়েরা কাঁদে না।

কিন্তু ইউসুফ ভাই অনেক ব্যথা পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

আমার ঠিক মনে নেই তখন আমি কি অনুভব করেছিলাম।

নাসরীন তার নানীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু বললো। নানী বললো, বেটা ইউসুফ! একটি ব্যাপারে নাসরীন খুবই নারাজ হয়ে গেছে। তার বক্তব্য হচ্ছে তুমি জালিন্ধরে তাদের বাড়িতে যাবার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছো।

না, মা-জী! নাসরীন এতো ভালো মেয়ে যে একথায় নারাজ হতেই পারে না।

নাসরীন আবার তার নানীর কানে কানে কিছু বললো। নানী বললো, বেটা! সে বলছে নাসরীন ভালো মেয়ে নয়।

মা-জী, আপনি তাকে বোঝান। আমি অমৃতসর পর্যন্ত তার সংগে থাকবো। কথাবার্তা বলার আরো বেশ কিছু সময় পাচ্ছি আমরা। বাড়িতে পৌছেই আমি চিঠি পাঠাতে শুরু করে দেবো। কোনোদিন আমার চিঠিতে লেখা থাকবে, আমি ওমুক দিন অমুক গাড়িতে চড়ে শাহজাদী সাহেবাকে সালাম করার জন্য রওনা হচ্ছি।

নাসরীন হেসে বললো, এ আরো ভালো হলো আমরা অমৃতসর পর্যন্ত একসাথে থাকলাম।

লাহোর দশ মিনিটের দূরত্বে থাকতে ইউসুফ বললো, এখন আমি এশার নামাযটা পড়ে নিই। আচ্ছা নাসরীন! তুমি বলো তোমার জন্য কি দোয়া চইবো'

www.pathagar.com

নানী নাসরীনের দিকে তাকিয়ে বললো, বেটা! এর জন্য দোয়া চাও এ যেন পড়াশুনায় মনোযোগী হয় এবং কথা কম বলে।

নাসরীন রেগে লাল হয়ে বললো, আমি কখন বেশি কথা বললাম? তার সুন্দর চোখ জোড়া অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো।

তার মাথায় হাত রেখে নানী বললো, আরে আমিতো মস্করা করছিলাম।

আমি এখন আর কোনো কথা বলবো না।

আমার সাথেও কথা বলবে না? ইউসুফ হেসে বললো।

হ্যাঁ, আপনার সাথেও না..........কারোর সাথে না।

ইউসুফ হেসে নামাযের জন্য দাঁড়ালো। যখন সে নামায শেষ করে দোয়া করার জন্য হাত ওঠালো, তার নিজের ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনের সাথে নাসরীনের নামও শামিল হয়ে গিয়েছিল।

নামায থেকে উঠে ইউসুফ বললো, নাসরীন! মহান আল্লাহর কাছে তোমার জন্য অনেক কিছু চাইলাম।

বেগম আহমদ বললো, আল্লাহ নাসরীনের জন্য তোমার মতো লোকদের দোয়া কবুল করুন। এমনি তো কখনো কখনো তার সাথে ঝগড়া করতে করতে আমি বিরক্ত হয়ে উঠি কিন্তু তার সংগ ছাড়া আবার আমি থাকতেও পারি না।

নাসরীন চমকে উঠে বললো, আমি কবে ঝগড়া করলাম নানীজান?

বেটি আমি বলছিলাম কি তোমার ঝগড়াকেও আমি ভালোবাসি।

আবার সেই কথা নানীজান! আমি বলছি আমি ঝগড়া করি না। আপনি হামেশা আমার ওপর দোষারোপ করেন।

আচ্ছা.......এবার খামুশ হয়ে যাও, লাহোর এসে যাচ্ছে,....তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলো। সে মনে করছে তুমি তার প্রতি রুষ্ট।

না, নানীজান! তিনি তা মনে করতে পারেন না। তিনি জানেন আমি কখনো তাঁর প্রতি রুষ্ট হতে পারি না।

ইউসুফ হেসে বললো, নাসরীন! এখনি তুমি বলছিলে তুমি আমার প্রতি নারাজ হয়ে গেছো

আমি তো ঠাট্টা করছিলাম। আর আমি জানতাম, আপনি ভালোভাবে জানেন আমি ঠাট্টা করছি।

আচ্ছা বাবা ঠিক আছে। এখন আমার পাশে বসো। আমাকে তোমার স্কুলের কথা শোনাও। নাসরীন পাশে বসতে বসতে বললো, আমাদের স্কুলের তেমন শোনার মতো কোনো কথা নেই। ঘন্টা বাজে। হাজিরা নেয়া হয়। তারপর হোম টাস্ক দেখা হয়। পড়া শুনানো হয়। কাউকে 'শাবাশ' এবং কাউকে 'ভেরী গুড' বলা হয়। আবার কাউকে পিটনী দেয়া হয়। কারোর পিটনীর পালা আসতে

www.pathagar.com

আসতে ঘন্টা বেজে যায়। ফলে সে পিটনীর হাত থেকে রক্ষা পায়। ব্যস এভাবেই চলে। আমি দ্রুত স্কুলের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ করে কোনো কলেজে ঢুকে পড়তে চাই। শুনেছি সেখানে পিটনী ইত্যাদি হয় না।

আচ্ছা নাসরীন! কখনো তুমিও পিটনী খেয়েছো কিনা?

আচ্ছা জনাব! আপনি কেমন করে এটা ভাবতে পারলেন, আমি পিটনী খাবো? মনে নেই আমি হামেশা ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করি? নানীজানকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

আমার কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, তুমি হামেশা প্রথম স্থান অধিকার করো। আমি এটাও বিশ্বাস করি, তুমি নিজের খান্দানের নাম উজ্জ্বল করবে। আশা করি কোনো দিন খবরের কাগজে তোমার ছবি দেখে আমি গর্বের সাথে বলবো, এই সরল সুন্দর মেয়েটিকে আমি বহুদিন থেকে জানি।

আমি নিশ্চিত যে আপনি আমাকে ভুলে যাবেন না?

আমি বিশ্বাস করি এটা হবে আমার জীবনের একটি স্মৃতি বিজড়িত সময়। এর প্রত্যেকটা কথাই আমার মনে খোদাই হয়ে থাকবে।

নাসরীন কিছু চিন্তা করে বললো, তাহলে আপনি কেন বলেছিলেন আমি আপনাকে চিনতে পারবো না?

আরে ওটা ঠাট্টা ছিল।

নাসরীন হেসে ফেললো। হাসলে তার নিস্পাপ নিষ্কলংক চেহারায় একটা বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

৯

লাহোরে পৌঁছে তেমন বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেনি। কুলির মাথায় মালপত্র দিয়ে তারা হাঁটতে হাঁটতে অন্য একটা প্লাটফরমে চলে গেলো। বেগম আহমদ ইউসুফের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো। কিন্তু নাসরীন খামুশ ছিল। কারণ করাচী থেকে আগমণকারী গাড়ি কিছু দেরিতে পৌছুলো। তাই জালিন্ধরের গাড়ির জন্য তাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। জালিন্ধরের গাড়ি আসতেই তারা তাতে সওয়ার হয়ে গেলো। ইউসুফ বললো, দেখো নাসরীন! তুমি কিন্তু এখনো রুষ্ট হয়ে আছো। আর এখন তো

www.pathagar.com

আমরা গাড়িও বদল করেছি। নাসরীন তার হাসি সংবরণ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বেগম ফরিদা আহমদ বললো, বেটা! নাসরীন রুষ্ট নয়, তুষ্ট তবে কিছুটা উদাস হয়ে পড়েছে। যদি জলদি তোমার চিঠি না আসে তাহলে তার উদাসীনতা সমস্ত পরিবারের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি তুমি তাকে নিশ্চয়তা দিতে পারো এই মর্মে যে, তুমি খুব তাড়াতাড়ি জালিন্ধরে আসবে এবং তাকে পত্রও লিখতে থাকবে তাহলে তার মুড একদম ঠিক হয়ে যাবে।

ইউসুফ নাসরীনকে জিজ্ঞেস করলো, কি বলো নাসরীন! আমি জালিন্ধরে অবশ্যই আসবো এবং তোমাকে নিয়মিত পত্র লিখবো। আমার ওয়াদার প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই?

ভাইজান! আমি দোয়া করবো আপনি অবশ্যই আসবেন। কেবল এতটুক বলে নাসরীন খামুশ হয়ে গেলো।

ইউসুফ তার মুড ঠিক করার জন্য তাকে নিজের গ্রামের মজার মজার কাহিনী শোনাতে লাগলো। নাসরীনের চেহারায় হাসির রেখা ফুটে উঠলো। কিন্তু তা আরো বেশি বিকশিত হতে পারলো না। ফলে সে আবার বললো, নাসরীন! আমি কিন্তু আর একটা কথা ভেবে রেখেছি। বাড়িতে গিয়ে আমি বলবো, জালিন্ধরে একটা ছোট্ট শাহজাদী আছে। একথা শুনে নিশ্চয়ই আমার আম্মীজান আমার সাথে চলে আসবেন তোমাকে দেখার জন্য। তুমি খুশি হবে তো আমার আম্মীকে দেখে.....?

আপনি সত্যি বলছেন?

আমি তোমার সাথে কখনো মিথ্যা বলতে পারি না। আমি সব রকমের চেষ্টা চালাবো যাতে আম্মীজান আমার সাথে আসেন।

আপনি আম্মীজানকে একথাও বলবেন, আমার আম্মাজান ও ফাহমিদা আপাকে দেখে তিনি খুবই খুশি হবেন।

বেগম ফরিদা আহমদ বললো, বেটা! এ তো আনন্দের কথা, যদি আমি খবর পাই তোমার আম্মীকে সংগে নিয়ে তুমি জালিন্ধরে আসছো, তাহলে তাকে স্বাগত জানাবার জন্য আমিও জালিন্ধরে পৌঁছে যাবো।

বেগম আহমদ তার মেয়ে সফিয়া এবং জামাতা নাসিরের প্রসংগ নিয়ে আলাপ করতে লাগলো। ইউসুফের আত্মীয় স্বজনদের সম্পর্কেও আরো অনেক প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলো। অমৃতসর এসে গেলো। যতক্ষণ গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো ইউসুফ তাদের সাথে কথা বলতে থাকলো। কথাবার্তার মাঝখানে সে তার সুটকেস উঠিয়ে দরোজার সামনে রেখে দিল। নাসরীন হঠাৎ বলে উঠলো, ভাইজান! আমি আল্লাহর কাছে একটা দোয়া করি। এখনি আমি এ দোয়া করছিলাম, আপনি যেন এখান থেকে নেমে যাওয়ার চিন্তা ভুলে যান এবং গাড়ি

www.pathagar.com

চলতে শুরু করলে তারপর গাড়ি অনেক দূর যাওয়ার পর আপনার মনে নামার চিন্তা জাগে। এরপর এ চিন্তা জাগলো যে, আপনি তো গাড়ি থেকে লাফিয়েও পড়তে পারেন। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করলাম এবং আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি।

ইউসুফ হেসে উঠে বললো, নাসরীন! তুমি জানো ভুলে গেলে আমি খুশি হতাম এবং আমি কখনো চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়তাম না।

গাড়ি সিটি বাজালো। নাসরীন বললো, ভাইজান! গাড়ি ছেড়ে দিল।

ইউসুফ নিজের সুটকেস হাতে তুলে নিয়ে বললো, তুমি চিন্তা করো না।

মা-জী! আল্লাহ হাফেজ। নাসরীন! আল্লাহ হাফেজ। আর তুমি তোমার আম্মু, আব্বু ও আপুকেও আমার সালাম জানাবে।

ভাইজান! গাড়ির গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করলো।

ইউসুফ নিশ্চিন্তে সুটকেস নিয়ে নিচে নেমে পড়লো। প্লাটফরমের ওপর এক নওজোয়ান দাঁড়িয়েছিল। সে দৌড়ে এসে ইউসুফকে জড়িয়ে ধরলো।

নাসরীন গাড়ি থেকে মাথা বের করে আওয়াজ দিচ্ছিল, ভাইজান, ভাইজান.....!

ইউসুফ একবার তার দিকে তাকালো। কিন্তু নওজোয়ানের হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সামনে দৌড়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। তবে অসহায় অবস্থার মধ্যে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে হাত নাড়তে থাকলো। ততক্ষণে জানালার বাইরে বের হয়ে থাকা নাসরীনের মুখ তার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। সে রেগেমেগে বললো, বেকুব কোথাকার। আমার হ্যান্ডব্যাগ ট্রেনের কামরায় রয়ে গেলো।

আরে দোস্ত! ঐ যে মেয়েটি গাড়ি থেকে তোমাকে ডাকছিল সে যদি তোমাকে চেনে তাহলে হ্যান্ডব্যাগের জন্য তোমাকে পেরেশান হতে হবে না। ....তাকে আজই পত্র লিখে দাও।

দোস্ত মনজুর! তুমি প্রত্যেকটা কথা অসময়ে বলো। প্রত্যেকটা কাজ অসময়ে করো।

আমার মনে হয় না ঐ ব্যাগে তেমন কোনো দামী জিনিস আছে। আর যদি তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থাকে তাহলে তুমি আমার সাথে চলো, যে স্টেশানে তাদের নামতে হবে সেই স্টেশন মাস্টারকে রেলওয়ে পুলিশের অফিস থেকে ফোন করে দিচ্ছি। তোমাকে কেবল তাদের সম্পর্কে বলতে হবে যারা ঐ মেয়ের সাথে সফর করছে, পেরেশান হবার দরকার নেই। এক সাব ইন্সপেক্টর আমার অত্মীয়। গত সপ্তাহ থেকে তার বাসায়ই আমি আছি। আজ তুমিও আমার কাছে থাকবে। কাজেই তোমার ব্যাগ তিনি সেখানেই আনিয়ে দেবেন।

ইয়ার! বাদ দাও তোমার আত্মীয়ের কথা। আমি এখানে থেমে যাবো বলে অমৃতসরে নেমে ওদের কাছ থেকে অনুমতি নেইনি।

www.pathagar.com

দোস্ত! আমি তোমার পেরেশানী দূর করতে চাই।

আমার কোনো পেরেশানী নেই। ঐ ব্যাগে কোনো মূল্যবান জিনিস নেই কেবল মাত্র একটা ঠিকানা ছিল। ওটা ঐ ব্যাগের ভেতরেই রয়ে গেছে।

কার ঠিকানা?

কারোর ছিল। তা দিয়ে তোমার কি হবে?

মনজুর একটু গরম মেজাজে বললো, ইউসুফ সাহেব! আজ মুড দেখছি বেশ খারাপ।

আমার মুড একদম ঠিক আছে। এখন তুমি বলো ধারিওয়ালের দিকে যাবার গাড়ির আর দেরি কত?

ইয়ার! তার এখন অনেক দেরি। আমরা নিশ্চিন্তে ডাইনিং রুমে যেতে পারি।

নয়তো ওয়েটিং রুমে বসতে পারি।

আমি বসতে নই, ঘুরে বেড়াতে চাই।

এতো আরো ভালো কথা। মনজুর তার সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বললো, চলো প্রথমে তোমার সুটকেসটা কোথাও রেখে দিয়ে আসি। এরপর দীর্ঘক্ষণ ঘুরে বেড়ানো যাবে। ইউসুফ তার সাথে সাথে হাঁটতে লাগলো। সোডা ওয়াটারের স্টলে গিয়ে মনজুর সুটকেসটা দোকানের মধ্যে রেখে বললো, ভাই! প্রথমে আমাদের দুবোতল ভিমটো দাও আর এই সুটকেসটার খেয়াল রেখো। একটু পরে এসে আমরা এটা নিয়ে যাবো। ইউসুফ এক বোতল পান করে গ্লাস রেখে দিল। মনজুর হাতের ইশারা করতেই দোকানদার আর একটা বোতলের মুখ খুলে গ্লাসে ঢেলে দিল।

আরে ভাই আমার আর লাগবে না....... কিন্তু মনজুরের পীড়াপীড়িতে সে গ্লাস তুলে নিল। কয়েক মিনিট পব তারা প্লাটফরমে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। ইউসুফের অট্টহাসি শোনা যাচ্ছিল। এক ঘন্টা পরে ইউসুফ মনজুরের সাথে কোলাকুলি করে ট্রেনে চড়ে বসলো। গাড়ি চলা শুরু করলো। মনজুর গাড়ির সাথে দৌড়াতে দৌড়াতে বললো, ইয়ার! মওকা পেলে দেখো আমি কোনোদিন তোমাদের গ্রামে হাজির হয়ে যাবো।

অবশ্যই এসো তবে এখন গাড়ি থেকে একটু দূরে থাকো।

কয়েক মিনিট পরে নাসরীন তার সিটে বসলো। অনেক কষ্টে সে নিজের কান্না সংবরণ করছিল। নানী বললো, আরে পাগলী! আমি জানি যারা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের এতো ভালোবাসে তারা খুবই ভালো লোক হয়ে থাকে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ইউসুফ কোনো ভালো খান্দানের ছেলে। কিন্তু তুমি

www.pathagar.com

কাঁদতে লাগলে কেন? যে এতো বেশি ভালোবাসে তার কথা মনে করে আনন্দ অনুভব করা উচিত।

একটা অসুস্থ শিশুর মতো কিছু না বলে নাসরীন মাথা ঝুঁকিয়ে নিল। তারপর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, নানীজান! ওদিকে দেখুন। যে আশংকা করেছিলাম তা ঘটেই গেলো।

কি ব্যাপার? নানী পেরেশান হয়ে বললো।

নানীজান! ওদিকে দেখুন। ভাইজান তার একটা ব্যাগ এখানে রেখে গেছেন।

তাতে হয়েছে কি? আমরা সাথে করে নিয়ে যাবো। সে তোমাদের বাড়িতে এলে এ ব্যাগ পেয়ে যাবে। এতো পেরেশান হবার কি আছে?

যে নোটবুকে আমি ঠিকানা লিখে দিয়েছিলাম তা এই ব্যাগের মধ্যে রয়ে গেছে। কাজেই তিনি আমাদের বাড়িতে আসবেন কিভাবে? তবে হয়তো আমার কিছু কথা তাঁর স্মৃতিতে ধরে রাখতে সক্ষম হবেন।

আচ্ছা সে তোমাকে তার ঠিকানা লিখে দিয়েছিল?

না, নানীজান! তার চিঠিতে আমাদেরকে তার ঠিকানা লিখে জানাবার কথা।

অদ্ভূত রকমের বেকুব দেখছি।

না, নানীজান! তিনি বেকুব নন। বেকুব আমি। মনে হচ্ছিল একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। তারপরও কি ভুল হতে পারে তা চিন্তা করিনি।

বেটা! যদি সে বেকুব না হয়ে থাকে তাহলে মেডিকেল কলেজ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে বাড়ি খুঁজে বের করে নেবে। তারপর সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ধী-শক্তি সপন্ন ছেলে। সে যদি কেবল জালিন্ধরেই পৌঁছে যায় তাহলে তার পক্ষে ঠিকানা সংগ্রহ করে তোমাদের বাড়িতে পৌছে যাওয়া মোটেই কঠিন হবে না। যদি কারোর নাম তার মনে থাকে তাহলেও সে তো অন্তত এতটুকু জানে, তোমার এক চাচা সেনাবাহিনীতে ডাক্তার, দ্বিতীয় জন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং তৃতীয় জন ডাক্তারী পড়া শেষ করে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিলাতে গেছে।

নাসরীন কিছুটা দ্বিধাহীন চিত্তে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। এবার সে উঠে উপরের বার্থ থেকে ব্যাগটা নামালো, সেটা খুললো। তার ভেতর থেকে একটা মোটা নোট বই বের করতে করতে বললো, দেখুন নানীজান! যদি তাকে বলতাম এই নোট বুকের পাতায় আপনার ঠিকানা লিখে দিন এবং যাবার সময় পাতাটা কেটে আমাকে দিয়ে যাবেন, তাহলে কতই না ভালো হতো। কেমন বেকুব আমি! তারপর সে পাতা উলটিয়ে দেখলো। ডান দিকের কয়েকটা পাতায় 'আমার ছেলে বেলা' শিরোনামে বেশ কয়েক পৃষ্ঠার একটা লেখা। প্রথম পৃষ্ঠার কয়েক লাইন পড়লো সে। এগুলি নিছক শব্দ ও বাক্য ছিল না বরং ছিল একটা প্রাণরসে ভরপুর চলমান ও গতিশীল জীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

www.pathagar.com

সাধারণ অবস্থায় সে শোরগোল করে একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বসতো। নানীজান! দেখুন সে কি লিখেছে? সমস্ত নোট বই লেখায় লেখায় ভরা নানীজান! এটা একটা বই। এখন আর সে তার মুখ বন্ধ করতে পারছিল না। তার বুকের ভেতর হৃদপিন্ডটা বেদম হাতুড়ি পেটাচ্ছিল।

নানী জিজ্ঞেস করলো, বেটি! এখন বলো সোজা আমার সাথে লুধিয়ানা চলে যাবে অথবা তোমাকে জালিন্ধরে তোমাদের বাড়িতে রেখে আসবো?

দেখুন নানীজান! বিশ দিন থেকে আমি আপনার সাথে আছি এখন আপনিও আমাদের বাড়িতে বিশ দিন থাকবেন। যদি আমরা পাহাড়ে যাই তাহলে আপনাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। সম্ভবত আব্বাজান ফুরসত পাবেন না। কিন্তু সামনের বছরে তিনি দেরাদুন যাবার প্রোগ্রাম পরিবর্তন করবেন না। এও হতে পারে নানীজান! সামনের বছরে আপনি সিমলা যেতে পারেন এবং আমাকে ও ফাহমিদা আপাকে সেখানে ডেকে পাঠাতে পারেন। আপনি তো এতটুকু বলতে পারবেন, আমার আদরের নাতনীদের ছাড়া পাহাড়ের ওপর আমার মন টেকে না। এ সফরে যদি ফাহমিদা আপা আমাদের সাথে থাকতেন তাহলে আপনি কত বেশি খুশি হতেন। তাছাড়া ইউসুফ ভাইজান নিজের ব্যাগের সাথে সাথে আমাদের ঠিকানাও রেখে গেছেন। আপামণির উপস্থিতিতে এ পেরেশানীতেও আমাদের ভুগতে হতো না। নানীজান! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যদি আপামণি আমাদের সাথে থাকতেন তাহলে ভাইজান আমাদের জালিন্ধর পৌঁছিয়ে দিয়ে তবে ফিরে যেতেন এবং হয়তো দুদিন আমাদের সাথে থেকেও যেতেন।

জালিন্ধর স্টেশানে বেগম আহমদ কুলিকে মালপত্র নামাতে বললো এবং নাসরীন দ্রুত ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে নিল। তারা গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই জহির খান সেখানে পৌঁছে গেলো। সে নানীকে সালাম করার পর মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, নানীজান! আব্বাজান আসছেন! তাঁর সাথে নওকরও আছে। নানী জহিরের কপালে চুমো দিয়ে বললো, বেটা! এখন তো আমরা কুলিকে বলে দিয়েছি!

একজন সফেদ শালওয়ার কামিজ পরিহিত ও মাথায় তুর্কী টুপিধারী দীর্ঘদেহী সুপুরুষ দুহাত দিয়ে প্লাটফরমের ভীড়ের মধ্যে মুসাফিরদের এদিক ওদিক সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এলো। বললো, মা-জী! আসসালামু আলাইকুম। আমরা সবাই আসতাম। কিন্তু এ মেঘের ভয়ে কখন বৃষ্টি নামে সবাইকে আনার সাহস করিনি। দুপুরের পর থেকে তিন চার বার বৃষ্টি হয়ে গেলো। আবার এখনো মনে হচ্ছে রাতে জোর বৃষ্টি নামবে।

www.pathagar.com

নাসরীন তাকে বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে বললো, আব্বাজী! আমরা যে সয়লাব অতিক্রম করে এসেছি তা বড়ই ভয়াবহ ছিল।

বাপ তাকে উঠিয়ে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো এবং ফরিদা আহমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, মা-জী! খালেদা, হাসান আলী ও উমর এখানে এসেছিল। গত পরশু তারা ফিরে গেছে। যদি তারা জানতে পারতো আপনারা সয়লাব অতিক্রম করে চলে আসছেন তাহলে অবশ্যই আরো কয়েকদিন এখানে থেকে যেতো।

বেটা! আল্লাহর শোকর, আমি শিকারপুর থেকে ফিরে যাইনি। তারা বলছিল হয়তো কয়েক মাস রেল লাইন ও রাস্তা বন্ধ থাকতে পারে।

মা-জী! আপনি খুব ভালো করেছেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা টাংগায় চড়ে বসলো এবং ছিটেফোটা বৃষ্টির মধ্যে প্রায় আধ ঘন্টা পরে বাড়িতে এসে পৌঁছুলো। বৃষ্টির বেগ আস্তে আস্তে বেড়ে চলছিল। দেউড়িতে সফিয়া একজন নওকরানীকে সাথে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সফিয়া মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো। তারপর হেঁট হয়ে নাসরীনকে আদর করলো। সবাই বড় কামরায় প্রবেশ করলো। নানী চেয়ারে বসতে বসতে বললো, নাসির বেটা! তোমার বাড়িতে রোশনি এত অনুজ্জ্বল কেন?

নাসির পেরেশান হয়ে বললো, ম-জী! আমরা তো এই ধরনের আলোয় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। তবে আপনি চাইলে বেশি পাওয়ারের বালব লাগিয়ে দেয়া যায়।

সফিয়া বললো, ম-জী! পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোশনি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

বেটি তুমি ঠিক বলছো?

আম্মীজান, একদম ঠিক।

পাশের কামরা থেকে ফাহমিদা বের হলো। আমি নামাজ পড়ছিলাম নানীজান! অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তারপর ভাবলাম আপনারা আসতে আসতে আমি নামাজটা পড়ে নেই।

নানী উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে 'ধরলো। কপালে, মাথায়, বড় বড় উজ্জ্বল চোখে ও খুবসুরাত চেহারায় চুমো খেলো।

আমার চোখের রোশনী! সয়লাব অতিক্রম করার সময় আমি ফায়সালা করেছিলাম কোনো প্রকার বিলম্ব না করে আমি তোমাকে দেখবো। সফর কালে তুমি সব সময় আমার চোখের সামনে ছিলে। নাসরীন ওঠো। তোমার বোনের সাথে দাঁড়াও। যতক্ষণ আমি না বলবো ওখান থেকে সরবে না।

www.pathagar.com

নাসরীন মুচকি হেসে তার পাশে দাঁড়ালো। তাদের বাপ-মা হাসতে লাগলো। ফাহমিদার চেহারায় হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এমন কি তার শাদা গোলাপী চেহারা ও উজ্জ্বল চোখ দুটো থেকে আলোর ফোয়ারা ফুটে বের হতে লাগলো।

বেগম ফরিদা বললো, বেটি সফিয়া! আল্লাহ এদেরকে বদ নজর থেকে বাঁচাক। এরা দুজন শাহজাদী। একজন ছোট একজন বড়। আর যখন আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে আমি ধীরে সুস্থে তোমাদের বলবো আমার মাথায় শাহজাদীর ধারণা এলো কেন?

ফাহমিদা এসো আমার পাশে বসো।

ফাহমিদা তার সাথে সোফায় বসে পড়লো। নানী তার মাথা কোলের মধ্যে নিয়ে বললো, বেটি! তুমি সাথে না থাকায় আমি খুব উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম। তোমাকে শাহজাদী বলে ডাকা পছন্দ হয়েছে তো?

নানীজান! আমি কেবলমাত্র আপনাদের বেটি। আপনার, আম্মুর, আব্বুর।

বেগম ফরিদা বললো, বেটি তোমার কণ্ঠস্বর, চেহারা সুরাত, হাত, বাহু, পা, চোখ যেই দেখবে সেই হামেশা তোমাকে একজন শাহজাদীই মনে করবে।

ফাহমিদা পেরেশান হয়ে বসতে বসতে তার মাকে বললো, আম্মীজান! নানীজানের খিদে পেয়েছে। টেবিলে খানা দেবো?

হাঁ বেটি! দাও।

খাবার ঘরের দিকে যাবার সময় নাসির বললো, মা-জী! আমি কখনো এ বিষয়ে চিন্তা করিনি। কিন্তু আপনার কথা থেকে আমিও এখন অনুভব করছি গরীব মানুষের ঘরে শাহজাদীর জন্ম হয়েছে। যদি খালেদা অনেক বড় না হয়ে যেতো তাহলে আমি বলতাম খালেদা আমাদের বড় শাহজাদী।

সাফিয়া বললো, আম্মীজান ওদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।

বেটি, আমি প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসে ওদের জন্য দোয়া করি। ফাহমিদা আমার যত প্রিয় ততই আমি তার জন্য চিন্তাও করি। আমার দিল সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার জন্য আমার অনেকগুলি দোয়া কবুল হবার পথে। দেখো নাসরীন সফরের যে অবস্থা বর্ণনা করে তা গুরুত্ব সহকারে শোনো। তাকে তাচ্ছিল্য করো না।

খাবার শেষে নাসরীন ও ফাহমিদা বালাখানার একটা কামরায় চলে গেলো। প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। জানালা দিয়ে শীতল বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছিল। নাসরীন বললো, আপাজান! আমি কথা শুরু করলে আপনার ঘুম আসবে না। তাই আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি নিশ্চিন্তে আপনার সাথে খুবই মজার এবং খুবই দীর্ঘ আলাপ করতে চাই।

দেখো নাসরীন, কয়েকদিন তোমার কণ্ঠস্বর না শুনে আমি খুবই নিসংগতা অনুভব করেছি। এখন তুমি যতক্ষণ চাও কথা বলতে পারো। আমার ঘুম আসবে

www.pathagar.com

না। সুক্কুর থেকে আব্বাজানকে ফোনে জানানো হয়েছিল তোমাদের সাথে একজন বাহাদুর ও নির্ভরযোগ্য নওজোয়ান সয়লাব অতিক্রম করেছেন এবং অমৃতসর পর্যন্ত তিনি তোমাদের সংগ দেবেন। মাহমুদ ও তার বিবি তার উচ্চ প্রশংসা করছিল। তারা বলছিল, অমৃতসর পর্যন্ত তিনি তোমাদের সাথে সফর করবেন। আমি অবাক হচ্ছি তিনি যদি এতই ভালো হবেন তাহলে নানীজান তাকে সাথে করে নিয়ে এলেন না কেন। আমাদের তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দেয়া উচিত ছিল।

আপাজান! অবাক তো আপনি তখন হবেন যখন আমার কথা শুনবেন। ইউসুফ ভাইকে আমি এখানে নিয়ে আসতে পারিনি এজন্য আমি কম দুঃখিত নই। সফরের মধ্যে সারা পথে আমি বার বার ভেবেছি হায়, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেন এবং তাকে স্বচক্ষে দেখতেন। তারপর নাসরীন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে দিল।

১০

রাত দুটোয় ইউসুফ গাড়ি থেকে নামলো। তাকে নিয়ে যাবার জন্য স্টেশানে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিল। তারা তার চারদিকে ঘিরে তার সাথে মুসাফাহা ও কোলাকুলি করতে লাগলো। এক দীর্ঘকায় সুঠামদেহী শিখ নওজোয়ান এগিয়ে এসে সামরিক কায়দায় তাকে স্যালুট দিল। ইউসুফ তার সাথে মুসাফাহা করতে করতে বললো, আরে বাহাদুর সিং তুমি এখানে কি করছো? বাহাদুর সিং বললো, গতকাল ঘুরতে ঘুরতে তোমাদের গ্রামে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে জানতে পারলাম তোমাদের লোকেরা দুদিন থেকে রাতের গাড়ি দেখতে আসে। আজ আমিও এসেছিলাম। তুমি সবাইকে খুব পেরেশান করে দিয়েছো। কোয়েটায় আটকে গিয়ে থাকলে সেখান থেকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিতে।

সিন্ধু নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে যে সয়লাব এসেছে মনে হয় সে সম্পর্কে কোনো খবর তুমি শোনোনি?

ইয়ার! তা শুনেছি। কিন্তু সয়লাব তো এসেছে শিকারপুরের আশেপাশে।

ইউসুফ হেসে বললো, আরে ভাই! কোয়েটা থেকে আসতে গেলে শিকারপুর অতিক্রম করতে হয়। আর শিকারপুরের পরে রেলওয়ে লাইন ভেঙে গিয়েছিল। আচ্ছা এখন বলো তুমি ফউজে ভর্তি হলে কবে?

www.pathagar.com

ভাই সাহেব! আমি ফউজে ভর্তি হইনি। ভগবানের কৃপায় পুলিশে নওকরী পেয়ে গেছি।

চৌধুরী সাহেব আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তিনি বলছিলেন, শিগ্রই তুমি এ.এস.আই হয়ে যাবে।

গ্রামের একজন লোক ইউসুফের সুটকেস উঠিয়ে নিল। সে বাহাদুর সিংয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আচ্ছা বাহাদুর সিং! তোমার অনেক অনেক শোকরিয়া, তুমি অনেক কষ্ট করেছো। এবার বাড়িতে গিয়ে আরাম করো। যখন তুমি ডিউটিতে যাবে আমি তোমাকে বিদায় দেবার জন্য আসবো।

তোমার এখানে আসা আমার জন্য নওকরী পাওয়ার চাইতে কম আনন্দের নয়। আজ আমি হেডমাস্টার সাহেবকেও সালাম করতে গিয়েছিলাম। তিনি তোমাকে খুব বেশি স্মরণ করছিলেন।

আমিও তাঁকে খুব বেশি স্মরণ করি।

গ্রামে প্রবেশের মুখে ইউসুফ এক নওজোয়ানের হাত থেকে সুটকেস নিয়ে বললো, এখন তোমরা সবাই বাড়িতে গিয়ে আরাম করো।

তারা সবাই যার যার বাড়ির পথে চলে গেলো। ইউসুফ হাবেলীর দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

সবার আগে আধা খোলা দরোজা দিয়ে তার মা বের হয়ে এলো। সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নিজের মাথা ঝুঁকিয়ে নিল। মা তার মাথা ধরে কপালে, চোখে ও গালে চুমো দিল। তারপর চাচীরা তাকে আদর করতে লাগলো।

ছোট ভাই মুহাম্মদ সিদ্দীক তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, ভাইজান! আমাকেও সংগে করে নিয়ে যাবে এবার থেকে। আদর করে ভাইয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ইউসুফ বললো, তুমি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠো তখন আমরা দুজন একসাথে যাবো। আম্মীজানও আমাদের সাথে যাবেন। এখন যদি আমি তোমাকে সংগে করে নিয়ে যেতাম তাহলে আম্মীজানের কাছে কে থাকতো?

ভাইজান? আয়েশা অর্ধেক রাত পর্যন্ত আপনার জন্য ইন্তিজার করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বলেছিল, ভাইজান এলেই আমাকে জাগিয়ে দিস।

না, তাকে ঘুমাতে দাও এবং তুমিও শুয়ে পড়ো।

কুদসিয়া ইউসুফের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, বেটা! আমার মনে হয় সফরকারীদের তুলনায় ইন্তিজারকারীরা বেশি ক্লান্তি অনুভব করে। আমি সারারাত তোমার নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে থেকেছি এবং সারাদিন

www.pathagar.com

আমার ঘুম আসেনি। কখনো মনে হতো আমি উড়ে কোয়েটায় চলে যাই। বেটা! আমার কাছ থেকে দূরে থেকে তুমি এতদিন কেমন করে কাটালে?

আম্মীজান! জানি না এতদিন কেমন করে পার হয়ে গেলো। তবে একটা নতুন কথা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। তোমার স্মৃতি আমার মনে একটা প্রশান্তি এনে দিয়েছে। তুমি আমার চোখ থেকে যতো দূরে থাকতে ততোই থাকতে আমার দিলের কাছাকাছি। আমার কল্পনায়, ওঠা বসায়, শয়নে জাগরণে আমি তোমাকে দেখেছি। তোমার সাথে কথা বলেছি। আম্মীজান! এখন তুমি শুয়ে পড়ো। আগামীকাল আমি তোমাকে অনেক মজার মজার কথা শোনাবো।

বেটা, তোমার প্রত্যেকটা কথা আমার জন্য মজার। আমি চাই তুমি বলতে থাকো এবং আমি শুনতে থাকি। তোমার কথায় আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে এবং এই সাথে বিগত দুদিন থেকে তোমার ওপর আমার যে রাগ হচ্ছিল তাও চলে যেতে থাকবে।

আম্মীজান! তোমার রাগ দূর করার জন্য আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল। আমি অবাক হচ্ছি তোমাকে দেখার পর আমি কেমন করে সে কথা ভুলে গেলাম। ইউসুফ দৌড়ে নিচে চলে গেলো, দুমিনিট পর সে একটা রেশমী রুমালে জড়ানো আতরের শিশি মায়ের হাতে দিয়ে বললো, আম্মীজান! আতরের এ শিশি ও রেশমী রুমাল এমন এক ভদ্রমহিলার তোহফা যাকে প্রথমবার দেখে আমার মনে হয়েছে তোমার মতো চেহারা অন্য কারোরও হতে পারে। প্রথম মোলাকাতেই আমি তাকে মা-জী বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছিলাম। গোলাপের এ আতর নিশ্চয়ই খুব উন্নত মানের হবে। আমি তাদের কাছে ওয়াদা করেছিলাম বাড়িতে পৌঁছেই এ তোহফা তোমাকে পেশ করে দেবো। সেই সম্মানিত মহিলার সাথে একজন শাহজাদীও ছিল।

মা উঠে বসলো। সে ঐ ভদ্রমহিলার কে?

জী আম্মীজান!..........সে ছিল তার নাতনী। তুমি যদি তাকে একবার দেখো তাহলে বুঝবে সে একজন শাহজাদী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

বেটা! যে ভদ্রমহিলাকে তুমি দেখতেই মা বলে ডেকেছো তার নাতনী কোনো শাহজাদীই হবে.......তার বয়স কত?

আম্মীজান! সে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। তবে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

বেটা, আমি জিজ্ঞেস করছি তার বয়স কত?

কত আর হবে, দশ বারো বছর। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার আম্মীজান তোমাকে দেখতে কোনোদিন জালিন্ধরে এসে যাবে। আম্মীজান! তার নানী বলছিল, তার বড় বোন ফাহমিদাও একজন শাহজাদী। আম্মীজান! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তুমি তাদের সাথে মোলাকাত করে খুব খুশি হবে।

www.pathagar.com

মা এক নিশ্বাসে কয়েকটি প্রশ্ন করে বসলো, আর তার জবাবে ইউসুফকে কোয়েটায় অবস্থান থেকে নিয়ে অমৃতসর পর্যন্ত সফরের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করতে হলো। ফজরের নামাযের আযান হচ্ছিল। মা বললো, বেটা! আল্লাহ তোমাকে বদনজর থেকে বাঁচান। আমার বিশ্বাস, যে শাহজাদীকে তুমি এখনো দেখোনি সে আমার এমন সব স্বপ্নের তাবির হবে যেগুলি আমি দীর্ঘকাল থেকে দেখে আসছি। আমি তাদের বাড়িতে অবশ্যই যাবো। তুমি তাদের পত্র লিখে দাও, 'আমার মা শাহজাদীদের দেখার জন্য গভীরভাবে আগ্রহান্বিত। তাই তোমাদের দিক থেকে পত্রের জবাব আসার সাথে সাথেই আমরা জালিন্ধর পৌছে যাবো।'

ইউসুফ কিছু চিন্তা করে বললো, আম্মীজান! আমার একটা ব্যাগ গাড়ির মধ্যে তাদের কাছে রয়ে গিয়েছিল তাদের ঠিকানা লেখা কাগজটা তার মধ্যেই রয়ে গেছে। আমার কেবল এতটুকু মনে আছে, তাদের নানীর নাম বেগম ফরিদা আহমদ এবং নাতনীর নাম নাসরীন। নানী লুধিয়ানায় থাকে। নাসরীনের বাপ-মা থাকে জালিন্ধরে।

আর ফাহমিদাও জালিন্ধরে...........!

জী হ্যাঁ আর কোথায় থাকবে?

মা কিছু চিন্তা করে বললো, বেটা! এ আর এমন কি ধাঁধাঁ, যার সমাধান অসম্ভব? তারা যখন তোমাকে তাদের ঠিকানা দিয়েছিল তখন তুমিও নিশ্চয়ই তাদেরকে তোমার ঠিকানা দিয়েছিলে। আর তোমার কথামতো তারা যদি সত্যিই তেমন ভালো লোক হয়ে থাকে এবং তাদের কাছে রাখা তোমার ব্যাগে তাদের ঠিকানা পড়ে আছে বলে তারা জানতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই তারা শিগ্রই তোমাকে চিঠি লিখবে।

আম্মীজান! এই একটা বোকামী আমি করে ফেলেছি। আমার ঠিকানা তাদেরকে লিখে দেইনি। দাদাজান মরহুম বলতেন, প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোনো না কোনো মাসলিহাত নিহিত থাকে। যদি তাদের সাথে মোলাকাতের মধ্যে আমাদের কোনো কল্যাণ থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে এবং তারা আমাদেরকে খুঁজে বের করবে।

হ্যাঁ বেটা! এটা তেমন কোনো কঠিন ব্যাপারও নয়। তুমি কোয়েটায় তাদের আত্মীয়দেরকে জানো এবং জালিন্ধরে যে খান্দানের ছেলে ডাক্তারী পড়তে লন্ডন গেছে তাদেরকে অতি সহজে তালাশ করে বের করা যেতে পারে।

আম্মীজান! আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, লেখাপড়ার মাঝখানে অবকাশ পেলেই আমি উভয় জায়গায় ভ্রমণ করতে যাবো। তখন আমার প্রথম কাজ হবে আমি তোমাকে সাথে নিয়ে জালিন্ধরে তাদেরকে তালাশ করবো।

www.pathagar.com

ঠিক আছে বেটা! এখন তোমার চারপাই টেনে নিয়ে বারান্দায় চলে যাও। নামায পড়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ো। তোমার ঘুম পুরো না হওয়া পর্যন্ত আমি কাউকে উপরে আসতে দেবো না। তুমি তাদের ঠিকানা লিখে ব্যাগের মধ্যে তাদের কাছে রেখে এসেছো। এতে আমি কম পেরেশান নই। কিন্তু এর মধ্যে আবার আমি আল্লাহর হিকমতও দেখতে পাচ্ছি।

ইউসুফ গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলো। তার ছোট বোন আয়েশা তার চারপাইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে উঠে বসলো। আয়েশা বললো, আসসালামু আলাইকুম ভাইজান! আমি দুবার আপনাকে জাগাতে এসেছিলাম। যদি এবার আপনি হঠাৎ পাশ ফিরে চোখ না খুলে দিতেন তাহলে আপনার ঘুম ভাঙাবার সাহস আমি করতাম না। ভাইজান! আপনি এখানে মুখ ধুয়ে নিন। আমি তোয়ালে, সাবান, পানি সবকিছু এখানে রেখে দিয়েছি। আপনার জন্য পরিষ্কার কাপড় জামাও চেয়ারের গায়ে রাখা আছে। আমি গিয়ে ওদেরকে বলছি ভাইজান পোশাক পাল্টাচ্ছেন। দীর্ঘক্ষণ থেকে আপনার ইন্তিজার করা হচ্ছে।

আরে ভাই, কারা ইন্তিজার করছে?

জী, ওই ছোট গ্রামের ওরা। অর্থাৎ আমিনা, তার আম্মী এবং তাদের একজন আত্মীয়। তাদের নওকর তো প্রত্যেকদিন আপনার খবর নিতে আসতো। আর সে নিজে এক দুদিন অন্তর অন্তর আম্মীজানের কাছে আসতো। আমিনার মা বলতো, আমার মেয়ে খোলা আলো বাতাস পছন্দ করে। তাই বর্ষার দিনগুলি গ্রামে কাটাতে এসেছে। ভাইজান! বর্ষার ছুটিও তো হয় এজন্য। আচ্ছা ভাইজান আমি নিচে যাচ্ছি। আপনি জলদি চলে আসুন। নয়তো আমাকে দাদীজান ভীষণ বকাবকি করবেন। তিনিও আপনাকে দুবার দেখে গেছেন।

দশ মিনিট পরে ইউসুফ নিচে নেমে এলো। একদিকে বিস্তৃত দালানের সামনে প্রশস্ত বারান্দায় বসেছিল তার আম্মার কাছে দাদীআম্মা, চাচীরা, রশীদা ও তার বেটি আমিনা এবং চেরাগ বিবি। রশিদা ছিল মোটা সোটা, সুঠাম দেহী ও শক্ত সমর্থ মহিলা। ইউসুফ তাকে সালাম করলো এবং জবাবে সে তাকে অনেক দোয়া দিয়ে বললো, এসো বেটা! বসো। কুদসিয়া বহিন! ওর নাশতা এখানে নিয়ে এসো।

বহিন, এখন তো দুপুরের খাবার সময় হয়ে এসেছে। আপনারা কিছুক্ষণ কথা বলুন। ইউসুফ বেটা, তুমি দুধ পান করবে অথবা লাস্সি?

www.pathagar.com

আয়েশা আমার জন্য এক গ্লাস লাস্‌সি নিয়ে এসো। তাতে পরিমাণ মতো লবণ দেবে। তারপর সে চেয়ারে বসে আমিনার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, আমি দুঃখিত, তোমরা এখানে এসেছো আর আমি ঘরে আছি অথচ এইমাত্র আমি খবর পেলাম। তাই আমার আসতে বিলম্ব হলো।

জি হ্যাঁ, গ্রীষ্মের সমস্ত ছুটি এখানেই কাটাবো। যদি কোনো দিকে চলে না গিয়ে থাকি তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার সাথে সাক্ষাত হতে থাকবে। আমাদের নওকর সকালে খবর দিয়েছিল আপনি এসে গেছেন। আম্মীজান আপনাদের সমগ্র পরিবারকে আমাদের ওখানে খাবার দাওয়াত দেবার জন্য চলে এসেছেন। আব্বাজান কয়েকদিনের জন্য অমৃতসর ও লাহোর চলে গেছেন। নয়তো তিনি নিজেই এখানে চলে আসতেন। চাচীজান আমাদের জবাব দিয়েছিলেন আপনার সাথে পরামর্শ ছাড়া তিনি আমাদের দাওয়াত কবুল করতে পারেন না।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, নিশ্চয়ই জেনে থাকবে আম্মীজানের প্রত্যেকটা ফায়সালা আমার জন্য হুকুম হয়ে থাকে।

তা আমরা জানি। তবুও আপনার উপস্থিতি তো একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমিনার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। বড় বড় কালো কালো দুটি চোখ। সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দৈহিক কাঠামো তার অবয়বকে যথেষ্ট উপযোগী ও মোহনীয় করে তুলেছিল। কিন্তু হাত দুটি তার শারীরিক কাঠামোর তুলনায় একটু খর্বাকৃতির মনে হচ্ছিল। ইউসুফের দৃষ্টি তার হাতের ওপর পড়লো। কারণ হাতের নখগুলি সে একটু বাড়িয়ে রেখেছিল এবং তাতে লাগিয়েছিল নখপালিশ। ইউসুফ কিছু চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল।

ইউসুফ সাহেব! বলুন দাওয়াতের জন্য আপনার মুডকে আমরা অনুকুল পাচ্ছি?

তুমি কেমন করে একথা ভাবতে পারলে, আম্মীজানের কোনো ইচ্ছার সামনে আমার মুডের কি কোনো অর্থ হতে পারে?

আমিনার মা বললো, বাহ্ বেটা! তুমি জানোই না তোমার মায়ের কাছে তুমি কতোটা প্রিয় এবং তোমার মুডকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

ইউসুফ মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার আম্মীজান এও জানেন তাঁর প্রত্যেকটা ইশারা আমার জন্য হুকুম হয়ে থাকে, যদি তিনি এখনি বলে দিতেন আজ দুপুরে আপনাদের ওখানে দাওয়াত আছে তাহলে আমার মুড এখনি তৈরি হয়ে যেতো।

রশিদা হেসে হেসে বললো, না ভাই! এত তাড়াতাড়ির দরকার নেই। যেখানে আমরা থাকি সেখানে দাওয়াত করা অত সহজ নয়।

www.pathagar.com

আমিনা বললো, ইউসুফ সাহেব! তাহলে পাকাপাকি কথা হয়ে গেলো। দাওয়াতের তারিখের ব্যাপারে আপনার মুড আমাদের জন্য কোনো পেরেশানী সৃষ্টি করবে না। আব্বাজানের ফিরে আসার সাথে সাথেই আমরা আপনাদের সবাইকে দাওয়াত দেবো।

ঠিক আছে। কথা চূড়ান্ত হয়ে গেলো। ইউসুফ বললো।

ইউসুফের চাচী বললো, বেটা! তুমি চেরাগ বিবির সাথে কোনো কথা বললে না। সে হচ্ছে আমিনার মামাত বোন। রশিদা ও আমিনা কখনো কখনো আমাদের সাথে দেখা করবে। তারা আপাতত অধিকাংশ দিন গ্রামেই কাটাবে।

ইউসুফের মা বললো, বেটা ইউসুফ! চেরাগ বিবির বাপ মিয়া আবদুল করিমের অন্যান্য বিভিন্ন কাজের সাথে সাথে তার জমিনের কাজকর্ম দেখাশুনা করার দায়িত্বও নিয়েছে। আবার এও শুনছি মিয়া সাহেব নাকি আরো জমিন কিনবেন।

আম্মীজন! এতো বড় খুশির কথা। আমরা একজন শক্তিশালী প্রতিবেশী পেয়ে যাবো।

ইউসুফের দাদীকে উঠানে দেখা গেলো। বললো, আরে মেয়েরা! মেহমানদের কিছু খানাপিনা করাবে নাকি শুধু গপগুজারীই করতে থাকবে?

ইউসুফ সামনে এগিয়ে গিয়ে সালাম করে বললো, দাদীজান! আপনার মেহমানরা ভুখা থাকবে না।

দাদী তার মাথার ওপর দুহাত রেখে বললো, বেটা! আল্লাহ তোমাকে অনেক ইজ্জত এবং অনেক তরক্কী দান করবেন। আমি এদের সবার সাথে ঝগড়া করেছিলাম, আমার ছেলে এসেছিল অথচ এরা আমাকে ঘুম থেকে জাগায়নি।

'দাদীজান! আমি এসেই বলেছিলাম দাদীজানের ঘুম নষ্ট করো না।'

'ভন্ড দাগাবাজ, তুমি জানো আমি কতবার বলেছিলাম তুমি জেগেছো কিনা।'

'দাদীজান! আপনার কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল না। আপনি আমাকে জাগিয়ে দিতেন।'

কিন্তু আমি তোমার ঘুম নষ্ট করতাম কেন?

দাদীজান! সামান্য ঘুম নষ্ট হতো কিন্তু তার বদলে আমি তোমার শত শত দোয়া পেতাম।

আচ্ছা, তাহলে তুমি মনে করো তোমার ঘুম নষ্ট না করে আমি তোমার জন্য দোয়া করি না।

দাদীজান আমি তা বলছি না। তবে আধা ঘুমের মধ্যে আপনার যেসব দোয়া আমি শুনতাম সেগুলি আমার স্মৃতিপটে এখনো তাজা আছে।

www.pathagar.com

দাদী গভীর মনোযোগ সহকারে তার চেহারা নিরীক্ষণ করে কপালে একটা চুমো দিয়ে বললো, কুদসিয়া তোমার একথা পুরোপুরি সত্য। সত্যিই তোমার ছেলের চেহারাতে রোশনী দেখা যাচ্ছে। আমিনা উঠে বললো, দাদীজান! আপনি আসুন আমার পাশে বসুন।

রশিদা তোমার মেয়ে খুবই বুদ্ধিমতী। দাদী আমিনার পাশে বসতে বসতে বললো। সে জানে আমি তার কাছে ছাড়া আর কারোর কাছে বসবো না। সে বড়ই মিষ্টি মেয়ে।

কিছুক্ষণ পর তারা বেশ বড় একটা দস্তরখানে সবাই মিলে বসে একসাথে খানা খাচ্ছিল। গ্রামীণ মানদণ্ডে একে জবরদস্ত খানা বলা যায়। খাবার পরে মিস্টির জায়গায় আমের চাইতে মজাদার আর কিছুই ছিল না। ইউসুফের চাচা গোলাম নবী এলাকার শ্রেষ্ঠ বাগান থেকে সবচেয়ে ভালো মিষ্টি আমগুলি বাছাই করে এনেছিল।

মহিলা মেহমানরা ফিরে যাবার জন্য উঠতেই দাদী ইউসুফকে বললো, বেটা ইউসুফ! যাও ওদেরকে গ্রামে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো।

দাদীজান! আমি খুব বেশি ক্লান্তি অনুভব করছি। তবে আপনি হুকুম করছেন যখন অবশ্যই যাবো। নয়তো আর কিছুক্ষণ ঘুমালে হয়তো আমার শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে।

আরে বেটা! তোমাকে বালাখানায় গিয়ে গরমের মধ্যে শুতে বলেছিল কে? আমার চাঁদের গায়ে তাপ লেগে গেছে। যাও গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি নায়েন ও তার ছেলেকে মেহমানদের সাথে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দাদীজান! উপরের কামরায় বাতাস চলে দ্রুত বেগে। আর আমি দ্রুতগামী বাতাসের এলাকা ঘুরে এসেছি কাজেই নিচে যে গুমোট পড়েছে তাতে আমার ঘুম আসবে না। আপনি অনুমতি দিলে আমি বাইরে বাগানে চলে যাই।

বেটা যেখানে চাও চলে যাও কিন্তু শুয়ে পড়ো এবং ঘুমিয়ে নিও। মেয়েরা, দেখছো কি? যাও ওর মাথা টিপে দাও। ঘরে কদুর তেল আছে। তা দিয়ে মালিশ করে দাও।

দাদীজান, ঘুমালেই আমার সব ঠিক হয়ে যাবে।

আচ্ছা যাও, জলদি করো। কুদসিয়া বেটি! এ আর কারোর কথা শুনবে না। তুমি নিজের হাতে ওর মাথায় কদুর তেল মালিশ করে দাও।

কুদসিয়া বললো, এসো বেটা! তোমার দাদী পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন। ইউসুফ বললো, মেহমানদের বিদায় নিতে দিন তো দাদীজান!

www.pathagar.com

ইউসুফের চাচীরা ও খান্দানের অন্য মেয়েরা অনেক কষ্টে হাসি সংবরণ করছিল।

এসো, দাদী মেহমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো। মেহমানরা তার পিছনে পিছনে চললো এবং তাদের পিছনে চললো বাড়ির মেয়েরা বাইরের দেউড়ি পর্যন্ত। নায়েন ও তার ছেলে সেখান থেকে তাদের সাথে চললো। মেহমানরা মেয়েদের সাথে কোলাকুলি করে বিদায় নিল। দাদী ফিরে এসে দেখলো কুদসিয়া সিঁড়ি থেকে নিচে নেমে আসছে।

আরে বেটি! তোমার এত তাড়াহুড়ো কিসের? আমি বলেছিলাম না ওর মাথায় কদুর তেল মালিশ করে দাও।

মা-জী! সে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনি চিন্তা করবেন না।

বেটি! তুমি ভালো করে দেখেছো? তার গায় জ্বর নেই তো?

মা-জী! ইউসুফের গায়ে যদি জ্বর থাকতো তাহলে ভালোভাবে না দেখেই আমি তা জানতে পারতাম। আপনি একদম চিন্তা করবেন না। দেখবেন সে জেগেই হাসতে হাসতে আপনার কাছে যাবে।

আচ্ছা, আমি গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি।

দাদী একথা বলে ইউসুফের চাচা মঈন উদ্দীনের ঘরে চলে গেলো।

ইউসুফ শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল। মা তার কাছে বসে পড়লো। স্নেহ ও সোহাগ ভরে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলো। ইউসুফ বই বন্ধ করে একদিকে রেখে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললো, আমার মনে হচ্ছে মা তুমি কোনো বিশেষ কথা বলতে চাও। কোনো ব্যাপারে তুমি খুব খুশি মনে হচ্ছে।

তোমার দুটো কথাই ঠিক বেটা! তুমি ওদের সাথে যাওনি এতে আমি খুশিই হয়েছি। আল্লাহ্ মালুম, ওদের ব্যাপারে আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।

আম্মীজান! ইউসুফ উঠে বসতে বসতে বললো, যদি ঐ মেয়েটি অস্বস্তির কারণ হয়ে থাকে তাহলে তোমার এ অস্বস্তি দূর হয়ে যাওয়া উচিত চিরকালের জন্য। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তুমি এত তাড়াতাড়ি ওদের দাওয়াত কবুল করে নিলে কেন?

বেটা! যদি আমি দাওয়াত কবুল না করতাম তাহলে তোমার দাদী আম্মা সংগে সংগেই এমন ফায়সালা শুনিয়ে দিতো যা তোমার আব্বাজানের চিন্তার প্রতি সমর্থন জোগাতো এবং তারপর আমি আর কিছুই করতে পারতাম না।

আব্বাজানের চিন্তা আম্মীজান.........!

www.pathagar.com

বেটা, আমি জানি তোমার বাপ মিয়া আবদুল করিমের ধন দওলতে কত প্রভাবান্বিত। যে জমিনের কথা তুমি আজ শুনলে তোমার আব্বাজান তিন মাস আগে থেকে সেটা সম্পর্কে জানতেন। একবার মিয়া সাহেব তোমার আব্বাকে অমৃতসরে তার বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। দশদিনের ছুটির তিন দিন তোমার বাপ সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে তাদের জাঁকালো দাওয়াতের সে কী প্রশংসা। বিভিন্ন স্থানে তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যবসায়ের কথা বলেন। তার গুদামের সংখ্যা এবং সেগুলি থেকে কি পরিমাণ আয় হয় তাও তিনি জানেন। তোমার আব্বাজানকে তিনি লাহোরে তার দুটো বড়বড় প্লটও দেখিয়েছেন। সেখানে আমিনার ও তার ছেলের জন্য দুটো আলীশান কুঠি তৈরি হবে। বেটা! আমার ভয় হচ্ছে আমাদের খান্দানের লোকেরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে তাদের সামনে ফেলে না দেয়। তোমার দাদীজানের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তিনি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। তোমার সাবালক হবার আগেই তিনি তোমার জন্য পাত্রী খোঁজা শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি অসংখ্য মেয়ে পছন্দ করেছিলেন। তবে যখনই তাকে বলা হয় ইউসুফের এতে কোনো লাভ নেই তখনই তিনি তার চিন্তার গতিপথ পরিবর্তন করে ফেলেন। কিন্তু তোমার আব্বাজানকে আমি খুব ভয় করি। এমন যেন না হয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় যার ফলে তুমি জেনেবুঝেও কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হও।

আম্মীজান! এমনটি কখনো হতে পারে না। আব্বাজান আমার ওপর কোনো ভুল সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারেন না। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।

বেটা! যতদিন আমি জীবিত আছি ইনশাআল্লাহ আমার বেটার ওপর এমন ধরনের কোনো বিপদ আসতে দেবো না। কিন্তু একথা ভাবতে আমার খুবই কষ্ট হয় যে, কোনোদিন হয়তো তোমাকে একাকী এমন অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে যা এখন তোমার কাছে বোধগম্য হবে না।

আম্মীজান! আপনি এমন কথা বলেন কেন? ইউসুফ ভারাক্রান্ত স্বরে বললো এবং মায়ের কোলে মাথা রেখে একটা ছোট্ট শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আল্লাহ আপনার ছায়া আমার মাথার ওপর যেন সবসময় রাখেন আম্মীজান! আপনার একথা চিন্তা করাও উচিত নয়। আপনার ছায়া থেকে বঞ্চিত হলে দুনিয়ায় বেঁচে থাকাও আমার জন্য পছন্দনীয় হবে না।

আম্মীজান বহু কষ্টে নিজের অশ্রু সংবরণ করে বললো, আরে আমার সিংহদিল বেটা অশ্রুপাত করছে। আমি কত বড় বোকা। আমি কেমন কথা বলে ফেললাম। বেটা! তোমার সাথে হাজার বছর জীবিত থেকে আমি দোয়া করবো, হে আল্লাহ! আমাকে আরো হায়াত দাও। এবার তুমি নিশ্চিন্ত হলে তো?

ইউসুফ মুচকি হেসে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।

www.pathagar.com

১১

চতুর্থ দিন মাগরিবের নামাযের পর ইউসুফ গ্রামের বাইরে বেড়াতে বের হয়ে গলে। আচানক ভূট্টা ও আখক্ষেতের আড় থেকে পাকদন্ডীর ওপর হরদয়াল সিং, তার বেটা জগজিত সিং ও চেরাগ বিবিকে আসতে দেখা গেলো। তারা তাকে দেখে থেমে গেলো। হরদয়াল সিংয়ের বয়স ছিল বিয়াল্লিশ বছরের বেশি। সে ছিল মিয়া আবদুল করিমের ক্ষেত মজুর। আবদুল করিমের ক্ষেত-খামার দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে চেরাগ বিবির বাপ কায়েম দীনের সহকারী ছিল সে। তার বেটা জগজিত সিং আবদুল করিমের স্ত্রীকে মা এবং আমিনাকে আপাজী বলতে গর্ব অনুভব করতো। ঘরের ছোটখাট কাজের বিনিময়ে সে লাভ করতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড়। হরদয়াল সিংয়ের গা থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছিল এবং সে বেশ হাঁপাচ্ছিল। চেরাগ বিবি কয়েক কদম পেছনে ছিল এবং অতি কষ্টে নিজের উচ্চ কণ্ঠকে সংযত করছিল।

হরদয়াল সিং কথা বলার জন্য তার নিশ্বাস চেপে দম নিচ্ছিল। কাছে এসে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলো, চৌধুরী ইউসুফ জী! আমাদের বাঁচান। জগজিত সিংকে জিজ্ঞেস করুন, ডাকাত আজ রাতে আমাদের হত্যা ও লুটপাট করার ফায়সালা করেছে। জগজিত সিং নহরের কিনারে জামগাছে চড়ে জাম পাড়ছিল। আমাদের দুশমন ডাকাত অর্জুন সিং সেখানে এসে গেলো। আর এই জগজিত ভয়ে পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

ইউসুফ মাথা নেড়ে বললো, তোমরা একচোট কান্নাকাটি করে নাও তারপর কথা বলো। এই জামের সাথে ডাকাতদের সম্পর্ক কি এবং লুকিয়েছিল কে?

চেরাগ বিবি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলো, তারা আমাদের হত্যা করবে। রাত ঘনিয়ে এলেই আমাদের বাড়ির ওপর হামলা করবে। আমিনা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আব্বাজান শহরে গেছেন। আর ফজল দীন আল্লাহ জানে কোথায় গায়েব হয়ে গেছে। মিয়াজির আজকে আসার কথা। আল্লাহ আল্লাহ করে তিনি যেন সন্ধ্যা পর্যন্ত এসে যান। কিন্তু আপনি জগজিতকে জিজ্ঞেস করুন ডাকাতরা কত ভয়ংকর।

চেরাগ বিবি আবার কাঁদতে লাগলো। ইউসুফ বললো, এখন আপনি খামুশ হয়ে যান। সোজা আমাদের বাড়িতে চলে যান। আপনাদের বাড়িতে ডাকাত

www.pathagar.com

পড়বে একথা সেখানে কাউকে বলবেন না। কান্নার কারণ হিসাবে মাথা ব্যথা বা পেট ব্যথার কথা বলবেন কিন্তু ভুলেও ডাকাতদের কথা বলবেন না।

জী, আমি ডাকাতদের কথা বলবো না।

ঠিক আছে জগজিত এখন তুমি বলো কি হয়েছিল?

জী, ছোট বিবিজী জাম খুব পছন্দ করেন। তাঁর জন্য খালের কিনারে একটা জামগাছে উঠে জাম পাড়ছিলাম। আমি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনলাম। আমাদের গ্রামের দুজন লোক গংগা সিং ও বিষেন সিং আম বাগানের দিক থেকে বের হয়ে যে গাছ থেকে আমি জাম পাড়ছিলাম তার ছায়ার এসে দাঁড়ালো। ঘোড়ায় চড়ে এলো একজন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে নামতে সে বললো, আমার মনে হয় আমরা এখানে কিছুক্ষণ বসতে পারি। আমি দূর থেকেই তাকে চিনতে পেরেছিলাম। সে ছিল ডাকাত অর্জুন সিং। সবাই বসে গেলে অর্জুন সিং বললো, গংগা সিং! রাত শুরু হতেই আমার চারজন লোক তোমার বাড়িতে পৌছে যাবে। রাতের আঁধার নামার সাথে সাথেই তুমি তোমার বউ-বাচ্চাদের বিষেন সিংয়ের বাড়িতে পৌছিয়ে দেবে। আবদুল করিম আজ রাতে বাড়িতে এসেছে কিনা এ খবর সংগ্রহ করবে। আর তার হাবেলীতে কতজন লোক আছে এবং তাদেরকে কাবু করতে গিয়ে আমাদের কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাও জেনে নেবে। বড় বিবি ও ছোট বিবি সোনার অলংকার পরে এবং নিচে আবদুল করিম ও কায়েম দীনকে পাকড়াও করলে উপরে যাবার সিঁড়ির দরোজা খোলার ব্যবস্থা করা যাবে একথাও তারা জানে। আমার বারবার মনে হচ্ছিল, আমি গাছের ওপর থেকে তাদের সব কথা শুনছি এটা যেন তারা না জানতে পারে। ভয়ে আমি কাঁপছিলাম এমনকি কখনো তাদের কথা শুনতেই পাচ্ছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল আমার মুখ থেকে চিৎকার বের হবে এবং আমি নিচে পড়ে যাবো।

তারা চলে যাবার পর আমি ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নামলাম এবং সোজা মিয়াজীদের বাড়িতে গেলাম। বড় বিবি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করতেন না কিন্তু ছোট বিবি নিচে বসেছিলেন। আমি যখন হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে সব কথা বললাম, তিনি সংগে সংগেই আমার পিতাজীকে ডাকলেন। আমাদের বললেন, তোমরা কারোর কাছে একথা বলবে না এবং এখনি ইউসুফ সাহেবের কাছে যাও।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, চেরাগ বিবিকে কি তিনিই পাঠিয়েছেন? হরদয়াল সিং বললো, না জনাব। আমি যখন বিবিজীর সাথে কথা বলছিলাম তখন তিনি হঠাৎ সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার দিলেন। তারপর আমাদের সাথে চলে আসছিলেন। আমি তাকে থামাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ছোট বিবি বললেন, না, না, ওকেও সংগে করে নিয়ে যাও। সেটাই ভালো হবে।

www.pathagar.com

ইউসুফ মুখ ঘুরিয়ে চেরাগ বিবির দিকে তাকালো এবং বললো, চেরাগ বিবি! আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন? আপনি কি জানেন যেখান থেকে কান্নার আওয়াজ আসে ডাকাত সংগে সংগেই সেখানে পৌছে যায়?

চেরাগ বিবি দোপাট্টার প্রান্ত মুখে গুঁজে দিতে দিতে বললো, না, আর কাঁদবো না।

ইউসুফ বললো, হরদয়াল সিং! তোমরা সবাই আমার সাথে এসো, গ্রাম থেকে আমাকে কয়েকজন লোক নিয়ে যেতে হবে।

বাড়িতে পৌছে ইউসুফ গ্রামের দশজন লোককে ডেকে এনে কিছু নির্দেশ দিল। তারপর একটি চিঠি লিখে বাল্লুর হাতে দিয়ে বললো, বাল্লু তুমি এখনি থানায় গিয়ে এই চিঠিটি দারোগার হাতে দেবে এবং সন্ধ্যা হবার আগে গ্রামে ফিরে আসার চেষ্টা করবে। আজ রাতে আমাদের একটি বড় শিকারকে ফাঁদে আটকাতে হবে।

মিয়াজী! শিকারের জন্য নিশ্চয়ই আমার বল্লমের প্রয়োজন হবে?

হ্যাঁ, তা হবে। তবে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসার আগেই আমাদের মিয়া আবদুল করিমের গ্রামে পৌছে যেতে হবে।

ঠিক আছে, আমি সূর্য ডোবার আগেই এখানে পৌছে যাবো।

ইউসুফ অন্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, তোমরা সবাই মেহমানখানায় বসো। আমি চেরাগ বিবিকে বাড়ির মধ্যে রেখে আসছি।

কিছুক্ষণ পর সে তার দাদী, মা ও ঘরের অন্য মেয়েদের বোঝাচ্ছিল, চেরাগ বিবির শরীর খুব খারাপ। কোনো ভূতটুতের ভয়ে তিনি অতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এর ফলে কিছুক্ষণ পরপর চিৎকার দিয়ে ওঠেন। একটি অষুধ ব্যবহার করে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভূতটা একটু ভয়ংকর মনে হচ্ছে, তাই আপাতত উনি এখানেই থাকবেন। যদি ভূতটা বেশি বাড়াবাড়ি করে এবং উনি আবার চিৎকার শুরু করে দেন তাহলে তাকে পিছনের কুঠরীতে বন্ধ করে রাখবেন।

কিন্তু সে এখানে কেমন করে এলো? দাদী জিজ্ঞেস করলেন।

দাদীজান! ওগ্রামের দুজন লোক তাকে এখান পর্যন্ত পৌছে দিয়ে গেছে।

চেরাগ বিবি রাগে ঠোঁট চিবাতে লাগলো। কিন্তু ইউসুফের সামনে তার করার কিছুই ছিল না।

নটা বাজতে চলছিল। গংগা সিং অস্থিরভাবে নিজের মেহমানদের অপেক্ষা করছিল। কেউ দরোজায় কড়া নাড়লো। সে দৌড়ে এসে দরোজা খুলে দিল। সাথে সাথে মুখে পট্টি বাঁধা দুজন লোক ভেতরে ঢুকে পড়লো। একজন তার বলিষ্ঠ হাত দুটি দিয়ে গংগা সিংয়ের গর্দান পেঁচিয়ে ধরলো এবং অন্যজন তাকে ধাক্কা

www.pathagar.com

দিয়ে উঠানের অন্যদিকের কামরার মধ্যে নিয়ে গেলো। তৃতীয় একজন মুহূর্তের মধ্যে শক্ত রশি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে তাকে মেঝের ওপর শুইয়ে দিল। তার পাগড়ির এক মাথা তার মুখের মধ্যে এমনভাবে ঠুঁসে দিল যার ফলে তার গলা থেকে কোনো আওয়াজই বের হতে পারলো না। দুমিনিটের মধ্যে ইউসুফ ছাড়া আরো আটজন লোক সেখানে একাট্টা হয়ে গেলো। এরপর কেউ দরোজার কড়া নাড়লো। তারপর খোলা দরোজা দিয়ে গালে পট্টিবাঁধা তিনজন লোক ভেতরে প্রবেশ করলো। উঠানে যে চারজন লোক গালেপট্টি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল তাদের আর বিশেষ কোনো শক্তি প্রয়োগ করতে হলো না। নিশ্চিন্তে তারা তাদেরকে পিছমোড়া করে বেঁধে গংগা সিংয়ের পাশে শুইয়ে দিল। দশ মিনিট পর আরো দুজনকে তারা কাবু করে ফেললো।

তারপর প্রায় বিশ মিনিট পার হয়ে গেলো এবং অর্জুন সিংয়ের আসার ব্যাপারে তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দিতে লাগলো। এমন সময় বৃষ্টির মধ্যে কারো পদশব্দ শোনা গেলো। কেউ দরোজার কড়া নাড়লো। বিষেন সিং তার ঘরের দরোজা খুলে বাইরে বের হলো! 'সরদারজী! আপনি অনেক দেরি করে ফেললেন। আমি তো বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। আপনার এতো লোক একত্র করার দরকার ছিল না।'

কি বাজে বকছো? আমি তো মাত্র চারজন লোক পাঠিয়েছি।

জনাব, তাহলে মনে হয় গংগা সিং নিজের কর্মতৎপরতা দেখাবার জন্য বেশি লোক একাট্টা করেছে। নয়তো এখানে তিন চারজন লোক যথেষ্ট ছিল। আর এখন মনে হচ্ছে সে আপনার ব্যাপারে হতাশ হয়ে ভেতরে বসে পড়েছে।

ও গংগা সিংয়ের বাচ্চা! অর্জুন সিং আওয়াজ দিল, বেঅকুফ খামুশ কেন? মিয়া আবদুল করিম গ্রামে এসে গেছে না?

ভেতর থেকে দরোজা খুলে গেলো এবং জগজিত বললো, জি সে এসে গেছে।

আমার লোকেরা কোথায়?

ইউসুফ বললো, আসুন সবাই ভেতরে বসে আছে।

গংগা সিং কোথায়?

জি, ওদের সাথে কথা বলছে।

কাদের সাথে কথা বলছে?

মেহমানদের সাথে।

মেহমান কারা?

যাদেরকে সে সাহায্যের জন্য ডেকে এনেছে।

বড় বদমাশ দেখছি।

www.pathagar.com

বদমাশ হচ্ছে রাতের অন্ধকারে যে পিস্তল নিয়ে নিরস্ত্র লোকদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সে। কিন্তু এখন তোমার পিস্তল ছুঁড়ে ফেলা উচিত। নয়তো দেখো সুতীক্ষ্ণ ধারলো বল্লম তোমার কোমর ছুঁয়ে আছে। একদম এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়া হবে। আর তোমার সাথি বিষেন সিং যদি ডাইনে বামে দেখতে পারে তাহলে সে দেখবে শুধু বর্শা ও তলোয়ার। ফজল দীন! ওর হাত থেকে পিস্তল নিয়ে নাও।

অর্জুন সিং এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। কিন্তু পেছন থেকে বাল্লু যখন বল্লমে একটু চাপ দিল, সে গুলী ভরা পিস্তল নিচে ফেলে দিল। ইউসুফ বললো, ভালোভাবে ওর তল্লাশী নাও।

এখন বাল্লু ও ফজল দীন নিশ্চিন্তে তার তল্লাশী নিতে থাকলো। তার কাছ থেকে একটা খঞ্জর, একটা চাকু এবং আটাশটা গুলী পাওয়া গেলো। ফজল দীন অর্জুন সিং ও তার অন্য সাথিদেরকে মজবুত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল। কিন্তু সে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। সে দৌড়ে বাড়িতে গেলো। একটি পালংকের জন্য কেনা নতুন চওড়া ও মোটা ফিতার দুটি বান্ডিল মাথায় করে নিয়ে এলো। এই ফিতার একটা বান্ডিল খুলে সবার আগে সে অর্জুন সিংকে তারপর বাঁধলো তার সাথিদেরকে দ্বিতীয়বার কশে বাঁধলো। এরপর এদের সবাইকে থানায় পাঠাবার জন্য হবেলীর মধ্যে রাখা একটা ছ্যাকড়া গাড়ির পাটাতনের ওপর ফেলে দিল। সবার নিচে অর্জুন সিং এবং তার ওপর তার সাথিদেরকে একের পর এক রেখে আর এক বান্ডিল ফিতা দিয়ে গাড়ির পাটাতনের সাথে ওপর নিচে করে বেড় দিয়ে কশে সবাইকে একসাথে বেঁধে দেয়া হলো। কারোর আর নড়াচড়া করার কোনো উপায় ছিল না। তবে শ্বাস প্রশ্বাস সবাই ঠিকমতো নিতে পারছিল। অর্জুন সিং চিৎ হয়ে পড়েছিল সবার নিচে। তার দলের সবার ভার তাকে বহন করতে হচ্ছিল। তার পিঠের নিচে কিছু বিচালী বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল যাতে সে আরামে অন্তত পিঠটাকে ফেটে যাওয়া বা ঘা হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। তবে তার দুই হাত একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করে পাটাতনের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছিল।

মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির পানিতে ভিজে নতুন ফিতায় বেশ টান ধরে গিয়েছিল। অর্জুন সিং ও তার সাথিরা যথেষ্ট কষ্টের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করাই ছিল তাদের রীতি। তারা তা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু ফজল দীন সবার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তাদেরকে ঠান্ডা করে দিয়েছিল। ইউসুফ জগজিত সিংয়ের হাবেলীর দরোজা খোলার ব্যবস্থা করলো। ফজল দীনকে বললো, তুমি গিয়ে তোমার হাবেলীর দরোজা খোলো। পুলিশ আসা অব্দি এ আসামী বোঝাই ছ্যাকড়া গাড়ি তোমার হাবেলীতে থাকবে।

www.pathagar.com

দশ মিনিট পর আবদুল করিম ও গ্রামের অন্যান্য লোকেরা অর্জুন সিং ডাকাত ও তার দলবলকে টর্চের আলো মেরে এক অবিশ্বাস্য অবস্থার মধ্যে দেখছিল। আবদুল করিম ছাতা মাথায় দাঁড়িয়েছিল এবং তার হাতে ছিল বন্দুক। জগজিত সিংয়ের কাঁধ চাপড়ে বললো, আরে বেটা! তুমি অনেক বড় ইনামের হকদার হয়ে গেছো। কিন্তু চেরাগ বিবি তোমাদের সাথে গিয়েছিল। তাকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেলো নাকি?

ইউসুফ অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করে বললো, জনাব! তার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। তাকে আমাদের বাড়িতে রেখে এসেছি। তারপর সে বাল্লুকে বললো, তুমি এখনি থানায় গিয়ে দারোগাকে আমার সালাম বলো এবং তাকে জানাও আমরা অর্জুন সিং ডাকাতকে ও তার ছয়জন সহযোগীকে ধরে বেঁধে ফেলেছি এবং তাদেরকে থানায় পাঠানো হচ্ছে।

আবদুল করিম বললো, বেটা! পুলিশ নিজেরা এসে এ ভয়ংকর ডাকাতদেরকে এখান থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতো, সেটাই কি ভালো হতো না?

এখন এরা আর ভয়ংকর নেই চাচাজান! আমার লোকেরা এখন থানা পর্যন্ত যাবে এদেরকে সাথে নিয়ে।

জগজিত সিং! তুমি একজোড়া হাট্টাকাট্টা বলিষ্ঠ বলদ নিয়ে এসো।

বেটা! একটু উপরে গিয়ে বাচ্চাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে এসো। ওরা ডাকাত পাকড়াও হয়ে গেছে একথা বিশ্বাস করছে না।

আসুন! ইউসুফ বললো। আবদুল করিম তার সাথে চলতে লাগলো। আমিনা, তার ভাই ও মা নিচ তলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে সালাম দিয়ে বললো, চাচীজান! অর্জুন সিং ডাকাত ও তার সাথিরা আপনাদের নিচের তলায় গরুর গাড়ির পাটাতনের ওপর এমনভাবে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে যে তাদের পক্ষে নড়াচড়া করাই কঠিন। আমি একথা আপনাদের জানাবার জন্য এসেছি।

কিন্তু বেটা! এটা হলো কেমন করে? আমি তো ফজল দীনের কসম করে বলার পরও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সে পালংকের ফিতার একটি বান্ডিলই যথেষ্ট মনে করছিল। কিন্তু আমি জবরদস্তি আর একটি বান্ডিলও দিলাম। এ বান্ডিলগুলি আমি মাত্র গত সপ্তায় অমৃতসর থেকে আনিয়েছিলাম।

চাচীজান! মনে হচ্ছে এ ফিতা ডাকাতদের জন্যই বানানো হয়েছিল। কায়েম দীন এমন শক্ত করে এগুলি বেঁধেছে যে ডাকাতদের শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

বেটা! তুমি কেবল ঐ ডাকাতদেরকে গ্রেফতার করোনি বরং এই সংগে আমার বাড়ি থেকে একুশ হাজার টাকার ইনাম থেকেও ওদেরকে বঞ্চিত করেছো। এখন আগামীকাল সকাল হতেই আমি এই একুশ হাজার টাকা এখানে রাখার পরিবর্তে

www.pathagar.com

কায়েম দীনের হাতে অমৃতসরে ফেরত পাঠিয়ে দেবো অথবা গুরুদাসপুরের ব্যাংকে জমা করে দেবো। এই সংগে শেঠ দীননাথকেও জানিয়ে দেবো, কয়েকদিনের জন্য জমি কেনার এরাদা আমি মুলতবী করে দিয়েছি।

কোন্ জমি কেনার এরাদা?

বেটা! শেঠ দীননাথ তার গ্রামের এক জোতদার শরন সিংয়ের জমি কেনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আগামীকাল জমির দাম আদায় করার জন্য আমার গুরুদাসপুর যাওয়ার কথা ছিল।

দীননাথ কি একথা জানতো আজ রাতে আপনি টাকা নিয়ে ঘরে আসবেন?

হ্যাঁ, আমি তার সাথে ওয়াদা করে এসেছিলাম। আমি শরন সিংয়ের সাথে এ ওয়াদাও করেছিলাম যে, ব্যাংক থেকে আমি একদম নতুন করকরে নোট নিয়ে আসবো।

আমিনা সামনের দিকে চেয়ার টেনে এনে বললো, জনাব, যদি ডাকাতদের পালিয়ে যাবার আশংকা না থাকে তাহলে আপনারা ধীরে সুস্থে নিশ্চিন্তে বসে কথা বলেন।

ইউসুফ আবদুল করিমের সামনে বসতে বসতে বললো, মিয়া সাহেব! যদি দীননাথের একথা জানা থাকে যে, আপনি টাকা নিয়ে আসছেন তাহলে আপনি জমি কেনা মুলতবী করে দিয়েছেন একথা তাকে ঘুনাক্ষরেও জানাবেন না। বরং তাকে লিখে দেন, আপনার মুনশী পরশু একটি কাজ শেষ করেই রাতের গাড়িতে টাকা নিয়ে পৌছে যাবে এবং সরদার শরন সিংকে খুশি করার জন্য নতুন করকরে নোট ছাড়াও এক হাজার চকচকে রূপার টাকাও নিয়ে যাবে।

মিয়াজী! আমি একথা কেন বলছি তা আপনাকে পরে জানাবো, কিন্তু এটা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই ডাকাতদের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার চাইতেও বেশি জরুরি। যদি দীননাথ আপনাকে জিজ্ঞেস করে আপনি টাকা সাথে করে এলেন না কেন? তাহলে আ।পনার মুনশির দেরিতে ব্যংকে পৌছার বা অন্য কোনো বাহানা পেশ করে দেবেন। এই সংগে আপনার মুনশিকেও লিখে দেন সে যেন পরশু রাতের গাড়িতে উঠে এখানে আসার জন্য তৈরি থাকে। বাকি অন্যান্য নির্দেশের জন্য আপনার নওকর ফজল দীনকে কাজে লাগতে হবে। কারণ প্রত্যেকটা কথা পত্রে লেখা যায় না। এমনও হতে পারে ডাকাতদের গ্রেফতারীর খবর শুনে দীননাথ কয়েকদিন আপনার কাছে আসতে চাইবে না। কিন্তু জমি কেনার ব্যাপারে আপনার এরাদায় কোনো পরিবর্তন আসেনি, তাকে একথা বুঝাতে সক্ষম হওয়ার মধ্যেই আপনার সাফল্য নিহিত।

হ্যাঁ, বর্তমানে আমার চিন্তাও এটাই। আমি তার মাধ্যমে আরো চল্লিশ পঞ্চাশ একর জমি কিনতে চাই এবং কোনো ভালো জমি পাওয়া গেলে সেখানে বিদ্যুত লাইন আনারও ব্যবস্থা করা হবে, এ বিশ্বাস আমি তার মনে সৃষ্টি করবো।

www.pathagar.com

মুখোমুখি সাক্ষাতকালে আপনি যদি তার মনে এ ধারণা সৃষ্টি করে দেন যে, আপনার কারণে পুলিশের সাথে তার ছোটখাট কাজ কারবার সহজে সুরাহা হয়ে যাবে, তাহলে এটা আরো ভালো হয়।

বেটা! আমি সব বুঝতে পেরেছি। কাল সকালে দীননাথকে এমন পত্র লিখে দেবো যার ফলে সে দৌড়াতে দৌড়াতে এখানে চলে আসবে।

চাচাজী, আপনার মুনশী পরশু সন্ধ্যের গাড়িতে টাকা নিয়ে স্টেশানে পৌছে যাবে। শরন সিংয়ের জন্য নতুন নোট ছাড়াও এক হাজার নতুন কাঁচা টাকাও নেবে। তারপর পরদিন সকালে গুরুদাসপুর কাছারিতে রেজিস্ট্রির সময় এসব টাকা তার হাওয়ালা করে দেয়া হবে।

বেটা, আমি ভালোভাবে বুঝেছি।

কায়েম দীন উপরে এসে বললো, হরদয়াল গাড়ির সাথে বলদ জুড়ে দিয়েছে। ওদিকে ফজল দীন বলছে সম্ভবত পুলিশ আসছে।

সম্ভবত মানে?

জী, সে বলছে, ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

আবদুল করিম বললো, ঘোড়ার পিঠে ডাকাতও আসতে পারে। ইউসুফ উঠে বন্দুক হাতে নিতে নিতে বললো, না জনাব, এখন আর এ বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে না। আপনি উপর থেকে দরোজা বন্ধ করে দিন। আমি নিচে দেখছি।

কায়েম দীন নিচে থেকে আওয়াজ দিল, মিয়াজী! পুলিশ এসে গেছে।

আবদুল করিম গলির মধ্যে পৌছে গেলে দারোগা ঘোড়া থেকে নেমে টর্চের আলোয় পিছমোড়া করে বাঁধা ডাকাতদের দেখতে লাগলো।

আরে ইয়ার! আমি এদের মাথা পা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না।

ফজল দীন বললো, হুজুর! এরা সাতজন। চারজন এসেছিল অর্জুন সিংয়ের সাথে। আর দুজন এ গ্রামের। এরা অর্জুন সিংয়ের সাথে মিলে কাজ করে। আর অর্জুন সিং মিলে সপ্তম জন।

দারোগা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো, কি যাতা বাজে বকছো? সে সপ্তম জন কোথায়?

হুজুর! সপ্তম জন সবার নিচে।

তুমি কি বলতে চাও গাড়ির পাটাতনের নিচে?

না, হুজুর! সপ্তম জন এদের সবার নিচে।

কাদের নিচে?

এই ছজনের নিচে। এরা তার ওপর শুয়ে আছে। আমি টর্চ জ্বালাচ্ছি। যদি আপনি সামান্য মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে তাকে কিছুটা দেখা যাবে।

www.pathagar.com

সে জীবিত আছে?

হুজুর, যখন তাকে বাঁধা হয়েছিল তখন তো ঠিকই জীবিত ছিল। এখন দেখতে হলে এই বাঁধন খুলতে হবে।

আমি ওদের সবাইকে হাতকড়ি পরাতে চাই। তুমি ওদেরকে এক এক করে খুলতে শুরু করো।

হুজুর! এদেরকে এক এক করে খোলা যাবে না।

কি বাজে বকছো? এক এক করে খোলা যাবে না কেন?

জনাব! এক এক করে এজন্য খোলা হবে না যে, আমি নিজের হাতে এদেরকে বেঁধেছি। ফজল দীন সগর্বে জবাব দিল।

হরদয়াল সিং বললো, সরকার! এদেরকে পাটাতনের ওপর বাঁধা হয়েছে। ওখানেই এদেরকে থাকতে দিন। আর ছ্যাকড়া গাড়িসহ এদেরকে এভাবেই থানায় নিয়ে চলেন। মিয়া ইউসুফের লোকেরা সাথে সাথে যাবে। মিয়া আবদুর রহীমের সাহেবজাদা মিয়া ইউসুফ যিনি আমার কাছে চিঠি লিখেছিলেন তিনি কি এখানে আছেন?

ইউসুফ নিশ্চিন্তে জবাব দিল, দারোগা সাহেব! আমি এখানেই আছি। আমার মতে রাতে এদের হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে চারদিকে পাহারা দেবার পরিবর্তে এদেরকে থানায় পাঠিয়ে দেয়াই ভালো হবে। আমি এখনি দশজন নির্ভরযোগ্য লোক আপনার সাথে রওনা করে দিতে পারি। আর যদি আপনি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আমি নিজেও আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত আছি।

মিয়া সাহেব! বাল্লুর কথাবার্তা শোনার পর আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আপনারা অর্জুন সিংকে গ্রেফতার করতে পেরেছেন। আমি তখনি গুরুদাসপুরে ইন্সপেক্টর সাহেবের সাথে কথা বলেছিলাম। তিনি এস.পি. সাহেবকে খবর দিয়েছিলেন এবং তখনি আমাকে হুকুম দিয়ে বলেছিলেন নিজে সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করে দেখো অর্জুন সিংকে কিভাবে গ্রেফতার করা হলো। ইন্সপেক্টর সাহেবকে আমি আপনার চিঠির কথাও বলেছি। এরপর আপনার লোক দ্বিতীয়বার আমার কাছে আসা পর্যন্ত দুবার তাঁর টেলিফোন এসেছিল। আপনি কি জানেন এই বিরাট কৃতিত্বের জন্য আপনি একটা বড় পুরস্কার লাভ করবেন?

আমি যা কিছু করেছি নিজের কর্তব্য মনে করে করেছি। আর পুরস্কার পাওয়ার জন্য আমি আমার সাথিদেরকে এগিয়ে দেবো।

এক হেড কনস্টেবল বললো, জনাব! আমি তো এদেরকে নিশ্বাস নিতেও দেখছি না।

ইউসুফ বললো, এদের মুখ থেকে কাপড় বের করে দাও।

www.pathagar.com

ফজল দীন বললো, সবার মুখ থেকে?

হ্যাঁ, সবার মুখ থেকে।

জনাব, আমি বলতে চাচ্ছি অর্জুন সিংয়ের মুখ থেকেও।

হ্যাঁ, তার নিশ্বাস নেয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

আচ্ছা জনাব, কাজটা বড় কঠিন তবে আমি চেষ্টা করছি।

ইউসুফ রাগত স্বরে বললো, চেষ্টা নয়, এটা করতেই হবে।

ফজল দীন বললো, হরদয়াল সিং! আমাকে সাহায্য করো। নয়তো তুমি মিয়াজীর কাছ থেকে যে ফিতা হাসিল করতে চাও তা টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।

আমি টর্চের আলো ফেলছি আর তুমি আমাদের হাত যেখান থেকে অর্জুন সিংয়ের মুখ পর্যন্ত পৌছতে পারে সেখান থেকে ফিতা কেটে দাও। এতে বেশি ক্ষতি হবে না।

ইউসুফ থানার দারোগা, এ.এস.আই, হেড কনস্টেবল ও পুলিশের আটজন সিপাহীকে বললো, চলুন মিয়া সাহেব চাচ্ছেন আপনারা ভেতরে গিয়ে চা-পান করবেন।

দারোগা বললো, ভাই ফজল দীন! যদি উপরের দুতিনজনকে অন্তত হাতকড়ি লাগাবার জন্য একটু জায়গা করে নিতে পারো তাহলে আমরা মনে সান্ত্বনা পেতাম এবং নিশ্চিন্তে মিয়া সাহেবের চা-পান করতাম।

ইউসুফ বললো, জনাব আমার সশস্ত্র লোকেরা এখানে রয়েছে আর যদি কেউ নাও থাকে তাহলেও কেবলমাত্র বাল্লু একাই তার বল্লমসহ যথেষ্ট।

চায়ের টেবিলে বসে ইউসুফ দারোগাকে বললো, জনাব আপনি এই কয়েদীদেরকে জেল হাজতে পাঠাবার আগে অনুসন্ধানের খাতিরে যদি থানার হাজতে দুচার দিন আটকে রাখতে পারেন তাহলে ভালো হয়।

জি হ্যাঁ, এদের শারীরিক রিমান্ডে নেয়া যেতে পারে।

তাহলে ইন্সপেক্টর সাহেবের কাছে আমার পক্ষ থেকে আবেদন করুন এই কয়েদীদেরকে পাঁচ ছয় দিনের জন্য থানায় রেখে দেবার জন্য। এখনি আমি এর কারণ বলতে পারবো না। তবে এটা হবে অত্যন্ত জরুরি।

দারোগা বললো, এতো একটা মামুলি ব্যাপার মাত্র। যদি আমি টেলিফোন করেও বলে দেই, ইউসুফ সাহেব চাচ্ছেন এদরকে কয়েক দিন থানায় রেখে দিতে তাহলে সংগে সংগেই তা মনজুর হয়ে যাবে।

তারা চা-পান করে উঠছিল এমন সময় ফজল দীন দৌড়ে এসে বললো, ওরা সবাই জীবিত আছে অর্জুন সিংও। তবে খুব গালিগালাজ করছে সে। কাকে গালি দিচ্ছে? একজন সিপাহী জিজ্ঞেস করলো।

www.pathagar.com

জী, যারা তাদেরকে বেঁধেছে তাদেরকে। আল্লাহর শোকর এখনো সে আমার নাম জানে না। কিছুক্ষণ পর ছ্যাকড়া গাড়ি রওনা দিল। পুলিশের দুজন অফিসার এবং নয়জন সওয়ার ছাড়াও গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক তাদের সাথে চলছিল। ইউসুফ আবদুল করিমের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, আচ্ছা চাচা আমাকে অনুমতি দিন।

আরে বেটা, এ কেমন করে হতে পারে? বাকি রাতটা তুমি এখানে কাটিয়ে দাও।

দেখুন চাচাজান! আমার যাওয়া এজন্য জরুরি যে, আম্মীজান পেরেশান হয়ে পড়বেন। আর চেরাগ বিবিকেও সান্ত্বনা দেয়া জরুরি। আমি ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আপনার সাথে সাক্ষাত করবো। আপনি ভালো মনে করলে ছেলেমেয়েদেরকে কয়েকদিনের জন্য আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। কারণ এ ঘটনার পর তাদের মধ্যে আতংকভাব সৃষ্টি হওয়াটা সাধারণ ব্যাপার।

বেটা, তুমি একথা না বললেও আমি ঠিক এটাই করতাম।

চাচাজী, আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমান। এখন এখানে দ্বিতীয় বার ডাকাতদের হামলার আর কোনো আশংকাই নেই। তবুও আমি আপনাদের হেফাজতের জন্য কয়েকজন লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ইউসুফ মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ালো। আবদুল করিম ইতস্তত করতে করতে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, বেটা ইউসুফ! একটু দাঁড়াও, তোমার চাচী কিছু বলতে চাচ্ছে।

রশিদা এগিয়ে এসে বললো, বেটা ইউসুফ! তোমার চাচা যে কাজ করতে সংকোচ বোধ করেন তার জন্য আমাকে এগিয়ে দেন। এই নাও বেটা, আমরা সারা জীবন তোমার নেকীর প্রতিদান দিতে পারবো না। তাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা তুমি আমাদরে এই সামান্য নজরানা কবুল করে নেবে। এই বলে রশিদা একটি রুমালে বাঁধা পাঁচশ টাকার দশখানা নোট ইউসুফের সামনে পেশ করলো। ইউসুফ লাফিয়ে পেছনে সরে গিয়ে বললো, চাচীজান! চাচাজান! এ হতে পারে না।

আপনারা আমাকে কি মনে করেছেন?

আবদুল করিম বললো, বেটা তুমি টাকার সাথে সাথে আমাদের প্রাণ ও ইজ্জতও বাঁচিয়েছো।

চাচাজী, আমি যা কিছু করেছি কোনো বিনিময় বা পারিশ্রমিকের লোভে করিনি।

রশিদা আমাকে বুঝিয়েছিল আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা পেশ করে একটা বোকামী করছি। কিন্তু বেটা, আমি চিন্তাই করতে পারছিলাম না যে আমার

www.pathagar.com

ঘর থেকে তুমি খালি হাতে চলে যাবে। যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে মাফ করে দাও বেটা!

চাচাজী! আমি খালি হাতে যাচ্ছি না। আমি এ বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি যে, আল্লাহ আমাকে একটা নেকী করার তওফীক দিয়েছিলেন।

রশীদা বললো, কিন্তু বেটা! আমি তোমার সাথিদেরকে কোনো ইনাম দিলে নিশ্চয়ই তুমি অপছন্দ করবে না।

না, চাচাজান!

যখন আমরা আপনাদের গ্রামে আসবো, আমি তাদের প্রত্যেককে ডাকবো এবং আপনারা প্রাণ ভরে তাদেরকে ইনাম দেবেন।

এবার আমাকে অনুমতি দিন।

ইউসুফ মুসাফাহা করে সেখান থেকে বের হলো। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল শরীরের উত্তাপে তার জামা কাপড় শুকিয়ে গিয়েছিল। গ্রামের মসজিদের কাছে পৌঁছে সে বাল্লুকে বললো, বাল্লু তুমি যাও। আমাদের বাড়ি থেকে রুটি আনিয়ে খেয়ে নিয়ে আরাম করো। আমি নামায পড়ে আসছি।

ইউসুফ নামায পড়ে মসজিদের বাইরে বের হয়ে দেখলো বাল্লু তখনো দরোজার বাইরে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

বাল্লু , তুমি যাওনি।

আপনি জানেন, আপনাকে রেখে আমি যেতে পারি না।

কয়েক মিনিট পরে দেউড়ির দারোজায় প্রবেশ করতে করতে ইউসুফ নওকরকে বললো, বাল্লুকে খানা খাইয়ে দাও।

চেরাগ বিবি কয়েকজন মেয়ের সাথে ছাদের একধারে বসেছিল। বিগত কয়েক ঘন্টার মধ্যে ডাকাত, ভূত, পেত্নী, জিন ও সাপের নানান কাহিনী শুনতে শুনতে অসহায় অবস্থায় তার চোখ দিয়ে কয়েক বার পানি ঝরেছে। তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য গ্রামের সাহসী মেয়েদের একটি দল সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের কেউ স্বচক্ষে আবার কারোর চেনা জানার মধ্যে কেউ জিন, ভূত, পেত্নী ইত্যাদি দেখেছিল। এ ব্যাপারে এক মহিলা তার অভিজ্ঞতা শুনাচ্ছিল। এক পেত্নী খাটের ওপর বসে ছিল। খাটের চারদিকে সাতটি ভয়াল দর্শণ ভূত শকুনির বেশে পায়ে নূপুর বেঁধে নাচছিল। মহিলা এ দৃশ্য দেখে ভয়ে চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে সাঁইবাবাজীর এক মুরিদ কাছাকাছি তার আস্তানায় হাজির ছিল। সে তার মুখে ঠাণ্ডা পানির ছিঁটে মেরে দম করলো। এতে তার হুশ ফিরে এলো! তারপর তাকে লেবুর রসের সাথে পানি ও লবণ মিশিয়ে খাওয়ানো হলো। ফলে একদম সুস্থ হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

ইউসুফ ফিরে এলে চেরাগ বিবি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাইলো কিন্তু ইনশাআল্লাহ সকাল হতেই তারা সবাই এখানে চলে আসবে এবং ডাকাত ধরা পড়েছে, তাদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার প্রযোজন নেই, একথা বলেই ইউসুফ অন্যদিকে চলে গেলো।

সকাল হতেই মিয়া আবদুল করিম ও পরিবারের সবাই ইউসুফদের বাড়িতে চলে এলো। কায়েম দীন তার বিবিকে নিয়ে চলে এসেছিল। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করার পর ইউসুফের চাচার সাথে পরামর্শ করে তাদের এক নওকরকে সাথে নিয়ে ঘরবাড়ির হেফাজতের স্বার্থে আবার ফিরে এসেছিল। নিজের মাকে বিদায় দিতে গিয়ে চেরাগ বিবি আচানক তার সাথে ফিরে যাবার ফায়সালা করে ঘরের মেয়েদের সবাইকে চমকিত করেছিল। সবাই মনে করেছিল এবার বুঝি দীর্ঘকাল তার মনের ওপর ডাকাত ভীতি জেঁকে বসে থাকবে। তার এই কার্যক্রমের ফলে ঘরের মেয়েরা তার ভীতি বিহ্বলতা সম্পর্কে আমিনাকে যে সব কথা বলেছিল সবগুলিই মিথ্যা প্রমাণিত হলো। আমিনার মা অনুভব করলো, সে বিরক্ত হয়েছে। তাই তাকে একটু তোয়াজ করে বললো, না চেরাগ বিবি! আমরা তোমাকে যেতে দেবো না। তোমার ছাড়া আমিনার ভালো লাগবে না। কাল পরশু আমরা সবাই ফিরে যাবো। চেরাগ বিবির মা আলেম বিবি বললো, দেখো মেয়ে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসবে, তুমি আবার চিৎকার দিতে দিতে ফিরে আসবে। এখানেই আরামে থাকো। মায়ের গরম মেজাজ দেখে চেরাগ বিবি আর কিছু বলার সাহস পেলো না।

ইউসুফ বাইরে মেহমানখানায় আবদুল করিম ও তার নওকর ফজল দীনের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করছিল। আবদুল করিম তার কাজের বিস্তারিত রিপোর্ট শুনাতে চাচ্ছিল। কিন্তু ইউসুফ একথা বলে তার কথা সংক্ষিপ্ত করে দিল যে, প্রথমে শুনান দীননাথ আপনার পত্রের জবাবে কি লিখেছে। যদি সে পত্র আপনার সংগে থাকে তাহলে আমাকে দিন পড়ে দেখি।

আবদুল করিম পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বের করে ইউসুফের হাতে দিল।

শেঠ দীননাথ লিখেছিল ঃ দোস্ত মেহেরবান জনাব মিয়া আবদুল করিম সাহেব, শোকর ভগবানের কৃপায় আপনি ডাকুদের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। এই খুশির সময় আপনার কিছু দান করা উচিত। আপনার হুকুম অনুযায়ী আমি সরদার শরম সিংকে সাথে নিয়ে আগামী পরশু রেলওয়ে স্টেশানে পৌছে যাবো। আশা করি দুপুর পর্যন্ত আমরা রেজিস্ট্রি কাজ শেষ করে বাসযোগে ফিরে আসবো।

আবদুল করিম পকেট থেকে আর একটা চিঠি বের করে বললো, বেটা এটাও পড়ো' আমি তাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছি এটা হচ্ছে তার নকল।

www.pathagar.com

ইউসুফ পত্র খুলে তার ওপর নজর বুলিয়ে বললো, মিয়া সাহেব! এটা ঠিক কাজ করেছেন।

পত্রটা ভাঁজ করে মিয়া সাহেবকে ফেরত দিয়ে ফজল দীনকে বললো, তুমি মুনশি সাহেবের নামে মিয়া সাহেবের চিঠিটা নিয়েছো?

জি হ্যাঁ, আমাকে মৌখিকভাবে সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আবদুল করিম বললো, বেটা! আমি তাকে একথাও বুঝিয়ে দিয়েছি যে, সে একটা ভারী লোহার বাক্স নিয়ে আসবে এবং তাতে মজবুত তালা লাগানো থাকবে।

ইউসুফ বললো, ফজল দীন! এটা হবে তোমার দ্বিতীয় কর্মকুশলতা। তোমাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের লোক থাকবে। তোমরা আরামে ট্রেন থেকে নামবে। কোনো বাহানায় কিছুক্ষণ স্টেশানে থামবে। আর কোনো বাহানা না পেলেও কমপক্ষে পাশের মিষ্টি দোকান থেকে মুনশির জন্য গরম পাকোড়া বা দুধ আনার ব্যাবস্থা করবে এবং তাকে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে দেবে। মিয়া সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী সে অমৃতসর থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে সফর করবে।

জী, আমি সব বুঝতে পেরেছি।

মিয়াজী! এ ছেলে বড়ই বুদ্ধিমান ও গুণী। আমাদের সামান্য ফিতা নষ্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে অনেক চিন্তা ভাবনা করে সবকিছু করছে। আচ্ছা ফজল দীন তুমি যাও এবং রাতে ফেরার পথে এখান থেকে হয়ে যাবে।

আসরের নামাযের পর ইউসুফ তার চাচা হায়দর আলী ও মিয়া আবদুল করিমের সাথে বাইরের হাবেলীর সাথে একটা নতুন ও প্রশস্ত গৃহের বারান্দায় বসেছিল। বিস্তৃত আঙিনায় ছিল আম ও লেবুর গাছ এবং এক কোণে একটা ঝাঁকড়া কুল গাছ। বাল্লু দৌড়ে ভেতরে এসে বললো মিয়াজী! পুলিশের কোনো অফিসার এসেছে এবং তার সাথে হাবিলদারও। বড় সাহেব এসেই জিজ্ঞেস করেছেন, ইউসুফ সাহেব কোথায়?

আর তুমি তার ঘোড়া ধরে এদিকে আনার পরিবর্তে সেখান থেকে পালিয়ে চলে এসেছো?

না জনাব ঘোড়া তো ধরেছে চৌকিদার ও বুট ঈসায়ী। হাবিলদার আমাকে বললো, এখনি দৌড়ে গিয়ে ইউসুফ সাহেবকে খবর দাও। হাবিলদার আমাকে দেখেই চিনে ফেলেছিল।

ইউসুফ উঠে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলো। ইতিমধ্যে পুলিশ ইন্সপেক্টরের পোশাক পরিহিত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ করলো। ইউসুফ মোসাফাহা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, জনাব আপনি সম্ভবত ইন্সপেক্টর আবদুল আজিজ সাহেব!

www.pathagar.com

আগন্তুক তিন চারবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইউসুফকে দেখলো এবং অতি উষ্ণভাবে তার হাত ঝাঁকুনি দিয়ে মোসাফাহা করে বললো, আমার ব্যাপারে আপনার অনুমান সঠিক। কিন্তু আপনার নওকর যদি আমাকে না বলতো আপনি হাবেলীর মধ্যে আছেন তাহলে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করাতাম সেই বাহাদুর নওজোয়ান কোথায় যিনি একজন অত্যন্ত ভয়ংকর ডাকাতকে গ্রেফতার করেছেন।

ইউসুফ বললো, জনাব ইনি আমার চাচা হায়দর আলী আর ইনি মিয়া আবদুল করিম, যার বাড়িতে ডাকাতি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আপনার সাথে সম্ভবত আপনার কর্মকর্তাদের আরো কেউ কেউ এসেছে।

আরে ভাই আমার সাথে আগমনকারীদের কথা ভাবতে হবে না। তাদেরকে আমি বাইরে চারপাইয়ের ওপর বসিয়ে রেখে এসেছি। আর আমি জানি চৌকিদার তাকে কম তোয়াজ করবে না। আমার উদ্দেশ্য ছিল কেবল আপনাকে মুবারকবাদ দেয়া এবং আপনার সাথে কিছু কথা বলা। আপনি বসুন।

বাল্লু, যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে আমাদের নওকরকে বলো, এক জগ লেবুর শরবত আনতে এবং তারপর চায়ের ব্যবস্থা করতে।

এই দুটি জিনিসের আগে আমাকে এক গ্লাস কলসির ঠাণ্ডা পানি পান করাও।

ইউসুফ উঠে নিকটে রাখা একটি সুরাহী থেকে এক এক করে দুগ্লাস ঠাণ্ডা পানি মেহমানকে পান করালো। তৃতীয় গ্লাস পেশ করতেই মেহমান বললো, না ভাই আর এখন নয় পরে আবার পান করবো। আপনাদের পানি ঠাণ্ডা এবং মিষ্টিও। আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনার কর্মকুশলতার খবর আই. জি. পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর এস.পি. সাহেব আপনার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। আপনার জন্য পুলিশে তরক্কির পথ উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

জনাব, এ যা কিছু হয়েছে এতে আমার কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমি মনে করি যদি কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজে হাত দিতাম তাহলে হয়তো এতো চমৎকারভাবে কাজ আনজাম দেয়া সম্ভব হতো না।

অবশ্যই এটা এমন এক বিরল কৃতিত্ব সরকার যাকে কোনোক্রমে অবহেলা করতে পারে না। আপনাকে নিজের হেফাজতের জন্য অস্ত্র রাখার অনুমতি সংগ্রহ করে দেয়ার দায়িত্ব পুলিশের। আপনি নিজের সাথিদের মধ্য থেকে যে সকল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সুপারিশ করবেন তাদেরকে বন্দুক বা পিস্তলের লাইসেন্স দিয়ে দেয়া হবে। আমি আপনাকে একথাও জানাতে চাই যে, আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী সকল অপরাধীকে এক সপ্তাহের রিমাণ্ডে নেয়া হয়েছে। আর যদি আপনি প্রয়োজন অনুভব করেন তাহলে তাদেরকে বাড়তি আরো কয়েক দিনের জন্যও এখানে আটকে রাখা যাবে।

www.pathagar.com

ইউসুফ বললো, জনাব যে উদ্দেশ্যে আমি তাদেরকে এখানে আটকে রাখতে চেয়েছিলাম তা ইনশাআল্লাহ অতি শিঘ্রই পুরা হয়ে যাবে।

কোনো অভিযানে আপনার পুলিশের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে?

জী হ্যাঁ, যে সব স্থানীয় অফিসারের উপর আপনি পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেন তাদের মধ্য থেকে দুতিনজনকে হুকুম দিন তারা যেন আগমীকাল সকালে ফজরের নামাযের আগে এখানে চলে আসে এবং আমার সাথে সাক্ষাত করে। আমি নিজে থানায় যেতে চাই না। কারণ আমার দৌড়াদৌড়ির ফলে ডাকাতের সাথিরা সতর্ক হয়ে যাবে।

আবদুল আজিজ বললো, আমি বুঝতে পেরেছি। এখন আপনাকে অর্জুন সিংয়ের আসার খবর কিভাবে পেয়েছিলেন তা আর জিজ্ঞেস করবো না।

জনাব, আপনাকে বলায় কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। তবে কিনা দুদিন পর আপনি সবকথা শুনবেন, তাহলে আরো বেশি আনন্দ অনুভব করবেন।

চা পানের মাঝখানে আবদুল আজিজ বারবার গভীর মনোযোগ সহকারে ইউসুফকে পর্যবেক্ষণ করছিল। চা পান শেষ করে বললো, বেটা ইউসুফ! তোমাকে দেখে ভীষণ আনন্দ অনুভব করছি। আমি তোমার আম্মিজান এবং অন্যান্য অভিভাবকদেরকে মুবারকবাদ দিচ্ছি। যদি এখান থেকে আমি ট্রান্সফার হয়ে না যাই তাহলে তোমার সাথে সাক্ষাত করার আরো অনেক সুযোগ পাবো।

ইউসুফ এই দীর্ঘ, ঋজু, সুঠামদেহী, ভদ্র ও অমায়িক পুলিশ অফিসারকে প্রথমবার গভীর মনোযোগ সহকারে দেখে বললো, স্যার, এ দুনিয়ার এটাও একটা ট্রাজেডি, যেসব লোককে দেখে আমারা খুশি হই তারা হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায়। যদি এস.পি. সাহেবের দিলে আমি কোনো মর্যাদার ঠাঁই পেয়ে থাকি এবং তিনি আমাকে কোনো ইনাম চাওয়ার সুয়োগ দেন তাহলে আমার প্রথম ও শেষ আবেদন হবে তিনি যেন ইন্সপেক্টর সাহেবকে ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে ট্রান্সফার না করেন যতক্ষণ না আমি তাঁকে ভালো করে দেখে নিতে পারি।

আবদুল আজিজ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করতে করতে বললো, বেটা আসল ব্যাপার হচ্ছে, এস.পি. সাহেব আমাকে কদর করেন বলেই আমাকে বদলি করা হচ্ছে। তিনি নিজেই ট্রান্সফার হচ্ছেন। আর যে জায়গায় তিনি ট্রন্সফার হন সব সময় আমাকে কিছু দিন আগে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে গ্রামের লোকেরা ইন্সপেক্টর আবদুল আজিজ ও হাবিলদার প্রীতম সিংকে বিদায় জানাচ্ছিল।

www.pathagar.com

১২

পরদিন সকালে ইউসুফ ঘোড়ায় চড়ে নিজের গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে সরদার বেলা সিংয়ের গ্রামে পৌঁছুলো। গ্রামের বাইরে একটা প্রশস্ত বিলের কিনারে ছিল সরদার বেলা সিংয়ের হাবেলী, বর্তমানে এই গ্রাম থেকে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে শহরের দিকে একটা রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে।

ক্ষেতের কিনারা দিয়ে চলার কারণে এ পথটা অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন লোকেরা নিজেদের মেয়েদের জন্য এ পথটাই পছন্দ করতো। এর একটা কারণ ছিল, কখনো কখনো ঝিলের পানি গ্রামের ভিতরের রাস্তা পর্যন্ত পৌছে যেতো। সরদার বেলা সিং লোকদের সুবিধার্থে ঝিলের পাড়ের কিছু অংশ উঁচু করে দিয়েছিল। কিন্তু তার কুকুরগুলি মুসাফিরদের গন্ধ পেলেই ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিতো। আর বিভিন্ন জাতের কুকুরের সম্মিলিতি বিকট চিৎকার এমন এ আতংকজনক পরিবেশ সৃষ্টি করতো যার ফলে লোকেরা গ্রামের ঐ এলাকা থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করতো বেশি। তাই আশপাশের পল্লীর লোকেরা বেলা সিংয়ের গ্রামে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর খুব কমই রাখতো।

ইউসুফ ঝিলের অন্য কিনারে এক চক্কর দিয়ে সরদার বেলা সিংয়ের হাবেলীর ফটকের সামনে ঘোড়া থামালো। কুকুরগুলি জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। ইউসুফ ঘোড়া থেকে নেমে নিশ্চিন্তে হাবেলীর মধ্যে প্রবেশ করলো।

প্রশস্ত আঙিনার এক প্রান্ত থেকে এক নওজোয়ান স্বাস্থ্যবতী মেয়ে দৌড়ে এলো এবং নিসংকোচে তার হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম নিয়ে বললো, বীরজী! আপনি কিভাবে পথ ভুলে এদিকে চলে এলেন? সে তার দুটি ডাগর ডাগর কালো চোখ দিয়ে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে নিজের হাসি লুকাবার চেষ্টা করছিল। বীরজী, যদি আপনি আমার নাম ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে কি আমি বলে দেবো?

জিতু পেত্নী! তোমার নাম কি আর ভোলা যায়! যাও তোমার পিতাজীকে ডেকে নিয়ে এসো।

তিনি ভিতরে আছেন। আপনি সোজা ভিতরে চলে যান। এইমাত্র তিনি শিকার করে ফিরে এসেছেন। আর আমার নামটা তো সোজাভাবে উচ্চারণ করতে পারেন।

www.pathagar.com

ইউসুফ ঘোড়ার রশি খুলতে খুলতে বললো, হ্যাঁ বোন অজিত কোর! আমার এ কথা মনেই নেই যে, এখন তুমি বড় হয়ে গেছো। আমি ঘোড়া বাঁধছি। তুমি গিয়ে তোমার পিতাজীকে বলো আমি তার সাথে দেখা করতে চাই।

বীরজী, আমি এখনো এতো বড় হয়ে যাইনি যে আপনি আমাকে জিতু বলতে পারবেন না। কেউ এসেছে এ খবর কুকুরগুলো পিতাজীকে দিয়ে ফেলেছে। আমি ঘোড়া বেঁধে ফেলছি। আপনি সোজা ভিতরে চলে যান। তিনি আপনাকে দেখে খুব খুশি হবেন। তিনি নিজেই আপনাদের বাড়ি যেতে চাচ্ছিলেন। আর মা-জী তো আরো বেশি খুশি হবেন।

ইউসুফ জলদি ঘোড়ার রশি খোঁটার সাথে বেঁধে দিল। লম্বা লম্বা কদম ফেলে হাবেলীর ভিতরের অংশে প্রবেশ করলো।

সরদার বেলা সিং কুল গাছের ছায়ায় একটা ভারী পালংকের ওপর শায়িত ছিল এবং তার নওকর বুড্ডা সিং তার পা টিপছিল।

ইউসুফকে দেখেই বেলা সিং ধড়মড় করে উঠে পড়লো এবং নাংগা পায়ে দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো। বুলন্দ আওয়াজে বললো, অজিতের মা! দেখে যাও কে এসেছে। অজিতের মা উঠানের এক কোণে শতরঞ্চি বিছিয়ে তিনজন মহিলার সাথে গপগুজারী করছিল। তাদের একজন তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। তার মেয়ে দৌড়ে তার কাছে এলো। সে বলতে লাগলো, মা, উঠে দেখোতো ওদিকে। কাল থেকে তুমি তোমার শের ভাতিজাকে স্মরণ করছিলে বারবার। হরনাম কোর দ্রুত নিজের চুল গুছিয়ে নিয়ে বেঁধে মাথায় একটা চাদর জড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলো এবং দু-হাত ইউসুফের মাথায় রেখে বললো, আজ চাঁদ কোন দিক থেকে উঠলোরে? আমার লাল, আমার চোখের তারা আমার শের ভাতিজা! গতকাল থেকে আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমার মাকে সালাম করে আসার কথা ভাবছি। ওরে অজিত তোর বীর ভাইয়ের জন্য দুধ নিয়ে আয়।

অজিত কোর কাছে এসে বললো, মা-জী! ভাই ইউসুফ এ সময় দুধ পান করেন না।

বেলা সিং বললো, বেকুব! দুধ সব সময় পান করা যেতে পারে। আর তোমার ভাইয়ের জন্য দুধের চাইতে ভালো আর কি আছে আমাদের ঘরে?

পিতাজী! ভাইয়া সকালে নাশতার সাথে দুধ পান করেন। দুপুরে পান করেন লাস্‌সী, শাদা পানি বা লেবুর শরবত। সন্ধ্যায় চা পান করেন। আর রাতে শোবার সময় দুধ পান করেন।

তুমি কেমন করে জানো সে কখন দুধ পান করে এবং কখন করে না?

পিতাজী! বীরজী যদি আমাদের বাড়িতে না আসতে পারেন তাহলে এর অর্থ এ নয় যে, তিনি বোনদের জন্য তার বাড়ির দরোজা বন্ধ করে রেখেছেন। আমি

www.pathagar.com

যখন দৌড়াতাম, সোজা তাদের বাড়িতে চলে যেতাম। তার মা, চাচী, দাদী ও বোনেরা আমাকে ভীষণ আদর করেন। তাই ভাইয়ের সব অভ্যাস আমার জানা আছে আর আমি এও জানি গ্রামের মেয়েরা তাকে খুব ভয় করে। কিন্তু আমি করি না। পিতাজী! আমি আজো তাকে ভয় করিনি, যদিও দীর্ঘ দিন পর তিনি আমাদের বাড়ি এসেছেন।

আরে বেটা আজ তাকে ভয় করার এমন কি ব্যাপার ছিল?

পিতাজী, আপনিই তো বলছিলেন আমার শের ভাতিজা ডাকু অর্জুন সিংকে গ্রেফতার করেছে। এখন এ এলাকায় তার রবরবা বেড়ে যাবে।

তাহলে তুই তাকে ভয় করছিস না কেন?

পিতাজী, আমি যে তার দুষ্টু বোন।

আচ্ছা এখন তুমি যাও। আমরা কথা বলি। বেলা সিং ইউসুফের হাত ধরে খাটের ওপর বসালো। বললো, আরে ইয়ার! যাওয়া উচিত ছিল আমার। আমি খবর শুনে বেচইন হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে ভাবলাম যতক্ষণ তোমাদের কেউ আমাকে ডাকবে না ততক্ষণ আমার ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি যদি কোনো লড়াইয়ের খবর পেতাম তাহলে আমার বল্লম উচিয়ে এক লাফে চলে যেতাম।

না, চাচা! এটা এমন একটা কাজ ছিল যেজন্য কোনো লড়াইয়ের দরকার ছিল না। আর এখনো যে কাজের জন্য আপনার কাছে এসেছি সেখানেও কোনো লড়াইয়ের প্রয়োজন হবে না।

আরে ইয়ার, কি কাজ বলো। তারপর আমি চিন্তা করবো লড়াইয়ের দরকার আছে কিনা।

চাচা, এখন ব্যাপার হচ্ছে একটা বড় শিকার পাকড়াও হতে যাচ্ছে।

ইয়ার, তার নাম বলো। সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে বুঝে ফেলবো এক নিমেষে। সে ডাকাত দলের দ্বিতীয় কোনো লোক নয় তো?

চাচা, ডাকাতও ধরা পড়বে আবার এই বড় শিকারকে বড় শিকারই বলবেন। আজ আপনি শিকার করে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?

না, বেটা! শিকার করি কোথায় আজকাল? কিন্তু এ কুকুরগুলি কয়েকদিন গোশত না পেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আজ সকালে কুকুরগুলিকে নিয়ে বের হয়েছিলাম। এরা যে কটা শেয়াল, খরগোশ ও উদবিড়াল মেরেছে তা এদেরই খাদ্য যুগিয়েছে। আজকাল যদি কখনো মাছ ধরার প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে খবর দিয়ো। এবার বড় শিকার সম্পর্কে বলো।

ডাকাতরা জানতে পেরেছে আগামীকাল সন্ধ্যার গাড়িতে অমৃতসরের দিক থেকে এক ধনী ব্যক্তির মুনশী বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে আসবে। পথে তারা এ

www.pathagar.com

অর্থ লুটে নেবার চেষ্টা করবে। আমরা পুলিশের সহায়তায় এই ডাকাতদেরকে ধরবো।

আরে বেটা, আমার সাথে সোজাভাবে কথা বলো। আমি বুঝতে পেরেছি এমন ধনী ব্যাক্তি আবদুল করিমই হবে। কিন্তু আমাকে বলো আমাকে কি করতে হবে?

চাচা আবদুল করিমের নওকর ও আমাদের কয়েকজন লোক তার মুনশীকে স্টেশানে নেবার জন্য যাবে। কারণ চাচাজী ও তার পরিবারের লোকেরা এখন কিছুদিন আমাদের বাড়িতে থাকবে। ডাকাতরা পথে কোনো এক জায়গায় লুটপাট করবে। এ জায়গাটা হতে পারে স্টেশন থেকে পুরাতন খাল পর্যন্ত। পথে সরদার মাহেংগা সিংয়ের হাবেলীও পড়বে। আপনার কয়েকটা কুত্তা মাহেংগা সিংহের হাবেলীতে বসিয়ে দেবেন। প্রয়োজনের সময় তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। আমি বলতে চাচ্ছি তারা যেন অকারণে ঘেউ ঘেউ না করে।

ওহে ভাতিজা! আমি তোমার মতলব বুঝেছি। আমার কাছে আটটা কুকুর এমন আছে যারা খামুশির সাথে আমার লোকদের সাথে থাকবে এবং তারা কেবল তখনই হামলা করবে যখন তাদেরকে লেলিয়ে দেয়া হবে। তোমার যেখানে যেখানে হামলার আশংকা হবে সেখানে আশে পাশে আমি দুটো করে কুকুর লুকিয়ে রাখবো। তুমি আমার কুকুরওয়ালা হাবেলী দেখোনি। চলো সেখানে বারোটা কুকুর এমন আছে যাদেরকে আমরা খাল থেকে কিছু দূরে বসিয়ে দেবো। যখন অন্য কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। তখন তুমি একটা মজার খেলা দেখবে। চলো আগে আমার কুকুরগুলি দেখো।

চাচা, আমি আপনার কুকুর দেখেছি।

তোমার লোকদের কাছে অবশ্যই কয়েকটা টর্চ থাকতে হবে, যাতে আমার লোকেরা কুকুর ছাড়ার ব্যাপারে ভুলের শিকার না হয়।

চাচা, এ ব্যবস্থা আমি প্রথমেই করে ফেলেছি। গাড়ি থেকে যখন আবদুল করিমের মুনশী নেমে পড়বে, আমার লোকজন ছাড়া পুলিশের লোকেরাও তার সাথে চলতে থাকবে। তাদের কয়েকজনের হাতে টর্চও থাকবে। ডাকাতরা কোনো ভূট্টা বা আখের ক্ষেতের ভেতর থেকে বের হয়ে হামলা করবে। তখন তাদের দিকে টর্চের আলো ফেলা হবে। আমাদের বাকি লোকেরা মাহেংগা সিংয়ের হাবেলীতে থাকবে। হাবিলদার সকালে আমার কাছে এসেছিল। সমস্ত প্লান আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। আপনি আর একটা খবর শুনে খুশি হবেন, বাহাদুর সিং যে আপনার শিকার দেখতে এখানে আসতো, সেও এখানে পৌঁছে যাবে।

বেটা, সেই ছেলেটা, যে পুলিশে ভর্তি হয়েছিল? তার তরক্কি হয়েছে কি না?

সে এখন ডেরা বাবা নানক থানায় আছে। সেখান থেকে সে আরো চারজনকে সাথে করে নিয়ে আসবে। আমি আমাদের থানার দারোগাকে বলেছিলাম তাকে

www.pathagar.com

নিয়ে আসার জন্য। তিনি ইন্সপেক্টরকে বলে তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছেন।

আচ্ছা এখন তুমি সেই শিকার সম্পর্কে বলবে কি না? সে কি পাকড়াও হবে?

বড় শিকারকে আপনি দুতিন দিনের মধ্যে দেখতে পাবেন। তখন একদম অবাক হয়ে যাবেন।

ইয়ার, নাম বলবে না তার?

চাচা, এখনো আপনি এটা করোর কাছে প্রকাশ করবেন না। এখন আপনাকে একথা না জানানোই ভালো : আমি কেবল এতটুকু বলতে পারি আপনি তাকে দেখে খুব খুশি হবেন।

আচ্ছা বেটা, যদি খুব বেশি খুশির ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে আমি আরো দুতিন দিন সবর করে নিচ্ছি। নয়তো কষ্ট তো হবে অনেক। কারণ যে কথা আমি আগেই জানতে পারতাম তা দুদিন পরে জানবো। লেবু তো আমাদের বাগানে পাবে না। এখন কেবল ঠান্ডা পানিই পান করতে হবে। আর শহর থেকে তোমাকে তিন চার বোতল সোডা ওয়াটার পান করিয়ে দিচ্ছি চলো। জিতো, জলদি ঠান্ডা পানি আনো।

অজিত একটা বড় গ্লাসে করে ঠান্ডা পানি আনলো। ইউসুফ পানি পান করে বললো, চাচা! আমি শহরে যাচ্ছি না। আর আগামীকাল পর্যন্ত আমার না যাওয়াই উচিত।

আচ্ছা, আমি বুঝেছি, তুমি লোকদের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে চাও। কিন্তু আমি স্টেশন পর্যন্ত পথের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আসতে চাচ্ছিলাম।

চাচা, ওখান পর্যন্ত আমি আপনার সাথে যেতে পারি। হয়তো কোনো কাজের কথা আমাকে বুঝাতে পারবেন।

বেটা, চলো আমি তোমাকে অনেক কাজের কথা বুঝিয়ে দেবো।

জিতো, নওকরকে আমার ঘোড়ার পিঠে জিন চড়িয়ে দিতে বলো।

কিছুক্ষণ পরে দুজনে ঘোড়ায় চড়ে হাবেলীর বাইরে চলে এলো।

বেলা সিং নিজের ঘোড়া আগে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ইউসুফ আমার পেছনে থাকো।

প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে তারা স্টেশন থেকে প্রায় এক ফার্লং দূর পর্যন্ত এবং তারপর সেখান থেকে ফিরতি পথে সম্ভাব্য সব রকম পর্যবেক্ষণ শেষ করে যখন ফিরছিল তখন তাদের ঘোড়ার গা থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছিল।

ইউসুফ বেলা সিংয়ের বাড়ি থেকে দুগ্লাস ঠান্ডা পানি পান করার পর বললো, চাচা সন্ধ্যা হতেই আপনি আমাদের বাইরের বৈঠকখানায় ঢুকে পড়বেন। সেখানে গ্রামের আরো কয়েকজন এবং পুলিশের লোকও থাকবে।

www.pathagar.com

ঠিক আছে ভাতিজা, আমি সেখানে চলে যাবো।

ইউসুফ ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলে বেলা সিং বললো, দেখো ভাতিজা, এখনো বলবে না এ বড় শিকার কে?

ইউসুফ মুচকি হাসলো। তারপর এদিক ওদিক দেখে বেলা সিংয়ের কানে কানে বললো, এখনো নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারছি না। তবে এতটুকুন বলতে পারি, আপনি তাকে ভালোভাবে জানেন।

বেলা সিং কয়েক কদম তার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বললো, ও ইউসুফ থামো, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছি।

কিন্তু ইউসুফ আর পেছন ফিরে তাকালো না।

ইউসুফ গ্রামে পৌছে গেলো। মসজিদ ও বাইরের হাবেলীর মাঝখানে একটি পিলকান গাছের ছায়ায় চারপাইয়ের ওপর বাহাদুর সিংকে বসে থাকতে দেখলো।

ইউসুফ তার কাছে পৌছেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লো। গ্রামের চৌকিদার পিরান দিতা তার ঘোড়ার লাগাম ধরলো।

বাহাদুর সিং দৌড়ে এগিয়ে এলো এবং ইউসুফের সাথে কোলাকুলি করতে করতে বললো, ইয়ার আমরা তোমার কৃতিত্বের খবর পেয়েছিলাম। আমাদের থানার সমস্ত লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছিলাম আমাদের ইউসুফ সাহেবের পক্ষে সবকিছু সম্ভব। তারপর যখন ইন্সপেক্টরের পক্ষ থেকে আমাদের থানায় ফোন এলো, কোন অভিযানে বাহাদুর সিংয়ের প্রয়োজন তখন আমি দারোগাকে বললাম এটা নিশ্চয়ই ইউসুফ সাহেবের সুপারিশের ফল।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, দোস্ত! আমি আবেদন জানিয়েছিলাম আমার একটি অভিযানে বাহাদুর সিংয়ের প্রয়োজন হবে।

ভগবান তোমাকে আরো বেশি ইজ্জত দান করুন এবং তোমাকে অনেক বড় অফিসার বানিয়ে দিন। এখানে থানায় হাজিরা দিয়ে নিজের গ্রামে যাওয়ার পরিবর্তে সোজা তোমার এখানে চলে এসেছি।

আমি তোমাকে আর একজন সওয়ারের সাথে দেখেছিলাম। দূর থেকে তোমার ঘোড়া চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু তুমি নিজের বাড়ি আসার পরিবর্তে দূর থেকে ফিরে চলে গিয়েছিলে।

ইউসুফ পিরান দিতাকে সম্বোধন করে বললো, পিরান দিতা, বাহাদুর সিংকে বৈঠকখানায় নিয়ে যাও। আমি তার খাবার ব্যবস্থা করছি।

ভাই ইউসুফ! আমি ডেরা বাবা নানক থেকে খেয়ে আসছি। বাটালায় পৌছেও আবার কিছুটা পেট পূজা করেছি তারপর থানায় হাজিরা দিয়েছি। হাবিলদার প্রেম সিং সেখানে জবরদস্তি দুগ্লাস লাস্‌সি পান করিয়েছে এবং মিঠাইও খাইয়ে দিয়েছে। এখানে এসেও এক গ্লাস পানি পান করেছি।

www.pathagar.com

ঠিক আছে পিরান দিতা! তুমি আমাদের বাড়ি থেকে বাহাদুরের জন্য এক জগ লেবুর শরবত আনো।

আচ্ছা জনাব, আপনার ঘোড়াটা বেঁধে দিয়ে আমি শরবত আনছি।

ইউসুফ বাহাদুর সিংকে সম্বোধন করে বললো, ইয়ার! বৈঠকখানায় এসে তুমি কিছুক্ষণ আরাম করে নাও। খানা খাবার পর আমিও কিছুক্ষণ আরাম করবো তারপর তোমাকে এমন সব কথা শুনাবো যে তুমি খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাবে।

ইউসুফজী! আমি তোমাকে দেখেই খুশি হয়ে যাই।

তুমি কি জানো আমার সাথে দ্বিতীয় সওয়ার কে ছিল?

তোমাকে যখন সামনে থেকে দেখলাম তখন তোমার পিছনে অন্যকে আর দেখি কেমন করে?

আরে দোস্ত, দ্বিতীয়জন ছিল সরদার বেলা সিং। আজ এখানেই তার সাথে তোমার মোলাকাত হবে।

এটা তো বড়ই খুশির কথা।

বাহাদুর সিং, এখানে আরো অনেক লোকের সাথে তোমার দেখা হবে। তাই তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।

সব লোক এসে গেলে তোমাকে জাগিয়ে দেয়া হবে।

বাহাদুর সিংকে বৈঠকখানায় রেখে ইউসুফ বাইরে এলো।

দূর থেকে দ্রুতগামী অশ্ব পদশব্দ তার কানে এলো। প্রশস্ত রাস্তার সামনে এসে অপেক্ষা করতে থাকলো সে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সরদার বেলা সিং সামনে এসে ঘোড়া থামিয়ে বললো, দেখো ইউসুফ! তুমি চলতে চলতে যে কথা বলে এসেছিলে তারপর আর আমার চোখে নিদ আসে কেমন করে বলো। আমি বুঝতে পেরেছিলাম তুমি জেনে বুঝে ঘোড়া থামাওনি।

চাচা, চলুন বৈঠকখানায়। কিছুক্ষণ আরাম করুন। তারপর আপনার জন্য লেবুর শরবত আসছে।

দেখো ভাতিজা! বড় শিকার সম্পর্কে যদি আমাকে সব কিছু না বলো তাহলে আমি লেবুর শরবত খাবো না।

চাচা, এ সময় আমি আপনাকে কেবল এতটুকু বলতে পারি, আগামীকাল রাতে যদি মিয়া আবদুল করিমের মুনশীকে লুণ্ঠনকারী ডাকাতরা পাকড়াও হয়ে যায় তাহলে এই এলাকার বহু ডাকাতের সাথে দীন নাথের সম্পর্ক প্রমাণ হয়ে যাবে।

বেলা সিং বললো, বেটা! এতো আমি গত কয়েক বছর থেকে জানি।

কিন্তু চাচা, এখনো পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি এবং তাকে হাতে নাতে ধরতেও পারেনি। তবে পরশু রাতে আপনি নিজের চোখে দেখবেন, ডাকাতের

www.pathagar.com

চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে নেবার পর তার অবস্থা কি হয়। আসুন বৈঠকখানায় আপনার আর এক ভাতিজা আপনার ইন্তিজার করছে। সে আপনাকে দেখে খুব খুশি হবে।

তারা হাবেলীতে প্রবেশ করতেই বাহাদুর সিং বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং বেলা সিং এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

পিরান দিতা লেবুর শরবতের জগ নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। জগ টেবিলে রেখে সে আলমারী থেকে গ্লাস বের করে তার পাশে রেখে দিল।

ইউসুফ গ্লাসে শরবত ঢালতে ঢালতে বললো, পিরান দিতা তুমি দৌড়ে গিয়ে আর এক জগ শরবত আনো। বেলা সিং বললো, আবার কেন? এটাই যথেষ্ট হবে। দুঘন্টা পরে আবার পিপাসা লাগলে আমরা নিজেরাই চেয়ে নেবো।

বাহাদুর সিং বললো, ভাই সাহেব আপনি গিয়ে আরাম করুন। আমি চাচাজীর সাথে কথা বলবো।

বেলা সিং বললো, হ্যাঁ তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। যাও একটু আরাম করে নাও।

চাচাজী, আপনিও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিন। এরপর আমরা এখানেই চা পান করবো।

হ্যাঁ, চাচা! ইউসুফ ভাইয়ের ঘরের চার স্বাদই আলাদা।

বেলা সিং উঠে একটা খাটের ওপর শুয়ে পড়তে পড়তে বললো, আরে ভাই, ইউসুফদের বাড়ির সব জিনিসই আলাদা। এমন ছায়া তুমি আমাদের গ্রামে কোথাও পাবে না। বাহাদুর সিং তুমি চেয়ারটা সামনে এগিয়ে নিয়ে এসে আমাকে বলো আর কতদিনে তুমি হাবিলদার হয়ে যাচ্ছো?

ইউসুফ বাইরে বের হতে হতে বললো, আর দেরি নেই চাচাজী!

বাহাদুর সিং বললো, সরদার জী! ইউসুফ যা মুখ দিয়ে বের করে তা হয়েই যায়। কোনো দিন সে যখন বলবে আমি দারোগা হয়ে যাবো তখন আমিও তা বিশ্বাস করবো।

আরে ইউসুফ হচ্ছে তোমার দোস্ত। তুমি বড়ই সৌভাগ্যবান।

হ্যাঁ সরদার জী, যতদিন আমি ইউসুফের দোস্ত হইনি, আমাকে যথেষ্ট বেকুব মনে করা হতো।

আরে বেটা, আমি তোমাকে বেকুব মনে করতাম না। জিতোর মা তোমার কথা খুব বলতো। আজ আমি তাকে বললাম তুমি ইউসুফের কাছে আসছো। সে শুনেই খুশি হয়ে গেলো। এখন তুমি আমাদের এদিকে আসা যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছো।

www.pathagar.com

সরদার জী, আমি এবং আমার পিতাজীও আপনাকে খুব স্মরণ করি। সেই সাথে আপনিও কোনোদিন শিকার করতে বের হলে আমাদের গ্রামের দিকে চলে আসুন।

আচ্ছা বেটা, তোমার পিতাজীকে আমার নাম বলো, কথা বলতে বলতে বেলা সিং চোখ বন্ধ করে নিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

পরদিন সন্ধ্যার গাড়ি আসার দুঘন্টা আগে থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রবল বতাসের ঝাপটায় মুসাফিরখানার ছাউনির নিচের একটা বড় অংশ বৃষ্টির পানিতে ভিজে গিয়েছিল। যাত্রীরা ছাউনির মাঝখানের অংশে জড়ো হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি প্রায় চল্লিশ মিনিট লেট ছিল। কালো মেঘ আকাশে এমনভাবে ছেয়ে গিয়েছিল যে বিকাল পাঁচটায়ই মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ঠিক পাঁচটায় ট্রেন এসে প্লাটফরমে ভিড়লো। গাড়িতে যারা সওয়ার হচ্ছিল তাদের মতোই গাড়ি থেকে যারা নামছিল তাদের সংখ্যাও ছিল অতি অল্প। ফজল দীন মুনশী শামসুদ্দীনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে গাড়ির সাথে সাথে দৌড়াচ্ছিল। সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট থেকে মুনশী শামসুদ্দীন ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠলো, আহাম্মক আদমি, আমাকে ডাকাডাকি করা হচ্ছে কেন? মালপত্র নামাও।

ফজল দীন লোহার সিন্দুক প্লাটফরমের ওপর নামিয়ে রেখে চিৎকার দিল, মুনশী জী! আল্লাহর দোহাই আপনি নিচে নামুন। গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।

শামসুদ্দীন বললো, তোমার মতলবটা কি, আমি এখনি প্লাটফরমে নেমে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকবো? গাড়ি চলা শুরু করলে তখন নামবো।

ওয়েটিং রুমে আপনার আরামের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ সিন্দুকটা ওখানে থাকবে। বৃষ্টি থেমে গেলে আমরা রওনা হবো।

মুনশী তার ছাতা খুলে মাথায় মেলে ধরে নামলো। তারপর বললো, তোমরা কেমন করে বুঝলে এ বৃষ্টি থেমে যাবে । আমি অমৃতসর থেকে এ অবস্থাই দেখে আসছি। পেছনের স্টেশনগুলিতে যেসব যাত্রীরা নেমে গেলো তারাও বলছিল দূর দূর পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছে।

মুনশী জী! আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি ওয়েটিং রুমে সারা রাত থাকতে পারবেন।

আর এই মুসিবতটার কি করবো? মুনশী সিন্দুকটার দিকে ইংগিত করে বললো।

www.pathagar.com

জনাব এর জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। এরপর এটাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। এখানে স্টেশন মাস্টারও আপনার প্রতি নজর রাখবেন আর আমাদের একজন লোক সবসময় আপনার কাছে থাকবে।

মুনশী অস্থিরভাবে বললো, আরে বেকুব! আমি কাজ করতে এসেছি। খিদমত নিতে আসিনি। বৃষ্টি একটু কমে গেলেই আমরা এখান থেকে বের হয়ে পড়বো।

জোরে বাতাসের একটা ঝাপটায় মুনশী ছাতাসহ উড়ে কয়েক কদম দূরে চলে গেলো। ফজল দীন দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে বললো, মুনশী জী ছাতা বন্ধ করুন এবং দ্রুত ওয়েটিং রুমের দিকে চলুন।

মুনশী সরোষে গর্জে উঠলো, বেঅকুফ! এই সিন্দুকটা কোথায় রাখবে?

সিন্দুকের চিন্তা করবেন না। মুনশী সাহেব, ওখানে আমার লোক আছে। সিন্দুকের মধ্যে কি আছে সে জানে। কাজেই এ সিন্দুক কেউ যদি উঠিয়ে নিয়ে যায় তাহলে যে আমাদের কতটুকু ক্ষতি হবে তা সে জানে।

কিন্তু আমার ছাতা?

জনাব, ওটা কোথাও যাবে না।

বাতাসের আর একটা ঝাপটায় ছাতা উল্টে গেলো।

ফজল দীন মুনশীকে ধরে ওয়েটিং রুমের মধ্যে নিয়ে গেলো। একজন লোক সিন্দুক এনে ওয়েটিং রুমের মধ্যে রেখে দিল এবং ফজল দীনকে সম্বোধন করে বললো, আরে ভাই ফজল দীন! এতো দেখছি অনেক ভারী মুনশী জী এর ভেতরে কি রেখেছেন?

আরে ভাই আমি কি জানি এর ভেতরে কি রেখেছেন?

ঘরের কাপড় চোপড়ের সাথে কিছু ভারী এবং দামী চীনা মাটির বাসন টাসন হবে।

মুনশী বললো, এখন কোথাও চা পাওয়া যেতে পারে? আমার খুবই খারাপ লাগছে।

মুনশী জী, স্টেশন মাস্টার সাহেবের বাসা থেকে চা এসে যাবে। আর পাশের মিষ্টির দোকান থেকে আমি তাজা গাজরের হালুয়া আনছি।

হালুয়া একটু বেশি করে এনো। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

জী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। এত বেশি করে আনা হবে যে আপনার, আমার ও আমার গ্রামের লোকের এবং কুলির সবার পেট ভরে যাবে।

প্রায় দেড় ঘন্টা পরে বৃষ্টির জোর কমে এলো। মুনশী বললো, এখন এখান থেকে চলো।

ফজল দীন বললো, না মুনশী জী! এখানে আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে আমাদের লাভ।

www.pathagar.com

একজন দীর্ঘদেহী শিখ ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করলো। সে মুনশীকে সম্বোধন করে বললো, ভাই সাহেব। যদি রেলওয়ের পক্ষ থেকে আপনারা সুবিধা পেয়ে থাকেন তাহলে তা থেকে আপনাদের পুরোপুরি লাভবান হওয়া উচিত।

ফজল দীন মুনশীর কানে কানে বললো, জনাব! লোকটা কোনো দুষ্ট স্বভাবের মনে হচ্ছে। এর সাথে আলাপ বা তর্ক করে লাভ নেই। তারপর সে শিখকে সম্বোধন করে বললো, সরদার জী! যদি মুনশী সাহেব এখানে অবস্থান করতে পারতেন তাহলে খুব ভালোই হতো। কিন্তু তিনি বলছেন, আমরা এমনিতে বৃষ্টিতে ভিজে গেছি তাহলে আর এখানে অবস্থান করেই বা লাভ কি?

মুনশী বললো, আরে ভাই এখন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে।

আপনার অন্ধকার ভীতিতে আক্রান্ত না হওয়া উচিত। মুসাফিরখানার আরো কয়েকজন লোক ওদিকে যাবে। আপনার জন্য তাদের সাথে যাওয়াই ভালো।

না, জনাব! আমি কারোর সাথে যেতে পারি না।

তাদের মধ্য থেকে যে কোনো ডাকাত বের হয়ে আসবে না তাই বা কে জানে?

সরদার জী! আমাদের মুনশী সাহেব রাতের বেলা কাদা পানির মধ্যে চলতে ভয় পান।

ঠিক আছে উনি যদি কোনো কারণে অপরিচিতদের সাথে চলতে না চা- তাহলে এখনি বের হয়ে পড়ুন।

ফজল দীন সাথিদের দিকে তাকিয়ে বললো, ভাইয়েরা! এ সিন্দুক উঠাও। এখনি চলতে হবে। একজন সিন্দুক উঠিয়ে আর একজনের মাথায় দিল এবং মুনশী ও ফজল দীন তাদের পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

তারা মাত্র এক ফার্লং মতো পথ অতিক্রম করেছিল এমন সময় পাশের ক্ষেত থেকে হঠাৎ তিনজন লোক বের হলো এবং তারা তাদের আগে আগে চলতে লাগলো।

মুনশী শামসুদ্দীন পেছনের দিকে তাকিয়ে অনুভব করলো কয়েকজন লোক পেছনেও আসছে। মুনশী পেরেশান হয়ে বললো, ইয়ার! ডাকাতরা আমাদের ঘেরাও করার চেষ্টা করছে।

ফজল দীন বললো, মিয়া জী! তারা যদি ডাকাত হয় তাহলে আমাদের কি বলবে? মালপত্র হচ্ছে মিয়া সাহেবের। আমরা লড়াই না করেই তাদের হাতে তুলে দেবো।

তুমি কি বলতে চাও, আমরা পালাবার চেষ্টাও করবো না।

মুনশী জী, এ বিরাট বোঝা মাথায় করে কে পালাতে পারে?

মুনশী বললো, ইয়ার! মিয়াজী এই টাকার সাথে এক হাজার রূপোর টাকা নিয়ে আসার হুকুম দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মুনশী জী! তিনি এ হুকুম দিয়েছিলেন এ জন্য যে, দেহাতী লোকেরা নতুন রূপোর টাকা পেলে খুব খুশি হয়। যদি শুধুমাত্র নোট নিয়ে আসতেন তাহলে আপনি এখানে পৌঁছার সাথে সাথেই আমাদের লোক ঘোড়ায় চড়ে এসে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিমেষেই ঘরে পৌঁছে যেতো।

সিন্দুক বহনকারী ব্যক্তি বললো, দোস্ত বুটে! আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বাকি পথটায় এ বোঝাটা তুমিই বহন করো।

বুটা সিং সিন্দুক মাথায় তুলে নিল। এখন তারা আখ ও ভূট্টা ক্ষেতের মাঝখানে পানিতে ডুবে যাওয়া পাকদন্ডী দিয়ে হেঁটে চলছিল। এই ক্ষেতগুলির পরে ছিল একটি ধান ক্ষেত। তারপর ছিল আখের ক্ষেত। এটা মাহেংগা সিংয়ের হাবেলী পার হয়ে আরো এক ফার্লং দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল।

তারা বড় জোর ধান ক্ষেত পার হয়েছিল এমন সময় আখ ক্ষেত থেকে চারজন লোক দৌড়ে এগিয়ে চলে গেলো। এবং তাদের একজন বুলন্দ আওয়াজে বললো, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তাহলে এখানেই থেমে যাও।

বুটা সিং দৌড়ে কয়েক কদম আগে চলে গেলো। কিন্তু একজন লোক তার পিছু নিতে নিতে বললো, থেমে যাও এবং এ সিন্দুক এখানে রেখে দাও। নয়তো গুলী করে দেবো। বুটা সিং বললো, আমি তো একজন মজুর মাত্র। আমাকে গুলী করবেন কেন? এই নিন সিন্দুক। এই বলে সে সিন্দুকটা মাথা থেকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ালো।

মুনশী আতংকগ্রস্ত স্বরে বললো, জনাব! আমার তল্লাশী নেন। পরের ধনের জন্য আমি কেন জীবন দেবো? আমার পকেটে মাত্র বারো টাকা দশ আনা আছে।

ডাকাত বললো, বারো টাকা আমাকে দাও এবং দশ আনা নিজের পকেটে রেখে দাও।

মুনশী পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো, জনাব! আপনি নিজেই বের করে নিন। আমার ভয় হচ্ছে ভিজে যাবার কারণে দশ টাকার নোটটা ফেটে যেতে পারে।

ডাকাত বললো, ইয়ার! তুমি তো বেশ ভালো লোক মনে হচ্ছে। বারো আনা বের করে নাও এবং মানি ব্যাগ আমার হাতে দিয়ে দাও।

তারপর দ্বিতীয় লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার কাছে কি আছে?

কিছুই নেই জনাব। আমি একমুঠো গাজরের হালুয়া কাগজে জড়িয়ে পকেটে রেখেছিলাম। তবে তার অবস্থা এখন মুনশীর নোটের চাইতেও খারাপ।

তোমরা দুজন এখানে দাঁড়াও। আমাদের অনুমতি ছাড়া যদি এখান থেকে একটুখানি নড়েছো তাহলে গুলী মেরে খুলি উড়িয়ে দেবো।

www.pathagar.com

বুটার সাথে দাঁড়ানো দ্বিতীয় ডাকাতটা আওয়াজ দিল, সবাইকে এখানে নিয়ে এসো। এই সিন্দুকটা একটা আপদ। ডাকাতদের ইশারায় তারা সবাই এগিয়ে এলো এবং বুটার চারদিকে দাঁড়িয়ে গেলো।

ডাকাতদের একজন জিজ্ঞেস করলো, ও মুনশী! ঠিক সত্যি করে বলো এর ভেতরে কি আছে? মনে রেখো এখনি আমরা এ সিন্দুক খুলিয়ে দেখবো।

মুনশী জবাব দিল, এর মধ্যে যা আছে তা এখন আপনাদের। মিয়াজীর বাড়ি থেকে আমাকে তালাবন্ধ সিন্দুক দেয়া হয়েছিল। আমি কেবল এতটুক জানি, এর মধ্যে এক হাজার রূপোর টাকা আছে এবং কিছু কাপড় চোপড়।

ডাকাত বুটার দিকে ফিরে বললো, তুমি এ সিন্দুকটা মাথায় করে নাও। আমরা পানিভরা ক্ষেত থেকে বের হয়ে গিয়ে কোনো জায়গায় এটা খুলবো। তখন যদি একথা মিথ্যা প্রমাণ হয় তাহলে মুনশীর মাথা কেটে এর ভেতর রেখে দেবো।

সরকার! আমাকে কিছু বলবেন না তো?

না, তুমি তোমার পুরো মজুরীসহ ইনামও পাবে। জলদি এটাকে পানির এলাকা থেকে বের করো। সামনে আখের ক্ষেতের আলের ওপর আমরা এটা খুলবো।

ফজল দীন বললো, উঠিয়ে নাও বুটা। সামনে আখের ক্ষেতের উঁচু আলের দিকে চলো।

ডাকাত বললো, তোমরা আগে আগে চলো। আমরা তোমাদের পেছনে পেছনে আসছি। আমাদের সাথে কোনো চালাকি করলে আমরা গুলী করে দেবো।

ভাই ডাকাত সাহেব! আমাদের গুলী খাবার কোনো শখ নেই। আমরা এত গরীব যে, আমাদের লাশও কেউ তুলে নিয়ে যাবে না।

আচ্ছা চলো, আমরা তোমাকেও ইনাম দেবো। তুমি জানো, এ সিন্দুকে কি আছে?

জনাব, আমি কেবল এতটুকু জানি, মুনশী কোনো টাকা নিয়ে আসছেন। তবে আমি জানি না রূপোর টাকা কত এবং নোট কত?

আচ্ছা আমরা এখনি খুলে দেখে নেবো।

ফজল দীন সবার আগে চলছিল। আখের ক্ষেতের কাছাকাছি পৌছে আলের সাথে সাথে ডানদিকে চলতে লাগলো।

ডাকাত বললো, ব্যস এবার আলের ওপর সিন্দুক রেখে দাও। আমরা এখানে ওটা খুলে দেখতে চাই।

ফজল দীন বললো, জনাব! ওদিকে ক্ষেতের কোণ যথেষ্ট উঁচু। আপনারা নিশ্চিন্তে ওখানে গিয়ে দেখতে পারবেন।

আচ্ছা চলো. আমরা নিজেরাও মাহেংগা সিংয়ের হাবেলী থেকে দূরে থাকতে চাই।

www.pathagar.com

তারা ক্ষেতের কোণে পৌঁছে গেলে ফজল দীন তিন ক্ষেতের মাঝখানের অপেক্ষাকৃত চওড়া জায়গায় সিন্দুক রাখলো।

একজন ডাকাত টর্চ জ্বালিয়ে বললো, এটা খোলো।

ফজল দীন জবাব দিল, চাবি ছাড়া তালা খুলবে না। আমি ঘর থেকে কোনো হাতুড়ি সংগে করে আনিনি।

ডাকাত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠলো, ও মুনশীর বাচ্চা! এর তালা খোলো।

মুনশী বললো, জনাব! এই তালার একটা চাবি আছে অমৃতসরে মিয়া সাহেবের বাড়িতে। দ্বিতীয় চাবিটি আছে মিয়া সাহেবের কাছে। আমার কাছে যে টাকা ছিল তা আপনাকে দিয়েছি। চাবির জন্য আপনি আমার তল্লাশি নিতে পারেন।

ডাকাত ক্রোধে চিৎকার করে উঠলো, বেঅকুফ আমার সময় নষ্ট করো না।

ফজল দীন বললো, ডাকু জী! মুনশী জী জানতেন না যে, আপনার সময় নষ্ট হবে আর তিনি এও জানতেন না যে গ্রামের পথে আপনারা তার ইন্তিজার করবেন। এখন আপনি নির্বিঘ্নে আমাদের সবার তল্লাশি নিন এবং তারপর ছেড়ে দিন।

ডাকাত বললো, আর এ সিন্দুক উঠাবে কে? তোমার বাপ?

বুটা বললো, এ সিন্দুক অতো বেশি ভারী নয় জনাব। আমি এটা পিছনের ক্ষেত থেকে মাথায় করে আনছি।

তুমি বাজে বকো না। আমরা এ সিন্দুক খোলাবো। নয়তো তোমাদের হাড্রি ভেঙে গুঁড়ো করবো।

মুনশী কাঁপতে কাঁপতে বললো, জনাব ডাকু সাহেব! আমি একজন বুড়ো মানুষ। আমার হাড্রি ভাঙার পরিবর্তে আপনি এই সিন্দুকটা ভাঙছেন না কেন? তাহলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। আমার বিশ্বাস, আপনার হাত যেমন লোহার মতো শক্ত, হাতের বাড়ি দিলেই এ তালা ভেঙে যাবে।

ডাকাত ইতস্তত করে এক হাত দিয়ে তালায় মোচড় দেবার চেষ্টা করে ক্রোধে বারুদের মতো ফুঁসে উঠলো, এক মিনিটের মধ্যে চাবি বের করে তালা খুলে দাও। আর নয়তো আমি তোমাকে ও তোমার সাথিদেরকে গুলী করে এখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবো।

বুটা কেঁদে উঠলো, সরকার আমি এদের সাথি নই। আমি মুসলমানও নই। আমি একজন গরীব খৃষ্টান। আমাকে গুলী করে আপনার কি লাভ হবে? আমি যে এক টাকা মজুরী পেতাম তা আপনি মুনশী সাহেবের হিসাব থেকে কেটে নেবেন।

বেঅকুফ মুনশী এক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত হিসাব ভুলে যাবে।

ফজল দীন বললো, এমনটা করবেন না জনাব!

www.pathagar.com

যদি মুনশী সাহেব হিসাব ভুলে যায় তাহলে আমাদের গত মাসের বেতন দেবে কে?

নিকটেই একটা বিকট অট্টহাস্য শোনা গেলো এবং তিন জন লোককে তিনটে ককুরের গলার রশি পাকড়ে দৌড়ে চলে আসতে দেখা গেলো। কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছিল। অন্ধকারে তাদের চোখগুলো যেন আগুনের গোলার মতো দেখাচ্ছিল।

ডাকাতরা হতভম্ব হয়ে পিছনে হটতে লাগলো। কিন্তু পেছন দিক থেকেও কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে ভূট্টা ক্ষেতের ভেতর থেকে বের হয়ে এলো।

ডাকাতরা ভয়ে থেমে গেলো। এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার বাম দিক থেকে কাদা ও পানির মধ্য দিয়ে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এক নিমেষেই ধান ক্ষেত পার হয়ে তাদের সামনে চলে এলো।

ডাকাতরা ডাইনে খালের দিকে ভেগে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেদিকে পিস্তল চলার আওয়াজ শোনা গেলো। মুহূর্তের মধ্যে সেদিক থেকেও একজন ঘোড়সওয়ারের উদয় হলো। সে জোরে চিৎকার করে উঠলো, তোমাদের চারদিক থেকে পুলিশ ঘেরাও করে ফেলেছে। হাতিয়ার ফেলে দাও। নয়তো খামখা মারা পড়বে।

এই সংগে চারদিক থেকে দেখতে পেলো তারা টর্চের আলো। একজন ডাকাত সওয়ারের দিকে বন্দুক চালাবার চেষ্টা করলো। সংগে সংগে আখ ক্ষেতের কিনারা থেকে ফায়ার হলো এবং গুলী তার বাহু স্পর্শ করে চলে গেলো। ডাকাতটা সংগে সংগেই তার বন্দুক ছুঁড়ে দিল। তার সাথিরাও তলোয়ার ও বর্শা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ফজল দীন দৌড়ে গিয়ে এক ডাকাতের গলা পেঁচিয়ে ধরে বললো। সাহেব জী! এ ডাকাতটার কাছে একটা ছোট পিস্তল আছে এর ভেতরের জামার পকেটে। অন্যদেরও ভালো করে তল্লাশী নিন। ওদের কাছে ছোরা অবশ্যই আছে।

দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে যে তাদের নিকটবর্তী হয়েছিল সে ছিল ইউসুফ। ওদিকে বেলা সিং একটা রক্ত পিপাসু কুকুরকে অতি কষ্টে থামিয়ে রেখেছিল। বেলা সিং একজনের হাত থেকে টর্চ নিয়ে ডাকাতদের দিকে আলো ফেলে বললো, যদি তোমাদের সাথিদের কেউ কেউ আখ ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থেকে থাকে তাহলে তাদেরকে ডেকে নাও। নয়তো কয়েকটা রক্ত লোলুপ কুকুর ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা তাদের গায়ের গেশত খুবলে খুবলে খাবে।

এক মিনিট পরে ডাকাতদের হাতে হাতকড়ি লাগানো হচ্ছিল। ফজল দীন বললো, সরদার জী! আপনার লোকদের ডাক দিন তারা কুকুর ছেড়ে দিক। আমার মনে হচ্ছে পেছনে ভূট্টা ক্ষেতের মধ্যে এদের আরো কয়েকজন সাথি থাকতে পারে।

www.pathagar.com

বেলা সিং আওয়াজ দিল, ওদিকে ভূট্টা ক্ষেতে কুকুর ছেড়ে দাও। আমি আলো ফেলছি।

বেলা সিংয়ের লোকদের সাথে বাহাদুর সিং ওদিকে এগিয়ে গেলো। সাথে সাথে দুজন লোকের চিৎকারও শোনা গেলো। বেলা সিং দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে জোরে চেঁচিয়ে বললো, কুকুরদেরকে সামলে রাখো এবং ডাকাতদেরকে ঘেরাও-এর বাইরে যেতে দিয়ো না।

বাল্লুর আওয়াজ শোনা গেলো, সরদার জী! আর এরা বেরিয়ে যেতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পর বাহদুর সিং ও বেলা সিং দুজন লোকের ঘাড় ধরে নিয়ে ভূট্টা ক্ষেতের বাইরে বের হয়ে আসছিল। কুকুরের রশিগুলি ছিল বেলা সিংয়ের লোকদের হাতে। তারা তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে হিমসিম খাচ্ছিল। কুকুরগুলি কামড় দেবার জন্য লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল। বাহাদুর সিং সিন্দুক হাতে এবং বাল্লু তার বর্শা নিয়ে কুকুরগুলির সাথে তাল মিলিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছিল। যখন তারা ধান ক্ষেতে পৌঁছে গেলো এবং টর্চের আলো তাদের চেহারার ওপর পড়তে লাগলো, বাল্লু তাদের চারদিকে চক্কর কেটে দৌড়ে গিয়ে বল্লম উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু বল্লম যখন তাদের গা স্পর্শ করতে যাচ্ছিল তখন আবার সে নিজের হাত টেনে নিচ্ছিল। ডাকাতরা ভয়ে চিৎকার দিয়ে কখনো নিজেরা নিজেদের চেহারা হাত বা কনুয়ের আড়ালে লুকিয়ে ফেলছিল আবার কখনো কাদায় পড়ে যাচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে সবাই অট্টহাসি দিচ্ছিল।

ইউসুফ নিজের ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে এসে বললো, বাল্লু ভাই এখন এ নাচ খতম করো, ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এখন আমাদের আরো অনেক কাজ বাকি আছে। সুযোগ পেলে পুলিশের বড় অফিসারদের সামনে ক্রীড়া কৌশল দেখানো যাবে। তারপর সে বেলা সিংকে সম্বোধন করে বললো, চাচা পরদেশী গাছের ওপর আমি যেদিন উদবিড়াল মেরেছিলাম সেদিনও বাল্লু এ ধরনের নৃত্য কৃশলতা প্রদর্শন করেছিল।

বেলা সিং প্রেম সিংকে বললো, প্রেম সিং! এখন বৃষ্টি থেমে গেছে। আমার মতে আমরা সরদার মাহেংগা সিংয়ের হাবেলীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারি। সেখানে আপনাদের সবার জন্য গরম চা পানের ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনে ডাকাতদের থানায় নিয়ে যাবার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স আনাতে পারেন।

বাহাদুর সিং বললো, না সরদারজী! আরো বেশি পুলিশ আনার দরকার নেই। ডাকাতদেরকে আমরা এভাবে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো। ইউসুফ ভাই, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সোজা বাড়ি চলে যান। আর ডাকাতদেরকে থানা হাজতে না ঢোকানো পর্যন্ত কোনো চা আমাদের কাছে সুস্বাদু লাগবে না।

www.pathagar.com

প্রেম সিং বললো, হ্যাঁ ইউসুফ সাহেব! বাহাদুর সিং ঠিক বলেছে। আপনারা যাবার সময় সরদার মাহেংগা সিংয়ের নওকরদের বলে যান আমরা অন্য কোনোদিন এসে তাদের চা পান করে যাবো।

ইউসুফ বললো, ঠিক আছে তবে যাবার আগে আমি আপনাকে একটা জরুরি কথা বলতে চাই।

প্রেমসিং দ্রুত ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম ধরে ইউসুফের সাথে হেঁটে একটু দূরে গিয়ে বললো, ইউসুফ জী! বলুন কি হুকুম।

হুকুম নয় ভাই, একটা পরামর্শ।

জনাব! আমাদের সমস্ত বড় বড় অফিসারের হুকুম হচ্ছে আপনার সমস্ত পরামর্শকে হুকুম মনে করতে হবে।

ঠিক আছে, তাহলে যা কিছু আমি বলতে যাচ্ছি তা দারোগা এবং ইন্সপেক্টরের কানে ঠিকমতো পৌঁছিয়ে দিন। এ সিন্দুকটি বড় অফিসারদের সামনে এবং দীননাথের উপস্থিতিতে খোলা হবে। মিয়া আবদুল করিমের কাছে এর একটা চাবি আছে। সেটা আমি সকালে নিয়ে আসবো। সম্ভবত মিয়া আবদুল করিম নিজেই সেখানে চলে আসবেন।

প্রেম সিং বললো, জনাব আজ যা কিছু ঘটেছে এর অনেক কথা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি। আপনি সব বোঝেন। কাজেই এমন কি হতে পারে না, যে কথাগুলি পুলিশের জন্য জানা জরুরি সেগুলি আপনি আমাকে বলে দিলেন অথবা আপনি বিস্তারিত রিপোর্ট লিখে আপনার সাথে করে নিয়ে আসলেন? রিপোর্ট এজন্য ভালো হবে যে, লিখিত আকারে যে কথাগুলি আসবে সেগুলি পুলিশের জন্য দ্রুত বোধগম্য হবে।

আমি চেষ্টা করবো। আর সম্ভবত এর প্রয়োজনও আছে। এখন দীন নাথকে কিভাবে ডাকবেন সেটা আপনারা স্থির করবেন।

প্রেম সিং বাহাদুর সিংকে ডাকলো। বাহাদুর সিং দৌড়ে চলে এলো। প্রেম সিং বললো, বাহাদুর সিং ইউসুফ সাহেব চাচ্ছেন থানায় এ সিন্দুকটি দীননাথের উপস্থিতিতে খোলা হবে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এ ডাকাতদের গ্রেফতারির খবর শুনতেই ইন্সপেক্টর, ডি.এস.পি. এবং সম্ভবত এস.পি সাহেবও কাল সকালেই থানায় পৌঁছে যাবেন। এখন তুমিই বলো, দীন নাথকে সকালে থানায় ডেকে আনার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে?

বাহাদুর সিং জবাব দিল, কোনো বিশেষ পদ্ধতি নয় জনাব! আপনার একজন সিপাহীকে তার বাসায় পাঠিয়ে দিন এই বলে যে, পুলিশের একজন বড় অফিসার থানায় আসছেন। তিনি এলাকার সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী লোকদের সাথে দেখা করতে চান।

www.pathagar.com

সরদার বেলা সিং তাকে নিজের গ্রাম থেকে একটা ঘোড়া দেবেন। সেই ঘোড়ায় চড়ে সে দীন নাথের বাড়িতে গিয়ে বলবে, সন্ধ্যার একটু আগে আমি এ হুকুম পেয়েছিলাম। সকল প্রভাবশালী লোকের বাড়িতে খবর দেবার পর সবশেষে আপনার এখানে এসেছি। এরপর দেখবেন সারারাত তার ঘুম হবে না। যদি ইউসুফ সাহেবের গ্রামের চৌকিদার পিরান দিতাকেও তার বাড়িতে এ পয়গাম দিতে পাঠিয়ে দেয়া হয় যে, দারোগা সাহেব এ হুকুম পাঠিয়েছেন তাহলেও সে হাজির হয়ে যাবে।

প্রেম সিং বললো, এ অবস্থায় তো সে আরো দ্রুত চলে আসবে। এ এলাকায় তার জ্ঞাতসারে ছাড়া কোনো অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে না। আরো ছজন ডাকাত কিভাবে গ্রেফতার হলো তার জন্য এটা জানা খুবই জরুরি। বাল্লু আমাকে জানিয়েছে ডাকাতদের একজন দীন নাথের গ্রামের লোক।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, আপনি তার গ্রামের লোকটাকে চিনে নিয়েছেন?

জনাব, তাকে বাল্লু ও সরদার বেলা সিংয়ের একজন সাথি ভালোভাবে সনাক্ত করেছে।

সরদারজীর একটা কুকুর তার ঠ্যাং থেকে এক টুকরা গোশ্‌ত ছিঁড়ে নিয়েছিল।

সেখানে পট্টি বেঁধে দিয়েছেন?

জী, বাল্লু তার পাগড়ি ছিঁড়ে পট্টি বেঁধে দিয়েছিল। সে বলছিল, জখমের ওপর সামন্য মরিচের গুঁড়া ছিঁটিয়ে দিলে খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে এবং তার পাগল হয়ে যাবার ভয়ও থাকবে না।

ইউসুফ বললো, না হাবিলদার সাহেব! আপনি থানায় পৌঁছেই তার জন্য ইনজেকশানের ব্যবস্থা করবেন। যদি কুকুর আর কাউকেও কামড়ে থাকে তাহলে তাকেও ইনজেকশান দিতে হবে।

বেলা সিং এগিয়ে এসে বললো, আরে ভাই দেখো আমার কুকুরগুলিকে যেন মেরে ফেলো না। এই বদমাশদের অংশের ইনজেকশান যেন আমার কুকুরদের গায়ে লাগিয়ে দিয়ো না।

বাহাদুর সিং বললো, না সরদার জী! এটা কেমন করে হতে পারে? মানুষের ইনজেকশান কুকুরদের গায়ে লাগানো হয় না। তাছাড়া আপনার কুকুরগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। তাই প্রত্যেক বছর তাদের গায়ে কুকুরের ইনজেকশান লাগানো দরকার।

ইউসুফ বললো, সরদার জী! বাহাদুর সিং ঠিকই বলেছে। এ এলাকায় আপনার কুকুরদের ইনজেকশান দেবার এবং ভবঘুরে কুকুরগুলিকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করুন।

বেলা সিং বললো, না বাবা এমনটা করো না। হেলথ অফিসারের লোক এ এলাকায় এসে গেলে কোনো বদমাশ তাকে আমাদের বাড়ির পথ দেখিয়ে দেবে।

www.pathagar.com

ইউসুফ বললো, না সরদার জী! আমি নিজেই হেল্‌থ আফিসারের কাছে গিয়ে আপনার কুকুরগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবো। এখন আপনিও যদি সকাল নটার দিকে থানায় চলে আসেন তাহলে ভালো হবে।

ওটা আবার কি জন্য? আমার যা করা দরকার ছিল করে দিয়েছি।

সরদার জী! এটা এজন্য দরকার যে, সেখানে বড় শিকারটা উপস্থিত থাকবে। বাহাদুর সিং আপনার সাথে যাবে এবং রাতে আপনার ওখানে থাকবে। সকালে আমার গ্রামের চৌকিদার পিরান দিতাকে বাহাদুর সিংয়ের সাথে পাঠিয়ে দেবো। আপনি তাকে একটা ঘোড়া দেবেন। ঘোড়ায় চড়ে সে আমাদের গ্রামে এক চক্কর দেবার পর সোজা পন্ডিত দীন নাথের সাথে মোলাকাত করতে তার গ্রামে যাবে।

বেলা সিং বললো, ঘোড়া আমি দিয়ে দেবো। কিন্তু পন্ডিত দীন নাথের সাথে তার মোলাকাতের অর্থ বুঝলাম না।

সরদার জী! আপনি নিশ্চিন্তে খানা শেষ করে যখন বসবেন তখন বাহাদুর সিং আপনাকে অনেক কিছু বলতে পারবে। আর যে কথাগুলি সে জানে না থানায় গেলেই তা আপনার কাছে একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বেলা সিং চরম বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললো, ইয়ার এই লেখাপড়া জানা লোকেরা বড়ই ভয়ংকর হয়। ইউসুফ জী! তোমার কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, আজ রাতেও আমার ভালো ঘুম হবে না। এমন কি ব্যাপার যা আমার কাছ থেকে লুকানো জরুরি হয়ে পড়েছে?

ইউসুফ তার হাসি সংযত করে বললো, চাচা জী! হতে পারে বাহাদুর সবটুকু না হলেও অন্তত এতটুকু বলতে পারবে যার ফলে আপনি রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন। হাবিলদার সাহেব! থানায় পৌছে আপনি আমার লোকদেরকে বিদায় করে দেবেন। সকালে আপনি প্রয়োজন বোধ করলে এরা হাজির হয়ে যাবে।

ইউসুফ সাহেব! শহরের নিকটবর্তী হলেই আমি ফজল দীন ও বাল্লু ছাড়া আপনার বাকি লোকদের সবাইকে ফেরত পাঠিয়ে দেবো। তাদের যদি কয়েক ঘন্টা থানায় অবস্থান করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাদের পূর্ণ আরামের ব্যবস্থা করা হবে। আপনি ঘরে গিয়ে আরাম করুন এবং ভগবানের দোহাই রিপোর্ট লিখতে ভুলবেন না। এস.পি সাহেব নিজেই এখানে এসে যেতে পারেন এবং আমাদের উলটা পালটা কথাবার্তা শুনে রেগে যেতে পারেন।

ঠিক আছে আপনি চিন্তা করবেন না। চাচা বেলা সিং! আমাকে অনুমতি দিন।

হ্যাঁ, বেটা তুমি এখন যাও।

ইউসুফ ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে গোড়ালি ঠুকে দিল। মুহূর্তের মধ্যে পানি ভরা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে তার ঘোড়া বহুদূর চলে গেলো। ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে গেলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ।

www.pathagar.com

১৩

পরদিন বেলা নটায় থানায় প্রায় ছোটখাট একটা মেলা বসে গিয়েছিল। আকাশে মেঘেরা উড়ে বেড়াচ্ছিল। আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ার কারণে বাতাসের স্নিগ্ধতা প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছিল।

ইউসুফ ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলো। একজন কনস্টেবল দৌড়ে এসে তার ঘোড়ার লাগাম ধরলো। সে সোজা দারোগার কামরায় প্রবেশ করলো। দারোগা দাঁড়িয়ে তার সাথে কোলাকুলি করে বললো, ইউসুফ সাহেব! ইন্সপেক্টর সাহেব টেলিফোনে কার্য কুশলতার জন্য সমগ্র থানাকে মোবারকবাদ দিয়েছেন। তিনি বলছিলেন এস.পি সাহেব অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। সম্ভবত তিনি নিজেও এখানে চলে আসতে পারেন এবং আপনাকেও দেখা করার জন্য ডাকতে পারেন কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে এসে পড়বেন। হাবিলদার আমাকে জানিয়েছে, আপনার পরামর্শ অনুযায়ী দীননাথকে দশটায় এখানে আসার জন্য পয়গাম পাঠানো হয়েছে।

ইউসুফ বললো, আজ মওসুমও বড় চমৎকার। আপনি এমন এক জায়গায় চেয়ারগুলি বসান যেখান থেকে হাজতে অবস্থানকারী ডাকাতরা আমাদেরকে ভালোভাবে দেখতে পাবে। প্রয়োজনে হাজতে আটক কয়েকজন আসামীকে বাইরে বের করে আনতে হবে। দীননাথের সাথে আপনারা ইজ্জত ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করবেন। হাজত ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার সাহায্য সহায়তার উচ্চ প্রশংসা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন।

ইউসুফ সাহেব, আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে আপনার প্রত্যেকটা পরামর্শকে কোনোপ্রকার চিন্তাভাবনা ছাড়াই বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু এ ধাঁধাটার জট যদি একটু খুলে দিতেন তাহলে বড়ই ভালো হতো।

চিন্তা করবেন না। আর তো মাত্র কিছুক্ষণ। এখনি সব জট খুলে যাবে। হাবিলদার এগিয়ে এসে বললো, ইউসুফ সাহেব! আপনার লোক এবং সম্ভবত পণ্ডিত দীননাথও তার সাথে আসছে।

ইউসুফ সাব ইন্সপেক্টরকে বললো, বেলা সিংও আসছেন। তিনি একজন বাহাদুর ও মর্যাদাশালী ব্যক্তি, তিনি অবশ্যই মর্যাদা লাভের হকদার। আমি নিজের লোকদের সাথে কথা বলে কিছুক্ষণ পরে আসছি।

www.pathagar.com

ইউসুফ দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গেলো এবং থানার ফটকের কাছাকাছি দাঁড়ানো তার গ্রামের লোকদের সাথে কথা বলতে থাকলো। ইতিমধ্যে মোটর সাইকেলের আওয়াজ শোনা গেলো এবং সড়কের কিনারে দাঁড়ানো একজন কনস্টেবল আওয়াজ দিল, ইন্সপেক্টর সাহেব আসছেন।

ইন্সপেক্টর থানার চৌহদ্দীর মধ্যে প্রবেশ করে থামলো। মোটর সাইকেল থেকে নেমে ইউসুফের সাথে উষ্ণ মোসাফাহা করলো এবং তার সাথে কথা বলতে বলতে হাতের ইশারায় বাইরের লোকদের সালামের জবাব দিতে দিতে একটি কামরায় প্রবেশ করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে দীননাথ নিজের শ্লথগতির মোটা তাজা নাদুস নুদুস ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে হাজির হয়ে গেলো। থানা কর্মকর্তার ইংগিতে একজন সিপাহী দৌড়ে গিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে নামতে সাহায্য করলো। থানা কর্মকর্তা এগিয়ে গিয়ে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মোসাফাহার জন্য। জোরে দীননাথের হাত নাড়া দিয়ে বললো, আসুন! শেঠজী আসুন! ইন্সপেক্টর সাহেব এসে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের সাথে দেখা করবেন। তিনি আমাকে টেলিফোনে বলেছিলেন, ডাকাতদের নতুন দলকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে শেঠজীর সহায়তা আমরা ভুলে যাবো না। আপনি ওদিকে চেয়ারে কিছুক্ষণ বসুন। প্রেম সিং ওনাকে ওখানে বসিয়ে দাও।

দীননাথ হাবিলদারের সাথে চলতে লাগলো এবং মানসিক পেরেশানির মধ্যে চেয়ারে বসতে বসতে বললো, সরদার প্রেম সিং জী! ইন্সপেক্টর সাহেবের কাছে কেউ আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে দেয়নি তো?

শেঠজী, এ আপনি কি বলছেন? ইন্সপেক্টর সাহেব ভালোকে ভালো এবং খারাপকে খারাপ জানেন। সত্যকে প্রকাশ করতে তিনি কখনো ইতস্তত করেন না।

দীননাথ বললো, আরে ভাই! শাসকদের মেজাজের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। থানায় তলবের খবর শুনেই তো আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

পণ্ডিতজী! যে কন্সস্টেবল আপনার কাছে গিয়েছিল সে বড়ই বুঝদার। সে আপনার সাথে কোনো গোস্তাখি করেনি তো? বলুন, তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

না, হাবিলদার সাহেব! সে বড়ই শরীফ ও অমায়িক লড়কা। আর পাশের গ্রামের চৌকিদার পিরান দিতা এসেছিল তার সাথে। সেও ভী বহুত আচ্ছা আদমী।

পেছন থেকে বাহাদুর সিং এগিয়ে এসে বললো, পণ্ডিতজী অফিসার যখন ভালো হয় তখন অধীনস্থরাও ভালো হয়। আপনি আমাদের ইন্সপেক্টর সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে আরো বেশি খুশি হবেন।

www.pathagar.com

সরদার বেলা সিং ঘোড়া ছুটিয়ে থানার চৌহদ্দীর মধ্যে প্রবেশ করলো।

এক সিপাহী তার ঘোড়ার লাগাম ধরলো। বাহাদুর সিং দৌড়ে গিয়ে তার সাথে হাত মিলালো এবং বললো, চাচা, আসুন বসুন। কিছুক্ষণের মধ্যে ইন্সপেক্টর সাহেব আপনাদের সাথে মোলাকাত করবেন।

বেলা সিং তার সাথে এগিয়ে গেলো এবং দীননাথের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

এটা ছিল বকরির সাথে বাঘকে বসানোর মতো ব্যাপার। বাহাদুর সিং বহু কষ্টে মুচকি হেসে দাঁত লুকাবার চেষ্টা করছিল। বেলা সিং তার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল। কিন্তু দীননাথ তার দিকে দেখার পরিবর্তে দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরে রেখেছিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাতে চাইছিল কিন্তু সেদিকে হাজত ঘরের লোহার গরাদের ভেতর দিয়ে ডাকাতরা তার দিকে তাকিয়ে বসেছিল।

থানার একটা কামরায় ইন্সপেক্টর আবদুল আজিজ ও ইউসুফের মধ্যে গত রাতের ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। ইউসুফ তাঁর হাতে একটা খাম দিয়ে বললো, জনাব! গত রাতে সম্ভাব্য ঘটনা সম্পর্কে দুদিন আগে আপনাকে জানাতে পারিনি বলে আমি ওজর পেশ করছি। এর কারণ হচ্ছে, এ বিষয়টা শুধুমাত্র আমার ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমার ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ হতে পারতো এবং তখন আমি বিদ্রূপের পাত্র হতাম। এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটি আপনি পড়ে নিন। গত রাতে আমি এটা লিখেছি। এরপর মনে হয় বাড়তি কোনো প্রশ্ন করার আর প্রয়োজন হবে না।

ইন্সপেক্টর আবদুল আজিজ মুচকি হেসে খাম থেকে ফুলস্কেপ সাইজের কয়েকটা কাগজ বের করে গভীর দৃষ্টিতে ইউসুফের দিকে তাকালো এবং তারপর মনোযোগ সহকারে পড়তে শুরু করে দিল। ইউসুফ টেবিল থেকে খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলো। কামরার মধ্যে পূর্ণ নিরবতা বিরাজ করছিল।

ইন্সপেক্টর কাগজ ভাঁজ করে আবার খামের মধ্যে রেখে দিয়ে বললো। আমাদের এস.পি সাহেব যদি উর্দূ পড়তে পারতেন তাহলে তোমাকে বিরাট বিরাট ইনামের হকদার মনে করতেন। এখন আমি এটার ইংরেজী অনুবাদ করে তার কাছে পেশ করবো। আমার মতে তার সাথে তোমার সাক্ষাত হওয়াটা খুব জরুরি হয়ে পড়বে। তিনি তোমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করবেন। আর তার প্রশ্নের জবাব যদি তোমার এই লেখার মতো প্রভাবশালী হয় তাহলে এস.পি. সাহেব তোমার

www.pathagar.com

সর্বোত্তম বন্ধু প্রমাণিত হবেন। আর আমার মতো তিনিও এ মত প্রকাশ করবেন যে, আমাদের পুলিশের তোমার মতো সর্বগুণ সম্পন্ন নওজোয়ানদের প্রয়োজন।

ইউসুফ বললো, জনাব! আমি যা কিছু করেছি এটা আমার জীবনের কোনো প্রোগ্রামের অংশ নয়। এ ব্যাপারটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, চলতে চলতে আমার পথে একটা ভয়াবহ মোড় এসেছিল এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি নির্ভীক চিত্তে তার মোকাবিলা করে সাফল্যের সাথে বের হয়ে এসেছি।

আবদুল আজিজ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, ইউসুফা! আজ থেকে তুমি আমাকে একজন পুলিশ অফিসারের পরিবর্তে নিজের দোস্ত মনে করবে। তোমার জীবনের প্রত্যেকটা মোড়ের ব্যাপারে আমার আগ্রহ আছে– এ ব্যাপারে তোমার কখনো অবাক হওয়া উচিত নয়।

শোকরিয়া চাচাজান। আমাকে কখনো নাশোকর গুজার পাবেন না।

তোমার পরামর্শক্রমে যেসব লোককে এখানে ডাকা হয়েছে তাদের ব্যাপারে এস. আই. আমার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। অনেক কথা আমি বুঝতে পেরেছি। এ সিন্দুকটা দীননাথের সামনে খোলার ধাঁধার জবাব পেলাম তোমার এ রিপোর্ট পাঠ করে। কিন্তু এই লোকদের সাথে মোলাকাত করার আগে তোমার সাথে আমি একটা জরুরি কথা বলতে চাই। তুমি নিজের দুসাহসিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজের জন্য কয়েকজন শত্রু তৈরি করে নিয়েছো এবং এতে তোমার প্রতি হিংসাপরায়ণও হয়ে যেতে পারে কয়েকজন। আমি তোমাকে সারা দেশে চলাচল করার জন্য বন্দুক ও পিস্তলের লাইসেন্স করে দেবো। আমার মনে হয় এস.পি. সাহেব নিজেও তোমাকে আত্মরক্ষার জন্য ইনাম স্বরূপ অস্ত্র দেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে তোমার এমন কোনো পুরস্কার গ্রহণ করা উচিত নয় যার ফলে পুলিশের সাথে তোমার সম্পর্ক রেকর্ড ভুক্ত হয়ে যায়। আমার আরো পরামর্শ হচ্ছে, শিক্ষা সমাপ্ত করার আগে তোমার দ্বিতীয় কোনো কেসে জড়িয়ে পড়ার চেষ্টা না করা উচিত। এস.পি. সাহেব যদি কোনো পুরস্কার দেবার চেষ্টা করেন তাহলে আদব সহকারে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে। এভাবে তার দিলে তোমার মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে।

চাচা, আমি নিজেও কোনো ইনাম গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত করেছিলাম। যদি রিভলবারের লাইসেন্স পাওয়া যায় তাহলে আমি নিজে কিনে নিতে পারি। কিন্তু আমার কারণে যেসব লোক ডাকাতদের চোখে পড়ে গেছে তাদের ব্যাপারে আমার আশংকা থাকবে। এ বদমাশরা নিজেদের অস্ত্রের সাহায্যে যেমন লোকদের ভয় দেখাতে চায় তার চাইতেও বেশি তারা অন্যের অস্ত্রকে ভয়ও করে।

আবদুল আজিজ বললো, তুমি এখনি তোমার ঐসব সহযোগীর নাম লিখিয়ে দাও। ওদেরকে খুব শিগ্রই একদিন এস.পি. সাহেবের সামনে পেশ করা হবে।

www.pathagar.com

আমার গ্রাম থেকে সবার আগে বাল্লুর নাম লিখে নিন। তারপর লিখুন বুটা ঈসায়ীর নাম। এদের দুজনের বন্দুক কেনার সামর্থ নেই। তৃতীয় জন পিরান দিতা চৌকিদার। একদিক দিয়ে সে সরকারী কর্মচারী। তাকেও বন্দুক দিতে পারলে ভালো হয়। আমাদের খান্দানের কেবলমাত্র তিনজন আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স হাসিল করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তারা নিজের টাকায় তা খরিদ করতে পারবেন।

তাদের পক্ষ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার আবেদন পত্র লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

ইউসুফ বললো, মিয়া আবদুল করিমের কাছে পিস্তল আছে। তাঁর একজন নওকর ফজলদীনের জন্য বন্দুকের লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে। এ বন্দুক কেনার পয়সা আবদুল করিম সাহেব নিজেই দিতে পারবেন।

তার গ্রামের দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকেও আমি বন্দুক দেবার জন্য জোর সুপারিশ জানাচ্ছি। তার ব্যাপারে আবদুল করিমের সাথে আলাপ করার সময় আপনি তাঁকে একান্তে জিজ্ঞেস করবেন যে তিনি নিজে তাকে বন্দুক কিনে দেয়া পছন্দ করবেন অথবা সরকার ইনাম হিসাবে তাকে বন্দুক দেবে অন্যথায় তাকে অন্য কোনো ইনাম দেয়া হবে। আমি যে সব লোকের নাম নিয়েছি এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তারা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হবে।

হরদয়াল সিংয়ের ছেলে জগজিত সিংয়ের বয়স এখনো অনেক কম। কিন্তু সে যদি সচেতনতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিতো তাহলে আমরা এ দুটি কামিয়াবী অর্জন করতে পারতাম না।

আবদুল আজিজ হেসে বললেন, তার ব্যাপারে তোমার রিপোর্টে তুমি যা লিখেছো তা বড়ই আকর্ষণীয়। তাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। যাবতীয় ব্যয়ভার যাতে সরকার বহন করে আমি সে চেষ্টা করবো এবং শিক্ষা শেষে তাকে পুলিশের চাকুরীতে ঢোকাবার ব্যবস্থা করা হবে।

আমি মনে করি সরদার বেলা সিংয়ের ব্যাপারে আমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তিনি একটা নয় একাধিক বন্দুক কিনতে পারবেন। কিন্তু তার কুত্তার শখ অত্যন্ত প্রবল। তিনি বড়ই বাহাদুর ও কাজের লোক। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপারে আপনি নিজে তার সাথে কথা বলুন। তাহলে তিনি ভীষণ খুশি হবেন। আমার রিপোর্টে আমি হাবিলদার প্রেম সিং ও কনস্টেবল বাহাদুর সিংয়ের বুদ্ধিদীপ্ত কার্যক্রমের কথা বলেছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যদি তাদেরকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহিত করা হয় তাহলে আগামী দিনে তারা ভালো অফিসার প্রমাণিত হবে।

এদের দুজনের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হবে। আর বাহাদুর সিংকে পদোন্নতি দিয়ে এ থানায় নিয়ে আসা হবে। তুমি তাদের দুজনকে এ সুখবর দিতে পারো।

www.pathagar.com

চাচাজী! এ সুখবর আপনার পক্ষ থেকে হলে আরো ভালো হবে। এখন আপনি চলুন বাইরে খোলা বাতাসে ওদের সাথে সাক্ষাত করুন। ওখানেই সিন্দুকের তালা খোলার ব্যবস্থা করুন। আবদুল করিম সাহেব চাবি সংগে করে এনে থাকবেন। দীননাথকে টাকা গোনার কথা বলুন। চেয়ারগুলি এমন জায়গায় রেখে দেয়া হয়েছে যেখান থেকে হাজতের কয়েদিরা দীননাথকে ভালোভাবে দেখতে পাবে। দীননাথের সাথে আপনার মোলাকাত ও কথাবার্তায় যতবেশি উষ্ণতার প্রকাশ ঘটবে ততই সে পেরেশান হবে।

আবদুল আজিজ বললো, 'তুমি কি মনে করো, আমরা দীননাথকে গ্রেফতার করবো? কারণ এই সিন্দুক খোলার পর আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ জমা হয়ে যাবে। সম্ভবত গ্রেফতারকৃত অপরাধীদের মধ্য থেকে কেউ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে।

জনাব, আমি তার গ্রেফতারির পরামর্শ দেবো না। অবশ্য আপনি আমার চাইতে ভালো চিন্তা করতে পারবেন। আমার মতে তাকে মর্যাদা সহকারে বিদায় দেয়া হোক। এতে আমাদের তাৎক্ষণিক লাভ হবে এই যে, এলাকায় চুরি, বাটপারী ও বদমায়েশীর বড় আড্ডা খতম হয়ে যাবে। আমি বলতে চাচ্ছি, তার ওপর আর কেউ ভরসা করবে না এবং আজকের দিন থেকে তার কুদরতী শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। বাইরে লোকেরা আপনার জন্য ইন্তিজার করছে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চমৎকার প্রাণ জুড়ানো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আমার বিশ্বাস কয়েক মিনিটেই আপনি কাজ শেষ করতে পারবেন। এর সাথে সাথে এ নাটকে আমার ব্যক্তিগত ভূমিকার যবনিকাপাত হবে। তারপর আমি আমার লেখাপড়ায় পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারবো।

বেটা ইউসুফ! আমি নিজেও চাই এই ধরনের জটিল সমস্যায় তুমি যেন আর দ্বিতীয়বার জড়িয়ে না পড়ো। তুমি মজবুত স্নায়বিক শক্তির অধিকারী এ বিষয়টা আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছে। কিন্তু বিগত ঘটনাবলীর পর তোমার ওপর যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে তোমাকে একজন শ্রেষ্ঠ ও সুদক্ষ নিশানাবাজ প্রমাণ করা তোমার জন্য অপরিহার্য হয়ে গেছে। তোমার নিশানাবাজীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনো বিশেষ পারদর্শী উস্তাদের খিদমত হাসিল করা আমাদের প্রধানতম দায়িত্ব। আমার বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ নিশানাবাজ হবার জন্য তোমার বেশি সময় লাগবে না। এখন তোমার সাথে আমার একটা চুক্তি হওয়া দরকার। পড়াশুনার মাঝখানে যখনই তুমি অবকাশ পাবে হেডকোয়ার্টারে আমার কাছে চলে আসবে আর আমিও কখনো চলাফেরার মধ্যে তোমাদের ওখানে পৌঁছে যাবো। সম্ভবত এখনো তুমি বুঝতে পারোনি আমি কিভাবে তোমার এতো বেশি অন্তরংগ হয়ে গেলাম। কিন্তু একদিন আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে অস্পষ্ট থাকবো না।

www.pathagar.com

চাচাজান, আমার মনে হয় এখনো আমরা পরস্পরের কাছে অস্পষ্ট নই।

শোনো বেটা, একটা কথা আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আমি বেশিদিন এখানে থাকছি না। এস.পি. সাহেব এখান থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছেন আর তাঁর বদলি হবার আগেভাগেই তিনি আমাকে সেই জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন যেখানে তাকে বদলি হয়ে যেতে হয়।

আমরা দশ বারো বছর থেকে এক সাথে কাজ করে আসছি। তোমার কারণে এই জেলায় তার সার্ভিস রেকর্ডে বিরাট কৃতিত্বপূর্ণ কার্যক্রম সংযোজিত হয়েছে এবং এজন্য তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি এতোই দিলখোলা লোক, যদি কোনোদিন হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে বসে তোমাদের গ্রামে উদয় হন তাহলেও আমি অবাক হবো না।

টেলিফোন বেজে উঠলো। থানা কর্মকর্তা ভেতরে প্রবেশ করে রিসিভার উঠালো এবং কানে লাগাবার পর ইন্সপেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, স্যার এস.পি. সাহেব আপনাকে চাচ্ছেন।

ইন্সপেক্টর রিসিভার কানে লাগিয়ে বললো, কিন্তু স্যার এ উভয় ডাকাত গ্রুপ একই দলের সাথে সম্পর্ক রাখে। এদের নেতা অর্জুন সিং। স্যার মি. ইউসুফ অত্যন্ত বিস্তারিত আকারে সবকিছু লিখে দিয়েছে। পড়তে গিয়ে আপনি বেশ আকর্ষণ অনুভব করবেন। সন্ধ্যা নাগাদ এর অনুবাদ আপনার হাতে পৌঁছে যাবে।

স্যার, মি. ইউসুফ এখন আমার কাছেই এখানে বসে আছে। আর বাইরে ডাকাতদের গ্রেফতারির সাথে সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত লোকজন বসে আছে। এখানকার কাজ শেষ হতেই আমি হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে যাবো। স্যার , বিকাল পাঁচটায় আমি আপনার বাংলোয় হাজির হয়ে যাবো। .....স্যার, যদি সম্ভব হয় তাহলে মি. ইউসুফ ও তার গ্রামের লোকেরা এতে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করবে।

কিন্তু এই মওসূমে গ্রামে কার নিয়ে প্রবেশ করা খুবই কঠিন। এখান থেকে আমাদের প্রায় দুমাইল পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

বহুত আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে যেদিন আপনি ভালো মনে করবেন তাকে ডেকে নেয়া যাবে। স্যার, আমি তাকে বলে দিচ্ছি যখনই সে চাইবে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে পারবে।

ইন্সপেক্টর রিসিভার রেখে দিয়ে থানা কর্মকর্তাকে সম্বোধন করে বললো, তুমি লোকদের বলে দাও, আমি তাদের সাথে কথা বলার জন্য আসছিলাম এমন সময় এস.পি. সাহেবের ফোন এসে গেলো। এস.পি. সাহেব এ ব্যাপারে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন যে, পণ্ডিত দীননাথের মতো লোকরা এ কেসের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। সিন্দুক ওখানে রেখে দাও। যদি মিয়া আবদুল করিম সাহেবের কাছে

www.pathagar.com

এর চাবি থেকে থাকে তাহলে তা দিয়ে তালা খুলে ফেলো। অন্যথায় তালা ভেঙে ফেলো। আর পণ্ডিত দীননাথকে টাকা গণনা শুরু করতে বলো। আমি ইউসুফ সাহেবকে সাথে নিয়ে এখনি আসছি।

থানা কর্মকর্তা কামরার বাইরে চলে গেলো। ইন্সপেক্টর উঠতে উঠতে বললো, ইউসুফ সাহেব! তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এস.পি. সাহেব আমার সাথে কি কথা বললেন। তিনি আগামীকাল তোমাদের গ্রামে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি রাস্তাঘাট খারাপ। এখন তিনি কোনো একদিন অবসর সময়ে তোমাকে ডেকে নেবেন। কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন তুমি যখন চাও তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারো।

আচ্ছা এবার চলো তোমার নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বটা দেখে নিই। তারা বাইরে বের হলো। বৃত্তাকারে বসা লোকদের মাঝখানে চাটাই বিছিয়ে তার ওপর সিন্দুক রাখা হচ্ছিল। ইন্সপেক্টর ইউসুফের সাথে কথা বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। মেহমানরা উঠে দাঁড়ালো।

ইন্সপেক্টর এক এক করে সবার সাথে হাত মিলালো। দীননাথের সাথে হাত মিলাবার সময় জোরে জোরে হাত নাড়া দিল। বললো, শেঠজী! আপনাদের কষ্ট হয়েছে বুঝেছি। কিন্তু আমি কয়েকটা জরুরি কাগজপত্র দেখার পর আপনাদের কাছে আসতে চাচ্ছিলাম এমন সময় এলো এস.পি. সাহেবের ফোন। তিনি পুলিশের সাথে আপনাদের মতো প্রভাবশালী লোকদের সহযোগিতায় অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন। ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজের উচ্চ কণ্ঠস্বর হাজতঘরের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছিল। দীননাথের চেহারার রং ফিকে হয়ে যাচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর বলছিল, কিছু লোক মনে করছে তারা ডাকাতদের প্রতিশোধের আগুনের ইন্ধনে পরিণত হবে। আপনি এই ধরনের লোকদের সাহস যোগান। তাদেরকে বলেন সরকার সর্বাবস্থায় তাদের হেফাজত করবে এবং তাদের কোনো প্রকার হতাশ হতে দেবে না।

তারপর আবদুল করিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, মিয়া সাহেব! এই সিন্দুক চাবি দিয়ে খোলা যাবে নাকি তালা ভাঙতে হবে?

জি, আপনি হুকুম দিলে এখনি খুলে ফেলবো।

আচ্ছা, তাহলে একটু কষ্ট করুন।

আবদুল করিম উঠে সিন্দুকের তালা খুললো এবং দরোজাটা টান দিয়ে খুলে ফেললো।

ইন্সপেক্টর ইউসুফের সাথে চেয়ারে বসতে বসতে থানা ইনচার্জকে সম্বোধন করে বললো, হিসাব করার কাজটা পণ্ডিত দীননাথজীর হাতে সোপর্দ করলে কি ভালো হতো না?

www.pathagar.com

হ্যাঁ জনাব, এ কাজের জন্য তাঁর চেয়ে উপযোগী আর কে হতে পারে। আসুন শেঠজী! আপনি নিশ্চিন্তে বসে টাকাগুলি গুণুন। আপনার হাতও ময়লা হবে না। মনে হচ্ছে, মুদ্রাগুলি যেন এইমাত্র টাকশাল থেকে বের করে আনা হয়েছে।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলো, মিয়া সাহেব, এতো ওজনদার সিন্দুক নিয়ে আসার দরকার কি পড়েছিল আপনার?

গতবারে আমি জমি কেনার জন্য দরদাম ঠিক করেছিলাম। জমি বিক্রেতা বলেছিল, নোটের পরিবর্তে আমাকে রূপোর টাকা দেবেন। আমি গুরুদাসপুরের ব্যাংক থেকে এক হাজার টাকার নোটের বদলে এক হাজার রূপোর টাকা আর বাকি টাকাটা ব্যাংকের ড্রাফটের আকারে নিয়ে আসার জন্য আমার মুনশীকে হুকুম দিয়েছিলাম। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিল, গ্রাম এলাকায় এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা আনা ঠিক নয়। কিন্তু আমার মুনশীর কোনো জরুরি কাজে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। কাজেই আমি কেবল নির্দেশ দিয়েই গ্রামে চলে এসেছিলাম। আর তারা এ টাকা লোহার সিন্দুকে করে আনা ছাড়া নিরাপত্তার আর কোনো উপায় দেখেনি।

তাহলে আপনি কি মনে করেন অর্জুন সিং ও তার সাথিরা কোথাও থেকে একথা জেনে ফেলেছিল যে আপনি টাকা নিয়ে আসছেন, ফলে তারা ডাকাতি করার চেষ্টা করে?

জি হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার ছিল, অর্জুন ও তার সহযোগীদের মার আমাদের গায়ে লাগলো না। আমাদের মান-ইজ্জত, টাকা পয়সা সবই সংরক্ষিত থাকলো। ডাকাতদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার কারণ ছিল এই যে, তারা জানতে পেরেছিল আমার মুনশী রেলযোগে টাকা নিয়ে আসছে।

ইন্সপেক্টর বললো, কিন্তু জনাব! ডাকাতরা কিভাবে জানতে পারলো আপনার মুনশী রেলপথে টাকা আনছে?

দীননাথের চেহারা বর্ষার পানিতে ভিজে যাওয়া জুতার মতো হতে শুরু করেছিল। সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল যেন তার গলায় কোনো ধারালো ছুরি ধরে রাখা হয়েছিল।

আবদুল করিম জবাব দিল, জনাব! এ ধরনের কথা লুকানো থাকে না। আমার পক্ষ থেকে জমি বিক্রেতাকে এ নিশ্চয়তা দেয়া জরুরি ছিল যে, আমার মুনশী টাকা নিয়ে আসছে এবং সে সন্ধ্যার গাড়িতে এখানে পৌঁছে যাবে আর পরদিন সকালে আমরা রেজিস্ট্রি অফিসে চলে যাবো জমি রেজিস্ট্রি করার জন্য। আমি পণ্ডিত দীননাথকেও বলেছিলাম তিনি যেন জমিওয়ালাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করেন যে, আমার পক্ষ থেকে কোনো ওয়াদার খেলাপী হবে না। এ ব্যাপারে আমি

www.pathagar.com

বেশি সতর্কতা অবলম্বন করিনি। কারণ মুনশী নগদ আনছিল মাত্র এক হাজার টাকা। বাকি টাকা তো ছিল ড্রাফট আকারে আমার নামে গু দাসপুর ব্যাংকে জমার জন্য। ডাকাতরা তা নিয়ে গেলেও আমার ক্ষতি করতে পারতো না। তাছাড়া লোহার সিন্দুক মাথায় করে নিয়ে কোনো ডাকাতের পানি কাদার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করা সহজ ব্যাপার ছিল না। ইউসুফ সাহেব হেফাজত সহকারে আমার মুনশীকে পৌছাবার যথেষ্ট ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আর পুলিশও সতর্ক ছিল।

ইন্সপেক্টর বললো, পণ্ডিতজী! আপনি টাকা গণনা করতে থাকুন। তাহলে এখানে আমার কাজ তাড়াতাড়ি খতম হয়ে যাবে। প্রথমে সিন্দুকের মধ্য থেকে ড্রাফট বের করে দেখে নিন। মিয়া সাহেব! এ ব্যাপারে আপনি তাকে সাহায্য করুন।

মিয়া আবদুল করিম উঠে সিন্দুকের মধ্য থেকে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ বের করলো। নিশ্চিন্তে ব্যাগটি খুলে ফেলে তার মধ্য থেকে ড্রাফটটা বের করে ইন্সপেক্টর সাহেবের হাতে দিল।

দীননাথের হাত এতক্ষণ কাঁপছিল। এবার একটু নিশ্চিন্তে টাকা গুনতে লাগলো। শেষে সে বললো, জনাব! পুরো এক হাজার টাকা আছে।

ইন্সপেক্টর বললো, শোকরিয়া, শেঠ সাহেব! এবার আপনি আরামে চেয়ারে বসতে পারেন। আর যদি আপনি ক্লান্ত হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে বাড়িতে গিয়ে আরাম করতে পারেন।

থানা কর্মকর্তা বললো, হ্যাঁ জনাব! আমিও অনুভব করছি তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

ইন্সপেক্টর বেলা সিংয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, সরদার বেলা সিং! সরকার আপনার কার্যক্রমে অত্যন্ত প্রীত হয়েছে। সম্ভবত এস.পি. সাহেব আচানক আপনাকে ডাকতে পারেন। থানা কর্মকর্তা সাহেব! আপনি আপনার অনুসন্ধান জারী রাখুন। এ ধরনের মামলায় রাজসাক্ষীদের থেকে অনেক কিছু জানা যায়। যে ফাঁদ পাতা হয়েছে তাতে হয়তো আরো অনেক ডাকাত ফেঁসে যেতে পারে। আমি একটা জরুরি কাজে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে নতুন খবর জেনে নিতে থাকবো।

ইন্সপেক্টর উঠে নিজের মোটর সাইকেলের দিকে যেতে যেতে প্রেম সিংকে ইশারা করলো। সে জোরে দৌড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো।

ইন্সপেক্টর ধীরে সুস্থে মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে বললো, প্রেম সিং! তোমার ও বাহাদুর সিংয়ের ব্যাপারে মি. ইউসুফ অনেক ভালো কথা বলেছে। আশা করি শীঘ্রই তোমরা কোনো ভালো খবর শুনতে পাবে।

www.pathagar.com

ইন্সপেক্টর রওনা হতেই থানা কর্মকর্তা বললো, ভাই শেঠ দীননাথ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর ঘোড়াটা নিয়ে এসো এবং তাঁকে সসম্মানে বিদায় করো।

যে সিপাহিটি ঘোড়া আনতে গিয়েছিল সে শেঠজীর সম্মান এভাবে বাড়িয়ে দিল যে, ঘোড়াটাকে হাজতখানার গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। এখানে ডাকাতরা লোহার গরাদে মুখ লাগিয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল।

হাবিলদার ও বাহাদুর সিং উভয়ে মিলে দীননাথের মোটা মেদবহুল দেহটাকে উঠতে সহায্য করলো এবং তাকে ধরে ধীর পদক্ষেপে ঘোড়ার কাছে নিয়ে গেলো। দীননাথ যখন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হচ্ছিল, হাজতীরা উচ্চস্বরে গালিগালাজ শুরু করে দিল। সবার চাইতে যার কণ্ঠ উচ্চগ্রামে পৌছে গিয়েছিল সে ছিল দীননাথের গ্রামেরই সেই ব্যক্তি বেলা সিংয়ের কুত্তা যার পায়ের গোছার এক টুকরা গোশত খুবলে নিয়েছিল এবং যার পেটে অতি প্রত্যুষে একটা বড় সুঁই ঢুকিয়ে ইনজেকশান লাগানো হয়েছিল। গুরুদাসপুর থেকে আগত ইনজেকশান দানকারী ডাক্তার বলে গিয়েছিল যে তার পেটে এ ধরনের আরো চৌদ্দটা ইনজেকশান দিতে হবে।

একজন সিপাহি দীননাথের ঘোড়ার লাগাম ধরে সড়কের ওপর নিয়ে গেলো। কিন্তু হাজত-ঘর থেকে ডাকাতদের গালিগালাজের আওয়াজ যথারীতি আসছিল। দীননাথের ঠোঁট ঝুলে পড়েছিল। সে ঘাড় হেঁট করে রেখেছিল। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে মনে মনে বলছিল ভগবান এসব কি হয়ে গেলো? কেন হলো? ভগবান আমাকে সাহায্য করো। আমি অনেক দান করবো। আমি আর কোনোদিন থানা মুখো হবো না। আমি কারোর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবো না। দীননাথ নিজের চারপাশের অবস্থা পরিস্থিতি সম্পর্কে অসচেতন হয়ে বিড় বিড় করতে করতে যাচ্ছিল। সে বাজার ও খালের পুল পার হয়ে এসেছে, এ অনুভূতি তার ছিল না। পথে বেশ কিছু লোক তাকে সালাম করলো। কিন্তু শেঠজী কারোর সালামের জবাব দিল না। একটা অজানা ভয়ে তার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছিল। ঘোড়া রেলস্টেশানের উপর দিয়ে চলতে চলতে প্লাটফরমের শেষ প্রান্ত পার হয়ে গেলো। এখন সে রেল লাইন পার হয়ে ইলেকট্রিক থামের পাশ দিয়ে চলছিল। আচানক তিনজন লোক সামনে এসে গেলো। ঘোড়া তার পথ বন্ধ দেখে ইলেকট্রিক থামের দিকে হটে গেলো এবং নিশ্চিন্তে থাম ও তাকে টেনে ধরে রাখা তারের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করে গেলো।

দীননাথের এখন নিজের পারিপার্শ্বিক চেতনা ছিল না। সে সামনের আগতদের সালামের জবাবও দেয়নি। ইলেকট্রিক থামের পাঁচ ছয় হাত দূর পর্যন্ত একটি খোঁটার সথে যে তার বাঁধা ছিল সেদিকেও তার দৃষ্টি যায়নি। শেঠজীর নিরাপদ

www.pathagar.com

আশ্রয়ী ঘোড়া এখন তার নতুন পথ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু ঘোড়ার মাথা যখন থাম ও তারের মাঝখান দিয়ে আগে বের হয়ে গেলো তখন খোঁটার তার প্রথমে শেঠজীর চোয়ালের ভাঁজে বাধাপ্রাপ্ত হলো। তারপর সেখান থেকে পিছলে উপরের চারটি দাঁত বের করে দিল এবং নাকও ভীষণভাবে জখম হলো। শেঠজী আর্ত চিৎকার করে একদিকে ঢলে পড়লো।

দেহাতীরা দৌড়ে এসে পণ্ডিতজীকে ধরে ফেললো। কিন্তু পণ্ডিতজী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। একজন লোক হিম্মত করে ঘোড়ার পিছনে উঠে বসলো এবং অন্য একজন ঘোড়ার লাগাম ধরলো। ঘোড়াটা শ্লথগামিতার কারণে মশহুর ছিল। কিন্তু এখন সে হয়ে পড়েছিল ক্ষুধার্ত। দ্রুত ঘরে পৌঁছে যেতে চাচ্ছিল।

শেঠজী ঘরে পৌঁছে গেলে সেখানে হৈ চৈ পড়ে গেলো। তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। তার চেহারা এত বেশি ফুলে গিয়েছিল যার ফলে তাকে দেখে চেনাও মুশকিল ছিল। প্রথমে তার ওপর দেশি টোটকা ওষুধ-টষুধের পরীক্ষা চালানো হলো। যখন কিছুটা জ্ঞান ফিরে এলো, জিজ্ঞেস করলো, আমি কোথায়?

স্ত্রী জবাব দিল, মহারাজ! নিজের ঘরে আছেন।

আমি জীবিত আছি?

মহারাজ! ভগবানের কৃপায় আপনি বেঁচে আছেন।

ওহো, মরে গেলাম! মরে গেলাম! আমার ওপর কে হামলা করেছিল?

তার ছেলে রূপচাঁদ জবাব দিল, পিতাজী! অন্য গ্রামের দুজন লোক যারা আপনাকে নিয়ে এসেছে তারা বলছে, বিজলীর তারের খুঁটির পাশ দিয়ে যাবার সময় তারের সাথে লেগে আপনি জখমী হয়েছেন। তারা সংগাহীন অবস্থায় আপনাকে এখানে এনেছিল। বড় ভালো লোক তারা দুজন পিতাজী! আমি তাদেরকে দুটাকা করে ইনাম দিয়েছি।

দীননাথ যন্ত্রণায় চিৎকার করে বললো, তাদেরকে গুলী মারো। তারা আমাকে ধারেকাছের কোনো হাসপাতালে নিয়ে গেলো না কেন?

কিছুক্ষণ পরে গরুর গাড়িতে শায়িত করে পণ্ডিতজীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। হাসপাতালে পৌঁছেই পণ্ডিতজী তিনবার বেহুশ হয়ে পড়লো।

সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কাহিনী চারপাশের গ্রামগুলিতে রাষ্ট্র হয়ে গেলো। পাশের গ্রামের এক শিখ জীবন সিং। তার সাথে পণ্ডিতজীর ছিল চির বৈরিতার সম্পর্ক। সে প্রত্যেক মজলিসে বলে বেড়াতে লাগলো, দীননাথ এতবড় বদমাশ ও অহংকারী যে, লোহার মোটা তার সামনে এসেছে তার পরও সে ঘোড়ার পিঠে গোড়ালী ঠুকে দিয়ে বুক ফুলিয়ে বসেছিল। তার চারটি দাঁত বের হয়ে গেছে। নাক

www.pathagar.com

উপড়ে গেছে। কিন্তু তার অহংকারে কোনো ফারাক দেখা দেয়নি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি, বেকুবের বাচ্চা! মাথাটা হেঁট করে নিলেই তোর আর এ পরিণাম হতো না। তার সৌভাগ্য ছিল, তার গর্দানে তার লাগেনি। নয়তো এতক্ষণ দীননাথজীর 'বলো হরি, হরি বোল' হয়ে যেতো।

পরদিন ইউসুফের জন্য ছিল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। আকাশে ছিল মেঘের ঘনঘটা। চমৎকার বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। সকাল আটটায় ছিটোফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল।

দশটার সময় বৃষ্টির জোর একটু বাড়লো। প্রেম সিং ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামে চলে এলো। সে ইউসুফকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললো, ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজ ফোন করে জানিয়েছেন আজ বিকাল চারটায় এস.পি. সাহেব ও ডেপুটি কমিশনার সাহেব আপনাকে মোলাকাতের জন্য ডেকেছেন।

ইউসুফ মুচকি হেসে বললো, মোবারক কি জন্য সরদারজী?

জনাব! আপনি খুশি হোন বা না হোন কিন্তু আমাদের থানার প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করছে আজ তার জন্য খুশির দিন। প্রত্যেকেই থানার সিপাই থেকে নিয়ে অফিসার পর্যন্ত সবার পদোন্নতি হবে অতি শীঘ্রই। কোনো এলাকায় একজন নেকবখ্‌ত জন্ম নিলে সবার ভালো হয়।

হাবিলদার সাহেব! আপনি শুনতে চান, আপনি কবে এ.এস.আই. হচ্ছেন?

আমার জন্য আপনার মুচকি হাসিই যথেষ্ট। তবে যদি আপনি মুখে বলে দেন তাহলে আমি ভাববো আমি এ.এস.আই. হয়ে গেছি।

আচ্ছা ভাই, আমি বলে দিচ্ছি আপনি জলদি এ.এস.আই. হয়ে যাবেন। এবার আরামে এখানে বসে পড়েন এবং বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করেন। আজ আপনি খানা খাবেন না?

মিয়াজী! এ বৃষ্টি থামবার নয়। আমি গতকাল থেকে ভাবছিলাম এ মেঘে প্রচুর বর্ষণ হবে। তাই চলছে এখন। আর তাছাড়া থানা কর্মকর্তা আমাকে খবর পৌঁছিয়ে দিয়ে সংগে সংগেই ফিরে যাবার হুকুম দিয়েছেন। ফলে আপনি ইন্সপেক্টর সাহেবের কাছে যাচ্ছেন সে কথা তিনি তাকে জানিয়ে দিতে পারবেন। দেখুন বৃষ্টির জোর ধীরে ধীরে আরো বেড়ে যাচ্ছে। আপনি দুটোর সময় থানায় চলে আসুন। ওখান থেকে আপনাকে আমরা লরীতে উঠিয়ে দেবো। বাহাদুর সিং বিশেষ করে বলছিল আপনি সময়ের একটু আগে আসুন।

যদি বৃষ্টি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে আমার মনে হয় আমাকে লরীর পরিবর্তে ঘোড়ার পিঠেই এখান থেকে সোজা গুরুদাসপুর চলে যাওয়া উচিত। কাজেই আপনারা ইন্সপেক্টর সাহেবকে ফোনে একথা জানিয়ে দিন, আমি সোজা এস.পি. সাহেবের অফিসে পৌঁছে তাকে খুঁজে নেবো।

www.pathagar.com

জনাব আপনাকে এস.পি. ও ডি.সির সাথে মোলাকাত করতে হবে। আপনার অবশ্যই নিজের কাপড় চোপড় শুকনো রাখতে হবে।

এস.পি. ও ডি.সি সাহেব জানেন বৃষ্টির ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই আর আমি বাসে সফর করলেও ভিজে যাবো।

বহুত আচ্ছা, যেমন আপনার ইচ্ছা। বাহাদুর সিংয়ের খুব আফসোস হবে। সে আপনাকে দীননাথ সম্পর্কে অনেক কথা শুনাতে চাচ্ছিল।

সে দীননাথের কাছে গিয়েছিল?

জনাব সে দীননাথকে হাসপাতালে গিয়ে তিনবার দেখে এসেছে। প্রত্যেকবার নিজের সাথে নতুন লোক নিয়ে যেতো। আমি বলতে চাচ্ছি, থানার লোকদের নয়, এলাকার লোকদের নিয়ে গেছে। আর তার সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নিজের হাসি লুকাবার জন্য যখন সে মুখের ওপর হাত রাখতো তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠতো। গতকাল সন্ধ্যায় সে আমাকেও নিয়ে গিয়েছিল। দীননাথের অবস্থা সত্যি বড় খারাপ। চেহারা বেশি ফুলে যাবার কারণে তার চোখ দেখা যাচ্ছে না। বহুকষ্টে সে কথা বলে। আজ সকালে বাহাদুর সিং তাকে দেখে এসেছিল। সে বলছিল, দীননাথের কথা বলার কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য ডাক্তার তার মুখ পট্টি লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। বাহাদুর সিংয়ের একটাই দুঃখ, তারে আটকে গিয়ে যখন তার দাঁত উপড়ে গিয়েছিল সে দৃশ্যটা সে দেখতে পারেনি।

বাহুদুর সিং একজন সরল ও সাদাসিধে মানুষ।

হ্যাঁ, জনাব! বড়ই সাদাসিধে। তবে সে একটা বিরাট কাজ করেছে। সকাল হতেই কোথা থেকে একজন ফটোগ্রাফার সংগ্রহ করে তিন চারজন লোক নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির। কাউকে কিছু বলার সুযোগ দেবার আগেই দীননাথকে বিছানাসহ বাইরে নিয়ে এসেছে, যাতে ফটোগ্রাফার ভালোভাবে তার ফটো তুলতে পারে। দীননাথের কোনো খবর ছিল না, কি হতে যাচ্ছে। বাহাদুর সিং উঠিয়ে বসিয়ে দাঁড় করিয়ে তার পোজ বানাতো। হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা যখন জানলো ততক্ষণ বাহুদুর সিং নিশ্চিন্তে রোগীকে বিছানা-পত্রসহ বেড়ে শুইয়ে রেখে লোকজন নিয়ে রওনা দিয়েছিল।

বোকামীটা তো ছিল দীননাথের ছেলের। সে থানায় এ রিপোর্ট লিখিয়েছে যে, ইলেকট্রিক খুঁটিটি ভুল জায়গায় লাগানো হয়েছে এবং তাদের ঘোড়া ঠিক পথেই যাচ্ছিল। তবে তার সন্দেহ কোনো দুশমন তাকে হাঁকিয়ে ভুল পথে ঠেলে দিয়েছে।

বাহুদুর সিং সেই ইলেকট্রিক খুঁটি ও তারেরও ছবি নিয়েছে। রিপোর্টে সে যা কিছু লিখবে বড়ই চমকপ্রদ হবে। আমি বিশ্বাস করি আপনি গুরুদাসপুরে যখন ফিরে আসবেন, সে আপনার ইন্তিজার করতে থাকবে।

www.pathagar.com

১৪

সন্ধ্যে বেলায় ইউসুফদের মেহমানখানা জমজমাট ছিল। সন্ধ্যার ট্রেনে তার আব্বাজান বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল। গ্রামের ও আশপাশের সম্ভ্রান্ত ও মাতব্বর গোছের লোকেরা এবং মিয়া আবদুল করিম ও ফজল দীনসহ সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল। ইউসুফের বিরল কৃতিত্বের জন্য আবদুর রহীমকে মোবারকবাদ দেয়া হচ্ছিল। সরদার বেলা সিং এবং বাহাদুর সিংও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। জীবন সিং ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দীননাথের জখমী হবার কিস্‌সা শোনাচ্ছিল।

ইউসুফের আব্বা ও হাবেলীতে সমবেত লোকেরা ইউসুফের আগমনের অপেক্ষা করছিল। যতই আঁধার ঘন হচ্ছিল ততই তাদের অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। বাহাদুর সিং উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চাচাজী আমি থানায় গিয়ে ফোন করছি এখনো সে এলো না কেন?

ইউসুফের আব্বা বললো, বেটা! আরো কিছুক্ষণ ইন্তিজার করো। সে না এলে আমিও তোমার সাথে যাবো।

এমন সময় বাল্লু এসে খবর দিল, জনাব! ইউসুফ সাহেব আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হাবেলী নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। তার মধ্যে শ্রুত হচ্ছিল কেবল ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ।

এক মিনিটের মধ্যে ইউসুফ হাবেলীতে প্রবেশ করলো। সে দস্তুরমতো হাঁপাচ্ছিল। ইউসুফ ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লো। মিয়া আবদুর রহীম পুত্রস্নেহে আবেগ ভরে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেলো।

কিন্তু সে বললো, আব্বাজী! আমার সমস্ত কাপড় চোপড় কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে গেছে।

আবদুর রহীম বেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, বেটা! যখন তুমি খুব ছোট ছিলে এবং দৌড়াতে গিয়ে মাটিতে পড়ে কাদায় লুটোপুটি খেতে তখনো তোমাকে ঠিক এভাবেই আদর করতাম। তোমার কৃতিত্বে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি। এস.পি. ও ডি.সি. সাহেবের সাথে মোলাকাতের ফলাফল কি ইউসুফের কাছ থেকে একথা শোনার জন্য সবাই উদগ্রীব ছিল। বাহাদুর সিং বেশিক্ষণ নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। শেষমেশ বলেই ফেললো, ইয়ার! গুরুদাসপুরে কি হলো, আগে সে কথাই বলো। তোমার এতো দেরি হলো কেন?

www.pathagar.com

আমি প্রথমে ইন্সপেক্টর সাহেবের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমার পোশাক কর্দমাক্ত দেখে আমাকে গোসল করিয়ে নিজের নতুন কাপড় চোপড় পরিয়ে দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দুজনের দৈহিক কাঠামো ও উচ্চতায় সামঞ্জস্য ছিল। নয়তো আমাকে একদম কার্টুন মনে হতো। যা হোক তিনি আমাকে এস.পি. সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। এস.পি সাহেব কিছুক্ষণ উভয় কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপর তিনি কয়েক জনের কাছে টেলিফোন করার পর আমাকে ডি.সি-র কাছে নিয়ে গেলেন। ইন্সপেক্টর সাহেবের সাথে যখন আমি সেখানে পৌছলাম, পুলিশ ও অর্থবিভাগের অফিসাররাও সেখানে বসেছিলেন। তাদের সবার সাথে আমার পরিচয় করানো হলো। উভয় ডাকাত গ্রুপ সম্পর্কে তাদের কাছে আমাকে আবার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। সেখানে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়েছে। এ সময় একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘটলো। ডি.সি. হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হেফাজতের জন্য তোমাদের গ্রাম বা থানা থেকে কতজন লোক এসেছে? আমি জবাব দিলাম, জী, আমি একাই ঘোড়ায় চড়ে চলে এসেছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাকে করা হলো, তোমার কাছে কোনো অস্ত্র আছে? জবাব দিলাম, কোনো অস্ত্র নেই। বিপদের সময় কেবলমাত্র নিজের ঘোড়ার ওপর ভরসা করতে পারি।

ডি.সি. কয়েক মিনিট এস.পি-এর সাথে কথা বললেন। সেখানেই তারা আমার জন্য একটি রিভলবারের ব্যবস্থা করার ফায়সালা করলেন। এস.পি. সাহেবের সাথে পূর্বাহ্নেই আলোচনা হয়েছিল, কোনো অবস্থাতেই কোনো ইনাম আমি গ্রহণ করবো না। কাজেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এস.পি. সাহেব নিজের ব্যক্তিগত অস্ত্র-ভাণ্ডার থেকে তোহফা হিসাবে একটা সুন্দর রিভলবার আমার জন্য আনালেন এবং আমাকে বললেন, আমার ব্যক্তিগত তোহফা হিসাবে তোমাকে এটা পেশ করছি। এর সাথে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি এও বললেন, আমি এখান থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছি। যখন আমার কাছে কোনোদিন তুমি কোনো তোহফা নিয়ে আসবে আমি সানন্দে তা গ্রহণ করে নেবো। ডি.সি. সাহেবও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি। কিন্তু আমি তাঁকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছি আমার জন্য সবকিছু আমি নিজেই করবো। যদি আমি অন্যের বা এ দেশের জন্য কখনো কোনো ভালো কাজ করি তাহলে সে জন্য কোনো প্রতিদান নেবো না। যখন আমি বিদায় নিচ্ছিলাম, ডি.সি. সাহেব বললেন, তোমার রিপোর্টে তুমি যেসব সুপারিশ করেছো সেগুলি সবই মনজুর করা হবে। আর এস.পি. সাহেবও আমাকে বলেছেন, যখনই তোমার কোনো কাজে প্রয়োজন হবে সোজা ডি.সি-র কাছে চলে আসবে।

www.pathagar.com

বাহাদুর সিং জিজ্ঞেস করলো, ইয়ার! আমার ও হাবিলদার সাহেবের ব্যাপারেও বলো।

—হ্যাঁ ভাই, আশা করি তোমাদের কাজ হয়ে যাবে।

প্রেম সিং বললো, ভাই আপনার পিস্তলটা একটু দেখান।

ইউসুফ পেটিসহ রিভলবার কোমর থেকে খুলে তার সামনে রেখে দিল। সে চেরাগের আলোয় রিভলবার বের করে এক নজর দেখেই বললো, ইয়ার! বড়ই খুবসুরাত। নিশ্চয় খুব দামি হবে।

বাহাদুর সিং বললো, ইয়ার! এস.পি-এর ব্যক্তিগত রিভলবার কোনো কম মূল্যবান জিনিস হবে না নিশ্চয়ই।

ইউসুফ বললো, দু তিন দিনের মধ্যে ইন্সপেক্টর সাহেব আমার জন্য বিপুল পরিমাণ গুলী নিয়ে এখানে আসবেন। এ গুলি দিয়ে আমি নিশানাবাজী করবো। তিনি একজন দক্ষ নিশানাবাজও সাথে করে আনবেন। এক দুদিন তিনি আমাদের মেহমান হিসাবে অবস্থান করে আমার নিশানাবাজীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন? আর ইন্সপেক্টর সাহেব সম্ভবত আপনাদের জন্য কোনো সুখবর আনবেন।

আবদুর রহীম বললো, বেটা অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছো এবার ভেতরে গিয়ে খানা খেয়ে আরাম করো।

হ্যাঁ, আমি মগরিবের নামাযের পর মিয়া আবদুল করিমের সাথে খানা খেয়েছি। আমার মনে হয় তোমার আম্মা ও দাদী ছাড়া বাড়ির সবাই খানা খেয়ে নিয়েছে। নিশ্চয়ই তারা তোমার ইন্তিজার করছে।

প্রেম সিং পিস্তল চামড়ার গেলাফে বন্ধ করে পেটি ফেরত দিয়ে বললো, ইউসুফ জী! পিস্তল দাতারা আপনাকে একথা বলে দেয়নি যে, রাতের বেলা চলার সময় একে লোড রাখা দরকার।

রাতের বেলা পথের ওপরই আমার সব দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ছিল। যদি আচানক কাউকে সামনে দেখা যেতো তাহলে সে পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যাওয়া সহজ হতো। আমি অকারণে আজ নিশানাবাজীর মুডে ছিলাম না। আপনারা খানা খেয়েছেন?

জি হ্যাঁ, আমরা সবাই খেয়েছি। আপানি খানা খেয়ে নিন।

ইউসুফ নওকরকে ঘোড়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে জোর কদমে বাড়ির ভেতরে চলে গেলো।

তার মা যথারীতি দেউড়ির দরোজায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার ডাইনে বাঁয়ে আমিনা ও তার মাও ছিল।

ইউসুফ সালাম করে মায়ের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দিল। মা তার কপালে চুমু দিতে লাগলো।

www.pathagar.com

রশিদা বললো, বহিন, ইউসুফের অনেক বড় কামিয়াবির জন্য আপনাকে মুবারকবাদ দিচ্ছি।

আমিনা বললো, চাচীজান! আমিও আপনাকে মুবারকবাদ দিচ্ছি এবং ইউসুফ সাহেব! আপনাকেও।

শোকরিয়া। কিন্তু আমি জানি না আমার কি কামিয়াবি হলো?

রশীদা বললো, বেটা আল্লাহর শোকর আদায় করো। এস.পি. ও ডি.সি. তোমাকে এমন মর্যাদা-সহকারে আহবান করা কোনো মামুলি ব্যাপার নয়।

জি, এটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল।

কিন্তু তোমার চাচা বলছিল এই মোলাকাতের পর তোমার জন্য কামিয়াবির দরোজা খুলে যাবে।

জি, এটা একটা মামুলি ব্যাপার ছিল। –আম্মীজান আমার খুব খিদে পেয়েছে।

চলো বেটা! তোমার খানা এখনি তৈরি হয়ে যাবে। আমি তোমার জন্য গোসলখানায় পরিষ্কার কাপড় রেখে দিয়েছি। তুমি গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসো। ততক্ষণ তোমার খানা গরম হয়ে যাবে।

খাবার শেষ করে ইউসুফ নামায পড়ে নিল। তার বাপ উপর থেকে ডাকলো, বেটা! এখানে এসো। আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।

ইউসুফ জলদি উপরে চলে গেলো এবং একটা চেয়ার নিয়ে খোলা ছাদে বাপের কাছাকাছি বসলো। বাপ কিছু চিন্তা করে বললো, ইউসুফ আমাকে সত্যি করে বলো, এস.পি ও ডি.সি. সাহেব তোমার সাথে কেবল পিস্তল নিয়ে আলাপ করেছে নাকি তারা তোমার ভবিষ্যতের ব্যাপারেও কিছু কথা বলেছে?

আমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে তারা এর চাইতে আর বেশি কী-ই বা বলতে পারে যে, আগামীতে যদি তোমার কোনো চাকুরীর প্রয়োজন হয় তাহলে নিসংকোচে আমাদের কাছে চলে এসো। এস.পি. সাহেব একথাও বলেছেন, তুমি বি.এ. পরীক্ষা শেষ করার পরপরই আমার কাছে চলে এসো এবং পুলিশে বড় চাকুরীর জন্য তোমাকে সাহায্য করবো। ডি.সি. সাহেব বলেছিলেন তোমার সিভিল ও মিলিটারী চাকুরীতে আমার প্রয়োজন পড়লে আমি তোমাকে পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করবো।

তুমি কি জবাব দিয়েছিলে?

আমি একথাই বলেছিলাম যে, আমি বি.এ ও এম.এ করার পর নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে ফায়সালা করবো।

www.pathagar.com

বেটা, তোমার ভাবনায় যা আছে তা আমি ভালো করেই জানি। এখনো লেখক হবার আজগুবী চিন্তা তোমর মন মস্তিস্কে ছেয়ে আছে। আমি ভেবেছিলাম কলেজের নতুন পরিবেশে তোমার চিন্তাধারা বদলে যাবে। সেখানে তোমার প্রফেসাররা তোমাকে বুঝাতে সক্ষম হবে যে, এদেশে এমন কোনো লেখক নেই যে মর্যাদা সহকারে স্বচ্ছল জীবন যাপন করার জন্য পরিমাণ মতো অর্থ উপার্জন করছে। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার চিন্তায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। এখন তুমি একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলে। অথচ সেখানেও বলে দিলে, ভবিষ্যতে দেখা যাবে। অর্থাৎ তারা যেন তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবে, তুমি ভালোভাবে ভেবে চিন্তে কোনো এককালে বলবে এবং সংগে সংগেই তারা তোমার পছন্দসই চাকুরী তোমাকে দিয়ে দেবে।

ইউসুফ বললো, আব্বাজান! আমি আপনার পা টিপে দিচ্ছি।

না, প্রথমে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, তুমি জীবনে কি করতে চাও?

আব্বাজী, আমি শিক্ষা লাভ করতে চাই।

বাপ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, শিক্ষা লাভ করার পর কি করতে চাও?

আব্বাজান, বর্তমানে আমি আপনার কাছে কেবলমাত্র একটা ওয়াদা করতে চাই। শিক্ষা লাভ করার পর আমি যা কিছু করবো তা নিয়ে আপনি গর্ব করতে পারবেন। আর আমি এমন কোনো কাজ করবো না যে জন্য আপনার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

দেখো ইউসুফ! এ ধরনের কথা তোমার মাকে খুশি করতে পারে, আমাকে নয়। আমি একজন বাস্তববাদী লোক।

আব্বাজী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমিও পূর্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টিভংগী নিয়ে নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করি।

কুদসিয়া এক জগ দুধ নিয়ে উপরে এলো। তা থেকে এক গ্লাস দুধ ঢেলে ইউসুফের আব্বাকে পেশ করে বললো, নিন দুধ পান করুন আর আমার ছেলেকে পেরেশান করবেন না। তার কারণে দুনিয়ায় আপনাকে কোথাও লজ্জিত হতে হবে না।

আবদুর রহীম কিছু না বলে গ্লাস হাতে নিল। মা বিছানার ওপর বসে ইউসুফের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, বেটা! তোমার আব্বজীকে অনেক পেরেশান করেছো তুমি। এত দেরি করা ঠিক হয়নি তোমার। আবদুল করিমের মেয়ে বলছে আমাদের কিছু বিতরণ করা দরকার। আমিনার মাও খুব খুশি হয়েছে।

আম্মীজান! তাদের খুশির কারণ আমি বুঝতে পারছি না। তারা মোলাকাত করার জন্য ডেকেছিল এবং আমি মোলাকাত করে এসেছি। আবদুল করিম সম্পর্কিতও কিছু কথা আছে। কাল সকালে বলবো।

www.pathagar.com

আবদুর রহীম জিজ্ঞেস করলো, আবদুল করিমের সাথে সম্পর্কিত কথাগুলি কি?

আব্বাজান, এক নম্বর হচ্ছে তাঁকে ফজল দীন ও তাঁর আর একজন ক্ষেত কর্মচারীকে বন্দুক কিনে দিতে হবে। তারা লাইসেন্স পেয়ে যাবে। আমাদের গ্রাম থেকে বাল্লু, বুটা ঈসায়ী ও চৌকিদার পীরানদাতাও বন্দুকের লাইসেন্স পেয়ে যাবে। সরকারী অস্ত্র কারখানা থেকে অত্যন্ত কম মূল্যে তাদের জন্য বন্দুক সরবরাহ করানো হবে। গ্রামের লোকেরা সানন্দে তাদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে দেবে।

বেটা, আমাকে লাহোর বদলী করা হয়েছে। এজন্য পনের দিনের ছুটি পেয়েছি। এরি মধ্যে সব গোছগাছ করে নিতে হবে। অথচ তুমি গত দশদিনে এত বেশি কাজ করে ফেলেছো যে, শিগগির সব গুছিয়ে নেয়া কঠিন মনে হচ্ছে। আমি লাহোরে ঘর ভাড়া নিয়েছি। চাপরাশিকে রেখে এসেছি। পরশু সে এখানে এসে যাবে। দুদিন পরে তোমাকেও তার সাথে চলে যাওয়া দরকার। কলেজ খোলার আগে তুমি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারবে।

কুদসিয়া বললো, আপনার ছেলেকে কোনো খুশির কথাও শুনিয়ে দিন।

হ্যাঁ বেটা, খুশির কথা হচ্ছে এবার থেকে আমরা লাহোরে সবাই এক সাথে থাকবো।

আব্বাজী, একথা তো আসার সাথে সাথেই আমার জানা দরকার ছিল।

বাপ তার মাথার ওপর হাত রেখে বললো, বেটা আমি জানি তুমি একথা শুনে খুশি হবে। কিন্তু আমি একথাও জানতাম, তোমাকে যদি বলা হতো আমরা সবাই লাহোরে যাচ্ছি তাহলে আনন্দে আতিশয্যে তুমি নিজের মোলাকাত সম্পর্কিত যাবতীয় কথা আমাকে বলতে ভুলে যেতে। এখন তোমার মায়ের উপস্থিতিতেই আমি একথা বলা জরুরি মনে করছি যে, তোমার কথাবার্তায় আমি খুশি হইনি। তুমি একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলে কিন্তু তা তুমি কাজে লাগালে না।

আব্বাজী, আমি তাই করেছি যা আমার করা উচিত ছিল। যখন আমি গিয়েছিলাম তারা সবাই চেয়ার থেকে উঠে আমার সাথে হাত মিলিয়েছে আমি চাইনি বিদায় নেবার সময় আমার মাথা ঝুঁকে পড়ুক এবং আমি তাদের সামনে খাটো হয়ে যাই।

সত্যি করে বলো, তুমি তাদেরকেও একথা বলে দিয়েছো যে তুমি উপন্যাস লেখার জন্যই জন্ম নিয়েছো এবং এজন্য তুমি আর কিছুই করবে না?

কুদসিয়া সংগে সংগেই হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করলো। বললো, এখন আর বিনা কারণে নিজের মুড খারাপ করবেন না। যদি ইউসুফ এ ধরনের কথা বলে থাকতো তাহলে এসেই সে একথা বলতো। সে নিজের লেখাপড়ার ব্যাপারে আপনার সাথে যে ওয়াদা করেছিল তা সব পালন করেছে। আর

www.pathagar.com

লেখাপড়া শেষ করার পর আমার ছেলে যে কাজে হাত দেবে তাতেই কামিয়াব হবে। আপনি তার জন্য দোয়া করবেন।

–আমি আপনাকে একথা বলতে এসেছিলাম যে, রশিদা ও তার মেয়ে খুব বেশি পীড়াপীড়ি করছে আমাদের তাদের বাড়িতে খাবার দাওয়াত গ্রহণ করতে হবে পরশু অথবা তার পরদিন। তারা আমাদের সংসারের সবাইকে ছাড়াও আপনার ভাইদেরকে এবং তাদের পরিবারবর্গকে ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরসহ দাওয়াত দিতে চাচ্ছে।

আম্মীজান, আপনি তাদেরকে একথাও বলেননি, আমরা লাহোর যাবার প্রস্তুতি চালাচ্ছি?

বেটা, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমরা লাহোর যাচ্ছি। এতে তারা আরো একটি আবেদন রেখেছে। তারা প্রস্তাব দিয়েছে, আমরা যেন একদিন আগেই রওনা হয়ে যাই এবং একরাত অমৃতসরে তাদের বাড়িতে অবস্থান করি। আমি বলে দিয়েছি, অমৃতসরে আপনাদের দাওয়াত আবার অন্য কোনো সময় খাবো। ইউসুফ ও তার আব্বাজানের ব্যস্ততা এখন কি পরিমাণ হবে তাও তো আমি বলতে পারবো না।

আবদুর রহীম বললো, আবদুল করিম তো আমার সাথে দেখা হতেই দাওয়াত খাওয়ার ওয়াদা নিয়ে নিয়েছে। সে কয়েকবার বলেছে যখনই আমরা অমৃতসর অতিক্রম করবো তাদের ওখানে যেন অবশ্যই একদিন অবস্থান করে যাই। সে নিজে যেখানেই থাক না কেন বাড়িতে তার নওকর খিদমত করার জন্য হাজির থাকবে। সে লাহোরেও অনেক জমি কিনেছে। সেখানে বিলডিংয়ের কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা অমৃতসর ছেড়ে লাহোরে চলে আসবে। যখন সে জানতে পারলো আমি লাহোর বদলী হয়ে যাচ্ছি, খুব খুশি হয়েছিল। লোকটা তো বড়ই সরল মনে হয় কিন্তু সম্পদ ও সম্পত্তি অনেক করে ফেলেছে। কয়েক জায়গায় ঠিকেদারী নিয়ে রেখেছে। দুই একর জমির ওপর একটা কুঠি আছে লায়ালপুরে। আর এখন এখানে বিপুল পরিমাণ জমি কেনার কাজে হাত দিয়েছে।

নিচে থেকে ইউসুফের দাদীর আওয়াজ শোনা গেলো, ইউসুফ তুমি কোথায়?

ইউসুফ দৌড়ে নেমে গেলো নিচে। দাদীকে মেঝের ওপর এদিকে আসার পথে থামিয়ে দিয়ে বললো, দাদীজান! আমি আপনাকে সালাম বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন আপনি নামায পড়ছিলেন।

আবদুর রহিম ঘুমিয়ে পড়েছে?

ইউসুফ দাদীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো, দাদীজান! আপনি উপরে গিয়ে এখন যা বলতে চাচ্ছেন সে প্রসংগ এখন ওখানে উঠালে পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

নালায়েক আমি কি বলতে চাচ্ছিরে!

www.pathagar.com

দাদীজান, আপনার আল্লাহর দোহাই আস্তে বলেন। আব্বাজান আপনার আওয়াজ শুনতে পেলেই আপনাকে উপরে ডেকে নেবেন। তারপর আবার সেই একই তামাশা শুরু হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমার সাথে আসেন। আমরা চাচীজানের ঘরে গিয়ে আরামে কথা বলবো।

দাদী কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু ইউসুফ তার হাত ধরে হিড়হিড় করে পাশের বাড়ির আঙিনায় নিয়ে গেলো।

চাচী জিজ্ঞেস করলো, কি হলো বেটা! দাদীকে এভাবে পাকড়াও করে ঘোরাচ্ছো কেন?

চাচীজান! আল্লাহর ওয়াস্তে দাদীকে বোঝান। আব্বাজান ক্লান্ত, তাঁর ঘুম আসছে এবং গোস্বাও। এ সময় দাদীজান উপরে গিয়ে সেই একই গজল গাইতে চাচ্ছেন। প্রথমে আপনারা সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি করতেন। কিন্তু আজ দাদীজান কিছুটা গুরু গম্ভীর মনে হচ্ছে। আর আমার ভয় হচ্ছে এ সময় আমি কিছু বললে আব্বাজান একদম রাগে ফেটে পড়বেন।

দাদী খাটের ওপর বসে বললো, ধোকাবাজ কোথাকার! নির্লজ্জ, বেকুফ! আমি সেদিনই বুঝে ফেলেছিলাম যখন তুমি বিরাট বিপদের পাহাড় মাথায় করে ডাকাতদের মোকাবিলা করতে বের হয়ে গিয়েছিলে।

চাচী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি বুঝে ফেলেছিলেন আম্মাজী?

বাজে বকো না। একথা তোমরা সবাই জানো এবং এর মাও জানে যে, এ ছেলে রশিদার মেয়ে ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করবে না।

ইউসুফ খপ করে দাদীর মুখে হাতচাপা দিল। আপনার আল্লাহর দোহাই এমন কথা বলবেন না। কেউ শুনতে পেলে কি বলবে?

বেকুফ, এটা কোনো নতুন কথা। কেউ একথা বলবে না যে, মেয়ে এবং ছেলে পরস্পর সমান মর্যাদার নয়।

দাদীজান, যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে আমি দেখছি আমার জন্য মেয়ে পছন্দ এবং মেয়ের জন্য আমাকে পছন্দ করানো ছাড়া আপনার কোনো কাজই নেই। যদি আম্মীজান হস্তক্ষেপ না করতেন তাহলে এতদিন কতবার আমার বাগদান হয়ে যেতো।

বেকুফ, এবার সে বিরোধিতা করবে না। সে মনে মনে খুশি। ইউসুফ দাদীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, দাদীজান! যদি সারা দুনিয়ার লোক খুশি হয়ে যায় তাহলেও আমি খুশি হবো না। আপনার আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, আমাকে জীবনে কিছু কাজ করতে দিন। আপনি যদি আমাকে আব্বাজানের মুখ থেকে গালি শোনাতে এবং ঘরে আসা মেহমানকে বেইজ্জত করতে চান তাহলে আপনার যা খুশি করুন। তিনি আপনার মুবারক প্রস্তাব শুনতেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

www.pathagar.com

এরপর আপনি শুনবেন আমার অস্বীকার এবং তাঁর গালিগালাজ। হয়তো তিনি দুচারটে থাপ্পড়ও মেরে দেবেন আমার গালে। কিন্তু তারপরও আপনি যা চাচ্ছেন তা হবে না। আমার বিয়ের জন্য এখন বহুদিন ইন্তিজার করতে হবে। চাচীজান, আপনিও যান দাদীজানের সাথে। গালাগালি শুনে নিন এবং তারপর মেহমানদেরকেও ডেকে নেবেন, যাতে তারা এ দুঃখ না করতে পারে যে, দাদীজান তাদের মামলা ভালোভাবে লড়েননি।

দাদী অস্থিরভাবে বলে উঠলো, আমি লানত করি তাদের সবার ওপর। তোমার একটি চুলের পরিবর্তে আমি ওদের সবাইকে কুরবান করতে পারি। যদি তোমার মর্জি না থেকে থাকে তাহলে আগেই আমাকে বলে দিলে হতো।

ইউসুফ দাদীর কাছে ঘেঁসে বসে বললো, দাদীজান যদি আমার মর্জি হয় তাহলে সবার আগে তোমাকে বলবো। দাদী স্নেহ ভরে তার মাথায় হাত রেখে বললো, বেটা! আল্লাহর কাছে তোমার জন্য আমি প্রত্যেকটা ভালো জিনিস চেয়ে থাকি। আর এখন আমি দোয়া করছি যে মেয়ে তোমার পছন্দ হবে তার চেয়ে ভালো মেয়ে যেন দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি না থাকে। এ আমিনার মতো মেয়েরা যেন তার ধারে কাছে দাঁড়াতে না পারে। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এ মেয়েটিকে পছন্দ করেছো।

দাদীজান, আপনি ঘুমাবার আগে আমার জন্য দোয়া করবেন তো?

নিশ্চয়ই করবো। তোমার জন্য দোয়া না করে আমার ঘুম কেমন করে আসতে পারে?

চলুন দাদীজান! আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

যাও বেশি খোশামোদ করার দরকার নেই। নিজের পথ আমি নিজেই দেখে নিতে পারি।

ইউসুফের চাচী বললো, হে আল্লাহ! তোমার শোকর। নয়তো আমি অনুভব করছিলাম বোধ হয় আজ তুফান উঠাবে। ইউসুফ তুমি বড়ই সৌভাগ্যবান। এত কিছু বলার পরও দাদী রাগ করলেন না।

চাচীজান, আসল ব্যাপার হচ্ছে দাদীজান খুবই ভালো।

সকালে ইউসুফদের বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময় আবুদল করিম বললো, মিয়াজী, আমি আপনাদের সাথে সাথে আপনাদের গ্রামের সমস্ত লোককে দাওয়াত দিতে চাচ্ছি। আর আমাদের গ্রামে স্বল্প সংখ্যক লোক বাস করে। এই সাথে তাদেরকেও শামিল করে নেবো। মুসলমানদের জন্য খানা পাকাবার ভালো বাবুর্চির ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

আবদুর রহীম বললো, ইয়ার! অকারণে কেন এই ঝামেলায় যাচ্ছেন? আমি বরং চাচ্ছি আমাদের বাড়ির বাছাই করা লোকেরা যাবে। আর যদি বেশি কিছু করতে চান তাহলে ডাকাতের হাত থেকে বেঁচে যাবার খুশিতে গ্রামের বাড়ি বাড়ি মিষ্টি বিতরণ করাই ভালো। তবে দাওয়াতের আগে এ মিষ্টি বিতরণ হওয়া দরকার।

মিয়াজী, এক টুকরী মিঠাই থানায় পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়।

আমি মনে করি এতে কোন ক্ষতি নেই।

ঠিক আছে তাই হবে। তবে আপনার খান্দানের পুরুষ মহিলা, ছেলেমেয়ে সবাইকে দাওয়াতে শরীক হতে হবে। পঞ্চাশজন লোকের ব্যবস্থা আমি সহজে করতে পারবো।

তৃতীয় দিন ইউসুফ বাইরের হাবেলীর একটি দেয়ালের গায়ে ঝুলানো কাঠের ওপর পিস্তলের নিশানাবাজী করছিল। তার আব্বা, ইন্সপেক্টর আবুদল আজিজ এবং তাঁর সাথে আগত পুলিশের দক্ষ নিশানাবাজ অবাক হয়ে তা দেখছিল। যখন একের পর এক তার কয়েকটা গুলী ঠিক নিশানা ভেদ করলো, তখন একজন দক্ষ নিশানাবাজ বলে উঠলো, ইউসুফ সাহেব! আপনি ইন্সপেক্টর সাহেবকে বলেননি কেন যে আপনি একাজেও সুদক্ষ?

মাফ করবেন আজ শুরু করার আগে আমি আপনাদের একথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, পরশু এই পিস্তলের সাথে যতগুলি গুলী আমি সংগে করে এনেছিলাম সেগুলি দিয়ে আমি যথেষ্ট প্রাকটিস করতে পেরেছি। এ ছাড়াও কখনো কখনো আব্বাজীর রিভলবারও আমি চালিয়ে প্রাকটিস করেছি। আর বন্দুক চালাবার আগে আব্বাজী সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমাকে যে হাওয়াই বন্দুক এনে দিয়েছিলেন তা দিয়ে অনেক প্রাকটিস করেছিলাম।

আবদুল আজিজ জিজ্ঞেস করলো, ইউসুফ তোমার ছুটি আর কদিন রয়ে গেছে?

এই ধরুন আগামী পনের দিনের মধ্যে আমার ছুটি শেষ হবে। কিন্তু আব্বাজী লাহোরে বদলী হয়ে এসেছেন। তাই আমাকে কয়েকদিন আগেই এখান থেকে যেতে হবে।

মিয়া আবদুর রহীম বললো, ইন্সপেক্টর সাহেব! যদি ওর এখানে কোনো কাজ থাকে তাহলে বলুন, আমি ছুটি আরো কয়েকদিন বাড়িয়ে নিতে পারি।

না মিয়া সাহেব, কোনো বিশেষ কাজ নেই। তবে আমি ভাবছিলাম ইউসুফের মতো নওজোয়ানদের বিশ শতকের উপযোগী প্রত্যেকটি জরুরি কাজই জানা দরকার। আমার মতে ইউসুফের মোটর চালনাও শেখা দরকার। সে যদি কয়েকদিন আমার কাছে আসা যাওয়া করে তাহলে তার জন্য কার ও ড্রাইভারের ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে। আমার কাছে কার কোথা থেকে এলো একথা শুনতে হয়তো অবাক লাগবে। আসলে আমার স্ত্রী এটা যৌতুক হিসাবে লাভ করেছিল।

www.pathagar.com

কেউ ড্রাইভিং শিখতে চাইলে আমি তাকে এটা দিয়ে সাহায্য করি, এছাড়া এর আর কোনো কার্যক্ষেত্র নেই। আমাকে ড্রাইভারের বেতনও দিতে হয় না। সে আমার শ্বশুরের পুরাতন কর্মচারী এবং বেতন সেখান থেকেই পায়।

ফজল দীন হাবেলীতে প্রবেশ করলো। এক নজরে চারদিকের পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সে বুঝলো ইউসুফ ও তার আব্বাজান দাওয়াত খাবার কথা ভুলে গেছে। বাল্লু তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার ফজল দীন! খবর ভালো তো?

ফজল দীন জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলো ইন্সপেক্টর সাহেব কখন এসেছেন?

এই কিছুক্ষণ আগে। তিনি এসেই ইউসুফ সাহেবের নিশানাবাজী দেখতে শুরু করেছেন তুমি জানো আমি বন্দুক পেয়ে যাচ্ছি? আর ইউসুফ সাহেব বলছেন যদি মিয়া আবদুল করিম সাহেব সাহায্য করতে প্রস্তুত হন তাহলে তুমি ও হরদয়াল সিংও বন্দুকের লাইসেন্স পেয়ে যাবে।

ইন্সপেক্টর কতক্ষণ এখানে থাকবেন?

জানি না। তবে মনে হচ্ছে জলদি চলে যাবেন।

ফজল দীন বললো, দেখো বাল্লু! যদি একটা কাজ করো তাহলে ঠিকেদার সাহেব তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাকে ইনামও দেবেন।

ইয়ার, কাজটা কি বলো?

বাল্লু! তুমি খুব জোরে দৌড়াতে পারো। তুমি এখনি এক দৌড়ে আমাদের বাড়িতে চলে যাও এবং মিয়া সাহেবকে বলো ইন্সপেক্টর সাহেব এখানে এসেছেন। যদি তিনি এখনি এখানে চলে আসেন তাহলে তাঁকে দাওয়াতে শরীক করা যেতে পারে। আমার খবরের চাইতে তোমার খবর তাঁর কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

বাল্লু আর দ্বিরুক্তি না করেই দিল দৌড়।

হাবেলীতে সমবেত লোকেরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ইউসুফের নিশানাবাজী দেখছিল। ইউসুফের ইনস্ট্রাক্টর ছাড়াও তার আব্বা ও ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজও কয়েকবার নিশানাবাজী করলো। শেষ পর্যায়ে ইন্সপেক্টর ইউসুফকে বললো, আমার মনে হয় আর বারুদ নষ্ট করে লাভ নেই। তুমি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছো। আমি আশা করছি ড্রাইভিং শিখতেও তোমার বেশি দিন লাগবে না। এখানে আশেপাশে এমন কোনো জায়গা দেখছি না। নয়তো আমি কার এখানে পাঠিয়ে দিতাম। এখন দুচার দিন তোমাকে গুরুদাসপুরে আসতে হবে।

আবদুল করিম প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে হাবেলীতে প্রবেশ করলো। এগিয়ে এসে ইন্সপেক্টরের সাথে মুসাফাহা করে অভিযোগের ভংগীতে ইউসুফকে বললো, দেখো বেটা তুমি আমাকে ইন্সপেক্টর সাহেবের এখানে আসার খবর দাওনি।

www.pathagar.com

ইউসুফের বাপ মুচকি হেসে বললো, আরে দোস্ত পেরেশান হবার দরকার নেই। যে কথা আগে বলতে চাচ্ছিলেন তা এখনো বলতে পারেন।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার আবদুল করিম সাহেব? আপনার দুজন লোকের জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। একজন ফজল দীন এবং অন্যজন হরদয়াল সিং। আপনার বাড়ির হেফাজতের জন্য যদি আর কারোর অস্ত্রের লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় তাহলে তাও মনজুর করা হবে।

জনাব বহুত শোকরিয়া। ইউসুফ বলেছিল, অস্ত্রলাভের ব্যবস্থা হলে তাদের জন্য কেনার প্রশ্ন দেখা দেবে। আমি তখনই বলে দিয়েছিলাম তার পুরো দাম আমিই মিটিয়ে দেবো। কিন্তু এখন অন্য একটা আবেদন নিয়ে আমি এসেছি। সেটি হচ্ছে আজ আপনি আমার বাড়িতে খাবেন।

যদি আমার এখানে বেশিক্ষণ থাকার প্রয়োজন হতো তাহলে আমি এসেই ইসুফকে বলে দিতাম আজ খাবার খেয়ে তারপর যাবো। কিন্তু আমার তো এখানে আর বেশিক্ষণ বসা যাবে না।

জনাব, খাবার সময় তো হয়ে এসেছে। আর খাবার একদম তৈরি। ইউসুফদের খান্দানের সবাই আজ সেখানেই খাবে। যদি আপনিও এ দাওয়াতে শরীক হয়ে যান তাহলে আমি খুবই খুশি হবো।

আবদুর রহীম বললো, ঠিকেদার সাহেব একটি মুসিবতের হাত থেকে বেঁচে গেছেন এরি খুশিতেই এই দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডাকাত অর্জুন সিংয়ের গ্রেফতারী কোনো মামুলি ব্যাপার নয়। যদি কোনো বিশেষ কাজ প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে আপনি অবশ্যই মিয়া সাহেবের দাওয়াত কবুল করে নিন।

ইউসুফ বললো, এই দুই গ্রামে আজ মিষ্টিও বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি আর একটা ভালো কাজও করেছেন। হরদয়াল সিংয়ের ছেলে জগজিত সিং যার ব্যাপারে আপনি সুপারিশ করেছেন যে, তাকে সরকারী খরচে লেখাপড়া শেখাবার এবং শিক্ষা শেষে পুলিশে চাকুরী দেবার ব্যবস্থা করা হোক, তার সম্পর্কে একথা মিয়া সাহেবকে বলতেই তিনি সংগে সংগেই বলেছেন, তার লেখাপড়ার যাবতীয় ব্যয় ভার আমি বহন করবো।

আবদুল আজিজ বললো, সাধারণ অবস্থায় আমি হয়তো থাকতাম না কিন্তু মিয়া সাহেব যদি এই ছোট ছেলেটিকে এত বেশি নেকীর হকদার বলে মনে করে থাকেন তাহলে আমি তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। তবে আমি খানা খেয়েই চলে যাবো।

দেড় ঘন্টা পরে তারা সবাই আবদুল করিমের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল। আবদুল করিম বিশ পঁচিশ জন হিন্দু ও শিখ মেহমানের খাওয়ার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল হরদয়াল সিংয়ের বাড়িতে। ইন্সপেক্টর খাওয়া শেষ করে হাবেলীর বাইরে বের হলো। ততক্ষণ আশপাশের গ্রাম থেকে আগত বহু লোক সালাম

www.pathagar.com

করার জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আবদুল আজীজের চলে যাওয়ার পর আবদুল করিম বাল্লুকে চুপিচুপি এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাঁচ টাকার একটা নোট তার হাতে গুঁজে দিল। তারপর ফজল সিং ও হরদয়াল সিং সেখানে আগত লোকদের মধ্যে মিঠাই বিতরণ করতে লাগলো।

দশ দিন পরে সকাল নটায় ইউসুফের আব্বা আম্মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে লাহোরগামী ট্রেনে চড়ে বসলো। ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য মাল সামান তাদের কর্মচারী দুঘন্টা পূর্বেই ট্রাকে ভরে নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল। স্টেশানে তাদের নিজেদের এবং পাশের গ্রামগুলির বেশ কিছু পুরুষ মহিলা তাদের বিদায় দিতে এসেছিল। মহিলারা একের পর এক কুদসিয়ার সাথে কোলাকুলি করলো। তারা বারবার বলছিল, আপাজী! আমাদের ভুলে যাবেন না। দুতিন মাস পরপর একবার করে এখানে আসবেন। খবর পেলেই আমরা সবাই এসে স্টেশন থেকে আপনাকে নিয়ে যাবো। সরদার বেলা সিংয়ের স্ত্রী আবদুর রহীমকে বলছিল, ভাইজী! আমাদের বোনকে ওখানে কয়েদ করে দেবেন না। দুতিন মাস পরপর তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। নয়তো কুদসিয়া ভাবীর সমস্ত সহেলীকে সাথে নিয়ে আমি সেখানে পৌঁছে যাবো।

গাড়ি ছাড়ার আর দশ মিনিট বাকি ছিল। স্টেশানে মিয়া আবদুল করিম, রশিদা, আমিনা ও তার ভাই আলী আকবরকে দেখা গেলো। তাদের পেছনে ফজল দীন ও হরদয়াল সিং মালপত্র নিয়ে আসছিল। আবদুর রহীম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মিয়া সাহেব আপনারা এখন কোথায় যাচ্ছেন?

রাতে ছেলেমেয়েরা আচানক ছুটির বাকি দিনগুলি অমৃতসরে কাটাবার প্রোগ্রাম করলো। অমৃতসর পর্যন্ত তারা আপনাদের সাথে যেতে পারবে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় খুশি। রশিদা এ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছে যে, আপনারা একদিন অমৃতসরে অবস্থান করতে রাজি হয়ে যাবেন।

আরে ইয়ার! এবারে তো সম্ভব নয়। অন্য সময় কখনো দেখা যাবে।

আবদুল করিম আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু গার্ড সিটি বাজিয়ে দিল এবং আমিনা ও তার মা ইন্টারক্লাশের মহিলা কম্পার্টমেন্টের দিকে দৌড় দিল। সেখান থেকে কুদসিয়া বেগম ও তার মেয়ে তাদেরকে ইশারা করে ডাকছিল। আবদুল করিম ও আবদুর রহীম ইউসুফের সাথে পিছনের কম্পার্টমেন্টে উঠে বসলো। ট্রেন চলতে শুরু করলো। কুদসিয়া যে সব সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতো এবার তাকে দেখা গেলো বিমর্ষ মলিন মুখ।

www.pathagar.com

আমিনা জিজ্ঞেস করলো, খালাজান! কি ব্যাপার। আপনার শরীর ভালো তো?

হ্যাঁ, বাছা, আমি ভালো আছি। কুদসিয়া মুখে হাসি টেনে বললো। বাড়িঘর ছেড়ে আসতে আমার বেশ কষ্ট লাগছে। গ্রাম থেকে বের হবার সময় আমার মনে আশংকা জেগেছিল বুঝি এ বাড়ি ঘরে, এ গাছের ছায়ায়, এ ক্ষেতখামারে আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবো না।

রশিদা বললো, বহিনজী! আসলে সফরের প্রস্তুতিতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তবে হ্যাঁ বাড়িঘর ছেড়ে বের হবার সময় প্রত্যেক মানুষের মনে এ ভাবনা আসে। আপনি শুয়ে পড়ন। আমি আপনার মাথা টিপে দিচ্ছি। একটু আরাম পাবেন।

না রশিদা, আমি একদম ভালো আছি।

না বহিন, শুয়ে পড়ুন। অনেক জায়গা আছে।

রশিদা নিজে উঠে হাত ধরে তাকে শুইয়ে দিল এবং নিজে তার মাথার পাশে বসে পড়লো।

অমৃতসরে আবদুল করিম পরিবারবৃন্দসহ গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। তবে নামার সময় গাড়িতে রেখে গেলো আবদুর রহীম ও তার ছেলেমেয়েদের জন্য সোডা ওয়াটারের কয়েকটি বোতল, কয়েক ডজন কলা ও একগাদা আপেল। গাড়ি ছাড়ার আগে পর্যন্ত মেয়েরা কথাবার্তা বলতে থাকলো। গাড়ি সেখান থেকে রওনা হবার পর কুদসিয়া উঠে জানালার ধারে বসলো।

পরবর্তী স্টেশানে ইউসুফ এসে বললো, আম্মীজান! আপনার শরীর খারাপ? আমিনা ও তার মা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

বেটা, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। কিন্তু ওদের অতো কষ্ট করার প্রয়োজন ছিল না। পানি আমাদের অবশ্যই পান করতে হবে। তবে ওরা কলা ও আপেলগুলি জোর করে রেখে গেলো। আবার মা-মেয়ে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, কোনোদিন অমৃতসরে আসতেই হবে এবং তাদের বাড়িতে এক দুদিন থাকতে হবে।

আম্মী! আপনি পেরেশান হবেন না। লাহোরে আমাদের আরো অনেক কাজ থাকবে। দেখার জায়গা এতো আছে যে, আপনার অন্য কোনো শহরের দিকে যাবার ফুরসতই মিলবে না। গাড়ির হুইসেল বাজলো এবং ইউসুফ নিজের কামরার দিকে চলে গেলো।

কয়েকদিন পর ইউসুফ তার মাকে নিয়ে ঐতিহাসিক ইমারতগুলি দেখতে বের হলো। দুদিনে তারা দেখলো বাদশাহী মসজিদ, শাহী কেল্লা, জাহাংগীরের সমাধি সৌধ, চিড়িয়াখানা। পরে একদিন তারা শালিমার বাগ ভ্রমণ করছিল। কুদসিয়া

www.pathagar.com

বেগম লাহোরে প্রত্যেকটি সুন্দর ইমারতের মধ্যেও নিজের ছেলের কোনো না কোনো গুণ খুঁজে পাচ্ছিল।

দুপুরের খাবার সাথে করে এনেছিল। শালিমার বাগে খানা খাওয়ার পরে তারা এক জায়গায় ঘন গাছগাছালির ছায়ায় বসে আরাম করছিল। কুদসিয়া বেগম আচানক বলে উঠলো, বেটা যখন আমি শিশমহল দেখছিলাম, ভাবলাম কখনো এখানে শাহজাদা ও শাহজাদীরা থাকতো। বেটা লাহোর দেখে তুমি তো কখনো এ কথা চিন্তা করোনি যে, তুমি যদি কোনো বাদশাহের ঘরে জন্ম নিতে তাহলে তোমার বাপ-মা তোমার জন্য সবচেয়ে সুন্দরী শাহজাদী তালাশ করতো।

ইউসুফ আহত হৃদয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, আম্মীজান এ আপনি কি বলছেন! আপনি যদি কোনো কুঁড়ে ঘরে থাকতেন তাহলেও কারোর শাহীমহল দেখে আমার কোনো হিংসা হতো না। একথা বলতে গিয়ে তার দুচোখ ছলছল করতে লাগলো।

মা বেদনার্ত কণ্ঠে বললো, আরে বেটা তুমি তো মন খারাপ করে ফেললে। আমি তো এমনি মজা করছিলাম। কিন্তু বেটা আমি অবশ্যই দোয়া করি আমার ছেলের বউ হবে এমন একটি মেয়ে যাকে দেখে শাহজাদীরাও হিংসা করবে। তুমি একদিন বলেছিলে কখনো জালিন্ধর ওয়ালাদের ঠিকানা জানার চেষ্টা করবে। তারপর তাদেরকে চিঠি লিখবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাদের কথা তোমার মনে নেই।

আম্মীজান সময় হলে তাদের ঠিকানা যোগাড় করা আমার জন্য কঠিন হবে না।

বেটা সময় কবে হবে?

আম্মীজান, যখন আমি আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন করবো। প্রথমে আমার লেখাপড়া শেষ করবো। তারপর আমার নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন হবে। আর তারপর আপনি নিশ্চিন্তে শাহজাদী তালাশ করবেন।

বেটা, তোমার জন্য শাহজাদীরা তাদের ঘরে বসে থাকবে না। তাদের ঘর পর্যন্ত আমি পৌঁছে যেতে পারি এমন কোনো পথ কি তুমি বের করতে পারো?

আম্মীজান, আপনি যদি এতেই খুশি হন তাহলে আমি বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা দেবার মাঝখানে আপনাকে তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করে দেবো। বেশি ভালো হতো যদি আমি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আপনি এ বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিতেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে যাদেরকে দেখার জন্য আপনি অস্থির হয়ে পড়েছেন তারা নিজেরাই আমাকে খুঁজে বের করে নেবে।

www.pathagar.com

আপাতত আপনি কেবল এতটুকুই দোয়া করেন, তারা যেন আমাদের সাথে কেবল তখনই সাক্ষাত করে যখন সাক্ষাত করা তাদের ও আমাদের উভয় পক্ষের জন্য ভালো হয়।

বেটা, আমি একটি ছোট মেয়ে ও একজন বয়স্ক মহিলা সম্পর্কে তোমার মুখ থেকে যা শুনেছি তা থেকে আমার মনে কমপক্ষে এতটুকু ধারণা জন্মেছে যে, এই খান্দানের প্রত্যেকটি লোকই ভালো হবে।

আম্মীজান, আপনি যখন কাউকে ভালো বলবেন তখন আমি চোখ বন্ধ করে তাকে ভালো বলতে থাকবো। কিন্তু আপনিও যদি এখন থেকে দাদীজানের মতো করে ভাবতে শুরু করে দেন তাহলে আমি মহাসংকটে পড়ে যাবো। সময় এলে দেখবেন আমার প্রত্যেকটি কাজ আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই হবে।

বেটা, আমি তোমাকে দাদীজানের মতো পেরেশান করবো না। কিন্তু কেন জানি আমার বড় ভয় হচ্ছে। সময় বড় দ্রুত গড়িয়ে যায় এবং আমাদের সমস্ত স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। বেটা, যখন কখনো হঠাৎ আমার মনে এ ভাবনা জাগে যে আমার সময়ও একদিন গড়িয়ে যাবে তখন তোমার ব্যাপারে আমি বড়ই অস্থির হয়ে পড়ি। আমার মনে এ আশংকাও জাগে, আমার পরে তোমাকে হয়তো কোনো ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে।

আম্মীজান, আল্লাহর ওয়াস্তে এমন কথা বলবেন না। আমি আপনার পছন্দের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পরি না। আপনি কি পছন্দ এবং কি অপছন্দ করেন তা আমি বুঝি।

বেটা তোমার বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার আস্থা আছে। তুমি নিজের ব্যাপারে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে, আমার দিলে কখনো এ ধরনের চিন্তা আসা উচিত নয়। কিন্তু আমি একজন মা। ছেলের ব্যাপারে আমার মনে অনিষ্টকর চিন্তাভাবনা আসতে থাকে।

আম্মীজান, আমার ব্যাপারে আপনার মনে কোনো অনিষ্টকর চিন্তা আনবেন না। আমি দুনিয়ায় যা কিছু করতে চাই সেজন্য বিপুল হিম্মতের প্রয়োজন। আর আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনার দোয়ার বদৌলতে আমি বছরের পর বছর হিম্মত হাসিল করতে থাকবো।

আম্মীজান, আমি বিশ্বাস করি আপনি আমাকে দোয়া করার জন্য এক'শ বছর বেঁচে থাকবেন। আপনার সমস্ত স্বপ্ন সফল হবে। আমার ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি যে সব স্বপ্ন দেখি সেগুলির তাবীর আপনি দেখবেন।

বেটা, তুমি আবার আমাকে দাদীর মতো করে চিন্তা করার খোঁটা দেবে। কিন্তু তোমাকে একথা মানতে হবে, আমার সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্ন হচ্ছে আমি একবার আমার ভাবী পুত্রবধূকে দেখবো।

www.pathagar.com

আম্মীজান আপনি কেবল এ দোয়া করুন, আপনি যার আশায় বসে আছেন সে যেন আপনার সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে এবং আমাদের সবার জন্য আল্লাহর রহমত নিয়ে আসতে পারে। তবে এখনো সে কে এবং কোথায় আছে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন না। এই ধরনের বিষয়াদি বুযর্গদের নিজেদের দোয়ার পরে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। আমাদের কথা বলতে বলতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, এবার চলুন।

•

কলেজ খোলার পর ইউসুফ তার পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় নির্ধারিত করে নিয়েছিল। কিন্তু কথা সাহিত্য অধ্যয়ন করার জন্য ইতিপূর্বে যে সময়টা সে ব্যয় করতো সেটা এখন পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য ব্যয়িত হচ্ছিল। পত্রপত্রিকার জন্য প্রবন্ধও লিখতো সে। কলেজের বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণও করতো। সে ছিল কলেজের সিনিয়র ছাত্রদের সেই গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারা যাদের মন মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সে যে পরিমাণ ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিল তাতে মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে হিন্দুদের আক্রমণাত্মক সংকল্পের অনুভূতি তার মধ্যে জাগ্রত হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের রচনা ও বক্তৃতাগুলিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে একথা প্রকাশ করতো যে পাকিস্তান হাসিল করার ব্যাপারটি কারোর পছন্দ ও অপছন্দের ব্যাপার নয়। বরং এটা উপমহাদেশের মুসলমানদের জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপার। কংগ্রেসের বিগত কয়েক বছরের ইতিহাস ও রাজনীতি ছিল তার নখদর্পণে। সে যখন মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী শাসনের জুলুমের কাহিনী বর্ণনা করতো, শ্রোতা বা পাঠক অনুভব করতো যেন বিগত দিনের ঘটনাবলী তাদের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ইউসুফের আব্বা খবরের কাগজে তার লেখা পড়ে এবং লোকমুখে তার লেখার প্রশংসা শুনে খুব খুশি হতো। কিন্তু আমার ছেলে তার সামনে অগ্রসর হবার সর্বোত্তম সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলেছে একথা ভেবে তার মনে ক্ষোভ জন্ম নিতো। এখনো চাইলে ফউজ ও পুলিশে তার জন্য তরক্কির পথ উন্মুক্ত আছে। কিন্তু দুনিয়ার রুজি রোজগারের জন্য কিছু কাজও করতে হয় এখনো একথা তার বোধগম্য হয়নি। যখনি ইউসুফের উপস্থিতিতে এ ধরনের কোনো আলোচনা শুরু হয় সে নরোম সুরে একথা বলে আলোচনার ইতি টানে, 'আব্বাজী! এখন আমাদের প্রথম প্রয়োজন পাকিস্তান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ক্ষুদ্রতম কাজেও আমি আত্মিক প্রশান্তি লাভ করবো। কিন্তু হিন্দুর গোলামীর মধ্যে অবস্থান

www.pathagar.com

করে লাখ টাকা উপার্জন করলেও সেই সমৃদ্ধ জীবন আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও খারাপ হবে। আব্বাজান, আমি আপনার কাছে ওয়াদা করছি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আপনার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে।'

পরীক্ষার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে লাহোরের একটি পত্রিকা 'মুক্তির পথ' শিরোনামে তার একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ছবি সহকারে তিন কিস্তিতে প্রকাশ করে। সংবাদপত্র সম্পাদক লেখক পরিচিতি হিসেবে শুরুতে যে কথাগুলি লিখেছিল তাতে তার গ্রাম ও খান্দানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিল। এই সংগে একথাও লিখেছিল যে এই সর্বগুণ সম্পন্ন ছাত্রটি নৌকাচালনা, সাঁতার ও ঘোড়সওয়ারীতেও সুদক্ষ। পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে মানসিক যোগ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, কলেজের পড়াশুনার মাঝখানে অবসর পেলেই পাকিস্তানের স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে আশপাশের দেহাত এলাকায় চলে যায় বক্তৃতা করার জন্য।

যেদিন প্রবন্ধটির শেষ কিস্তি ছাপা হয় সেদিন ইউসুফ তার মাকে বলে, আম্মীজান! আমার মনে হচ্ছে আপনার একটি অনেক বড় আকাঙ্ক্ষা শিগগির পূর্ণ হতে যাচ্ছে।

বেটা, আমি তোমার প্রবন্ধ বারবার পড়ে থাকি। কিন্তু তুমি গাড়িতে যা করেছিলে এখানেও সেই একই নালায়েকী করে বসেছো। এটা পড়ে কেউ বুঝবে না আমরা লাহোরে কোথায় থাকি।

আম্মীজান! আমার কলেজ ঐ বাড়ির চাইতে অনেক বেশি পরিচিত। যদি কেউ শুধু আমার নাম ও ইসলামিয়া কলেজ লিখে পাঠিয়ে দেয় তাহলেও সে চিঠি আমি পেয়ে যাবো।

একদিন আবদুল করিম ও তার স্ত্রী মিষ্টি নিয়ে তাদের বাড়িতে এলো।

কুদসিয়া বললো, বোন! মিঠাইর জন্য শোকরিয়া। কিন্তু জানতে পারলাম না এ মুবারকবাদটা কিসের জন্য।

রশিদা বললো, আমরা লাহোরে নিজেদের নতুন কুঠির বুনিয়াদ রাখলাম তারই খুশিতে এ মিষ্টি দিতে এলাম। এ দালানের কাজ শেষ হয়ে গেলেই আমরা অমৃতসর ছেড়ে এখানে চলে আসবো। যে জমিন আমরা কিনেছিলাম সেখানে দুটি দালান সহজেই উঠতে পারে। এর একটা হবে আমিনার এবং অন্যটা আলী আকবরের।

কুদসিয়া বললো, বহিন! আপনারা আমাদের কাছে এসে পড়বেন এতো হবে অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার।

রশিদা বললো, আমিনার আব্বা আমিনার সাথে দুটি ওয়াদা করেছিলেন। একটি হচ্ছে আমিনার ম্যাট্রিক পাশের পর আমরা লাহোরে নিজেদের নতুন বাড়িতে চলে আসবো আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার পুরস্কার হবে নতুন একটি কার।

www.pathagar.com

আমার জন্য সবচেয়ে বড় খুশি হচ্ছে এই যে, আমার যখন মন খারাপ করবে আমিনাকে বলবো চলো মা তোমার খালার বাসা থেকে বেড়িয়ে আসি। কুদসিয়া বহু কষ্টে হেসে বললো, বহিন! আল্লাহ তওফীক দিলে সন্তানদের প্রত্যেকটি ভালো ইচ্ছা পূরণ করা আমাদের উচিত।

বোন, আমিনার মোটর চালাবার শখ খুব বেশি। পরীক্ষা মাথার ওপর না হলে আজই সে নিজেই মোটর চালিয়ে আমাদের এখানে আসতো। আমাদের নওকর ফজলদীন বলছিল ইন্সপেক্টর আবদুল আজিজ ইউসুফকে গুরুদাসপুরেই মোটর চালাবার ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেছিল এবং এখানে আসার আগেই মনে হয় সে যথেষ্ট শিখে ফেলেছিল।

বোন, ইউসুফ সব কাজ শিখে ফেলে অতি দ্রুত। তুমি তাকে দরিয়ায় কিশ্‌তি চালাতে দেখোনি। সে এত বেশি দক্ষতা অর্জন করেছে যে, মাঝিরাও পেরেশান হয়ে যায়।

রশিদা কিছুক্ষণ কথা বলার পর ফিরে যাবার ইরাদা করলো। কিন্তু কুদসিয়া তাকে এই বলে রুখে দিল, বোন! আমি আপনাকে খাবার সময় বিদায় করে দেবো এ কেমন করে হতে পারে? যাও সোগরা বৈঠকখানায় গিয়ে আমিনার আব্বুকে বলো আপনাকে খেয়ে যেতে হবে।

১৫

গত কয়েক সপ্তাহে নাসরীন কয়েকবার ফাহমিদাকে তাদের কোয়েটা থেকে অমৃতসর পর্যন্ত সফরের ঘটনাবলী শুনিয়েছে। এটা এমন একটা কাহিনী ছিল যা বারবার শোনার পরও ফাহমিদার আগ্রহে কোনো কমতি দেখা যাচ্ছিল না। লেখাপড়ার ফাঁকে একটু ভালো মুডে থাকলেই সে বলতো, হ্যাঁ নাসরীন শোনাও না তোমার ইউসুফ ভাইয়া সেই দৈত্যাকার অসভ্য মাঝিটাকে কিভাবে এক থাপ্পড়ে কাত করে দিয়েছিল? আর তোমার ইউসুফ ভাই সাহেব ট্রেনের কামরায় সেই ভয়ংকর বাগদিকে কিভাবে শায়েস্তা করেছিল? আচ্ছা নাসরীন বলতো দেখি যদি সেই সাপ তোমরা দেখতে পেতে যা তোমার ইউসুফ ভাইজান গাছের ডালে ঝুলে থাকতে দেখেছিল, তাহলে তোমরা কি করতে? জবাবে নাসরীন সেই ঘটনাগুলি আবার নতুন করে বর্ণনা করতো। আর প্রত্যেক বারের বর্ণনায় নিজের বুদ্ধিমত্তা ও বর্ণনা কৌশলের মাধ্যমে সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতো।

www.pathagar.com

সাধারণভাবে দু'বোন উপর তলার প্রশস্ত কামরাটায় থাকতো। ফাহমিদা নিজে ছিল পরিশ্রমী এবং নাসরীনকে দিয়েও পরিশ্রম করিয়ে নিতো। কিন্তু রাতের বেলা লেখাপড়া শেষে তারা খোশ গল্প করার সময় পেতো। তখন এদিক সেদিকের বিভিন্ন ঘটনা, সংবাদপত্র বা রেডিওর খবর সম্পর্কে ছোটখাটো আলোচনার পর তারা ইউসুফের কথা আলোচনা অবশ্যই করতো।

একদিন নাসরীন বললো, আপামনি! আমি স্কুলের কাজ শেষ করে ফেলেছি আর এখন ছুটিও প্রায় শেষ হবার পথে। যদি আপনার ইউসুফ ভাইজানের পছন্দের কোন বই পড়ার শখ থাকে তাহলে তা পেতে পারেন।

কিভাবে পেতে পারি?

আপাজী ভাই যে থলেটি ভুলে রেখে গিয়েছিলেন তার মধ্যে রয়েছে চারটি কিতাব। এগুলি মনে হয় কোনো ভালো উপন্যাস। আরো আছে একটা বড় সাইজের খাতা। সেটা তার নিজের হাতের লেখায় ভরা। আপাজান! আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, এমন কোনো কিতাব যা অন্যের আমানত, তার অনুমতি ছাড়া কি তা পড়া যেতে পারে?

আমি তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।

আপাজী! আমি তার থলে খুলে খাতার কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে ফেলেছিলাম। তারপর আমার মনে হয়েছিল, যদি ভাইজান জানতে পারে আমি লুকিয়ে তার কিতাব পড়েছি তাহলে হয়তো তিনি রাগ করবেন আর হয়তো আল্লাহও আমার প্রতি নারাজ হবেন। আমি আর পড়িনি।

ফাহমিদা আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, নাসরীন তোমার ভাইজান যদি এত ভালো হন তাহলে তিনি কোনো ভালো কথাই লিখে থাকবেন। তাই তিনি যদি তোমাকে পড়তে মানা না করে থাকেন তাহলে তুমি পড়তে পারো।

আপামনি! ভাইজানের কথা আমার পক্ষে বুঝে ওঠা বেশ কঠিন মনে হয়েছে। হয়তো আপনি ভালো বুঝতে পারবেন।

আচ্ছা কই বের করতো দেখি। সে পাণ্ডুলিপি কোথায়? আমি দেখছি তোমার ভাইজান লিখতেও পারেন কিনা?

আপামনি, এখনি আসছি। নাসরীন দৌড়ে গেলো পিছনের কামরায়। সেখান থেকে পাণ্ডুলিপির খাতাটি বের করে আনলো।

নিন আপাজান! আমি ভাইজানের থলে আলমারিতে হেফাজত করে রেখেছি। আপনি যদি তাঁর এ কিতাবটি পছন্দ করেন তাহলে আশা করা যায় তাঁর আরো চারটি ইংরেজী কিতাবও পছন্দ করবেন। সেগুলি তাঁর থলের মধ্যে রয়েছে।

www.pathagar.com

ফাহমিদা পাণ্ডুলিপি খুলে প্রথম পৃষ্ঠার ওপর হালকাভাবে একবার চোখ বুলালো। আর তারপর পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করে দিল। নাসরীন তার বোনের চেহারার দিকে তাকিয়েছিল। তার চেহারা খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠছিল। আধ ঘন্টা পর্যন্ত ফাহমিদা যখন তার দিকে তাকালো না তখন সে বললো, আপাজান, আমি আপনার জন্য গরম দুধ আনছি।

ফাহমিদা মুখে কিছু না বলে কেবল হাতের ইশারা করলো। নাসরীন দৌড়ে নিচে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে দুধের গ্লাস নিয়ে ফিরে এলো। দুধ পানের মাঝখানে পড়ায় ক্ষান্ত ছিল না। এক হাতে দুধ পান করছিল এবং অন্য হাতে পাণ্ডুলিপির পাতা ওলটাচ্ছিল। নাসরীন তার সামনে একটি চেয়ারে বসে তার চোহরার পটপরিবর্তন লক্ষ্য করছিল।

দেখতে দেখতে যখন তার চোখে ঝিমুনি আসলো, সে বললো আপাজান। আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। বাকিটা আগামীকাল পড়ে নেবেন। ফাহমিদা হাত বাড়িয়ে তার বাহু ধরে বললো, এদিকে এসো নাসরীন। নাসরীন এগিয়ে এলে পাণ্ডুলিপি একদিকে রেখে দিয়ে তাকে টেনে নিজের কোলে তুলে নিল এবং আদর করে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো, নাসরীন! তুমি এসেই এ পাণ্ডুলিপি আমাকে পড়তে দিলে না কেন?

আপামনি, আমি জানতাম না এটা আপনার এত ভালো লাগবে।

তুমি যদি এর কয়েক পৃষ্ঠা পড়তে তাহলে এতদিনে এ পুরো পাণ্ডুলিপিটি কয়েকবার পড়ে ফেলতে। যদি তোমার ঘুম এসে থাকে তাহলে শুয়ে পড়ো। নয়তো আমি তোমাকে শুরুর কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে শোনাচ্ছি।

নাসরীন তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আপাজান আপনার আল্লাহর দোহাই আমাকে কিছু শোনান। ফাহমিদা তার বোনকে আগামী দিনের একজন ঔপন্যাসিকের রচনা শোনাতে লাগলো।

আমি যখন আমার অতীতের দিকে পেছন ফিরে তাকাই আমার দৃষ্টি মাস পেরিয়ে বছরের পর বছরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অতিক্রম করে। আমার পায়ের নিশানী জীবনের এমন এক প্রান্তে গিয়ে থেমে যায় যেখান থেকে আমার চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। স্বপ্ন ও বাস্তবের সেখানে মাখামাখি। কখনো আমি অনুভব করতে থাকি বাতাসের দোলায় গ্রামের গাছগাছালিতে সৃষ্ট আমার কানে ঝংকৃত হতো তার বিচিত্র রাগিনী।

www.pathagar.com

রাতে যখন আমরা খেলা করতাম, এদিক ওদিক না দেখেই ঠিক বুঝতে পারতাম আমি ওমুক ওমুক গাছের তলায় বা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি।

একটা পাখি ডাকা ছায়া ঢাকা ছোট্ট গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামের পূর্ব দিকে বরফ ঢাকা উঁচু উঁচু পর্বত শ্রেণীর এক দীর্ঘ সিলসিলা দেখা যেতো। দক্ষিণে ছিল ঐতিহাসিক নিম্নভূমি। বর্ষা মওসূমে সেদিকে সমস্ত ঝিল ও হাওড় ভরে যেতো। দূর দূরান্ত পর্যন্ত থৈ থৈ করতো পানি। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো পানি। সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে লাল আভা ছড়িয়ে পড়তো সূর্যের কাছাকাছি বহুদূর পর্যন্ত। কাংড়ার বরফাবৃত পাহাড়গুলোয় তা প্রতিবিম্বিত হয়ে সেগুলিকে উঁচু উঁচু সোনার স্তূপে পরিণত করতো। অন্যদিকে তা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরাশি পানির উপরিভাগে এমন এক সোনা ঝিলমিল আভরণ তৈরি করতো যা দেখে হৃদয় জুড়িয়ে যেতো। আমার মনে হতো পাহাড় যেন কখনো নিকটে চলে আসছে আবার কখনো দূরে সরে যাচ্ছে।

বরফ গলে যাবার পর এ পাহাড়গুলির চেহারা বদলে যেতো। বরফ গলে যাবার পর আবার তাদের আসল আকৃতিতে ফিরে আসতো। গরমের দিনে যখন প্রবল বর্ষণ হতো তারপর হঠাৎ রোদ ঝলমল করতো তখন বিকালের দিকে মনে হতো যেন পাহাড় দৌড়ে আমাদের অনেক কাছে চলে এসেছে। আমরা পাহাড়ের ভেতর নতুন নতুন গুহা ও শৃংগ দেখতে যেতাম।

আকাশে যখন মেঘের আনাগোনা বেড়ে যেতো, সাধারণত দেখা যেতো পূর্ব থেকে পশ্চিমে তারা ছোটাছুটি করছে। যতদিন তাদের কাফেলা আকাশ পথে চলতে থাকতো ততদিন বৃষ্টি হতো। দীর্ঘদিন বৃদ্ধদের একথায় আমি বিশ্বাস করতে থেকেছি যে, এই মেঘেরা ঘোড়া, হাতি ও উট হয়ে পাহাড়ে চলে যায়, সেখানে ঝরনা ও হ্রদের ঠাণ্ডা পানি পেট ভরে পান করে তারপর মাঠে ময়দানে এসে সেগুলি ঢেলে দেয়।

আমি ভাবতাম সত্যিই যদি এই মেঘগুলি ঘোড়া, হাতি ও উট হতো তাহলে কতই না মজার হতো। ওদের পিঠে সওয়ার হয়ে পাহাড় পর্বত ভ্রমণ করে আসতে পারতাম। তারপর একটু বড় হয়ে বইয়ে পড়লাম সাগর থেকে পানি বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে। তারপর মেঘের আকারে বাতাসে ভাসতে ভাসতে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে বৃষ্টি বর্ষণ করে। তখন শিশুকালের পুরাতন কথাগুলি মনে করে হাসি পেতো। এই সাথে এ দুনিয়ার জ্ঞান আমার যতই বেড়ে যাবে ততই এর অসংখ্য রহস্যময় বিষয় আমার মনের পাতা থেকে উধাও হয়ে যাবে। আর আমার যে গ্রামকে আমি পুরো দুনিয়া মনে করতাম সেটা ছোট ও সংকুচিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে একটি বিন্দুতে পরিণত হবে। একথা যখনই ভাবতাম, আমার মন খারাপ হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঝিল পেরিয়ে সারি সারি বিশাল বিশাল গাছের এক দীঘল বন। লোকেরা এই বনের গাছগুলির নাম দিয়েছিল পরদেশী গাছ। এগাছগুলি এক মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া এলাকা জুড়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে ছিল। এলাকায় আর কোথাও এধরনের গাছের কোনে নাম নিশানা পাওয়া যায়নি। আমি আমাদের নিজেদের জেলায় এবং এ জেলা পেরিয়ে দূর দূরান্তে কোথাও এই ধরনের বা এর সদৃশ কোনো গাছের দেখা কোথাও পাইনি। এই পরদেশী গাছগুলি সম্পর্কে আমারই মতো গ্রামের প্রত্যেকটি শিশু কিশোর এই কাহিনী শুনেছিল যে, রাতের শেষ প্রহরে এক মহিলা তার চাক্কিতে আটা পিশছিল। হঠাৎ জালানার বাইরে প্রভাতের ঝাপসা আলো অন্ধকারে দেখলো সে বড় বড় গাছেরা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ভেগে আসছে।। বাইরে বের হয়ে সে দোহাই পাড়তে লাগলো, 'ওরে মানুষজন কে কোথায় আছো বাইরে বের হয়ে দেখো কি কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে! অনেক বড় বড় গাছ সব ভেগে চলে যাচ্ছে। এদের থামাও। নয়তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। ছোট গাছেরাও যদি এদের পেছনে পেছনে চলে যায় তাহলে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে। একটাও গাছ আর থাকবে না এখানে। গাছেরা তার চিৎকার ও হা হুতাশ শুনে যে যেখান পর্যন্ত পৌছেছিল সেখানেই থেমে গেলো।

সকালে পরিষ্কার আলোয় লোকেরা গ্রামের আশেপাশে বিপুল সংখ্যক নতুন ধরনের গাছের সারি দেখলো। তারা চাক্কি ওয়ালী মহিলার কথা বিশ্বাস করলো যে অন্যদেশ থেকে গাছগুলি পালিয়ে এখানে চলে এসেছে। তখন থেকে এগুলির নাম হয়ে গেলো পরদেশী গাছ। এগাছগুলির বয়সের ধারণা করা হতো এভাবে যে, যেসব লোকেরা শিশুকাল তাদের বাপ দাদাদের থেকে এ কাহিনী শুনেছিল তারাও বুড়ো হয়ে গিয়েছিল।

এলাকার হিন্দুরা দেবতা জ্ঞানে ঘটা করে পরদেশী গাছগুলিকে পূজা করতে যেতো। এ গাছগুলির ডালপালা কাটার সাহস কেউ করতো না। চারদিক থেকে পথ এসে পরদেশী গাছগুলির ভিতরে সংযুক্ত হয়েছিল। এই পথগুলির মধ্য থেকে একটি পথের ওপর দিয়ে দিনের বেলা টাংগা চলতো। কিন্তু সন্ধ্যের পর খুব কম লোকই পরদেশী গাছের ধারে কাছে যাবার সাহস করতো। বরং বাইরে থেকে চক্কর কেটে বের হয়ে আসতো। আজ পর্যন্ত পরদেশী গাছগুলি কেউ সঠিকভাবে গণনা করতে পারেনি, এধরনের একটা কথা লোক মুখে খুব বেশি শোনা যায়। বলা হয়, একবার গণনার পর যদি আবার গণনা করা হয় তাহলে ভিন্ন সংখ্যা দাঁড়াবে এবং এমনি প্রত্যেক বারেই হবে।

একবার আমাদের স্কুলের মাস্টার সাহেবরা গাছ গণনা করার জন্য ছাত্রদের নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। প্রত্যেক গাছের নিচে একজন ছাত্রকে বসিয়ে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

গাছের সারি থেকে আলাদা যে তিন চারটি গাছ ছিল সেগুলিকে আলাদা করে গণনা করা হয়েছিল। তারপর স্কুলের ছাত্রদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে গণনা করা হলো। তাদের ধারণা ছিল গাছের সংখ্যা এক'শ এর বেশি হবে। ছাত্রদের দ্বিতীয়বার নম্বর লাগিয়ে গাছের দিকে পাঠানো হলো। এবার ঘটনাক্রমে এক ব্রাহ্মণের ছেলে বমি করতে লাগলো। হিন্দু শিক্ষকেরা শোরগোল করতে লাগলো, দেবতা নারাজ হয়ে গেছে। ভাগো এখান থেকে ভাগো! কিছু ছেলে পালিয়ে গেলো। ওদিকে মুসলমান মাস্টার সাহেব বললো, চলো আগামীতে আমরা তারকোল নিয়ে আসবো। প্রত্যেকটি গাছের গায়ে ছাল ছাড়িয়ে তারকোল দিয়ে নম্বর লিখে দেবো। তারপর দেখবো ভুল হয় কেমন করে। একথা গ্রামের লোকেরা শুনলে হিন্দুরা আপত্তি তুললো। তারা বললো, এগাছগুলি আমাদের দেবতা এবং দেবতার ছাল তুলে তারকোল লাগানো পাপ। আমরা এমন কাজ কখনোই করতে দেবো না।

বয়োবৃদ্ধ শিখ গিয়ানী করতার সিং এলাকার সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমানদের ডেকে নিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে বললো, দেখো। এই গাছগুলি অনেক পুরাতন। কিন্তু এগুলিতে কোনো ফল হয় না যা মানুষ বা জীব-জানোয়ার খেতে পারে। আর এদের কাঠও কোনো কাজে লাগে না। এদেরকে দেবতা মনে করা এক নম্বরের বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এসো আমরা এগুলি কেটে ফেলে এই জায়গায় ফলদার বা ভালো জাতের কাঠের গাছ লাগাই।

একজন প্রভাবশালী হিন্দু নেতা পণ্ডিত বিদ্যারাম উঠে বললো, কার এমন বুকের পাটা আছে যে এই গাছগুলি কাটার সাহস করবে?

মসজিদের ইমাম মৌলবী মুহাম্মদ শফী দাঁড়িয়ে বললো, তিনদিনের মধ্যেই আমি এই সমস্ত অপয়া গাছ কেটে ফেলার দায়িত্ব নিচ্ছি। কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে, যারা এদেরকে দেবতা মনে করে তাদের একটুকরো কাঠও দেয়া যাবে না।

এ সময় পণ্ডিত দীননাথ সেখানে পৌঁছে গেলো। সে বললো, দেখো ভাইয়েরা! আমাদের সৌভাগ্য গাছগুলি পালিয়ে অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়ে যায়নি, এই পবিত্র ধরিত্রীর বুকে থেমে গিয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বাপ দাদাদের বাপ দাদারা তখন এদের সেবা করার জন্য এখানে উপস্থিত ছিল। এগাছগুলি আমাদের দেবতা। কোনো কৃষ্ণদাসী মহিলার আওয়াজ শুনে এ জমিন তারা পছন্দ করেছিল। কাজেই এটা তো এ দেবতাদের মন্দির।

গিয়ানী করতার সিং বললো, এটা তুমি এজন্য বলছো যে, এ জমিটা সরদার পূরণ সিং ও সরদার মংগল সিংয়ের মালিকানায় আছে। যদি তোমার

www.pathagar.com

মালিকানাধীন হতো তাহলে তুমি কবে এই অপয়া গাছগুলি কেটে সাফ করে ফেলতে এবং এখানে তৈরি করতে কোনো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্ম।

অপয়া শব্দ প্রয়োগে হিন্দুরা ক্ষেপে গেলো এবং গাছ কাটার ব্যপারটা আর সামনে এগুতে পারলো না।

ছোটবেলায় পরিবারের লোকদের আমি খুবই প্রিয় ও আদরের ছিলাম। সমগ্র পরিবারে আমাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হতো। বড়রা আমাকে কোলে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। আমার চারদিকে সব সময় ছোট বাচ্চাদের ভীড় জমে থাকতো।

রাতে শোবার সময় আমার বোনদের সাথে সাথে পরিবারের অন্য মেয়েরাও আমার চারপাশে জমা হয়ে যেতো। তারা আমার কাছে গল্প শোনার জন্য আসতো। আমি দাদীজানের মুখে যেসব কাহিনী শুনতাম সেগুলি সামান্য রদবদল ও মাঝাঘসা করে তাদেরকে শোনাতাম। তারপর দাদীজান আসতো। আমাকে কোলে করে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতো। আম্মীজান অনেক দেরিতে বাবুর্চিখানা থেকে বের হতো এবং আমি আধো ঘুমের মধ্যে তার ইন্তিজার করতাম। আম্মীজান না এলে আমার চোখে ঘুম আসতো না। কিন্তু আমি এটা প্রকাশ করতাম না। ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতাম। আমার শ্রবণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। না দেখেই আমি সব বুঝতে পারতাম কোথাই কি হচ্ছে। আমি বুঝতে পারতাম আম্মীজান অযু করছেন তারপর গায়ে চাদর জড়িয়ে আমার কাছে আসছেন। আমি শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে একথা প্রকাশ করতে চাইতাম যে, আমি ঘুমিয়ে আছি। আম্মী আমার মাথায় হাত রেখে বলতেন, আরে আমার সোনা আমার আদর না নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লো! আমি কোনো জবাব দিতাম না। তিনি ঝুঁকে পড়ে আমার কপালে চুমু দিতেন এবং বলতেন, আরে ইউসুফ তুমি কি সত্যিই ঘুমুচ্ছো? আমার প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল তোমার চোখ খোলা আছে। আচ্ছা বেটা ঘুমাও।

প্রদীপের আলোয় আমি তাঁকে নামায পড়তে দেখতাম। তারপর আমার দুচোখে ঘুমের পরীরা ঝাঁপিয়ে পড়তো। সকালে দাদাজান মসজিদ থেকে নামায পড়ে এসে আমাকে তুলে তার বিছানায় নিয়ে যেতেন। তিনি আমাকে কোলে নিয়ে বারবার এ দোয়া করতেন হে আল্লা! আমার নাতিকে নেকী ও পবিত্রতা দান করো। কখনো তিনি আমার দাদীকে বলতেন, হাজেরা! এদিকে এসো, ভালো করে দেখোতো, ইউসুফের কপালে আমি কিছু আলো দেখতে পাচ্ছি। একথা তিনি ইন্তিকালের আগে যখন আমি বড় হয়ে গিয়েছিলাম তখনো বলতেন।

www.pathagar.com

ছেলেবেলার একটা কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। শীতকালে রাতের শেষ প্রহরে বাড়ির মেয়েরা জেগে উঠতো। একটা বড় প্রশস্ত কামরায় সবাই যার যার চরকা নিয়ে বসে পড়তো। সুতা কাটার প্রতিযোগিতা চলতো। চরকার আওয়াজের সাথে মিশে যেতো তাদের মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ। আমি কখনো ধরতে পারতাম না তারা কি গান গাইছে। তবে চরকার ধ্বনির সাথে মিলে তাদের কণ্ঠ যে রাগিনী সৃষ্টি করতো তা আমার মনের সেতারে আজো বাজে।

রাতের শেষ প্রহরে তাজদীন ধুনিয়া যখন তুলা ধুনা শুরু করতো সবার কানে বাজতো সে আওয়াজ ও ধুন ধুন ধুনিয়া! ধুন ধুন ধুনিয়া! সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনতো। কখনো আচানক আমার ঘুম ভেঙে যেতো। আমি শুনতে পেতাম এক রহস্যময় যোগীর যোগ সাধনার সংগীত লহরী সে সুর আমাদের গ্রামের এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে অন্য প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যেতো। সে সংগীতের সুর ধ্বনি আজো। আমার কানে বাজে ঃ

'সখা তুমি নিয়ে যাও প্রাণ পিয়ারে
সখা তুমি নিয়ে যাও.......'

এই যোগী সম্পর্কে নানান অদ্ভূত রহস্যময় কথাবার্তা শোনা যেতো। যেমন তাকে দেখে কুকুররা ঘেউ ঘেউ করা বন্ধ করে দিতো। ছেলেরা বলাবলি করতো, কেউ তাকে কোনোদিন দেখেনি। রাতের আঁধারে সে আসতো এবং আঁধারেই চলে যেতো।

একদিন আমার খুব জ্বর হয়েছিল। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব শুরু হয়ে গিয়েছিল। আব্বাজান এক গাদা কুইনিন বড়ি এনে ঘরে রেখে দিয়েছিলেন। আমার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করে বলে গিয়েছিলেন জ্বর এলে যেন দেরি না করে কুইনিন খাইয়ে দেয়া হয়। জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমলে এমনিতেই প্রতি সপ্তাহে একটা করে বড়ি খেতে হতো। একদিন আমি কোনোক্রমেই বড়ি গিলতে চাইলাম না। আম্মীজান চাচা শের আলীর শরণাপন্ন হলেন। চাচা আমার কাছে এসে বলতে লাগলো, বেটা ইউসুফ! তুমি কয়েকবার আমাকে বলেছো তুমি যোগীকে দেখতে চাও যে রাতের বেলা গান গাইতে গাইতে আসে আবার চলে যায়।

হ্যাঁ, আমি তাকে দেখতে চাই চাচাজী! কিন্তু সবাই বলে তাকে নাকি দেখা যায় না।

দেখো বেটা, তুমি তাকে দেখতেও পাবে এবং সে তোমার সাথে কথাও বলবে আর তারপর তুমি গ্রামের সমস্ত ছেলেদের সামনে গর্ব করে বলতে পারবে, আমি সেই যোগীর সাথে কথা বলেছি। কিন্তু বেটা এখানে আমার একটা শর্ত আছে। সে শর্ত হচ্ছে, তোমাকে এখনি একটি বড়ি খেয়ে নিতে হবে, ঠিক এভাবেই বলে চাচাজী মুখ হাঁ করে মুখের মধ্যে পানি ঢেলে দিল এবং তার মধ্যে টুপ করে ফেলে দিল একটা বড়ি, তারপর সেটা গিলে ফেললো।

www.pathagar.com

আমি বললাম, চাচাজান! ঠিকতো, আপনি ওয়াদা করছেন?

হ্যাঁ, আমি ওয়াদা করছি।

আমি বড়ি মুখে ফেলে পানির সাথে গিলে নিয়ে বললাম, চাচাজান! আপনি বললে আরো একটা বড়ি খেয়ে নিতে পারি।

এবার এক গ্লাস দুধ পান করো বেটা। আমি দুধ পান করলে চাচা বললেন, বেটা আর এক গ্লাস পান করো। আর নয়তো কমপক্ষে আধা গ্লাস। বেশি দুধ পান করলে তোমার জ্বরও আর আসবে না ফলে যোগীকেও ভালোভাবে দেখতে পাবে।

এ কেমন করে হবে চাচাজান?

এটা এভাবে হবে যে, তোমার চোখে জ্বরের কোনো প্রভাব থাকবে না ফলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়ে যাবে।

আমি আরো এক গ্লাস দুধ পান করে শুয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যায় আমার জ্বর ছেড়ে গেলো। এরপর চাচাকে খুশি করার জন্য আমি আরো একটি বড়ি খেয়ে ফেললাম এবং অনেকটা দুধও পান করলাম। তারপর আমি সবাইকে বলে দিলাম আজ চাচাজান আমার কাছে থাকবেন। নয়তো আমার জ্বর আবার এসে যাবে।

রাতের তৃতীয় প্রহরে আমি আরামে ঘুমাচ্ছিলাম। শের আলী চাচা আমার শিয়রে এলো। আমাকে জাগিয়ে তুলে বললেন, আমার সাথে এসো। আমি কোনো কথা না বলে তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। গলির বাইরে এসে আমরা বটগাছের নিচে দাঁড়ালাম। তখনি আমি শুনলাম দূর থেকে ভেসে আসছে সেই কণ্ঠ।

'সখা তুমি নিয়ে যাও প্রাণ পিয়ারে,
সখা তুমি নিয়ে যাও.......'

গ্রামের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছিল। এখন আওয়াজ যতই কাছে আসছিল কুকুরগুলোরও গলার জোর যেন বেড়ে যাচ্ছিল। তারপর চাচাজী আমার বাহু ধরে টেনে গাছের পেছনে লুকিয়ে রেখে বললেন, এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো। চাচা নিজেও গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলো।

যোগীর হাতে ছিল বল্লম। তার ফলায় ঝুলছিল কয়েকটা ত্যানা। গান গাইতে গাইতে যখন সে আমাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল, চাচাজী এক হাত দিয়ে তার একটি বাহু এবং অন্য হাত দিয়ে ঘাড় চেপে ধরলো এবং মুখে বললেন, থামো ভয় পেয়ো না! আমি শের আলী।

চৌধুরী শের আলী।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, ইয়ার! তোমার সাথে আজই যদি দেখা করার প্রয়োজন না হতো তাহলে লোক মারফত খবর পাঠিয়ে দিতাম। এই দেখো না আমার এই ভাতিজা তোমাকে দেখার জন্য বেচইন হয়ে আছে। ইউসুফ এখানে এসো। যোগীকে ভালো করে দেখে নাও। তুমি এর সাথে হাত মিলাতেও পারো। কথাও বলতে পারো। সে আমার দোস্ত। আমি এগিয়ে গিয়ে যোগীকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখলাম। তারপর তার সাথে মুসাফাহা করলাম। তাকে বললাম, চাচাজান যদি আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকেন তাহলে আমি সেজন্য খুবই দুঃখিত।

না, বেটা! তোমার চাচাজান আমার দোস্ত।

আপনি কোথায় থাকেন?

একথা এখন আমি তোমাকে বলবো না। তবে যখন তুমি তোমার চাচার মতো বড় হয়ে যাবে তখন জানতে পারবে আমি কোথায় থাকি। চৌধুরীজী! তোমার ভাতিজার সাথে মিলে বড়ই খুশি হলাম। এবার অনুমতি দিলে আমি এখান থেকে দ্রুত ভাগতে পারি। হ্যাঁ, তুমি যাও।

'সখা তুমি নিয়ে যাও প্রাণ পিয়ারে

সখা তুমি নিয়ে যাও..........'

বলতে বলতে সে বল্লম দুলিয়ে চলে গেলো। কিন্তু কুকুরগুলি এবার চুপ হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলাম। আব্বাজান বাড়িতে ছিলেন না। স্থানীয় হেকিম ও সন্ন্যাসিরা ঠিক করলো জ্বর কমাবার জন্য আমার শরীরের রক্ত কমিয়ে দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আমার গায়ে সিংগা বসাতে হবে।

যখন আমার চোখে পট্টি বাঁধা হচ্ছিল তখনো আমি জানতাম না আমার গায়ে সিংগা লাগানো হবে। কিন্তু পট্টি বাঁধার পর একজন শক্ত করে আমাকে চেপে ধরলো। তখনই আমি শুনলাম যারা সিংগা লাগাবে তাদের কথাবার্তা। হঠাৎ আমার প্রতিরক্ষা চেতনা জাগ্রত হলো এবং আমি চোখ থেকে পট্টি টান দিয়ে খুলে ফেললাম। এ সময় আচানক চাচা শের আলী দৌড়ে এলেন। বললো, ভাইজান আসছেন এবং ডাক্তারকেও সংগে করে আনছেন। একটি সিংগা আমার হাঁটুর ওপর ইতিমধ্যে বসে গিয়েছিল। চাচাজী দ্রুত হাত দিয়ে পেঁছিয়ে ধরে পাক দিয়ে সেটা খুলে ফেললো এবং দূরে ছুঁড়ে দিলো। যারা সিংগা লাগিয়েছিল তাদের পিঠে কশে থাপ্পড় দিয়ে বললো, যাও ভাগো এখান থেকে ভাগো। নয়তো জুতোর বাড়ি খাবে।

ডাক্তার সাহেব দুদিন আমাদের বাড়িতে থাকলেন। ইত্যবসরে আমার জ্বর, যাকে ডাক্তার টাইফায়েড বলে চিহ্নিত করেছিলেন ছেড়ে গিয়েছিল। যাবার সময়

www.pathagar.com

তিনি তাকিদ করে গিয়েছিলেন যে, আমাকে তিনদিন কেবল দুধ এবং দুদিন খুবই হালকা খাবার দিতে হবে।

গ্রামের উত্তর পূর্ব দিকে সাঁই বুঢ়া শাহের দরগাহ ছিল। সেখানে একটি কবর ছিল তার ডাইনে বাঁয়ের দুটি সাধারণ কবর থেকে তিনগুণ বড়। সে কবরটি সম্পর্কে বলা হতো। সেখানে সাঁই জামাল শাহ শায়িত আছেন। তিনি ছিলেন বুঢ়া শাহের পরদাদা। অন্য কবরগুলি ছিল বুঢ়া শাহের বাবার ও দাদার। লোকেরা দূর দূরান্ত থেকে এসে জামাল শাহের মাজারে সিন্নি দিয়ে যেতো। সাধারণভাবে তাকে বড় সাঁই বলা হতো।

সাঁই বুঢ়া শাহের একটি অত্যতম গুণ ছিল এই যে, তিনি একজন ভালো কৃষক ছিলেন। দরগার সাথে লাগোয়া তার দশ একর জমিতে এত সবজি উৎপন্ন হতো যে, আশপাশের গ্রামের লোকদের শহরে গিয়ে সবজি কিনে আনতে হতো না। বুঢ়া শাহের ক্ষেতের করলা তার অস্বাভাবিক সাইজের কারণে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের বুযর্গ বাবা জামাল শাহের উরস হতো জুন মাসে। এ সময় করলার বিপুল উৎপাদন হতো। ভক্তদেরকে রুটির সাথে পরিবেশন করা হতো সরিষার তেলে ভাজা করলা। একবার এক মস্তান ভাং-এর নেশায় বিভোর হয়ে তার রুটির পাশ থেকে মস্তবড় একটা করলা হাতে নিয়ে হাত নাড়িয়ে নারা বুলন্দ করলো ঃ

'দম দম করলা বুঢ়া শাহ দামেলা।' এরপর থেকে এই শ্লোগান এই মেলায় বিশেষ করে ছোটরা মুখে মুখে গাইতে থাকলো। বুঢ়া শাহ সম্পর্কে সবাই জানতো লোকদের বিশেষ করে মেয়েদের ওপর থেকে জিন, ভূত ও সবরকমের প্রেতের আছর দূর করার ব্যাপারে তার জুড়ি ছিল না। রোগী বা রোগীনীকে দেখেই বুঢ়া শাহ বলে দিতো পারতো তার ওপর কোন ধরনের আছর পড়েছে। গ্রামে তার একজন মুরিদ ছিল পিরান দাতা চৌকিদার আর দ্বিতীয় জন ছিল আল্লারাখ্খা মুচি। সে বহু দূর দূরান্তে তার পীরের গুণকীর্তন করে আসতো। আর সাঁই বুঢ়া শাহেরও তাদের প্রতি মেহেরবানী ছিল। কাজেই তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নজরানা পিরান দাতা ও আল্লারাখ্খার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতো। সাঁই বাবার চিকিৎসা পদ্ধতির চাক্ষুষ সাক্ষী হতো সব সময়ই তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তবৃন্দ। জিন-প্রেতগ্রস্ত রোগীদেরকে যে কুঠরীটার মধ্যে শায়িত করা হতো, জিন বা প্রেতাত্মা বের হয়ে যাবার সময় অন্যদের জন্য তার দরোজাটা বন্ধ করে দেয়া হতো এবং একমাত্র বুঢ়া শাহের মুরিদই বলতে পারতো জিন, ভূত বা প্রেতাত্মা কিভাবে চলে যায়।

সাঁই বুঢ়া শাহ বাঁশের একটা মোটা ফাঁপা ডাণ্ডা হাতে নিয়ে কোনো অজানা ভাষার শব্দাবলী আওড়াতো এবং তারপর ডাণ্ডা উঠিয়ে গর্জন করে গুরু গম্ভীর স্বরে বলতো। 'ও কালামুখো! তোকে আমি চিনে ফেলেছি। ইতিপূর্বেও তুই কয়েকবার ওয়াদা করেছিলি আগামীতে আর এ এলাকার কাউকে কষ্ট দিবি না। এখন ভাগ

www.pathagar.com

এখান থেকে। নয়তো তোকে পুড়িয়ে একদম ভস্ম করে দেবো। ওদিকে প্রেতাত্মার মুখ থেকে কারোর জবাব শোনা যেতো ঃ আমি যাবো না যাবো না যাবো না। তুমি আমার সুখ শান্তি ছিনিয়ে নেবার কে?

বুঢ্ঢা শাহ ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে বাতাসে ডাণ্ডা ঘোরাতো, আরো উচ্চস্বরে কোনো মন্ত্র পাঠ করতো এবং তারপর ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে চিৎকার করতো, আমি তোকে হুকুম দিচ্ছি এখনি বের হয়ে যা এখান থেকে। নয়তো তোকে জমিন থেকে একেবারে পাতালে পৌছিয়ে দেবো। সেখান থেকে তোর চিৎকারও কেউে শুনতে পাবে না। অন্ধকারে তুই ভয়ংকর সাপ-বিচ্ছুদেরকেও দেখতে পাবি না যারা দমে দমে তোকে দংশন করতে থাকবে।

তখন রোগীর কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকবে ঃ

বাবাজী! আপনি এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাবেন না। আপনার রক্তচক্ষু দেখে ভয় হয়। আমি চলে যাচ্ছি। আর এখানে আসবো না। কোনোদিন আসবো না। বাবাজী! আমাকে মাফ করে দেন।

এরপর রোগী উঠে বসে পড়তো। অন্যদিকে সাঁই নিস্তেজ হয়ে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে বলতো, আরে এই কালোভূত আমাকে শেষ করে দিল। এত বড় লড়াই লড়তে হলো তার সাথে যে আমার শরীরের সব শক্তি নিশেষ হয়ে গেছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাঁই বুঢ্ঢা শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে যখন জিন ভূতদের হুমকি ধমকি দিতো তখন তার চোখ জবা ফুলের মতো লাল হয়ে যেতো এবং চেহারা এমন ভয়ংকর রূপ ধারণ করতো যে দিনরাত যেসব রোগী তার ওখানে থাকতো তারাও ভয় পেয়ে যেতো।

সাঁই বুঢ্ঢা শাহের আস্তানার কিছু দূরে ছিল হিন্দু যোগী জানকী দাসের আশ্রম। শোনা যায় জানকী দাসের আগমন হয়েছে দক্ষিণ ভারত থেকে। কয়েক বছর আগে এক শিখের ক্ষেতের মধ্যে বসে তপস্যা শুরু করে দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে ক্ষেতের মালিক দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েছিল। জানকি দাস তার পুঁটলী খুলে তার মধ্য থেকে কোনো অষুধ বের করে তাকে খাইয়ে দিয়েছিল এবং সে রোগমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। রাতারাতি অনেক বড় সন্ন্যাসী হিসাবে জানকি দাসের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জমিদার কয়েকদিন তাকে নিজের হাবেলীতে রাখলো। তারপর গ্রামের লোকদের সহায়তায় যে জমিতে সে এসে প্রথমে আস্তানা গেড়েছিল সেখানে তার জন্য একটি কুটির বানিয়ে দিল এবং বাকি ক্ষেতও তাকে দান করলো।

www.pathagar.com

জানকি দাস কথাবার্তায় সাই বুঢ্ঢা শাহের চাইতে ছিল অনেক বেশি তুখড়। এক বছরের মধ্যে গ্রামের লোকদের চাঁদায় সে একটা কূয়া খনন করলো।

ব্যবসায়িক রেশারেশী সত্ত্বেও এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা আপোশের মধুর সম্পর্কও ছিল। তবে বুঢ্ঢা শাহের কারবার যেহেতু চলছিল দীর্ঘকাল বছরের পর বছর থেকে তাই ময়দানে তার প্রভাব ছিল বেশি। আবার মেয়েদের মধ্যেও সে ছিল বেশি জনপ্রিয়।

আল্লারাখ্খা মুচি বুঢ্ঢা শাহের একজন স্থায়ী মুরিদে পরিণত হয়েছিল। সে তার ব্যবসায়ের খাতিরে বহু দূর দেশে চলে যেতো। সেখানে কোনো রোগীর ব্যাপারে সে সন্দেহ সৃষ্টি করতো যে, সে জিন ভূতের কব্জায় চলে গেছে। তারপর যখন লোকেরাও এ ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়তো তখন সে তাদেরকে শোনাতো সাঁই বুঢ্ঢা শাহ ও তার পূর্ব পুরুষদের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপের বিস্ময়কর কাহিনী।

গ্রামে তার দ্বিতীয় মুরিদ পিরান দাতা চৌকিদার প্রয়োজনে এই ধরনের লোকদের কাছে আল্লারাখ্খার কথার সত্যয়ন করার জন্য চলে যেতো। এ ব্যাপারে সে এতই দক্ষ ছিল যে, যখনই কোনো সফর থেকে ফিরে আসতো, সাথে করে নিয়ে আসতো একজন রোগীকেও।

১৬

পরদেশী গাছের বনের প্রান্তে স্কুলওয়ালা গ্রামে ছিল হাকিম নিয়ামত আলীর বাস। একজন সর্বজন পরিচিত খান্দানী হাকিম। বেশ কিছুটা লেখাপড়াও জানতো। গ্রামদেশে কেউ বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে লোকেরা চিকিৎসার জন্য তার দ্বারস্থ হতো।

হাকিম নিয়ামত আলী আমাদের গ্রামেও আসতো। বুঢ্ঢা শাহ ও জানকি দাস উভয়ই শারীরিক অসুস্থতা বেড়ে গেলে তার কাছ থেকে অষুধপত্র নিতো। এদের তিনজনের মধ্যে কোনো রেশারেশি বা কেউ কারোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তারা সানন্দে পরস্পর মেলামেশা করতো। তাদের কারোর মনের মধ্যে কোনো কথা থাকলে তা প্রকাশও করতো না। কিন্তু শতদ্রুর ওপার থেকে এলো আর একজন নতুন ভাগ্যান্বেষণকারী হাকিম হোসাইন বখ্শ। সে এলাকার লোকদের শান্ত সমাহিত জীবনকে তচনচ করে দিল।

www.pathagar.com

শোনা যায় হোসাইন বখ্শ পরদেশী গাছগুলি থেকে কিছু দূরে দক্ষিণ দিকে তার এক শাগরিদের সাথে একটি গ্রাম অতিক্রম করছিল। সেখানে একটি হাবেলীর সামনে তার সাক্ষাত হয়ে গেলো গ্রামের মাতব্বরের সাথে। মাতব্বর পেরেশান হয়ে একজনকে বলছিল, দেখো দিলীপ সিং! আর একটুও দেরি করবে না, এখনি চলে যাও এবং হাকিম নিয়ামত আলীকে এখানে পাঠিয়ে দাও। তাকে বলবে, আপনার ভাবীর খুব কষ্ট হচ্ছে, আপনি এখনি চলে যান। তুমি এ ঘোড়াটা তাকে দিয়ে দেবে এবং তারপর পাশের গ্রামে সাঁই বুঢ্ঢা শাহ্ ও জানকি দাশকেও বলে দেবে যেন অনতিবিলম্বে এখানে চলে আসে।

হোসাইন বখ্শ সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলো। সে তার চতুর শাগরিদকে ইশারা করলো। শাগরিদ এগিয়ে গিয়ে মাতব্বরকে বললো, সরদারজী! হাকিম সাহেব জিজ্ঞেস করছেন আপনার বাড়িতে কার কি কষ্ট হচ্ছে?

কে হাকিম সাহেব?

কেন সরদারজী, আপনি হাকিম হোসাইন বখ্শকে জানেন না? তাঁর নাম তো শতদ্রু থেকে নিয়ে ইরাবতীর কিনারা পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে লোকের মুখে মুখে। আর ওদিকে শতদ্রুর ওপারে ফিরোজপুর ও জালিন্ধরের রোগীদের ভীড় তার কাছে সব সময় লেগেই থাকে। তিনি একটি মূল্যবান গাছের শেকড়ের সন্ধানে বের হয়ে ঘটনাক্রমে এখানে পৌছে গেছেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এর মধ্যে কুদরাতের কোনো ইশারা আছে।

মাতব্বর বুকে হাত বেঁধে বললো, হাকিমজী! মূল্যবান গাছের শেকড় পরে তালাশ করে নেবেন। ভগবানের দোহাই, প্রথমে আমার স্ত্রীকে বাঁচান। তার দুটি সন্তান ইতিপূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন এই তৃতীয় সন্তানকে যদি আপনি বাঁচাতে পারেন তাহলে জীবনভর আমি আপনার সেবা করবো। নয়তো আমার স্ত্রী মারা যাবে।

যখন এসব কথাবার্তা হচ্ছিল, আল্লারাখ্খা মুচি পাশের গ্রামগুলোয় জুতো বিক্রি করে ফিরে আসছিল। সে সাঁই বুঢ্ঢা শাহের সুপারিশ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু হাকিম হোসাইন বখ্শ ও তার শাগরিদ মাতব্বরের সাথে হাবেলীর মধ্যে প্রবেশ করলো।

আল্লারাখ্খা মাতব্বরের প্রতি কিছুটা সহমর্মিতা এবং একজন নতুন হাকিমের ব্যাপারে কৌতূহলের কারণে সেখান থেকে একটু দূরে তার একজন তেলি দোস্তের বাড়িতে চলে গেলো।

তেলি তাকে খাবার দাওয়াত দিল। গ্রামে মাতব্বরের বাড়িতে একজন নতুন হাকিম এসেছে, তেলি গিন্নি একথা শুনে বললো, ভাই আল্লারাখ্খা বেচারী মাতব্বর গিন্নীর প্রতি বড়ই কৃপা দৃষ্টি রাখেন নয়তো হাকিম যেই হোন না কেন তার বাঁচার কোন আশা নেই। ইতিপূর্বে দুটো বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবার শোকে সে হাড্ডিসার হয়ে আছে।

www.pathagar.com

তেলির ঘরে যখন এসব কথাবার্তা চলছিল তখন মাতব্বরের ঘরে হাকিম হোসাইন বখ্‌শ একজন যন্ত্রণাকাতর রোগিনীর নাড়ি পরীক্ষা করছিল। কয়েক মিনিট পর রোগিনী দুধের সাথে হাকিম সাহেবের বড়ি পান করে চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল।

মাতব্বর চিৎকার করে উঠলো, হাকিমজী! এ মরে যায়নি তো?

হোসাইন বখ্‌শ নিশ্চিন্তে জবাব দিল আমার দাওয়াই খাবার পর রোগী মরতে পারে না। গ্রামে যদি কোনে দাই থাকে তাহলে তাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করুন। আমি বাইরে গাছের ছায়ায় একটু শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি।

এক ঘন্টা পরে হাকিম নিয়ামত আলী ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হয়ে গেলো। দেখলো হাবেলীর দরোজা বন্ধ। হৈ চৈ ডাকাডাকি করার ফলে ভেতর থেকে মাতব্বরের গুরুগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো, আরে ভাই চিল্লাচিল্লী করবে না। হাকিম সাহেবের হুকুম কেউ ভেতরে আসতে পারবে না।

মাতব্বরজী! আমি হাকিম নিয়ামত আলী বলছি।

আরে ভাই আমি জানি। এক কাজ করুন, আপনি কূয়ার পাড়ে চলে যান। সেখানে ঘোড়া বেঁধে রাখুন। আর যদি জানকি দাস ও সাঁই বুঢ়া শাহ এসে যান তাহলে তাদেরও সেখানে বসান।

মাতব্বরজী! তারা আসবে কেন?

ভেতর থেকে মাতব্বর গর্জে উঠলো, তারা আসবে কারণ আমি হচ্ছি একটা উল্লুকা পাঠ্‌ঠা।

নিয়ামত আলী ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, মাতব্বরজী! ভাবীর অবস্থা কেমন?

ভাবীজীর চিন্তা করার দরকার নেই। একটি বাচ্চার জন্ম হয়ে গেছে এবং আরেকটার জন্ম হতে যাচ্ছে। ভগবানের কৃপা, তিনি আমার বাড়িতে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আপনারা ভাববেন না। সবাইকে ইনাম দেয়া হবে।

কিছুক্ষণ পরে হাকিম হোসাইন বখ্‌শ ও তার শাগরিদ মাতব্বরের ঘরের তৈরি পরোটা খাচ্ছিল। গ্রামের লোকেরা এসে মোবারকবাদ দিয়ে যাচ্ছিল। মাতব্বর তাদেরকে বলছিল, প্রথমে এই দেবতাকে সালাম করো, যে আমার গৃহে এসেছে খুশির বার্তা নিয়ে। আমি একটি ছেলের জন্য হা পিত্যেশ করছিলাম আর এখন ভগবান দুটি ছেলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

কূয়ার পাড়ে বসেছিল হাকিম নিয়ামত আলী, সাঁই বুঢ্‌ঢা শাহ ও জানকি দাস। তারা অনুচ্চ স্বরে সরদার উধম সিং ও অপরিচিত হাকিমকে গালিগালাজ করছিল, যার কারণে তাদেরকে আজ এখানে অপদস্থ হতে হলো।

তেলির বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া শেষে কিছুক্ষণ আরাম করে মাতব্বরের বাড়ির খবর জানার জন্য বের হয়েছিল আল্লারাখ্‌খা। কিন্তু কারোর কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে ঘোরাফেরা করতে করতে কূয়ার পাড়ে এসে গেলো।

সাঁই বুঢ্‌ঢা শাহ ও তার সাথিদেরকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, আপনারা এখানে কেমন করে? উধম সিং মাতব্বরের বাড়িতে গেলেন না কেন? সেখানে আপনাদের অত্যন্ত প্রয়োজন।

জানকী দাস বললো, মাতব্বর বোকা আর তুমি তার চেয়েও বোকা।

জী, আমি কি বোকামী করলাম? যখন সে একজন নতুন হাকিমের সামনে হাত জোড় করে বলছিল, আমার স্ত্রীকে বাঁচাও তখন আমি ভাবলাম আমার সাঁই পীরবাবাকে ডাকার পরামর্শ দেবো। কিন্তু ততক্ষণে তারা মাতব্বরের সাথে ভেতরে চলে গিয়েছিল। ফলে আমি সুযোগই পেলাম না।

কিন্তু ঐ নতুন হাকিমটি কে? হাকিম নিয়ামত আলী জিজ্ঞেস করলো।

জি, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমি তার শাগরিদকে একথা বলতে শুনেছি যে, দরিয়ার ওপারে বহু দূর এলাকা থেকে লোকেরা তার কাছে আসে দাওয়াই নিতে।

বুঢ্‌ঢা শাহ বললো, ইয়ার! এ ধরনের বদমাশদের শাগরিদরা লোকদের ওপর এভাবে রবরবা জমাতে চায়।

কিন্তু সাঁইজী, আমি গলির মধ্যে দুই মহিলাকে পরস্পর বলতে শুনেছি যে, একটি ছেলের জন্ম হয়েছে এবং আর একটির জন্ম হতে চলেছে। কিন্তু আপনারা যখন এখানে এসেছিলেন তখন আপনাদেরও ভিতরে গিয়ে দেখা দরকার ছিল। হাকিমজী! এমন কোনো অষুধ আছে কি যাতে প্রসব দোষ সেরে যায় এবং একসাথে যমজ সন্তানও জন্ম নেয়।

না, এমন কোনো ব্যাপার নয়। সম্ভবত ঐ নির্বোধ হাকিম একথা ভাবেনি যে, তার অষুধ খেলে মেয়েরা একটার পরিবর্তে দুটো সন্তান প্রসব করে, একথা যদি একবার মেয়ে মহলে প্রচারিত হয়ে যায় তাহলে বেঅকুফ মেয়েরা তার অষুধের নামও মুখে নেবে না।

জানকি দাস বললো, আমি চাচ্ছি দুটোর পরিবর্তে চারটে বাচ্চা হয়ে যাক এবং লোকেরা তাকে লাঠিপেটা করতে করতে গ্রামছাড়া করুক।

www.pathagar.com

দেখুন মাতব্বর আসছে মনে হয়। আল্লারাখ্খা বললো। তারা নিরবে গলির দিকে দেখেতে লাগলো। মাতব্বরের সাথে গুড়ের টুকরী হাতে করে নিয়ে আর একজনও আসছিল। বহিরাগতরা উঠে মাতব্বরকে মোবারকবাদ দিল। মাতব্বর তাদের মধ্যে গুড়ের পাটালী বিতরণ করলো। তারপর তিনজনের প্রত্যেককে একটা করে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললো, আপনারা আমার প্রতি বড়ই কৃপা করেছেন। আমি একটা ছেলের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলাম, এখন ভগবান আমাকে দুটো ছেলে দিয়েছেন। আমি আপনাদের আরো সেবা করবো।

হাকিম নিয়ামত আলী বললো, সরদারজী! আপনাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ। এখন আমাদের অনুমতি দিন।

মাতব্বর তাদের সাথে মোসাফাহা করলো। আল্লারাখ্খার সাথে মোসাফাহা করতে করতে বললো, আরে তুমি তো আল্লারাখ্খা মুচি, তাই না? মনে হয় আমি তোমাকে আগেও দেখেছি।

জী, হাবেলীর দরোজায় যখন আপনি হাকিম সাহেবের সাথে কথা বলছিলেন, আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর কোনো ভালো খবর শোনার জন্য এখানে থেমে গিয়েছিলাম।

আরে ভাই! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট। সম্ভবত তোমার সাথে দেখা হওয়ায় আমার মুসিবত দূর হয়ে গিয়েছিল। তুমি আমার সাথে এসো। আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই।

আল্লারাখ্খা বুঢ্ঢা শাহের দিকে তাকিয়ে বললো, সাঁইজী! আমার এখানে তেলির সাথেও কিছু কাজ আছে। সন্ধ্যায় না আসতে পারলে কাল সকালে আপনার ওখানে আসবো।

তারা তিনজন ওখান থেকে রওনা হয়ে গেলো এবং আল্লারাখ্খা মাতব্বরের সাথে ভেতরে ঢুকলো।

গ্রাম থেকে বের হয়ে বুঢ্ঢা শাহ সাথিদেরকে বললো, ঐ বেঅকুফটার এখন তেলির সাথে কোনো কাজটাজ নেই। সে কেবল ঐ নতুন হাকিমটাকে ভালোভাবে দেখতে এবং তার কাছ থেকে নিজের বিবির জন্য দুটো সন্তান জন্মদানকারী বড়ি হাসিল করতে চায়।

হাকিম নিয়ামত আলী বললো, সাঁইজী! এই গ্রামের লোকেরা খুবই বোকা। ঐ চালাক লোকটির কারবার বেশ জমে উঠবে।

জানকি দাস বললো, আমি তো দেখছি মাতব্বর সবচেয়ে বড় বোকা।

নিয়ামত আলী বললো, না বন্ধু! সে বোকা হলে আমাদেরকে পাঁচ টাকা করে দিতো না। তার কাজ হয়ে গিয়েছিল। এখন আমার মনে হচ্ছে সে আল্লারাখ্খাকেও কিছু দেবে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে মনের দিক থেকে সে খাঁটি এবং কাউকে নারাজ করতে চায় না।

www.pathagar.com

পরদিন আল্লারাখ্খা বিকেলের দিকে মাথায় একটি গাঁঠরী নিয়ে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলো। স্ত্রী তাকে দেখেই প্রশ্ন করলো, তুমি কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে? সাঁইবাবা দুবার তোমার খোঁজ নিয়েছেন। একটু আগে জানকি দাসও তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছেন।

গাঁঠরীটা মাথা থেকে নামিয়ে সে বললো, সেখানে এক রাত অবস্থান করে আমার ক্ষতি হয়নি বরং লাভ হয়েছে। দুই সন্তান জন্মের খুশিতে মাতব্বর আমাকে তিন টাকা এবং দশসের চাল দিয়েছে। কিন্তু একথা কাউকে বলো না যে, তার স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিল যে হাকিম সাহেব এবং যার চিকিৎসায় সে দুই সন্তানের জনক হয়েছে তিনিও আমাকে এক টাকা দিয়েছেন।

হাকিম সাহেব তোমাকে দিয়েছেন?

হ্যাঁ, আমি হাতজোড় করে তাকে বলেছিলাম আমার গৃহিনীর জন্যও কোনো দাওয়াই দিন হুজুর। আমাদের বিয়ের দশ বছর হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এখনো সন্তানের মুখ দেখিনি। হাকিম সাহেব জবাব দিলেন, তোমার স্ত্রীর নাড়ী দেখে তবে আমি দাওয়াই দেবো। আমি বললাম, হুজুর নাড়ী দেখবার জন্য আমি তাকে এখানে নিয়ে আসবো। আমি গরীব মানুষ তবুও আপনাকে খুশি করে দেবো। জানো তিনি কি জবাব দিয়েছেন? তিনি বলেছেন, গরীব মানুষদের থেকে আমি কিছুই নিইনা। তাকে এখানে আনার দরকার নেই। আমি নিজেই কোনোদিন তোমাদের গ্রামে চলে যাবো। পাঁচ সাত দিন পরে এসে আমাকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে যাবে। যদি তোমাদের গ্রামের আর কারোর এই অবস্থা হয় যে, তার সন্তান হচ্ছে না অথবা স্ত্রীর প্রসব দোষ থাকে তাহলে তাকে বলে রাখবে। আমি সরদার লছমন সিংয়ের কথাও বলেছিলাম। তাদের বিয়ের পনের বছর পর এখনো কোনো সন্তান জন্ম নেয়নি। হাকিম সাহেব বলছিলেন এ অবস্থায় অনেক সময় আমাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চিকিৎসা করতে হয়। আর চিকিৎসাও কয়েকদিন নয়, কয়েকমাস ধরে করতে হয়। তারা যদি মানসিক সন্তুষ্টি সহকারে চিকিৎসা করায় তাহলে নিশ্চিত বলা যায় এক বছরের মধ্যে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

আমি এখন সাঁই বাবার কাছে যাবার আগে সরদার লছমন সিংকে সুখবর দিতে যাচ্ছি। হাকিম সাহেব বলছিলেন অনেক দাওয়াই অত্যন্ত মূল্যবান হয়। আমি তাকে বলে দিয়েছি সরদার লছমন সিংয়ের বাড়িতে কোনো জিনিসের অভাব নেই। তিনি সরদার উধম সিংয়ের চাইতে অনেক বেশি ধনী ও সম্পদশালী। আমি তোমাকে এখনো বলিনি, সরদার উধম সিং এবং তার গ্রামের অন্য জোতদাররা

www.pathagar.com

হাকিম সাহেবকে ঐ গ্রামেই থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের বাইরে তার জন্য একটি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে।

আজ সকালেই সরদার উধম সিংয়ের শ্বশুর ও শ্যালক সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা আমার সামনেই হাকিম সাহেবকে পঞ্চাশ টাকা হাদিয়া দিয়েছিল। উধম সিংয়ের চাচাত ভাই দিলীপ সিং হাকিম সাহেবকে একটি গাভী দিয়েছে। আমি এখনি বের হচ্ছি। সাঁইজীর কোনো লোক এলে তাকে বলে দিয়ো আমি এখনি তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে যাবো। এই চাউলগুলি এবং তিন টাকার কথা অবশ্যই তাকে বলে দিয়ো। কিন্তু হাকিম আমাকে কিছু দিয়েছে একথা কাউকেও বলবে না।

আল্লারাখ্খা লছমন সিংয়ের সাথে দেখা করে সাঁইবাবার আস্তানায় পৌঁছে গেলো। সেখানে সাঁই বুঢ্ঢা শাহের কাছে আরো কয়েকজন লোকও বসেছিল। সেখানে সে সরদার উধম সিংয়ের গ্রামে একজন নতুন হাকিমের কীর্তি কলাপের কথা এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করলো যে, সন্ধ্যা হতে না হতেই গ্রামের প্রত্যেকটি মহাফিলে হাকিম হোসাইন বখ্শ কেন্দ্রীয় আলোচনায় পরিণত হলো।

পঞ্চম দিন লছমন সিং আল্লারাখ্খাকে নিজের ঘোড়া দিয়ে বললো, তুমি গিয়ে হাকিম সাহেবকে নিয়ে এসো।

তিন ঘন্টা পরে গ্রামের লোকেরা হাকিম হোসাইন বখ্শকে গ্রামের প্রবেশ পথে স্বাগত জানাচ্ছিল। হাকিম সাহেব সবার আগে আল্লারাখ্খার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীর নাড়ি দেখলো। তারপর সরদার লছমন সিংয়ের হাবেলীতে চলে গেলো। সেখানে প্রথমে সরদারজীর নাড়ি দেখলো। তারপর তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার পর তার স্ত্রীর নাড়ি দেখার জন্য বাড়ির ভেতরে চলে গেলো। রাতে হাকিম সাহেব তাদের মেহমান হয়ে থাকলো। সকালে চলে যাবার সময় 'আপনার নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই' বলে সুখবর শুনিয়ে গেলো এবং কিছু দাওয়াই দিয়ে বলে গেলো, আমি আশা করছি আপনারা যদি ঠিকমতো অষুধ খান তাহলে এক বছরের মধ্যে একটা ফুটফুটে বাচ্চা আপনাদের কোলে খেলা করবে। আপনাদের জন্য আরো কিছু অষুধ পত্র সংগ্রহ করতে আমাকে লাহোরে যেতে হবে। তাই দশদিন পরে আবার আসবো।

এক বছরের মধ্যে হোসাইন বখ্শ একজন অনেক বড় হাকিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। যারা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তার মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তারাও তাকে সম্মান করতে লাগলো। এই ধরনের লোকদের পিঠ চাপড়ে কাজ করিয়ে নেবার কৌশল হোসাইন বখ্শের জানা ছিল। সাঁই বুঢ্ঢা শাহ তার চিকিৎসা গ্রহণ করতো, এটা ছিল আমাদের গ্রামে তার সবচেয়ে বড় কামিয়াবী।

www.pathagar.com

জানকি দাস প্রথম কয়েকমাস তার থেকে দূরে অবস্থান করেছিল। কিন্তু একদিন হাকিম সাহেব বুঢ্ঢা শাহের আস্তানায় বসেছিল সেখানে নাড়ি দেখার জন্য জানকি দাস তার সামনে হাত বাড়িয়ে দিল।

তার কারণে হাকিম নিয়ামত আলীর ক্ষতি হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু একটি দীর্ঘ মোলাকাতের পর তার মনে এ প্রতীতী জন্মেছিল যে, হোসাইন বখ্শ মূলত একজন মূর্খ। হাকিমী শাস্ত্রের কোনো জ্ঞানই তার নেই। এ কারণে হাকিম নিয়ামত আলী এ নিশ্চিন্ততা সহকারে তার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতো যে, কোনোদিন সে নিশ্চয়ই এমন কোনো বোকামী করবে যার ফলে লোকেরা তার থেকে দূরে সরে যাবে এবং তাকে ঘৃণা করতে থাকবে। পরের বছর তার এ আশা পূরণ হয়েছিল।

প্রথম ঘটনা হলো, উধম সিংয়ের চাচাত ভাই দিলীপ সিং হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। হোসাইন বখ্শ তিনদিন পর্যন্ত কয়েকটি অষুধ প্রয়োগ করলো। কিন্তু যখন তার জ্বর বেড়ে গেলো, রাতের বেলা তার শিরা ছেঁদা করে দেয়া হলো। হোসাইন বখ্শ ততক্ষণ পর্যন্ত তার কপালে হাত দিয়ে বসে থাকলো যতক্ষণ তার শরীরের তাপ খতম না হয়ে গিয়েছিল। আর যখন শরীরের তাপ নির্মূল হয়ে গেলো, দিলীপ সিংয়ের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও তখন বন্ধ হয়ে গেলো। শাগরিদ ছিল হুশিয়ার। সে রক্তে ভরা বালতিটা নিয়ে চুপিচুপি বইরে বের হয়ে গেলো। এদিকে হোসাইন বখ্শ দুঘন্টা পর্যন্ত এ কথাই প্রকাশ করতে থাকলো যে, জ্বর ছেড়ে যাবার পর রোগী ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাধারণ অবস্থায় উধম সিংয়ের গ্রামে এ রাত হতো তার শেষ রাত। কিন্তু সে সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, নাড়ি ছেঁদা করার আগে দরোজা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং অন্যদিকে হুশিয়ার শাগরিদ রক্তের বলতি বালি দিয়ে মেজে ঘসে এমনভাবে সাফ করেছিল যে তা একদম নতুন বালতির মতো ঝকঝক তকতক করছিল। বাড়ির লোকেরা যখন দিলীপ সিংয়ের মৃত্যুর খবর জানলো তখন হোসাইন বখশ তাদের চাইতেও বেশি জোরে কাঁদতে থাকলো। উধম সিং দৌড়ে এলে সে তার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকলো, সরদারজী যার সময় এসে গেছে কোনো অষুধ তাকে বাঁচাতে পারে না। হায়! যদি আমি নিজের জীবন দিয়ে এই খুব সুরাত নওজোয়ানটাকে বাঁচাতে পারতাম। সরদারজী! আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু মানুষ তকদীরের সাথে লড়াই করতে পারে না।

আমাদের পরিবারের দুর্ভাগ্য ছিল, এত বড় একটা ঘটনা চাপা পড়ে গেলো। হাকিম নিয়ামত আলী লাশ দেখে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল কেউ তা গ্রাহ্য করেনি। হাকিম হোসাইন বখ্শের সুখ্যাতিতে কোনো পাথর্ক্য দেখা দেয়নি। তার শাগরিদ আতা মুহাম্মদ একদিন আল্লারাখ্খাকে বললো, যদি মালাকুল মওতের

www.pathagar.com

আগমনের পাঁচ মিনিট আগেও হাকিম হোসাইন বখ্‌শ কোনো রোগীর বাড়িতে পৌঁছে যায় তাহলে রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভবপর হতে পারে। আল্লারাখ্‌খার এ কথাটা খুব পছন্দ হলো। যখনই হাকিম হোসাইন বখ্‌শের প্রসংগ আসতো সে অতি উৎসাহে এ কথাটা অবশ্যই সেখানে বলতো। কাজেই কথাটা খুবই ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কোনো মহফিলে ফেরেশতার আলোচনা শুরু হলে সেখানে প্রসংগক্রমে অবশ্যই হাকিম হোসাইন বখশের কথা উঠতো।

আমাদের গ্রামের মৌলবী সাহেব প্রচণ্ড ক্রোধভরে ঘোষণা করলেন, এসব কুফরী কথা। সাঁই বুঢ্‌ঢা শাহ্‌ও এ কথার জন্য আল্লারাখ্‌খাকে খুব বকাবকি করলেন। কিন্তু এতে জনতার বিশ্বাস টললো না।

চাচা শের আলী তখন তেইশ বছরের জোয়ান। শারীরিক শক্তির দিক দিয়ে দূর দূরান্তে তিনি এক নামে পরিচিত ছিলেন। তার সুন্দর ঘোড়াটি হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো। আমাদের এলাকায় চোরাই মাল পাচারকারীরা প্রধানত তা দরিয়ার ওপারে পাঠিয়ে দিতো। তারপর আর কোথাও তার হদীস পাওয়া যেতো না।

শের আলী চাচা ঘোড়ার তালাশে দিনরাত এক করে দিলেন। ঘোড়ার খোঁজে একদিন দরিয়ার ওপারে চলে গেলেন। সেদিকে আমাদের খান্দানের কিছু লোকের বসতিও ছিল। তারা চাচাকে তাদের কাছে রাখলেন।

বিশ দিন পর তিনি ফিরে এলেন। আমি গ্রামের বাইরে ছেলেদের সাথে খেলা করছিলাম। দূর থেকে তাকে দেখেতে পেলাম। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তার হাতে ছোট একটা গাঁঠরী ছিল। তিনি আমার হাত ধরে তার কাঁধে তুলে নিলেন। আমরা গ্রামে প্রবেশ করলে যার সাথে দেখা হচ্ছিল সেই বলছিল, শের আলী তুমি কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে? তুমি এতো শুকিয়ে গেলে, এতো দুর্বল হয়ে গেলে কেন? আরে তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না।

এ ধরনের প্রশ্নে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ আমি কোনো অবস্থায়ই চাচা শের আলীকে দুর্বল ভাবতে পারি না। আমার মনে তখনই একটা বড় রকমের আঘাত পেলাম যখন চাচাজী আমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে উঠানে বিছানো একটা খাটের ওপর সটান শুয়ে পড়লেন।

চাচাজী! আমি আপনার পা টিপে দিই? আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি শুয়ে শুয়ে আমার বাহু টেনে ধরে আমাকে তার পাশে শায়িত করলেন। দাদী তার কপালে হাত রেখে জোরে চিৎকার দিলেন, আরে তোমার শরীর তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির মেয়েরা সবাই সেখানে জড়ো হয়ে গেলো। চাচাজানের খাট থেকে উঠে আমি আম্মীজানকে জিজ্ঞেস করলাম।

চাচার কি হয়েছে?

কিছু নয় বেটা! সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বাইরে গিয়ে দাদাকে বলো হাকিমকে ডেকে আনার জন্য যেন কাউকে পাঠিয়ে দেন।

আমি দাদাজীকে খুঁজতে বাগানে গেলাম। তিনি হাকিম নিয়ামত আলীকে আনার জন্য একজনকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ সময় হাকিম হোসাইন বখশ কোনো রোগীকে দেখার জন্য গ্রামে এসেছিল। আর দীর্ঘ দিন পর চাচার অসুস্থ হয়ে গ্রামে ফিরে আসার খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আল্লারাখ্‌খা দৌড়ে এলো প্রথমে চাচা হায়দর আলীর কাছে। তারপর গেলো আমার পরদাদার কাছে। তাঁর বয়স হয়েছিল এক'শ দশ। চোখে দেখতেন কম। তাই তিনি বাইরের হাবেলীতে নিজের কামরা থেকে বাইরে বের হতেন খুব কম।

দাদাজী নিজের লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার শের বেটা অসুস্থ। চলো আমাকে ভেতরে নিয়ে চলো।

আমার এক চাচাত ভাই তার অন্য হাতটি ধরলো। তিনি ভেতর বাড়ির দিকে চললেন।

ততক্ষণে আল্লারাখ্‌খা বাড়ির ভেতরে গিয়ে দাদীর কাছে ফরিয়াদ করছিল ঃ

মা-জী শের আলী জ্বরে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। হাকিম হেসাইন বখ্‌শ এ গ্রামে এসে গেছেন। তিনি যার নাড়িতে হাত রাখেন সে রোগী উঠে বসে পড়ে। যদি বাবাজী অনুমতি দেন তাহলে আমি তাকে ডেকে আনতে পারি। এমন হাকিম আপনি দূর দূরান্তে পাবেন না।

আমার দাদী তার মাথার ওপর হাত রেখে বললেন, শের আলীর জ্বর খুব বেশি এবং তার বাপ তার দুশমন নয়, তুমি যাও হাকিমকে ডেকে আনো।

ততক্ষণে আমার পরদাদাও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আল্লারাখ্‌খা, তুমি বড়ই বেঅকুফ। যদি হাকিম গ্রামে এসে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে সংগে করে আনা দরকার ছিল।

আল্লারাখ্‌খা, দৌড়ে বাইরে বের হয়ে গেলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাকিম হোসাইন বখ্‌শ তার শাগরিদ আতা মুহাম্মদকে নিয়ে এসে পড়লো। চাচার নাড়ি দেখেই হাকিম সাহেব অষুধের পুরিয়া বের করে দুধের সাথে মিশিয়ে খাইয়ে দিল। পরামর্শ দিল, রোগীকে কামরার মধ্যে নিয়ে শুইয়ে দিন।

হাকিমের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা হলো। চাচাকে কামরার মধ্যে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। হাকিম দ্বিতীয়বার নাড়ি ধরে বসে পড়লো। কিন্তু চাচাজান কোনো আভ্যন্তরীণ কষ্টের কারণে উহ্ আহ্ করে চলছিল। তার দুই চোখ বন্ধ

www.pathagar.com

ছিল। দাদী চাচাজানের পায়ে হাত রেখে বললেন। হাকিম সাহেব! এর পাতো পুড়ে যাচ্ছে।

হাকিম হোসাইন বখ্‌শ বললো, মা-জী! এর সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরের সাথে সাথে জওয়ানীর রক্তের উষ্ণতার কারণে এর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি আর একটা অষুধ দিচ্ছি। যদি এটায় কোনো উপসম না হয় তাহলে আমাদের কিছু রক্ত কমিয়ে দিতে হবে।

হাকিমের দ্বিতীয় পুরিয়ায়ও কোন কাজ হলো না। হোসাইন বখ্‌শ চাচা হায়দর আলী, দাদাজান ও দাদীজান ছাড়া বাকি সবাইকে কামরা থেকে বের করে দিল। আমি অনুভব করছিলাম ভয়াবহ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি চাচার পাশে থাকতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আম্মাজান আমাকে ধরে বাইরে পরদাদার কাছে নিয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে শের আলী চাচা যে খাটে শুয়েছিলেন তিনি সেখানেই শায়িত ছিলেন। তিনি আমাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন, ইউসুফ, আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন তোমার চাচা সুস্থ হয়ে ওঠে। বলো হে আল্লাহ! আমার প্রিয় চাচাকে রোগমুক্ত করো।

আমি এ দোয়া বারবার করতে থাকলাম।

মাগরিবের নামাযের আযান শুনে আমি মসজিদে চলে গেলাম। সেখানে নামাযীরাও চাচা শের আলীর জন্য দোয়া করছিল। নামায শেষে আমি ঘরে এলাম। তখন হাকিম নিয়ামত আলী সেখানে এসে গিয়েছিল এবং দাদাজানের কাছে বসেছিল। কিন্তু তার জন্য রোগীর কামরার দরোজা বন্ধ ছিল। হাকিম সাহেব নিজেও বলে দিয়েছিল একজন হাকিমের অন্য হাকিমের চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু ভেতর থেকে দাদীর আওয়াজ শোনা গেলো।

হাকিমজী, আমার ছেলের অনেক রক্ত বের হয়ে গেছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এখন রক্ত বন্ধ করো। কিন্তু সম্ভবত এখন আর তা বন্ধও হবে না। যদি আমার ছেলের কিছু হয়ে যায় তাহলে তুমি জীবিত এ ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না।

হাকিম বলছিল, মা-জী! আপনি হিম্মত হারাবেন না। এখন একটু কপালে হাত রেখে দেখুন। আপনার ছেলের জ্বর নেমে গেছে। সামান্য রক্ত বের হয়ে গেলে কিছু ক্ষতি হয় না।

নিয়ামত আলী চিৎকার করে উঠলো, আল্লাহর ওয়াস্তে রক্ত বন্ধ করুন এবং আমাকে দেখতে দিন। মা-জী! দরোজা খুলুন।

ভেতর থেকে দরোজা খোলা হলো। হাকিম ও তার শাগরিদ কাটা রগের ওপর পট্টি বাঁধছিল। তা রক্তে ভিজে উঠছিল বাহ্যত মনে হচ্ছিল সব কিছু ঠিক আছে। কিন্তু হাকিম নিয়ামত আলী নাড়িতে হাত রাখার পর চাচার চোখ খুলে দেখে

www.pathagar.com

চিৎকার করে উঠলো, ভাই, সবাই এখন দোয়া করুন। হোসাইন বখ্‌শ! তুমি এই পরিমাণ রক্ত বের করার পর এখন আর অষুধ দেবে কোথায়?

হোসাইন বখশ নিশ্চিন্তে জবাব দিল, আপনি এদেরকে পেরেশান করবেন না। আমি জানি আমাকে কি করতে হবে। এখন আমি মাত্র তিনটি পুরিয়া দেবো। এরপর দেখবেন আপনাদের সামনে রোগী উঠে বসবে।

হাকিম নিয়ামত আলী গর্জে উঠলো, আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক! এখন তুমি কি দাওয়াই দেবে? তুমি নিশ্চয়ই জানো, শের আলী বাবা রহমত আলীর পোতা এবং আবদুর রহীমের ভাই। তারা তোমাকে এখান থেকে পালাবার সুযোগ দেবে না। তুমি জানো না শের আলীর এক একটি চুলের বিনিময়ে তোমার মতো দশ দশটি হাকিমকে কুরবানী করে দেয়া যেতে পারে। জালেমের বাচ্চা, আমি দিলীপ সিংয়ের লাশ দেখতে শুরু করেছিলাম তখন তোমার শাগরিদ আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দিয়েছিল। তার চেহারা বলছিল কেউ তার রক্ত নিংড়ে বের করে নিয়েছে।

তারপর হাকিম নিয়ামত আলী বাইরে গিয়ে আমার পরদাদাকে বললো, বাবাজী! আপনি কাউকে পাঠিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করুন।

এ রাতটা আমাদের জন্য ছিল রোজ কিয়ামত। হাকিম হোসাইন বখশের পুরিয়াগুলির কোনো প্রভাব পড়লো না। হাকিম নিয়ামত আলীকে চাচা হায়দর আলী, দাদাজানও দাদীজান অনেক পীড়াপীড়ি করলেন কোনো অষুধ দেবার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত হাকিম হোসাইন বখ্‌শও নিচু স্বরে বললো, 'হাকিমজী! আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই নওজোয়ানের জীবন বাঁচানো। যদি আপনার কাছে কোনো ভালো দাওয়াই থাকে তাহলে এখনি তা প্রয়োগ করুন।'

হাকিম নিয়ামত আলী বললো, আমি একটা মা'জুন সাথে করে এনেছি। আল্লাহ করুন তাতে কিছু কাজ হয়।

দাদাজান বললেন, হাকিম সাহেব! জলদি আপনার ঐ মা'জুন বের করুন। আমি নিজের হাতে খাইয়ে দেবো।

দাদাজান যখন মা'জুন খাওয়াচ্ছিলেন আমি চাচাজানের বিছানার কাছে পৌছে গিয়েছিলাম। তর চোখ খোলা ছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তিনি আমাকে চিনতে পারছিলেন না। আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, চাচাজান, আমি ইউসুফ।

তিনি চোখ বন্ধ করতে করতে মৃদু স্বরে বললেন, ইউসুফ বেটা! বেঁচে থেকো। আল্লাহ তোমার হায়াত দারাজ করুন এবং ভাইজান তোমার খুশি স্বচক্ষে দেখুন।

www.pathagar.com

আমি কেঁদে ফেললাম। দাদীজান আমাকে ধরে বইরে নিয়ে গেলেন। দাদাজান চাচাজানের কাঁধে হাত রেখে বললেন, বেটা শের আলী! চোখ খোলো। তোমার কষ্ট এখন কিছুটা কমেছে কি?

চাচাজান চোখ খুললো। নিজের হাত একটু উঁচু করলো। তারপর সেই চোখগুলি যেগুলির মধ্যে আমি দেখেছিলাম জীবনের আলো, শক্তিমত্তা ও অগণিত স্নেহের প্রস্রবণ, তা খোলাই রয়ে গেলো। তার হাত ধীরে ধীরে নিচে পড়ে গেলো। বাড়ির শিশু বৃদ্ধরা কালেমা পড়ছিল।

আমি ভয় পেয়ে দাদাজীর কাছে এসে গেলাম। আমাকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে তিনি বললেন, ইউসুফ, শের আলী তোমাকে খুব বেশি আদর করতো, তাই না?

জী, বাবাজী!

তুমি কাঁদলে তার কষ্ট হবে।

আমি অতি কষ্টে ফোঁপানো বন্ধ করে বললাম, বাবাজী! আর আমি কাঁদবো না। আমি তাকে কষ্ট দেবো না।

ভোর চারটা বেজে গিয়েছিল। ডাক্তারকে আনার জন্য যে সওয়ারী পাঠানো হয়েছিল তিনি তার পিঠে চড়ে চলে এসেছিলেন। তিনি এক নজরে সবকিছু দেখে বুঝে ফেলেছিলেন। রক্তভর্তি বালতির ওপর নজর পড়তেই তিনি দাদাজানকে বললেন, মিয়াজী, আমরা রোগের অষুধ দিতে পারি কিন্তু খুনীদের সাথে লড়তে পারি না। এই রক্ত যে শরীর থেকে বের করেছে সে খুনী। আমাকে দেখান সে কে? এরপর যখন খুনী ও তার শাগরিদদের সন্ধান শুরু হলো। দেখা গেলো তারা কোন্ ফাঁকে উধাও হয়ে গেছে। তারপর আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় কয়েক মাইলের মধ্যে তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না।

লোকেরা বললো, আকস্মিক মৃত্যুতে যখন বাড়ির প্রত্যেক ব্যক্তি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল তখন তারা বাইরে বের হয়ে আসার সুযোগ পেয়েছিল। সেখান থেকে পালিয়ে তারা উধম সিংয়ের গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল। উধম সিং তাদের পালাবার জন্য একটা ঘোড়া দিয়েছিল। এরপর দীর্ঘকাল কোথাও তাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

চাচা শের আলীর জানাযার সাথে চলতে গিয়ে আমার পরদাদা পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দুজন লোকের সাহায্য নিয়ে কবরস্তানে পৌঁছে গেলেন।

এই এলাকার তিন প্রজন্মে তাঁর হিম্মত, সাহসিকতা ও শক্তিমত্তার অসংখ্য কাহিনী মুখে মুখে শ্রুত হয়েছে। একশ দশ বছর বসয়েও তিনি সোজা হয়ে চলতেন। কিন্তু চাচা শের আলীর মৃত্যুর পর তিনি আর তিন মাসের বেশি বাঁচলেন না।

www.pathagar.com

যখন আমি চাচাজানের জানাযা পড়ে ফিরছিলাম, তিনি আমার হাত ধরে রেখেছিলেন এবং আমাকে এই বলে বুঝাচ্ছিলেন, 'বেটা এখন আর দোয়া ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। ঐ কবরস্তান এমন একটি জায়গা যেখানে প্রত্যেকটি মানুষকে কোনো না কোনো একদিন উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কারোর ফরিয়াদ, অশ্রু বা চিৎকার এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারীদের পথরোধ করতে পারে না।

দাদাজানের কথায় আমার মনের কষ্ট দূর হয়ে গিয়েছিল। আম্মী, দাদী ও আমার চাচীরা আমার মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। দাদাজানের নসিহত শোনার পর আমি কারোর সামনে কাঁদতাম না। নিজের চোখের পানি ও কান্না সংবরণ করেছিলাম। কিন্তু গ্রামের বাইরে গিয়ে আমি শের আলী চাচা ও পরদাদার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম।

১৭

আমাদের গ্রামে জিন, ভূত ও পেত্নীদের বহু কাহিনী লোকমুখে শোনা যেতো। কিন্তু একটা কাহিনী সারা এলাকার মানুষ কৌতূহলী হয়ে শুনতো। তার প্রতি গুরুত্বও দিতো যথেষ্ট। সেটি ছিল জুম্মা শাহর কাহিনী। অনেক লোকের মুখে আমি এই জুম্মা শাহর কাহিনী শুনেছিলাম। কাহিনীটি ছিল এরূপ ঃ

জুম্মা শাহ ছিল এক জিন। সে তালিম হাসিল করতো এক মৌলবী সাহেবের কাছে। এক রাতে মৌলবী সাহেব সবক পড়াবার পর শাগরিদদের বললেন, এখন সবাই চলে যাও এবং চেরাগ নিভিয়ে দাও। কামরার এক কোণ থেকে জবাব এলো, বহুত আচ্ছা জনাব! আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন, আমি চেরাগ নিভিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পর মৌলবী সাহেব আধা ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলেন, দূরে কামরার এক কোণ থেকে শাগরিদের বাহু লম্বা হয়ে চেরাগের দিকে এগিয়ে আসছে। তার হাত চেরাগের কাছে এসে বাতি নিভিয়ে দিল। মৌলবী সাহেব ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তিনি বললেন, তুমি একজন জিন হয়ে মানুষের ছদ্মবেশে আমাকে ধোকা দিচ্ছো। তোমার শাস্তি হচ্ছে তুমি চিরকাল আমার কাছে বন্দী থাকবে। জিন বললো, হুজুর! যদি আপনি আমাকে প্রত্যেক বছর আট প্রহরের জন্য আজাদ করে দেন তাহলে আমি সানন্দে এই বন্দীত্ব কবুল করতে রাজি আছি।

www.pathagar.com

বুযর্গ মৌলবী সাহেব তার এই আবেদন মনজুর করলেন। কাজেই গ্রীষ্মকালের বড় যে আঁধিটি চলতো অষ্ট প্রহর বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে তাকে 'জুম্মা শাহ' বলা হতো। সেটিকে ঐ জিনের মুক্তির দিন মনে করা হতো। তবে কেবল অষ্ট প্রহরের আঁধিটিই নয়, যে আঁধিটিই বেশি ভয়ংকর ও ক্ষতিকর হতো লোকেরা তাকেই জুম্মা শাহ বলতো। গ্রামের এক কৃষক চৌধুরী রমজান যখনই আকাশের এক প্রান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখতো সংগে সংগেই চিল্লাতে থাকতো, ভাইয়েরা! সাবধান হয়ে যাও, জুম্মা শাহ আসছে।

সাধারণত জুম্মা শাহ আসতো জুনের শেষে বা জুলাইর প্রথম দিকে। কিন্তু একবার এমন হলো, তখন ছিল মে'র প্রথম দিন এবং মুহাম্মদ রমজান সবেমাত্র প্যাকা গমগুলি কেটে শেষ করেছিল। এমন সময় আঁধি এসে গেলো। মুহাম্মদ রমজান চিল্লাচ্ছিল, ভাইয়েরা! এই জুম্মা শাহর মুক্তির কোনো নির্ধারিত দিন নেই। তার কেবল আমার কাটা গম উড়াবার শখ।

ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষকরা চারা লাগাতো। শহরে আমার এক চাচার বন্ধুর বাড়িতে আংগুরের মাচান ছিল। সেখান থেকে একটা ডাল কেটে এনে আমি লগিয়েছিলাম আমাদের উঠানের এক কোণে। এ জন্য বেশ বড় গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে সার দিয়েছিলাম। আমি অধীর আগ্রহে তার কুঁড়ি ও পাতা গজাবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। আম্মিজান প্রায় নিয়মিতভাবে তার গোড়ায় অযু করতেন। গরম পড়া শুরু হলে আমার চাচা আংগুর গাছের শাখাগুলিকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য তার চারপাশে বেশ কয়েকটা ডালপালা গেড়ে দিলেন। বর্ষাকালে গাছের লতাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সেগুলিকে ঠিক মতো সহায়তা দেবার জন্য চাচাজান সেখানে কাঠ ও ডালপালা দিয়ে একটা মাচান বেঁধে দিলেন। পরের বছর আংগুর গাছ সমস্ত মাচানে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে মাচানটার পরিধি আরো বাড়াতে হলো।

ফলের মওসুম এলো। কালো কালো আংগুরের ঝোকা মাচানের এখানে সেখানে ঝুলতে লাগলো। আমাদের এলাকার আবহাওয়া ভালো আংগুরের উপযোগী নয়। কিন্তু আম্মীজান এই আংগুরের ভীষণ প্রশংসা করতেন। তিনি নিজে খাবার পরিবর্তে এগুলি অন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়াই পছন্দ করতেন বেশি। এইসাথে লোকদের একথা বলতেও কখনো ভুলতেন না যে, এই মিষ্টি আংগুরের চারা ইউসুফ এনে লাগিয়েছিল। তিন চার বছরের মধ্যে এই আংগুর গাছ এতো বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল যে দালানের সাথে আঙিনার এক অংশের এটা একটা বিরাট ছায়াবানে পরিণত হলো। বাড়ির মেয়েরা যখন ঘরের ভিতরে গুমোটভাব অনুভব করতো তখন সবাই এসে বসতো এই আংগুরের ছায়াবানের নিচে।

www.pathagar.com

আমাদের গ্রামের আবদুল মজিদের একটি ভালো জাতের নাশপাতির বাগান ছিল। সে এগুলিকে কাশ্মীরী নাশপাতি বলতো।

সেপ্টেম্বরে আমাদের গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটি মেলা বসতো। আবদুল মজিদ ঐ মেলায় নাশপাতি নিয়ে যাবার জন্য চাচা গোলাম নবীর কাছে তার ঘোড়াটি চাইলো একদিনের জন্য। একটু খর্বাকৃতির এই ঘোড়াটির পিঠে সওয়ারী বসার পরিবর্তে একে মাল বহনের কাজে ব্যবহার করা হতো। চাচা গোলাম নবী কখনো কারো প্রয়োজন পূরণে পিছপা হতেন না।

রাতে ছাদের ওপর এই মেলার ব্যাপারে কথাবার্তা হচ্ছিল। কেউ মাদারীদের আবার কেউ বাজীকরদের বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ কৃতিত্বের কথা বলছিল। কেউ বলছিল কুশতীগীর, পাহলোয়ান ও কাবাডি খেলোয়াড়দের কথা। আমার বয়সের আরো চারটি ছেলেও সেখানে ছিল। বয়স্ক লোকেরা যখন মেলা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলো তখন তারাও মেলায় যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। আমি বললাম, আমিও যাবো। তখনই অন্য প্রান্ত থেকে দাদাজানের আওয়াজ এলো, 'ইউসুফ এদিকে এসো।' আমি তাঁর কাছে গেলাম। 'তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছো?' দাদাজান উঠে বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন।

জী, আমি ওদের সাথে মেলা দেখতে যাবো।

একটু কাছে এসো।

আমি নিশ্চিন্তে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি একহাতে আমার কান ধরলেন এবং অন্য হাত দিয়ে এক চড় মারলেন আমার গালে এবং বললেন, 'লজ্জা হয় না তোমার একথা বলতে?

চড়টা ছিল খুবই হালকা। কিন্তু এটা ছিল দাদাজানের প্রথম চড়। আমার মনে হলো আমার দুনিয়ায় কোনো বিপ্লব ঘটে গেলো।

যাও শুয়ে পড়ো। দাদাজান বললেন।

আমি এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। যারা আমাকে মেলায় যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের মজলিস তখনই খতম হয়ে গিয়েছিল যখন আমি দাদাজানের চড় খেয়েছিলাম। কিন্তু আমি রাগে ও দুঃখে দীর্ঘক্ষণ এপাশ ওপাশ করতে থাকলাম। ছাদের ওপর থেকে আমি আবদুল মজীদের বাড়ির উঠানের সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। রাতের শেষ প্রহরে তাদের বাড়িতে কিছু আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। দেখলাম আবদুল মজীদ, তার ভাই ও ছেলে বস্তায় ভরে বিরাট একটা বোঝা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিচ্ছে। আমি জুতা পায়ে দিলাম

www.pathagar.com

এবং পা টিপে টিপে কোনো প্রকার আওয়াজ না করে নিচে নেমে এলাম। কিছুক্ষণ পর দেউড়ির আধা খোলা দরোজা দিয়ে আমি বাইরের দিকে দেখছিলাম। আচানক শুনলাম ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। আবদুল মজিদ বলছিল, বেটা রওশন দীন! এবার তুমি ফিরে যাও। এই নাশপাতিগুলোর জন্য তোমাকে আমার সংগে যাবার দরকার নেই।

আবদুল মজিদ নাশপাতিবাহী ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে চলে যাবার কিছুক্ষণ পর আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে তার পিছনে চলতে লাগলাম। প্রায় এক ঘন্টা নিরবে চলতে থাকলাম। একটি গ্রামের মসজিদ অতিক্রম করার সময় আমি বললাম, চাচা আবুদল মজিদ! আপনি একটু থামুন আমি এই মসজিদ থেকে নামায পড়ে আসছি।

আবুদল মজিদ পেছন ফিরে দেখে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে বললো, তুমি এদিকে এসেছো কোন কাজে?

আমিও মেলা দেখতে যাচ্ছি।

আল্লাহর দোহাই, মসজিদে গিয়ে বসে থাকো। সকাল হলেই ফিরে যেয়ো। নয়তো আমাকে দোষারোপ করা হবে।

না, এখন আমি আর ফিরে যাবো না। আমি এই এখনি আসছি। এই বলে আমি মসজিদে চলে গেলাম। অযু করলাম। তারপর নামায পড়ে আবদুল মজিদের সাথে আবার চলতে লাগলাম।

যে গ্রামে মেলা হচ্ছিল সেখানে আমরা পৌঁছে গেলাম সময়ের বেশ কিছুটা আগে। দোকানদাররা তখন সবেমাত্র তাদের দোকানপাট সাজাতে শুরু করেছিল। আবদুল মজিদ একটি কুল গাছের সাথে ঘোড়াটি বেঁধে রাখলো। তার কাছেই একটি চাদর বিছালো। দুজন লোকের সাহায্যে ঘোড়ার পিঠ থেকে নাশপাতির বস্তা নামালো এবং সবগুলো চাদরের ওপর ঢেলে স্তূপাকার করলো। ভালো জায়গায় দোকান বসাতে পেরেছে বলে সে খুব খুশি হয়েছিল। আমি ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। মেলার প্রতি আমার সমস্ত আগ্রহ খতম হয়ে গিয়েছিল। গত ঈদে দাদাজান আমাকে একটি টাকা দিয়েছিলেন এবং নসিহত করে বলেছিলেন, এটা সামলে রেখো। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া খরচ করবে না। আম্মীজানও দাদাজানের দেয়া টাকা যত্ন করে রেখে দেয়ার নসিহত করেছিলেন। আমি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করার পর আবদুল মজিদের কাছে এসে বসে পড়লাম। আমার দুচোখ জুড়ে ঘুম আসছিল। ফলে খালি বস্তাটা বিছিয়ে আমি তার ওপর ঘুমিয়ে পড়লাম। একটু বেলা হলে আমার গায়ে রোদ লাগলো। গরমে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ খুলে দেখলাম আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গ্রামের কজন লোক এবং তারা আবদুল মজিদকে বকাবকি করছে। আবদুল মজিদ কসম খেয়ে

www.pathagar.com

বলছিল, আমার কোনো দোষ নেই। আমি গ্রাম থেকে বের হবার সময় জানতেই পারিনি সে আমার পেছনে পেছনে আসছে। একথা ঠিক কিনা তাকেই জিজ্ঞেস করো।

তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম, আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি। কিন্তু যাদের কথা শুনে আমি দাদাজানের হাতে মার খেয়েছিলাম তাদের কেউ মেলায় আসেনি দেখে আমি খুবই পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম।

আমাদের গ্রামের একজন শিখ হরবন্‌স সিং বললো, মিয়া ইউসুফ ওঠো! মেলা দেখতে হয় চারদিক ঘোরাফেরা করে। যখন বেশি গরম অনুভব করবে, এদিকে আমগাছের ছায়ায় বসে আরাম করে নেবে। বেশ ঠাণ্ডা ছায়া। ওখানে হালুইকরের দোকানও আছে আবার সোডা ওয়াটারেরও। ওখানে গরম গরম পাকোড়াও পাবে। পাকোড়া খাবার পর সোডা ওয়াটার খাবে। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

আমি সেখান থেকে উঠে আমগাছের ছায়ার দিকে চললাম। দুজন বিক্রেতা তেলেভাজা পাকোড়াও বিক্রয় করছিল। তাদের একজনের থেকে এক আনার পাকোড়া কিনলাম। তাকে এক টাকা দিলাম। দোকানদার একটি পিতলের তশ্‌তরী থেকে পয়সা বের করে গুণতে লাগলো। আমি বললাম, আমাকে পয়সার পরিবর্তে একটি আধূলী এবং বাকি দুআনি বা একআনি দিন। দোকানদার চোখ তুলে গভীর দৃষ্টিতে আমাকে দেখলো। তারপর একটি আধূলী এবং সাতটি এক আনি আমার হাতের ওপর রেখে দিল। আমি মুদ্রা গুলি ভালোভাবে দেখে নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম। কাগজের ঠোঙা থেকে গরম গরম পাকোড়াগুলি খেয়ে একটি বড় নিম গাছের তলায় বসে পড়লাম। পাকোড়াগুলি খুব মজাদার ছিল। তবে আমার চাহিদার চেয়ে ছিল বেশি। প্রয়োজনের অতিরিক্তগুলি ঠোঙায় মুড়ে নিয়ে কল থেকে পানি খেয়ে আবদুল মজিদের কাছে গেলাম এবং পাকোড়াগুলি তার সামনে রাখলাম। এরপর মেলা দেখর্তে লেগে গেলাম। এখানে আমার জন্য পেরেশানী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রোদের মধ্যে আমার কাছে মাদারী ও বাজীকরদের খেলায় কোনো আকর্ষণীয় বিষয় ছিল না। যেহেতু এটা নাশপাতির মওসুম ছিল তাই এখানে সেখানে ছিল কেবল নাশপাতির স্তূপ। আর লোকদের মধ্যে এক পয়সা সের নাশপাতি কেনার ধূম পড়ে গিয়েছিল। আমার জন্য সবচেয়ে পেরেশানীর ব্যাপার ছিল এই যে, আবদুল মজিদের কথিত কাশ্মীরী নাশপাতির স্তূপের আকৃতিতে দুপুর পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না। সে তার নাশপাতি প্রতি সের এক আনার কমে বিক্রি করতে রাজি হচ্ছিল না। ক্রেতারা আসছিল এবং তার সাথে ঝগড়া করে চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম, চাচা! আল্লাহর ওয়াস্তে এগুলি বেচে ফেলুন। নয়তো মেলা শেষে এগুলি নিয়ে কি করবেন?

www.pathagar.com

আবদুল মজিদ নিশ্চিন্তে বলে দিল, এগুলি শহরে নিয়ে গেলে সহজেই দুতিন পয়সা সের দরে বিক্রি হয়ে যাবে। এগুলি পানির দরে বিক্রি না করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং আগামীকাল শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেবো। তার এই জবাব শুনে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। পাঁচ মাইল পথ চলার পর আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম আমি দাদাজানের হুকুম অমান্য করার শাস্তি ভোগ করছি। আমি ভাবছিলাম বাড়িতে পৌঁছেই সবার সামনে নিজের ভুল স্বীকার করে নেবো এবং দাদাজানের কাছে মাফ চাইবো। তারপর আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল ফেরার পথে আমাকে পায়ে হেঁটে আসতে হবে না, আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসতো পারবো। আমি চিন্তাও করতে পারছি না আবার ঘোড়ার পিঠে নাশপাতির বস্তা চাপানো হবে এবং আমাকে হেঁটে যেতে হবে। আমি আমাদের গ্রামের লোকদের তালাশ করে বের করলাম এবং তাদেরকে বোঝালাম যে, আবদুল মজিদ গোলাম নবী চাচার ঘোড়াটিকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। সে সমস্ত নাশপাতি বিক্রি না করে আবার তা বস্তাবন্দি করে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। এটা কত বড় বোকামী, সবাই এক পয়সা সের দরে নাশপাতি বিক্রি করছে আর সে এক আনা সেরের কম বেচবে না। দুপয়সা সের দরে বেচতেও রাজি নয়। চার পাঁচ জন লোক তার চারদিক ঘিরে বলছিল, আরে ইয়ার! সত্যিই তুমি এক অদ্ভুত পাগল। আর সে চিল্লাচ্ছিল ঃ আমি পাগল নই, পাগল হচ্ছে এইসব লোকেরা যারা দেশি নাশপাতি ও কাশ্মীরী নাশপাতির মধ্যে পার্থক্য করে না।

একজন শিখ বললো, বেকুব! এগুলি পচে গলে যাবে।

পচে গলে গেলে আমার যাবে, তোমাদের তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না? আর এ বেকুব লোকগুলোও তো মাগনা খেতে পারবে না।

আবদুল মজিদকে যারা বোঝাতে চাচ্ছিল তারা মুখভংগি করে সরে গেলো। এরপর সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রথমবার হাঁকলো ঃ 'লে লও ভাই কাশ্মীর কি জান্নাত কা ফল তিন পয়সা সের লে লও। একবার খাওগে সারা উমর ইয়াদ করোগে।' 'এ নাশপাতি সেব কি বহিন হ্যায়।'

কিছু গ্রাহক এই আশায় তার চারদিকে দাঁড়িয়ে পড়লো যে, হয়তো সে দাম আরো একটু কমাবে। আমি অনুভব করলাম সূর্য অতি দ্রুত নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

আবদুল মজিদ যখন গ্রাহকদের পিছনে মাথা ঘামাচ্ছিল আমি তখন ওদিকে কূল গাছ তলায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘোড়ার মুখে লাগাম পরালাম। গাছের গা থেকে তার রশিটা খুলে নিয়ে গলায় জড়িয়ে দিলাম তারপর তাকে নিয়ে গেলাম বাগানের দিকে। একটি গাছ থেকে ডালপালা ভেঙে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে গেলাম এবং তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে মজিদের দিকে এলাম। আট দশ কদম দূর থেকে আমি বুলন্দ আওয়াজে বললাম, চাচা মজিদ! আসসালামু আলাইকুম, আমি চলে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

মজিদ চিৎকার দিল, মিয়াজী! আল্লাহর ওয়াস্তে থামো! আমার সর্বনাশ করো না।

চাচা, এখন রাত এগিয়ে আসছে। আপনি আমার সাথে যেতে চাইলে তাড়াতাড়ি আপনার কাজ সেরে ফেলুন।

গ্রামের দুজন লোক এ তামাশা দেখছিল। একজন বললো, ইঁউসুফ! তুমি যাও। এই বেকুবের এ ছাড়া আর অন্য কোনো অষুধ নেই।

মজিদ আর কোনো চিন্তা না করেই হাঁক দিল ঃ জান্নাতের ফল লুট হয়ে গেলো, দুপয়সা সের, মাত্র দুপয়সা। আর অমনি ক্রেতারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো চারদিক থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিরাট স্তূপ একটা ছোট বাণ্ডিলের আকার ধারণ করলো। তখন সে হাঁকলো ঃ লে লও, এক পয়সা সের। মজিদ এও বুঝতে পারছিল না কে পয়সা দিচ্ছে এবং কে নাশপতি উঠাচ্ছে। গ্রামের লোকেরা তাকে সাহায্য করছিল।

আমি তার কাছে এসে গেলাম। সে দাঁড়িয়ে চাদর ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, সত্যিই আমি একজন বেকুব। একথা আমি আগে কেন চিন্তা করলাম না যে, লোকেরা দ্বিগুণ দাম তো দিতে পারে কিন্তু চারগুণ দিতে পারে না।

আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বললাম, চাচা! এ বস্তাটা ঘোড়ার পিঠে বিছিয়ে দিন। আমি আপনাকে আমার পিছনে বসিয়ে নিচ্ছি।

এক মিনিটের মধ্যেই আমরা দুজন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে গেলাম। পিছন থেকে একজন শিখ বলে উঠলো, মিয়া ইউসুফ! তুমিও কামাল করে দিয়েছো বেটা। নাশপাতির বস্তা মাথায় করে নিয়ে গ্রামে পৌঁছে যাওয়াই এর কমসে কম শাস্তি হওয়া উচিত ছিল।

আমি তার কথার মাঝখানে ঘোড়ার পিঠে ছড়ি মারলাম।

মজিদ বললো, এ ঘোড়াটা বড়ই ঢিলা এবং অলস। যদি আমি ক্লান্তি অনুভব না করতাম তাহলে পায়ে হেঁটে গ্রামে পৌঁছে যেতাম।

আমি জবাবে বললাম, ঘোড়া যখন ভূখা থাকে এবং চলতে থাকে বাড়ির দিক আর সামনে রাতও এগিয়ে আসতে থাকে তখন তার গতি আপনা আপনি দ্রুত হয়ে যায়।

এখন ঘোড়া মজিদ চাচার প্রত্যাশার বিপরীত দ্রুতগামী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার চাল এমন ছিল যার ফলে মজিদ চাচার বুকে ব্যথা হতে লাগলো। এক মাইল চলার পর তিনি বললেন, মিয়াজী! এখানে আমাকে নামিয়ে দাও। নয়তো আমি একদম মারা পড়বো।

আমি ঘোড়ার পিঠে জোরে গোড়ালী ঠুকলাম। এক দুবার ঝাঁকানী দিয়ে সে দৌড়াতে লাগলো।

www.pathagar.com

রাত নেমে এসেছিল। যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেটা আমার একদম মনে নেই। তবুও ঘোড়ার ওপর বিশ্বাস ছিল সে আমাদের সোজা বাড়িতে পৌঁছে দেবে। এক জায়গায় ছোট একটা খাদ সামনে পড়লো। ঘোড়া উপর থেকে লাফ দিল। মজিদ একদিকে ঢলে পড়লো। সে আমার কোমর মজবুত করে ধরে রেখেছিল। আমি বহুকষ্টে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করলাম। পূর্ণ শক্তিতে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তাকে থামালাম। মজিদ কয়েক কদম ঘসে ঘসে চলার পর আমার কোমর ছেড়ে দিল এবং 'হায় মরে গেলাম' বলে জমিনে আছড়ে পড়লো।

চাচা, ঠিক আছেন তো? আমি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মিয়াজী, আমি ঠিক আছি। আল্লাহর কসম, গ্রামে গোলাম নবীও এটা স্বীকার করবে না যে, আবদুল মজীদের প্রাণান্তকর অবস্থায় তার ঘোড়াও হরিণের মতো লাফ দিতে পারে।

আমি বললাম, চাচা! উঠে বসুন। এবার আমরা ধীরে চলবো।

তওবা, আমি আর ওর ধারে কাছেও যাবো না। আল্লাহর শোকর, তুমি নাশপাতিগুলি বিক্রি করার পথ বের করে দিয়েছিলে। নয়তো সে এই খাদের মধ্যে সেগুলি ফেলে দিতো। মিয়া ইউসুফ! তুমি দ্রুত বাড়িতে পৌঁছে যাও। কিন্তু আমি তোমাকে সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলাম একথা যেন সেখানে বলো না।

আমি যখন ঘোড়া দৌড়িয়ে গ্রামে পৌঁছলাম তখন দেখি সেখানে শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ-মহিলা সবাই আমার ইন্তিজার করছে। দাদাজান মসজিদে বসেছিলেন। আমি সোজা তাঁর কাছে চলে গেলাম। তাঁর সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা হেঁট করে বললাম, দাদাজান! আমার গালে আর একটা চড় মারুন এবং আমাকে মাফ করে দিন।

দাদাজান আদর করে দুহাতে আমার মাথাটা টেনে নিয়ে চুমো দিয়ে বললেন, বেটা! আমি জানি আমার চড় তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এটা আমার একটা ভুল ছিল। নয়তো তুমি কখনো বাড়ির বাইরে চলে যেতে না। আমার খান্দানের সবাইকে আমি নসিহত করে যাবো কেউ যেন কখনো তোমার মনে কষ্ট না দেয়। দেখো আমার চাইতে বেশি কষ্ট পেয়েছে তোমার আম্মী ও দাদী। তাদের কাছে যাও। আমি নফল পড়ে বাড়িতে যাবো। আর যদি তুমি ঘুমিয়ে না পড়ে থাকো তাহলে তখন তোমার সাথে আরো কথা বলবো।

সেরাতে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর আমি দাদাজানের সাথেই ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর যতদিন জীবিত ছিলেন আমি প্রায়ই ভাবতাম তাঁর একটি চড় খাবার পর আমি হঠাৎ তার দিলের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম অথবা আমাদের দুজনের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা সে সময় আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

www.pathagar.com

হাইস্কুলের প্রাথমিক দিনগুলিতে যাদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় বাহাদুর সিং ছিল তাদের একজন। লম্বা চওড়ায় তাকে বড় মানুষের কাছাকাছি মনে হতো। কিন্তু তখনো সে মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। ফেল করার কারণে স্কুলের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশি। নতুন ছাত্রদের সাথে সে হাসিমুখে কথা বলতো।

বয়সের দিক দিয়ে আমাকে দীর্ঘদেহী ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করা হতো। কিন্তু বাহাদুর আমার চাইতে পাঁচ ছয় বছরের বড় এবং শারীরিক উচ্চতা ছিল আমার চাইতে চার ইঞ্চি বেশি। তার উপরের দাঁত একটু বেশি লম্বা ছিল। হাসতে গেলে সেগুলি এত বেশি বের হয়ে আসতো যে, সেগুলিকে চাপা দেবার জন্য আঙুলের সাহায্যে উপরের ঠোঁট বারবার টেনে নিচে নামিয়ে আনতে হতো। নিজের দাঁতের কারণে তাকে সব সময় হাসিমুখ দেখা যেতো। সে প্রাইমারী শিক্ষা লাভ করেছিল পাঁচ মাইল দূরে বড় খালের কিনারের একটি গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে। তার বাপের হাবেলী গ্রামের বাইরে প্রায় তিন ফার্লং দূরে।

সাত বছর বয়স পর্যন্ত সে নিজেদের গবাদি পশু চরাতো এবং তাদের দেখাশুনা করতো। এগুলিই ছিল তার কাছে আকর্ষণীয় বিষয়। তাদের বাড়িতে ছিল দুটি মোষ ও দুটি গাভী। ফলে দুধ ও ঘি-এর কোনো অভাব তার বাপের সংসারে ছিল না। এ সত্ত্বেও যখন সে পাশের গ্রামের এক কৃষকের সুন্দর সুঠামদেহী ছাগল পছন্দ করলো এবং তা কেনার জন্য জিদ ধরলো, তার বাপ হুমকি ধমকি দিয়ে নিরস্ত করতে না পেরে তাকে সংগে করে নিয়ে গিয়ে সেই ছাগলের দুটি বাচ্চা কিনে আনলো। তাদের বাড়িতে এক জোড়া কুকুরও ছিল। তাদেরকে সারাদিন বেঁধে রেখে সারারাত ছেড়ে দেয়া হতো। এ কুকুর দুটি বড়ই ভয়ংকর ছিল। ফলে রাতের বেলা তাদের হাবেলীর ধারে কাছে কেউ ঘেঁসতে পারতো না।

বাহাদুর সিংদের বাড়িতে একটি মাদি ঘোড়াও ছিল। তার এক বছরের একটি বাচ্চা ছিল। বাহাদুর সিং তাকে খুব ভালোবাসতো ও আদর করতো। যখনই সে হাবেলীর বাইরে চলে যেতো, বাহাদুর ছাড়া কেউ তাকে ধরতে পারতো না। ছয় সাত বছর বয়সে সে বড়ই আনন্দিত ছিল এ জন্য যে, আগামী বছর সে তার ঘোড়ার বাচ্চার পিঠে সওয়ারী করতে পারবে। কিন্তু সপ্তম বছরে হঠাৎ একদিন তার বাপ ঘোষণা করলো, বেটা বাহাদুর সিং! আমি মাস্টারজীর সাথে কথা বলেছি। তুমি কাল স্কুলে ভর্তি হয়ে যাবে। পণ্ডিত আদম প্রকাশ বলছিলেন, বাহাদুর সিংয়ের মতো লম্বা চওড়া ছেলের লেখাপড়া শিখে থানা পরিচালকের

www.pathagar.com

দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। আগামীকাল আমি তোমাকে স্কুলে নিয়ে যাবো এবং পণ্ডিতজীর হাতে সোপর্দ করে দেবো। কিছু লেখাপড়া শিখবে এবং তাঁর হুকুম মেনে চলবে, তাহলে দেখবে একদিন জীবনে উন্নতি করতে পারবে। নয়তো সারাজীবন আমার মতো ক্ষেতে হাল চালাতে হবে।

আমি আরো চিন্তা করেছি। আমাদের বাড়ি গ্রামের বাইরে। তোমার ছোট বোনটি ছাড়া তোমার আর কোনো খেলার সাথি নেই। স্কুলে অনেক ছেলে। তাদের সাথে তুমি হাসি খুশির মধ্যে একটা সময় কাটাতে পারবে। কৃষিকাজের জন্য আমি ঈসায়ী ইলিয়াসের সাথে কথা বলেছি। আমাদের উৎপাদিত শস্য থেকে তাকে তিরিশ মন শস্য দিতে হবে। তার ছেলেও আমাদের একটা ক্ষেত চাষ করে। খাবার জন্য আমি তাকে শসা দেবার ওয়াদা করেছি।

বাহাদুর ঘাবড়ে গিয়ে বললো, বাপুজী! আমি বাড়িতে থাকতে চাই। স্কুলে যেতে চাই না। আমার ঘোড়ার বাচ্চার কি হবে? আমার ছাগল ছানাগুলো কোথায় যাবে? আর গরুর বাছুরটা সামলাবে কে?

বেটা, স্কুল ছুটির পর বাড়িতে ফিরে এসে তোমার ঘোড়া ও গরু-ছাগলের জন্য তুমি অনেক সময় পেয়ে যাবে। তাছাড়া ইলিয়াসের ছেলেটাও বেশ হুশিয়ার। সে তোমার পশুগুলো হেফাজত করতে পারবে। তোমার মা ও বোনও তোমার পশুগুলোকে যত্ন করবে। বেটা আমি তোমার ভালরই চিন্তা করছি। তুমি তো কখনো স্কুলে গিয়ে দেখোনি সেখানে ছেলেরা কত আনন্দে থাকে।

পিতাজী, আমি সেখানে কখনো যাইনি। স্কুলকে আমি ভয় করি এবং সেখান থেকে দূরে থাকতে চাই। একটা জায়গায় বন্দী হয়ে মানুষ কেমন করে বসে থাকতে পারে?

বেটা, স্কুলে যখন মন বসে যাবে তখন তুমি আর ঘরে আসার নামই নেবে না। পণ্ডিত উদম প্রকাশ বড়ই চমৎকার শিক্ষক। তিনি বলেন, তার দুজন ছাত্র থানা পরিচালক, তিনজন সেনাবাহিনীতে জমাদার এবং চারজন বড় ব্যবসায়ী হয়েছে। দশজনেরও বেশি ছাত্র বিভিন্ন কারখানায় কেরানীর পদে কাজ করছে। বেটা, তুমি যদি হাবিলদার হয়ে যাও তাহলে আমি এই গ্রামে নিজেকে বাদশাহ মনে করবো। তোমার উস্তাদের প্রত্যেকটি হুকুম তোমাকে মেনে চলতে হবে। যদি তিনি বলেন, তুমি কূয়ায় লাফিয়ে পড়ো তাহলে তোমাকে মনে করতে হবে এতেই তোমার মংগল হবে। আমি নিজেও তো বেশ একাকী হয়ে যাবো। কিন্তু জীবনে এসব বিষয় বরদাশ্‌ত করতে হয়। প্রাইমারী শেষ করে তুমি হাইস্কুলে যাবে। আর তারপরেও শুনেছি অনেক বড় স্কুল আছে যাকে কলেজ বলা হয়।

বেটা, সর্বমোট দশটা বছরের ব্যাপার মাত্র। তুমি দশম শ্রেণীর পড়া শেষ করলে একটা ভালো চাকরী পেয়ে যাবে। আর যদি আরো চার ক্লাস পড়তে পারো তাহলে বড় সাহেব বনে যাবে।

www.pathagar.com

পরদিন বাহাদুর সিং তার বাপের সাথে স্কুলে গেলো। ইলিয়াসও ছোট একটা ঘিয়ের টিন মাথায় করে নিয়ে তাদের পেছনে পেছনে গেলো। পণ্ডিত উদম প্রকাশ বাহাদুর সিংয়ের লম্বা চওড়া দৈহিক কাঠামো দেখে কিছুটা পেরেশানী প্রকাশ করলো। কিন্তু ঘিয়ের টিনের ওপর নজর পড়তেই মুড ঠিক হয়ে গেলো। বাহাদুর সিংয়ের বাপ স্বরণ সিং পণ্ডিতজীর পায়ে হাত রেখে বললো, মহারাজ বাহাদুর সিং আমার সন্তান কিন্তু আপনি তাকে মানুষ বানাবেন। এজন্য যদি আপনি তার গায়ের চামড়া তুলে নেন তাহলেও আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। আমি জানি একজন মানুষ তৈরি করতে হলে অনেক কষ্ট করতে হয়।

পণ্ডিতজী বললো, সরদারজী! আপনি চিন্তা করবেন না। যদি সে আমার কথা মেনে চলে তাহলে একদিন অনেক বড় হবে। তাকে জবর মার দেবো।

কি বলো বাহদুর সিং, তুমি কি ওয়াদা করছো তোমার বিরুদ্ধে পণ্ডিতজীর কাছ থেকে আমাকে কোনো অভিযোগ শুনতে হবে না?

জী না, পিতাজী কখনো কোনো অভিযোগ শুনবেন না।

আচ্ছা সরদারজী! এবার আপনি যান এবং এই ছেলে সম্পর্কে নিশ্চিন্তে থাকেন।

স্বরণ সিং স্কুলের সীমানা থেকে বের হলে পাটওয়ারীর সাথে দেখা হলো। দুজনে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গেলো।

সরদারজী! আজ আপনি এদিকে এলেন কিভাবে?

পাটওয়ারীজী, আপনারা সবাই বলতেন বাহাদুর সিংকে স্কুলে পাঠাও। আজ আমি আপনাদের কথা মেনে নিয়েছি।

খুব ভালো করেছেন আপনি। বড়ই আনন্দের কথা।

তারপর তারা কথা বলতে বলতে সামনে বটগাছের নিচে উঁচু জায়গায় বসে পড়লো।

ওদিকে স্কুলে বাহাদুর সিংয়ের শিক্ষা জীবনের প্রথম পাঠ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করলো, বাহাদুর সিং, বলো এখানে কেন এসেছো?

জী, বাপুজী আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন।

আরে, আমি বলতে চাচ্ছি তুমি এখানে কি করবে?

জী আপনি যা বলবেন।

www.pathagar.com

আচ্ছা, যদি আমি বলি দৌড়ে গিয়ে খালে ঝাঁপিয়ে পড়ো, তাহলে?

জনাব যদি আপনি একথা বলেন তাহলে আমি আনন্দিত হবো। আমি প্রত্যেক দিন খালে ঝাঁপাঝাঁপি করি।

আচ্ছা বাহাদুর সিং তুমি কান ধরে দেখাও।

জী, কান ধরে?

হ্যাঁ।

বাহাদুর সিং মনোযোগ দিয়ে পণ্ডিতজীর দিকে তাকালো তারপর মাথা নীচু করে নিল এবং হাতের আঙুল দিয়ে নিজের হাসি লুকাবার চেষ্টা করলো।

বেঅকুফ হাসছো কেন? এ্যাঁ, হাসছো কেন? তুমি কি জানো এখানে হুকুম না মানলে শাস্তি দেয়া হয়?

জী হ্যাঁ, একথা পিতাজী আমাকে বলেছিলেন।

ঠিক আছে, তাহলে কান ধরো।

বাহাদুর সিং গভীর দৃষ্টিতে পণ্ডিতজীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, জনাব এভাবেই?

বেঅকুফ, আবার কিভাবে? উল্লুকের মতো আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছো?

জনাব, আমি বলতে চাচ্ছি এভাবে বসে বসেই কান ধরাবেন?

অদ্ভূত গাধা তো দেখছি। তুমি কি বলতে চাও তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আমি নাচবো? জল্‌দি করো।

বাহাদুর সিং নিজের জামায় ভালো করে হাত মুছে নিল। আর একবার পণ্ডিতজীর দিকে তাকালো। তারপর আচানক হাঁটু গেড়ে বসে পণ্ডিতজীর দুটো কান ধরলো। সে এমন মজবুতভাবে ধরেছিল যে কানের ব্যথায় পণ্ডিতজী চিৎকার করে উঠলো।

আরে এই পাগলাকে হটাও।

একটি ছেলে দৌড়ে গিয়ে পথের ওপর দাঁড়ানো বাহাদুর সিংয়ের বাপকে ডাকলো। পণ্ডিতজীর অসহায় অবস্থা দেখে বাহাদুর সিং বললো, মাস্টারজী, যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে ছেড়ে দেই?

পণ্ডিতজী রাগে গরগর করতে থাকলো। তার বাপ দৌড়ে ভেতরে ঢুকলো এবং চিৎকার দিয়ে উঠলো, আরে কি করো! কি করো!

পিতাজী, উনি আমাকে কান ধরার হুকুম দিয়েছিলেন। বাহাদুর সিং ভীত হয়ে কান ছেড়ে দিল।

পণ্ডিত উধম প্রকাশ কয়েক সেকেণ্ড মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলো তারপর স্বরণ সিংয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো ঃ

এই পাগলকে তুমি আমার কাছে এনেছো কোথা থেকে?

www.pathagar.com

পণ্ডিতজী, আগে আমার কথা শুনুন। যদি আপনি তাকে কান ধরার হুকুম দিয়ে থাকেন তাহলে সে যা করেছে তাতে তার কোনো দোষ নেই। স্কুলে নিজের কান ধরা হয় একথা সে জানে না। বাড়িতে সে পলাতক ছাগল বা বাছুরের কান ধরে তাদেরকে আটকে রাখে। আর এ কাজে সে এতই হুশিয়ার যে যখন গরুর কান একবার টেনে ধরে তারপর তার পালিয়ে যাবার আর কোনো পথই থাকে না।

তাহলে তুমি বলতে চাও স্বরণ সিং, আমি গরু বা বাছুর?

না, পণ্ডিতজী তা নয়। আসলে কান শব্দটিই তাকে ভুলপথে চালিত করেছে। যদি আপনি তাকে বুঝিয়ে দিতেন কান কেমন করে ধরতে হয় তাহলে সে কখনো এ ভুলটি করতো না। এ বেচারা কখনো স্কুলে আসেনি। আপনি একে মারুন কিন্তু মাফ করে দিন। আমিও আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি। আমি কি জানতাম আমি স্কুল থেকে বের হবার সাথে সাথেই আপনি তাকে কান ধরার হুকুম দেবেন এবং সে তার নিজের কান না ধরে আপনার কান ধরবে! প্রথমে আপনি তাকে কান ধরা শেখান তার পর যদি সে হুকুম না মানে তাহলে আমি মেরে তার হাড্ডিগুলো সব ভেঙে দেবো।

পণ্ডিতজী একটি ছেলেকে ডাকলো।

ওহে পিয়ারেলাল! এদিকে এসো। এই বেকুবকে কান ধরা শেখাও।

পিয়ারে ঝটপট নিজের কান ধরলো। এরপর পণ্ডিতজী বললো, বাহাদুর সিং এখন তুমি এভাবে হাঁটুর নিচে থেকে হাত ঘুরিয়ে এনে কান ধরো এবং যতক্ষণ আমি ছেড়ে দিতে না বলবো ততক্ষণ ধরে রাখো।

স্বরণ সিং বললো, পণ্ডিতজী! সে মরে গেলেও আপনার হুকুম ছাড়া কান ছাড়বে না।

এই প্রথম অভিজ্ঞতা বাহাদুর সিংয়ের জন্য যথেষ্ট কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু সে আধ ঘন্টা পর্যন্ত নিরবে এ কষ্ট বরদাশত করলো।

পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করলো, কি হে নালায়েক, এখন বুঝতে পেরেছো কান কিভাবে ধরতে হয়?

বাহাদুর সিং স্তিমিত আওয়াজে বললো, জী জনাব! এবার বুঝতে পেরেছি।

আচ্ছা, এবার ছেড়ে দাও এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও।

বাহাদুর সিং কান ছেড়ে দিয়ে কোমর সোজা করে দাঁড়াতেই পণ্ডিতজী বললো, যেহেতু তুমি জেনে বুঝে দুষ্টুমি করোনি তাই আজকের মতো তোমাকে মাফ করে দিচ্ছি। আজ তোমার ছুটি। তবে বাড়ি যাবার আগে ওখানে দোকান থেকে বর্ণ পরিচয়, তখতি, কলম, দোয়াত কিনে নিয়ে যাও।

www.pathagar.com

এ ঘটনাটি কেবল বাহাদুর সিংয়ের গ্রামের ছেলেদের মধ্যেই ছড়ায়নি বরং আশপাশের গ্রামের ছেলেরাও এটাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে খুবই আগ্রহ দেখিয়েছিল। এরপরও এ ধরনের কথায় আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। বাহাদুর সিংকে জিজ্ঞেস করলে সে তার মার্কামারা হাসি হাসতো। কোনো কথার প্রতিবাদ করার অভ্যাস তার ছিল না। ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমি যে বছর বাহাদুর সিংয়ের সাথে এক ক্লাসে বসেছিলাম সে বছরই একটা ঘটনা ঘটেছিল। মাস্টার জগন্নাথ অনেক ব্যাপারে ছিল বাহাদুর সিংয়ের বিপরীত ; বাহাদুর সিং যেমন লম্বা তাকে ঠিক তেমনি খাটো দেখাতো। জগন্নাথ স্যারের মাথার পিছনের চুল ছিল অনেক ছোট। কিন্তু তার সামনের দিকের চুল এত লম্বা ছিল যে ছড়িয়ে পড়লে মুখ ও ঠোঁট পর্যন্ত ঢেকে যেতো। এ দৃশ্য দেখে বাহাদুর সিং অতি কষ্টে তার হাসি নিয়ন্ত্রণ করতো। একবার মাসের শেষ রবিবারের ছুটি শেষ করে পরদিন বাহাদুর সিং স্কুলে এলো। কিন্তু স্কুলের পাঠ তৈরি করে আসেনি। এমনিতেও বাহাদুর সিংয়ের অভ্যাস ছিল ঘরে গিয়ে সে স্কুলের কাজে খুব কমই হাত দিতো। এবার যারা স্কুলের পাঠ তৈরি করেনি তাদেরকে চার ঘা করে বেত মারা হলো। বাহাদুর সিংয়ের পালা এলে মাস্টার জগন্নাথ ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বেত উঁচু করলো। বাহাদুর সিং ভয়ে হাত পেছনে টেনে নিল। বেত পড়লো ডেস্কের ওপর। এই সংগে মাথা দোলাবার ফলে জগন্নাথ স্যারের চুল কপালের ওপর ছড়িয়ে পড়লো। মাস্টারজী বেত ধরা হাত দিয়ে মাথার চুলগুলি সামলে নিল এবং দ্বিতীয়বার আরো জোরে বেত মারার চেষ্টা করলো। কিন্তু বাহাদুর সিং আগের চাইতেও তাড়িৎ গতিতে হাত পেছনে টেনে নিল এবং মাস্টার রাগে ফেটে পড়লো। তৃতীয়বারের চেষ্টার শুরুতে মাস্টারজী বাহাদুর সিংয়ের হাত নিজের হাতে নিয়ে ডেস্কের নির্দিষ্ট জায়গায় রাখলো এবং বেত মারার চেষ্টা করলো। এই সাথে তাকে এই বলে সতর্ক করে দিল, এবার যদি হাত পিছিয়ে নাও তাহলে একদম চামড়া ছিলে নেবো। কিন্তু বাহাদুর সিং এবারও হাত টেনে নিতে পিছপাও হলো না। ফলে বেত প্রচণ্ড জোরে ডেস্কের ওপর পড়লো। সাথে সাথে ক্লাসের ছেলেরাও একযোগে হেসে উঠলো। মাস্টার জগন্নাথ হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের মাথার চুল ঠিক করলো এবং এবার মজবুতভাবে বাহাদুর সিংয়ের ডান হাতের কব্জি নিজের বাম হাতে টেনে ধরলো এবং পায়ের গোড়ালী উঁচু করে পূর্ণ শক্তিতে বেত মারলো। বাহাদুর সিং ঠিক সময়ে নিজের হাত টেনে নিল এবং বেত পড়লো মাস্টারজীর কবজির ওপর। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে মাস্টারজী নিজের হাত

www.pathagar.com

চেপে ধরে ক্লাস থেকে বের হয়ে হেডমাস্টারের রুমে চলে গেলো। হেড মাস্টার তার হাত থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, ওহ্হো! এমন মারাত্মক জখম কিভাবে হলো?

জনাব, এখানে বেত পড়েছে।

কে আপনাকে বেত মারলো?

জী, আমার নিজের মার আমার হাতে পড়েছে। বদমাশ বাহাদুর সিং ছেলেটা একেবারে জ্বালিয়ে মারলো। তাকে নিয়ে আর পারা গেলো না। তার কোনো একটা ব্যবস্থা করুন। নয়তো আমি আত্মহত্যা করবো।

হেড মাস্টার সাহেব নিশ্চিন্তে জবাব দিলেন, বর্তমানে আত্মহত্যা নয় বরং ডাক্তার দেখাবার প্রয়োজন। আপনি এখনি হাসপাতালে চলে যান এবং হাতে ব্যাণ্ডেজ করান। যদি বাহাদুর সিং কোনো দুষ্টুমী করে থাকে তাহলে তাকে ঠিকমতো শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু আপনি নিজের জখমের চিখিৎসা করার চিন্তা করুন।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের স্যার কামরায় প্রবেশ করলো। মাস্টার জগন্নাথের হাতের অবস্থা দেখে হেড মাস্টার সাহেবকে বললো, স্যার হাতে চোট লাগার কারণে ইনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমার মনে হয় এর ওপর স্পিরিট লাগিয়ে দিলে ব্যথা অনেক কমে যাবে।

হেড মাস্টার বললো, তাহলে জলদি করুন এবং স্পিরিট লগাবার পর তাঁকে সংগে সংগেই হাসপাতালে নিয়ে যান।

সায়েন্স স্যার তাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেলো এবং স্পিরিটে তুলা ভিজিয়ে তার কাটা জায়গার ওপর রাখতে রাখতে বললো মাস্টার সাহবে, মাত্র এক মিনিট একটু কষ্ট হবে তারপর দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

ওদিকে মাস্টার জগন্নাথের ইতিপূর্বে বাহাদুর সিংয়ের ওপর যেমন গোস্বা হয়েছিল এখন সায়েন্স স্যারের ওপর ঠিক তেমনি গোস্বা হচ্ছিল। হাত দিয়ে তুলাটা সরাতে চাইলো কিন্তু সায়েন্স স্যার শক্ত করে তার হাতটা ধরে রাখলো। আর জগন্নাথ স্যার চিৎকার দিয়ে চলছিল।

ভগবানের দোহাই! আমার হাত ছেড়ে দিন। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি।

এক ঘন্টা পরে জগন্নাথ স্যার হাসপাতাল থেকে হাতে পট্টি বেঁধে ফিরে এলো। তখন জানতে পারলো, হেড মাস্টার নিজেই ক্লাস রুমে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং তিনি বাহাদুর সিংকে কিছুই বলেননি। ছেলেটা যা কিছু বলেছে তাতে জগন্নাথ স্যারের পরিবর্তে বাহাদুর সিংয়ের প্রতি বরং তার কিছুটা সমবেদনা সৃষ্টি হয়েছে। তবুও মাস্টারজীর মনে সান্ত্বনা দেবার জন্য বাহাদুর সিংকে অন্য সেকশানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

১৮

গ্রামের চারপাশে ফলের বাগান ছাড়া আরো নানা ধরনের গাছও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বিভিন্ন জাতের পাখিরা সেগুলিতে বাসা বেঁধেছিল। কতক পাখি আসতো বিশেষ বিশেষ মওসূমে। আবার মওসূম পরিবর্তনের সাথে সাথে গায়েব হয়ে যেতো শস্যক্ষেতে এবং গাছগাছালির ঘন সবুজে। তাদের আসা যাওয়ার দিনগুলোয় তাদের ঝাঁকগুলো মানুষ দেখতো গভীর আগ্রহে।

মানুষ, পশুপাখি, কীট পতংগ, গাছপালা এরা সবাই ছিল গ্রামীণ জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। তবে এদের একটি অংশ এমন ছিল যাদের আসা যাওয়ার প্রতি কারো কোনো কৌতূহল ছিল না। এরা ছিল বড় জাতের মৌমাছি। স্থানীয় ভাষায় এদেরকে ডোমনা বলা হতো। সাধারণ মৌমাছি ও ডোমনার মধ্যে একটি পার্থক্য ছিল। সাধারণ মৌমাছি যখন কোনো গাছে বা ঝোপ ঝাড়ে চাক বাঁধতো, লোকেরা খুব খুশি হতো। কিছুদিন পরে তারা নিশ্চিন্তে চাক ভেঙে মধু নামিয়ে আনতো আর মৌমাছিরা অন্য কোথাও চলে যেতো।

গ্রামে এমন দুচারজন ছিল যারা ছোট মৌমাছির চাক কেটে তার মধু বিক্রি করতো। কিন্তু বড় মৌমাছি ডোমনার ব্যাপার ছিল আলাদা। তার চাক ভেঙে মধু আনতে প্রাণান্ত হতে হতো। যারা তার মধু সংগ্রহ করতে চাইতো তারা একটি স্থায়ী দুশমনের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য তাদেরকে স্বাগত জানাতো। অর্ধেকের বেশি মধু তারা নিজেরা নিয়ে যেতো এবং এটা বিনা কারণে ছিল না। বড় মৌমাছি কোনো গাছের ডালে বা কাণ্ডে চাক বানাতো। এ সময় আশপাশের লোকদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হতো। যেন কেউ ডোমনার গায়ে হাত না দেয় বা তাদেরকে বিরক্ত না করে। কারণ তাদেরকে বিরক্ত করার অর্থ হচ্ছে কোনো ভয়াবহ দুশমনকে নিজেদের ওপর হামলা করার আহ্বান জানানো বলে মনে করা হতো। আমাদের গ্রামে বড় মৌমাছিদের একটি শক্তিশালী গোত্র স্থায়ীভাবে অবস্থান করতো। এরা কখনো এদের পুরাতন আবাস থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে যেতো আবার হঠাৎ দেখা যেতো অন্য কোথোও এরা নতুন চাক বানাবার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

এক বছর এরা গ্রামের মসজিদের মিনার পছন্দ করে নিল। মসজিদের ইমাম মওলানা আবদুল্লাহ বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন এই ভেবে যে এরা আজানের

www.pathagar.com

আওয়াজ শুনেই আবার তার ওপর আক্রমণ না করে বসে। কাজেই তিনি তার মোটা সূতি কম্বল কাছে রাখতেন যাতে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগে। পরের বছর ডোমনারা কাছের একটি অশ্বথ গাছ পছন্দ করলো। এক বছর এমন একটি জাম গাছ পছন্দ করলো যার জাম অন্য গাছের চইতে লোকেরা বেশি পছন্দ করতো। লোকেরা চিন্তা করলো, যখন বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে এবং জাম পাকার মওসূম এসে যাবে, ডোমনারা নিজে নিজেই চলে যাবে। কিন্তু এ আশা পূর্ণ হলো না। বরং তাদের এ গাছটি এতই পছন্দ হয়ে গেলো যে, শীতকালের শুরু পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকলো। তারপর আচানক একদিন তাদের কি মনে হলো তারা চৌধুরী গোলাম নবীর বাগানের একটি কাঁটাওয়ালা ঝোপের মধ্যে চাক বানাতে লাগলো।

গ্রাম থেকে বের হয়ে দুদিকে যাবার রাস্তা এই ঝোপের পাশ দিয়ে যেতো। তাই এই চাকের হেফাজত করা গ্রামের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান হলো। একদিন মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সেখান দিয়ে যাবার সময় চাক দেখে বললেন, চৌধুরী গোলাম নবী! এই মৌমাছিদের থেকে দূরে থেকো। এরা হয় বড়ই জালেম। আমি এদেরকে একটি মেলা লণ্ডভণ্ড করে দিতে দেখেছিলাম। এখন শীতে তোমার তেমন কোনো বিপদ হবে না। উঁচু গাছ বাদ দিয়ে এই ঝোপের মধ্যে চাক তৈরি করার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ বছর জবর শীত পড়বে এবং বৃষ্টিও হবে প্রবল।

আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে তার নিরাপত্তার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু গ্রীষ্মকাল শুরু হয়ে গেলে এই মৌমাছিরা অত্যন্ত ভয়ংকর প্রমাণিত হবে। আল্লাহ করুন তার আগেই যেন তারা নিজেদের বাসা পরিবর্তন করার কথা চিন্তা করে।

চৌধুরী গোলাম নবী বললো, মওলানা সাহেব! ওদের গায়ে কেউ হাত দেবে না। এখানে ডোমনা চাক তৈরি করছে একথা যারা জানতে পেরেছে তারা দূর থেকে এ পথকে সালাম জানিয়েছে। দেখুন, পাশে ক্ষেতে কতগুলি পায়ে চলা পথ তৈরি হয়েছে। গতকাল সুবা সিং এই বলে দোহাই পাড়ছিল যে, এ মৌমাছিরা আমার ক্ষেত বরবাদ করে দেবে। জানকী দাস তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, শীতকালে মৌমাছিদেরকে বিরক্ত করলে পাপ হবে। গরম কাল শুরু হয়ে গেলে আমি তোমাকে একটি জিনিস দেবো সেটা তুমি জ্বালিয়ে দিয়ো মৌচাকের নিচে। দেখবে মৌমাছি বহুদূরে চলে যাবে।

মওলানা আবদুল্লাহ বললো, ইয়ার! এ জানকি দাস একটা আস্ত পাগল। ধোঁয়া করার জন্য ঐ ঝোপের কাছে ওদের চাকের নিচে কে যেতে পারে?

www.pathagar.com

মওলানা সাহেব! শীতকালে এই মৌমাছিরা কোনো ভয়ের কারণ নয়। আর এরপর এরা নিজেরাই কোনো উঁচু গাছের ওপর চলে যাবে। নয়তো কোনো না কোনোভাবে ওদেরকে উড়িয়ে দিতে হবে। জানকি দাস বলছিল, ওদেরকে ওড়াবার জন্য একাধিক পদ্ধতি তার জানা আছে। মধু বের করে নেবার আগেই তাদেরকে উড়িয়ে দেয়া একটা বেকুবী ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাঁই বুঢ়্ঢা শাহ বলছিল, মধু বের করার জন্য আমার এক মুরিদকে ডেকে আনতে পারি। তাকে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলা যায়।

মার্চের শেষের দিক। গ্রামের বাইরে দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত গ্রামের ক্ষেত শস্য শ্যামল হয়ে উঠেছিল। বাতাস ছিল চমৎকার। সাঁই বুঢ়্ঢা শাহ ও আল্লারাখ্‌খা বাড়ি থেকে বের হলো। আল্লারাখ্‌খা ইতিপূর্বে অতি প্রত্যুষে চৌধুরী গোলাম নবীর হাবেলী থেকে আখের রস পান করে এসেছিল। এখন সে সাঁই বুঢ়্ঢা শাহের পিছনে চলতে লাগলো। যখন তারা জানকি দাসের আস্তানা অতিক্রম করছিল, দেখলো জানকীজী তার চিরাচরিত নিয়ম মতো পা দুটো উপরে তুলে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সাঁই বুঢ়্ঢা শাহ বললো, কেমন বেকুব দেখো। সাঁই জী! উনি তো প্রত্যেক দিন এমনটি করে থাকেন। এই মাত্র আমি যখন এখান থেকে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

তার আর একটি পা কোথায় গিয়েছিল?

জনাব, অন্য পাটিও সাথেই ছিল। কিন্তু সেটিকে উপরে উঠিয়ে রেখেছিলেন।

অমন তো আমিও রাখতে পারি।

জী জনাব, সবাই পা উঠিয়ে রাখতে পারে এবং সবাই মাথায় দাঁড়াতে পারে। তবে মনুষ জনের সামনে এসব করা এক ধরনের বেকুবী।

জানকী দাস তার ওখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠলো, ওহে আল্লারাখ্‌খার বাচ্চা! কি বকবক করছোরে?

সাঁই বুঢ়্ঢা শাহ বললো, আরে ভাই জানকী দাস! রাগ করে না। আল্লারাখ্‌খার জানা ছিল না তুমি মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও শুনতে পারো। আমরা গোলাম নবীর রেহেটে যাচ্ছি। তুমিও এসো। সেখানে খোলা জায়গায় বসে আলাপ করা যাবে। ভালো আখও সেখানে পাবে।

জানকী দাস বাহুর ওপর ভর দিয়ে মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে এনে বললো, এই ব্যায়ামে কানও সতেজ হয়, চোখও বেশি উজ্জ্বল হয় এবং বুদ্ধিও ধারালো হয়।

www.pathagar.com

স্রেফ উল্টা খাড়া হবার ফলে? বুঢ়া শাহের কথায় একটু ব্যাংগ মেশানো ছিল।

এটা হাসির কথা নয় জনাব। বয়সও বেড়ে যায়। এতটুকু বলেই জানকী দাস পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গেলো এবং হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, অবাক হবার কোনো কারণ তো দেখি না। আগামী বছর আমার বয়স হবে পঞ্চাশ বছর। আমি এই মাথার জটা কেটে ফেলবো। কোনো পারদর্শী এলেমদার ব্যক্তিকে ডেকে এনে দেখিয়ে দিয়ো। দেখবে সে আমার বয়স কত বলে দেবে। এরপরও দেখো আমার একটা চুলও সাদা হয়নি। দাঁত এখনো মজবুত। যদি পরীক্ষা করতে চাও তাহলে আমার সাথে দৌড় দিয়ে দেখো। অথবা কোনো গাছে চড়ে দেখো। নয়তো কোনে বড় খাল বা নদীতে আমার সাথে সাঁতার কাটো। শীতকালে শুধুমাত্র সারা দেহে ছাই ঘসে নিলে আমার আর কাপড় পরার দরকার হয় না।

আল্লারাখ্‌খা বললো, যদি আপনি পঞ্চাশ বছরের হয়ে থাকেন তাহলে আমার চাইতে বারো তেরো বছরের বড় হবেন কিন্তু বুদ্ধি এটা কেমন করে মেনে নিতে পারে যে, কেবলমাত্র উল্টা হয়ে দাঁড়াবার ফলে এতগুলো শক্তি মানুষ অর্জন করতে পারে?

আরে সাহেব, কেবল উল্টা খাড়া হবার কারণে নয়, এজন্য আরো কিছু করতে হয়। আমরা হলাম সন্যাসি। বনের গাছগাছড়ার সাথে আমাদের বন্ধুত্ব। উল্টা হয়ে দাঁড়ানো ছাড়া আরো কয়েকটি ব্যায়ামও আমি করে থাকি। আর প্রত্যেকটি ব্যায়ামের সাথে কোনো বিশেষ গাছের শিকড়, পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়, তবেই তা থেকে সর্বাধিক ফায়দা হাসিল করা যেতে পারে।

সাঁই বুঢ়া শাহ বললো, ইয়ার! এই ধরনের কিছু বিষয় আমাকেও জানিয়ে দাও। আমি তো তোমার প্রতিবেশী।

জনাব! এ দুনিয়াটা হচ্ছে একটা খোলা বাজার। এখানে চলে নগদের কারবার। কিছু নিতে গেলে কিছু দিতে হয়। শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না।

সাঁই বুঢ়া শাহ এতদিন এই প্রথমবার তার প্রতিবেশীর গুরুত্ব অনুভব করলো। বুঢ়া শাহ বললো, ইয়ার! এতদিন পর্যন্ত তুমি যা বলেছো তা কি আমি করিনি?

আরে সাহেব, তুমি আমার কাছে কোনো জিনিস চেয়েছো যা আমি তোমাকে দেইনি? যদি আজ থেকে আমরা পরস্পরের কাজে সাহায্য করার মধ্যে নিজের ফায়দা আছে বলে মনে করি তাহলে আজ থেকে যা আমার তা তোমারও এবং যা তোমার হবে তা আমারও হবে। যখন আমি কোনো ওষধি গাছের সন্ধানে বের হবো তখন তোমাকেও সাথে নিয়ে যাবো। আর যদি কেউ তোমার কাছে জিনভূত ছাড়াবার জন্য আসে তাহলে আমাকেও ডেকে নেবে।

www.pathagar.com

সাঁই বুঢ্ঢা শাহ বললো, ডাকার কি প্রয়োজন? তুমি সব সময় আমার কাছে আসতে পারবে। এখন আমি একটু ঘোরাফেরার পর চৌধুরী গোলাম নবীর রেহেটে যাবো, তুমিও সেখানে চলে এসো। সেখানে খোলা জায়গায় বসে নিশ্চিন্তে কথা বলবো।

ঠিক আছে সাঁইজী। আমি নাশ্‌তা করেই ওখানে যাবো।

সেখান থেকে চলার সময় আল্লারাখ্‌খা বললো, সাঁইজী! আপনি তাজা রস পান করবেন না?

যদি চৌধুরী গোলাম নবীর রস জ্বাল দেবার কারখানার কাজ চালু থাকে তাহলে তাজা রসও পান করবো একটু গরম গুড়ও আনবে।

এখন তো আমি আখ চিবাতে চাই।

কিছুক্ষণ পর সাঁই বুঢ্ঢা শাহ বসেছিল রেহেটের ক্ষুদ্রাকৃতির হাউজের কাছে। রেহেটের পানির স্রোত তার মধ্যে পড়ছিল। নিচে বিচালী বিছানো ছিল। সব রকমের বিছানার চাইতে এটাই ছিল সবচেয়ে আরামপ্রদ।

চৌধুরী গোলাম নবী সাঁইকে দেখেই বলে উঠলো, আসুন সাঁইজী আসুন! তাশরীফ রাখুন! কী সৌভাগ্য আমার! আজ মনে হচ্ছে আমার ঈদের দিন। এখন বলুন কি খাওয়াবো।

চৌধুরী জী! আসল কথা হচ্ছে এই যে, আপনার বাড়ির ডালও অন্যের বাড়ির মুরগীর চাইতে বেশি সুস্বাদু হয়। যখন আপনার এখান থেকে কোনো জিনিস খেয়ে যাই তখন দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর কোথাও কিছু মজা লাগে না।

নিজের বাড়ির খাবারের প্রশংসা শোনা ছিল চৌধুরী গোলাম নবীর চরিত্রের একটি দুর্বলতম দিক।

তবুও বলুন, আজ বিশেষ করে কি খাওয়া পছন্দ করবেন। এখানে বাতাসও অনেক ভালো। আপনার ও আল্লারাখ্‌খার খাবার এখানেই পাকানো হবে। আর যদি আপনার সাথি আর কেউ থেকে থাকে তাহলে বলুন তাকেও ডেকে আনা হবে।

সাঁই বললো, আপনার বাড়ি থেকে যা কিছু আসবে তাতেই হবে অনেক ভালো।

সাঁইজী, আজ আপনার পছন্দের খাবার পাকানো হবে।

সাঁই বুঢ্ঢা শাহ কিছু চিন্তা করে জবাব দিল, একবার আপনার বাড়িতে খেয়েছিলাম মূলার পরোটা।

www.pathagar.com

সাঁইজী, এ খাবারটা আমারও খুব পছন্দ।

যখনই ক্ষুধা অনুভব করবেন আল্লারাখ্খা বা পিরান দিতাকে বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দেবেন। তারা আপনার বাড়িতেও খবর পাঠিয়ে দেবে এবং সেখানেও পরোটা পৌঁছে যাবে।

আল্লারাখ্খা বললো, চৌধুরীজী! আজ রাতে আমি একটি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু বুজর্গরা বলেন, কোনো নেকবখ্তকে দেখার পর আগের সমস্ত অমংগল দূর হয়ে যায়।

সেই নেবখ্ত কে ছিল? গোলাম নবী জিজ্ঞেস করলো!

জনাব! আপনার চাইতে বেশি নেকবখ্ত আর কে হতে পারে, যার চেহারা দেখতেই মূলার পরোটার সুখবর শোনা গেলো!

আমার চেহারা আপনারা দেখেন বা নাই দেখেন আপনাদের ভাগ্যে যে জিনিস লেখা আছে তা আপনারা পাবেনই। আজ আবহাওয়া এমন চমৎকার যে আমার মন চাচ্ছে অনেক মেহমান আসুক এবং মূলার পরোটা খেয়ে যাক।

সাঁইজী! আজ কি কোনো বিশেষ দিন?

বিশেষ তো নয়, তবে আমার মনে হচ্ছে কোনো বিশেষ কিছু ঘটে যাবে। আমি বার বার ভাবছি, জানকী দাস একেবারে ভোরবেলা মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কেন?

কিছুক্ষণ পরে আল্লারাখ্খা আখের রস ভরা পাত্র এবং একটি পাতায় করে গরম গুড় নিয়ে বিচালীর স্তূপের পেছন থেকে বের হলো। গোলাম নবী তাকে সম্বোধন করে বললো, আল্লারাখ্খা! তুমি দৌড়ে গিয়ে আমাদের বাড়িতে বলে এসো, 'এখনি মূলার পরোটা তৈরি করতে হবে। সাঁই বুঢ্ঢা শাহ এবং তাঁর দুই মুরিদ এখানে খাবেন এবং কিছু পরোটা তাদের বাড়িতেও পাঠাতে হবে। সেগুলি তুমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসবে। তাজা লাস্সির বালতিও এখানে পাঠাতে হবে।

গোলাম নবী বেল্চা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলে আল্লারাখ্খা বললো, সাঁইজী! রসের পেয়ালা ভরে দেবো?

না, বেকুব! রসের পেয়ালা এখন রেখে দাও। মূলার পরোটা খাবার আগে রসের পেয়ালা পান করবে কে?

আর এই তাজা গুড়ও খাবেন না? খুবই চমৎকার এবং এখনো গরম আছে।

এও একদিকে লুকিয়ে রেখে দাও। নয়তো জানকী দাস এসে পড়বে এবং আসতেই সবটুকু গুড় চেটেপুছে খেয়ে ফেলবে।

তাহলে তো মূলার পরোটাও সব খেয়ে সাবাড় করে দেবেন।

না ভাই, আখের রসের ব্যাপার আলাদা। কিন্তু হিন্দুদের ভয়ে সে মুসলমানের বাড়ির রান্না করা খাবার খাবে না।

www.pathagar.com

আমি দেখেছি অনেক সময় পর্দান্তরালে শিখ ও মুসলমানদের খাবারে শরীক হয়ে গেছে কিন্তু হিন্দুরা এত বেশি বিদ্বেষ ছড়িয়ে রেখেছে যার ফলে জানকী দাস ভয় করে যদি হিন্দুরা তার বিরোধী হয়ে যায় তাহলে শিখরাও তার কাছে ঘেঁসবে না।

সাঁইজী! চৌধুরী গোলাম নবীর বেগমা সাহেব চমৎকার পরোটা তৈরি করেন। আমি তাঁর কাছ থেকে একটা পরোটা লুকিয়ে এনে জানকী দাসকে দেবো। তাঁকে বলবো, কোথাও লুকিয়ে খেয়ে নিন। সেখানে আপনাকে কেউ দেখবে না। আর তারপর আপনি দেখবেন তিনি প্রত্যেক দিন আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন সাঁইজী! চৌধুরীজীর বাড়ি থেকে আর পরোটা আসবে না?

আচ্ছা ঠিক আছে, আজ থেকে আমাদের বন্ধুত্ব পাকপাকি হয়ে যাবে।

বচন সিং ও তেজা সিং দুজন ছিল গ্রামের দুটি সরল ও সাদাসিধা ছেলে। তারা অনেক কান্নাকাটি করে তাদের মায়ের কাছ থেকে এক আনা করে পয়সা আদায় করে নিয়েছিল। সেই পয়সা দিয়ে গ্রামের ফেরিওয়ালা পিয়ারে লালের কাছ থেকে রবারের গুলতি কিনেছিল। সকালে তারা দুয়ে মিলে এদিক ওদিক নিশানাবাজি করতে করতে মৌচাকের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো।

একজন আরেক জনকে বললো, দেখো ভাই সাবধান, কখনো এদিকে যেন নিশানা দাগিয়ে বসো না। দ্বিতীয় জন বললো, আরে আমি বেকুব নই! পিতাজী বলেছিল, যদি এদেরকে বিরক্ত করা হয় তাহলে বনের বাঘ ও সিংহের চাইতেও এরা ভয়ংকর হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথমজন বললো, আরে আমাদের সামনে থেকে গুলি ছোঁড়ার কি দরকার। চলো ওদিকে গ্রামের ক্ষেত থেকে নিশানা করি। ওখান থেকে যদি কোনো চালাক মৌমাছি আমাদের দেখেও ফেলে তাহলে পাশে চাচা হরি সিংয়ের হাবেলী আছে।

এ কৌশলটি দ্বিতীয়জনও পছন্দ করলো। কাজেই দুজনই এক সাথে আখ ক্ষেতের আড়াল থেকে মৌচাকে গুলতি দাগালো।

দুজনের এ প্রথম গুলি দুটি গিয়ে সরাসরি মৌচাকে আঘাত করলো। আচানক অসংখ্য মৌমাছি চাক থেকে বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মৌমাছির গুঞ্জনে নিশানাবাজরা ভয় পেয়ে হাবেলীর দিকে দৌড় দিলে মৌমাছিরা তাদের ওপর আক্রমণ করলো। ওদিকে তারা দেউড়ির মধ্যে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিল।

দুর্ভাগ্য ছিল অন্য লোকদের। পরোটার খানচা ও লাস্‌সীর বালতি হাতে ঠিক সে সময়ই সে পথে আল্লারাখ্‌খার উদয় হয়েছিল। মৌমাছিদের প্রথম জবরদস্ত হামলা হলো তার ওপর।

www.pathagar.com

রেহেটে যারা বসেছিল তাদের কেউ কল্পনাই করতে পারেনি মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের কি দশা হতে যাচ্ছে? দুই মহিলা সাঁইজীর বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে রেহেটে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের সামনে বসে সাঁইজী আরামে আখের রস চুষছিল এবং অধীর আগ্রহে পরোটার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মহিলা দুজনের মোষগুলি দুধ দোহার সময় একদম বেঁকে বসতো। কোনোক্রমেই দুধ দিতে চাইতো না। তাই তারা এসেছিল সাঁইজির কাছে আটার গোলায় দম করে নিয়ে যেতে। সাঁইজি বসে বসে দোয়া পড়ে আটার গোলায় তিনবার ফুঁক দিল তারপর মহিলাদেরকে বললো, যাও গিয়ে মোষগুলোকে এগুলো খাইয়ে দাও। এবার আর তারা দুধ দিতে বাধা দেবে না। আর দেখো দুধ দুয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে তাদেরকে একটুখানি গুড়ও খাইয়ে দেবে। আচানক গোলাম নবী নম্বরদার এসে হাজির হলো। বললো, সাঁইজী! আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। আল্লারাখ্‌খা তো এখনো এলো না, আমি নিজেই যাচ্ছি বাড়ির ভেতরে দেখি কি অবস্থা। গোলাম নবী সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলো। কিন্তু পনের বিশ কদম এগুতে না এগুতেই হঠাৎ থেমে গেলো এবং সাঁই বুঢ্‌ঢা শাহের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, সাঁইজী! মনে হচ্ছে আপনার মুরিদ পাগল হয়ে গেছে।

মেয়েরা কয়েক কদম দূর এগিয়ে গিয়েছিল। সেখানেই থেমে গেলো। সাঁই ও জানকী দাস উঠে গম ক্ষেতের দিকে দেখতে লাগলো।

আল্লারাখ্‌খার দুহাতে ছিল গম গাছ। গাছগুলি ক্ষেত থেকে উপড়ে নিয়ে সেগুলিকে কখনো নিজের শরীরের ডাইনে আবার কখনো বাঁয়ে মারছিল। তার হৃদয় বিদারক চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।

বাঁচান! বাঁচান! সাঁইজি বাঁচান!

সাঁইজি জলদি আখ ফেলে দিয়ে নিজের খান্দানি ডাণ্ডা ঘোরালো এবং তার এক মাথা দিয়ে নিজের চারদিকে বৃত্ত এঁকে এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেলো যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তার ডাণ্ডা বাতাসে ঘুরছিল তলোয়ারের মতো। কখনো তার ডান পা আবার কখনো বাম পা এগিয়ে আসছিল। তার চেহারা এত বেশি লাল হয়ে গিয়েছিল যে তা দেখে জানকী দাসও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মনে করছিল ডাণ্ডার কারামতি দিয়ে বুঢ্‌ঢা শাহ সব শত্রুকে জয় করে নিয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাই সাঁইজির বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

গোলাম নবীর ওপর এর উলটো প্রভাব পড়লো।

সে পেছন দিকে হটে যেতে লাগলো। তারপর জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো, বিবি সাহেবারা মারা পড়লো! ওখান থেকে দৌড়াও! ওদিকে নয়। আমার সাথে

www.pathagar.com

এদিকে এসো! আল্লারাখ্‌খার চিৎকার মেয়েদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। কিছু চিন্তা না করেই তারা চৌধুরী গোলাম নবীর পিছনে দৌড়াতে লাগলো। খড়ের গাদা থেকে একটা অংশ আলাদা করে সে বললো, বিবি সাহেবারা! এরা হচ্ছে ডোমনা, এই খড়ের ভেতর ঢুকে যাও, ওখানে বসে থাকো। মেয়েরা ভয়ে তার ভেতরে ঢুকে গেলো। গোলাম নবী বাইর থেকে খড় দিয়ে তাদেরকে ভালো করে ঢেকে দিল। তারপর নিজে বিচালীর স্তূপের মধ্যে ঢুকে নিশ্চিন্তে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলো।

ওদিকে আল্লারাখ্‌খা দোহাই দিচ্ছিল ঃ যে ভূতকে আপনি ডাণ্ডা মেরে সেদিন ভাগিয়ে দিয়েছিলেন সে আজ ফিরে এসেছে। আমার থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছে। সাঁইজি! বাঁচান! তার বর্শা বড়ই তীক্ষ্ণ। সাঁইজি তাকে নিকটবর্তী হতে দেখে অতি দ্রুত পাঁয়তারা বদলালো এবং পূর্ণ শক্তিতে ডাণ্ডা ঘোরালো। কিন্তু তারপর হায়! হায়! করে আর্ত চিৎকার ধ্বনি দিতে লাগলো। তার সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী খান্দানী ডাণ্ডা তার হাত থেকে খসে পড়লো। ওদিকে আল্লারাখ্‌খা সাঁইজি বাঁচুন! বলে হাউজে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

জানকী দাস পূর্ণ শক্তিতে দৌড়াচ্ছিল, 'বেকুবের দল! এতো মৌমাছির আক্রমণ। কেউ তাদের চাকে ঢিল মেরেছে। আমার আস্তানার কাছেই তাদের চাক।' এরপর জানকী দাস আর কিছু বলতে পারলো না। হায় হায় করতে করতে সাঁই বুঢ্‌ঢা শাহকে জড়িয়ে ধরলো। বুঢ্‌ঢা শাহ নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে জানকীসহ হাউজে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এখন হাউজ তিনজনের জন্য অনেক ছোট হয়ে গেলো।

তারা যখনই শ্বাস নেবার জন্য মাথাটা হাউজের পানির বাইরে বের করছিল অমনি মৌমাছিরা মাথায় ও মুখে হুল ফুটিয়ে দিচ্ছিল।

অন্য দুজনের তুলনায় জানকী দাসের একটু বেশি সুবিধা ছিল। তার শরীরটা ছিল অপেক্ষাকৃত চিকন এবং ব্যায়ামী শরীর। ফলে তার পক্ষে সহজে পীর ও মুরিদের নিচে চলে যাওয়া সহজ ছিল। আশপাশের ক্ষেতের কর্মরত লোকেরা বুঝতে পেরেছিল আজ সাঁই ও তার মুরিদের শেষ সময় এসে গেছে। গোলাম নবী বিচালীর স্তূপের ভেতর লুকিয়ে থেকে তাদেরকে আওয়াজ দিচ্ছিল ঃ ভাইয়েরা! সাঁই বুঢ্‌ঢা শাহকে বাঁচাও। জানকী দাসও মরতে বসেছে। একটা ছই এনে ওদের ওপর ফেলে দাও। নয়তো ডোমনা ওদেরকে জীবিত রাখবে না।

জানকী দাস একটি কৌশল অবলম্বন করলো। দুহাত দিয়ে পানি উপরের দিকে উছলে দিতে থাকলো। সাঁইও আল্লারাখ্‌খাও তার পন্থা অনুসরণ করলো। মৌমাছিরা একটু দূরে সরে গেলো।

www.pathagar.com

পণ্ডিত দীননাথ তার ঘোড়ায় চড়ে জানকী দাসের আস্তানার দিকে আসছিল। এই চমৎকার মওসূমে জানকী দাসের সাথে কিছুক্ষণ গপশপ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

দীননাথ তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল চৌধুরী গোলাম নবীর রেহেটের দিকে। পথে ক্ষিপ্ত মৌমাছিরা তার ওপর আক্রমণ করলো পূর্ণোদ্যমে। দীননাথ ঘোড়ার গতি দ্রুত করে দিল। রেহেটের কাছাকাছি পৌঁছে গম ক্ষেতের কাছে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়লো।

পণ্ডিতজীর ঘুমন্ত বুদ্ধি এখন অতি দ্রুত গতিতে জেগে উঠলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবার পর যখন দেখলো তার হাত থেকে লাগাম ছুটে গেছে তখন চুপচাপ মাটিতে পড়ে রইলো। মৌমাছিরা তখনো তার একটু নড়াচড়া করার জন্য অপেক্ষা করছিল। একটু নড়লে অমনি দংশন করবে। কিছুক্ষণ পর মৌমাছিরা সরে গেলো। তখন আস্তে আস্তে বুকে হেঁটে গম ক্ষেতে পৌঁছে গেলো পণ্ডিতজী তারপর দৌড়ে প্রাণ রক্ষা করলো।

হাউজের মধ্যে সাঁইজী পানি উছলে দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। প্রতি মুহূর্তে দেখছিল তার ওপর হামলাকারী মৌমাছিদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জানকী দাস বললো, যদি আপনার কাছে কোনো কেরামতি থাকে তাহলে তা দেখাবার এটাই উপযুক্ত সময়।

আল্লারাখ্‌খা চিৎকার দিল, হ্যাঁ সাঁইজী! এসমস্ত আক্রোশ সেই ভূতেরই। আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু করুন।

হাউজ থেকে পানি উছলে দেয়া বন্ধ হয়ে গেলে কয়েকটি মৌমাছি আবার আক্রমণ করলো। সাঁইজী চিৎকার দিল, ভূতের বাচ্চারা! পানি উছলে দিতে থাকো।

দেয়ালের কোণ থেকে আল্লারাখ্‌খার আওয়াজ এলো, সাঁইজী আমি আসছি।

সাঁইজী চিৎকার দিল, আল্লারাখ্‌খার বাচ্চা! এদিকে আসার আগে কোনো মোটা বড় চট নিয়ে এসো এবং হাউজের মাথার ওপর মেলে দাও।

সাঁইজী, আমি চট আনছি। চৌধুরী গোলাম নবীর আওয়াজ আমি আগেই শুনেছিলাম।

এখন তাড়াতাড়ি ওটা আমাদের ওপর মেলে দাও এবং তোমার নিজেকেও বাঁচাও।

সাঁইজী, আমি দুটি চট নিয়ে আসছি। চৌধুরী গোলাম নবীর কথা যারা

www.pathagar.com

শুনেছিল তারা কয়েকটা চট এনে রেখে দিয়েছে। তবে একটা চট ছোট। সেটা আমি নিজের গায়ে জড়িয়ে আনবো।

ঠিক আছে। তাহলে দুটি চটই উপরে মেলে দাও এবং তুমি নিজে এর ভেতরে ঢুকে পড়ো। ডোমনাগুলি চলে না যাওয়া পর্যন্ত আর এদিক ওদিক করো না। জলদি কাজ শেষ করো। একটা চট আমাদের ওপর মেলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে আর একটা নিয়ে এসো।

হাউজের ওপর চট বিছাতে গিয়ে দুতিনটা মৌমাছি আল্লারাখ্‌খার গায়ে হুল ফুটিয়ে দিল। সে হায়! হায়! মরে গেলাম! বলতে বলতে বিচালীর মধ্যে আশ্রয় নিল। হুলের জ্বালা একটু কমে গেলে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, সাঁইজী, আপনাদের ওপর যে চটটি বিছিয়ে দিয়েছি সেটি যথেষ্ট মোটা। সেটির ওপর দিয়ে মৌমাছিরা আপনাদেরকে দংশায়নি তো?

না, তুমি যাও!

সাঁইজী, সে ভয়ে ভয়ে বললো, আল্লারাখ্‌খা মরে যায়নি তো?

না, বেকুবকে দেখা যাচ্ছে না।

না, আমি আপনার সাথে জানকী দাসকে দেখেছিলাম।

চৌধুরীজী, পণ্ডিত দীননাথ আপনার সাথে আছেন?

মৌমাছিরা পণ্ডিত দীননাথের ওপর বড় জোরদার হামলা চালিয়েছিল।

তিনি কোথাও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মরে পড়ে আছেন।

লোকেরা এতই ভীত বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে, তার লাশ তালাশ করার জন্যও কেউ এদিকে আসতে প্রস্তুত নয়।

বিচালীর স্তূপের ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, সাঁই বুঢ্‌ঢা শাহ! আমি বিচালীর মধ্যে লুকিয়ে আছি। আপনার লোককে বলুন আমার জন্যও যেন একটি বড় ও মোটা চট আনে।

সাঁই আল্লারাখ্‌খাকে আওয়াজ দিল, আল্লারাখ্‌খা থামো। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। একটি চট দীননাথের জন্য আনো এবং একটি দিয়ে নিজের শরীর ঢেকে নাও। আর দেখো আমাদের জন্য আরো দুটো চট অবশ্যই আনবে।

পণ্ডিতজী, আমি এখনি চট নিয়ে যাচ্ছি বিচালীর কিনারে রেখে দিচ্ছি। এটা গায়ে মাথায় না জড়িয়ে যদি বাইরে উঁকি মারেন তাহলে কিন্তু আপনি নির্ঘাত মারা পড়বেন। হ্যাঁ, ভালো করে শুনে রাখুন পণ্ডিতজী।

হ্যাঁ ভাই শুনেছি। তোমার বড়ই মেহেরবানি।

আমাদের গ্রাম থেকে কেউ আমার খবর নিতে এলে তাকে বলে দিয়ো ঃ আমি বেঁচে আছি।

www.pathagar.com

সাঁইজী, আপনি আরো দুটো বাড়তি চট চাচ্ছিলেন কেন?

ওরে গাধা, আমাদের বাইরে বের হতে হবে না? এখানে এই ঠাণ্ডার মধ্যে মরে পড়ে থাকবো নাকি?

চিন্তা করবেন না সাঁইজী। আপনাকে মরতে দেবো না। আমি এখনি আসছি।

মৌমাছিরা ততক্ষণে অন্য কোনো রণক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। গোলাম নবী কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে রেহেটের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, বিবি সাহেবারা, এবার এখান থেকে বের হও। সোজা পথে না গিয়ে ভূট্টা ও গমের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে তোমাদের গ্রামে চলে যাও। এই মৌমাছিদের কোনো বিশ্বাস নেই, এরা কোন্ দিক থেকে কখন আবার এদিকে এসে যাবে।

সাঁই বুঢ্‌ঢা শাহের আওয়াজ শোনা গেলো, চৌধুরীজী, আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন?

সাঁইজী, ওই কালো ভূত হামলা করার আগে আমার কানে কানে বলে গিয়েছিল, তুমি চুপিচুপি বিচালীর স্তূপের মধ্যে ঢুকে পড়ো এবং ওরা আমাকে খুব ভুগিয়েছে, ওদেরকে একটু ধোলাই করতে দাও। আমি জানতাম না সে মৌমাছির বিশাল বাহিনী সাথে করে নিয়ে আসছে। জানলে তো আগে ভাগেই আপনাকে সতর্ক করে দিতাম।

কিন্তু আল্লারাখ্‌খাকে তো আমার আগে দেখতে পেয়েছিলেন।

সাঁইজী, আমি সত্যিই মনে করেছিলাম বুঝি সে পাগল হয়ে গেছে। কালো ভূত এর আগে আমার কানে কানে একথা বলে গিয়েছিল যে, আজ তার দুশমনদের কপালে অনেক ভোগান্তি আছে।

বাদবাকি লোকেরা বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে?

এখনো ওরা বেঁচে আছে। কিন্তু আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকলে আমরা তিনজনই মারা পড়বো।

চৌধুরীজী, এই ভয়ংকর মাছিগুলিকে এখান থেকে হটান।

এখন ওদেরকে আর এখানে দেখছি না। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত এ স্থানটি নিরাপদ নয়।

জানকী দাসের আওয়াজ এলো, চৌধুরীজী, একটু ভালো করে দেখে বলুন তো। আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বের হতে চাই।

আপনি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে আসতে চাচ্ছেন কেন?

চৌধুরীজী, আমার শরীর একদম অবশ হয়ে গেছে। আমার আস্তানায় গিয়ে নিজের চিকিৎসা করবো। সেখানে আমার সংগ্রহে কয়েক মন জ্বালানী কাঠ আছে। আমি ডেরায় পৌঁছে এতবড় অগ্নিকুণ্ড তৈরি করবো যে, মৌমাছিরা দূর থেকে দেখে ভয় পেয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আগুন বেশি হলে ভূতও পালিয়ে যাবে। শরীরকে ঠাণ্ডার প্রভাব মুক্ত করার জন্য আমাকে কয়েক ঘন্টা আগুনের সামনে বসে থাকতে হবে।

জানকী দাস গোলাম নবীর জবাবের অপেক্ষা না করেই একদিক থেকে চটের প্রান্ত উঠিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখলো তারপর আচানক হাউজ থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়লো। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জমিনে বিছিয়ে থাকা বিচালী থেকে একটু দূরে এগিয়ে গিয়ে মাথা ঢেকে ফেললো এবং হেলতে দুলতে কয়েক কদম হাঁটলো তারপর দ্রুত নিজের ডেরার দিকে চলে গেলো।

সাঁই বুঢ্ঢা শাহ অবাক চোখে তাকে দেখছিল।

জানকী দাস, মৌমাছিরা কি চলে গেছে?

আরে কথা বলছোনা কেন?

গোলাম নবী হাসতে হাসতে চট একদিকে সরিয়ে দিয়ে বললো, জানকী দাস তার ডেরায় চলে গেছেন, আপনারাও বাইরে আসতে পারেন।

পীর ও মুরিদ উভয়ই ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বের হয়ে এলো। বাইরে এসেই সটান জমিনে শুয়ে পড়লো। কয়েক মিনিট পর বুঢ্ঢা শাহ উঠে বসলো এবং চিন্তিত স্বরে বললো, চৌধুরীজী, ওরা আবার এসে পড়বে না তো?

চৌধুরী গোলাম নবীর অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছিল।

সে বললো, কালো ভূত! যদি এসেও যায় তাহলেও আপনার চেহারা সুরাত এমন বদলে গেছে যে, সে আর আপনাকে চিনতে পারবে না। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, আপনার চেহারা দেখে আপনার ওদিকের বাচ্চারাও ভয়ে পালিয়ে যাবে। আপনার শরীর ফুলতে শুরু করেছে। আর সাঁইজী! আপনার মুরিদের দিকে দেখুন। আপনার ভয় লাগছে না?

সাঁইজী ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বললো, মৌমাছিগুলো আবার আসবে নাকি?

এতক্ষণ পর পন্ডিত দীন নাথ মাথা বের করলো।

আল্লারাখ্খা বললো, পণ্ডিতজী, এবার চলে যান। মৌমাছিরা এখান থেকে চলে গেছে।

পণ্ডিত দীননাথ এদিক ওদিক দেখে নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিচালীর মধ্য থেকে বের হয়ে এলো। তার চেহারা এত বেশি ফুলে গিয়েছিল যে তাকে দেখে আল্লারাখ্খাও হাসি সংবরণ করতে পারলো না।

পণ্ডিত দীন নাথ চৌধুরী গোলাম নবীর দিকে তাকিয়ে বললো, চৌধুরীজী, এ ডোমনা ছিল না, কোনো আপদ ছিল। আমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ভগবানের অশেষ কৃপা, আমার বুদ্ধি সজাগ ছিল। ফলে আমি বুকে হেঁটে বিচালীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। নয়তো আজ আমার 'রাম নাম সত্ হ্যায়' হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

তার গ্রামের মেয়েরা গ্রামে পৌঁছে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শোনাচ্ছিল। গোলাম নবীর পরামর্শক্রমে বিচালীর স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে বসার পর তারা আর খুব কমই চোখ খুলে এদিক ওদিক তাকিয়েছিল। কিন্তু যত কম দেখেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি রং মাখিয়ে ঘটনা বর্ণনা করছিল।

যেমন কালো ভূতের কথা ভয়ংকর রূপী ভূতের অবিশ্বাস্য কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল এবং তার সামনে পেছনে ছিল ডোমনার সেনাদল।

মৌমাছিরা আল্লারাখ্খাকে দংশন করলে সে দোহাই দিচ্ছিল,

সাঁইজী, কালো ভূতকে আপনার ডাণ্ডা মেরে ভাগিয়ে দিন। তারপর কজন মহিলা বুঢ্ঢা শাহের হাতে ডাণ্ডা দেখে এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিল যে তার মুরিদ আল্লারাখ্খা এবং দুর্ভাগা সাধু জানকী দাসের কার্যকলাপ বিশেষ করে তার মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়ানোর হাস্যকর বিষয়টির আলোচনা চারদিকে খুব ডালপালা বিস্তার করেছিল।

মহিলারা বললো, আল্লাহ চৌধুরী গোলাম নবীর ভালো করুন। তিনি আমাদের বিচালীর স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে ফেলার কারণে আমরা সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলাম।

পণ্ডিত দীননাথের ঘোড়া সওয়ার ছাড়াই ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। কাজেই দীননাথ মরে গেছে একথা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যে পর্যন্ত গ্রামের লোকেরা যার যার বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকলো। রাতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পরকে ডোমনার ঘটনা শোনাতে থাকলো। পরদিন সকালে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ডোমনারা গ্রামের উত্তরের বিশাল বটগাছটার একটা মোটা ডালে বাসা তৈরি করে নিয়েছে।

তৃতীয় দিন সাঁই বুঢ্ঢা শাহ জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকালো। সাঁইজী তার বিশাল বৈঠকখানায় বিছানার ওপর শায়িত ছিল। তার কয়েকজন সেবক ভেতরে ও বাইরে চাটাইয়ে বসে ছিল এবং কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল। বৈঠকখানার এক কোণে একটা ছোট খাটের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে বসে আল্লাহ রাখ্খা ঝিমুচ্ছিল। লোকেরা বেহুশ অবস্থায় তাদের দুজনকে রেহেট থেকে উঠিয়ে এনেছিল।

পীরজীর গায়ে ছিল প্রচণ্ড জ্বর। তাই হুঁশ ফেরার পর কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ চোখ পড়লো শুশ্রূশাকারীদের মধ্যে এমন একজনের ওপর যাকে দীর্ঘদিন এ এলাকায় দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

সাঁইজী জড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা সত্যি করে বলো আমি মরে গেছি, না বেঁচে আছি?

সাঁইজী! একজন জবাব দিল, আল্লাহর শোকর! আপনার জ্ঞান ফিরেছে। চৌধুরী গোলাম নবী আপনাকে উঠিয়ে আনার পর সেই পরশু থেকে আপনি বেহুশ পড়ে ছিলেন। আল্লারাখ্খাও বেহুশ ছিল। আল্লাহর শোকর! হাকিম সাহেব অপনাকে এ অবস্থায় দেখেই নাপিত ডেকে এনেছে।

সত্যি কথা বলছো না কেন? তোমরা আমার হাত থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছিলে, তাই না? এ জন্যই এ হত্যাকারীকে তালাশ করে এনেছো আমার জন্য। এ জালেম শিরা ফুটো করে দেয়। তারপর হাতিও বেঁচে থাকে মাত্র আর কয়েক সেকেণ্ড। আমার জন্য সে নাপিত ডেকে এনেছে কারণ আমার মুরিদরা আমাকে তড়পাতে দেখলে তার জীবন সংশয় দেখা দেবে।

একজন বললো, সাঁইজী! নাপিত কেবল আপনার শরীর থেকে মৌমাছির হুল বের করেছে। এজন্য শিরা ফুটো করা হয়নি। কেবলমাত্র শিংগা ব্যবহার করা হয়েছে।

আরে ঝুট বলছো কেন? তোমরা একে চেনো না। কিন্তু আমি এই বদমাশটাকে খুব ভালো করে চিনি। এ হচ্ছে এমন একজন হাকিম যে কেবলমাত্র শিরা ফুটো করাই জানে। আমি নিজের চোখে এর দুষ্কৃতি দেখেছি। এ হচ্ছে সেই বদমাশ যে শের আলীর প্রাণ সংহার করেছিল। তারপর কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল। লোকেরা বলতো, সে নাকি মরে গেছে। আমিও তাই মনে করতাম। এখন যদি আমার মৃত্যুর সময় এসে গিয়ে থাকে আর এ ব্যক্তিও এখানে এসে গিয়ে থাকে যখন আমি জ্বরে বেহুশ পড়ে ছিলাম এবং আমার কিছুই বলার ও করার ক্ষমতা ছিল না আর এর হাতেই যদি আমার মৃত্যু লেখা থাকে.....আর এ ব্যক্তি যদি একথা বলে আমার চিকিৎসা শুরু করে থাকে যে সে নাপিত ডেকে এনেছে আমার শরীর থেকে মৌমাছির হুল বের করার জন্য।.....নাপিত কামরার মধ্যে উঁকি দিয়ে বললো, সাঁইজী, আপনি আমার প্রতি নারাজ হচ্ছেন কেন? আমাকে আল্লারাখ্খা হুল বের করার জন্য বলেছিল। আপনার পরে আমি আল্লারাখ্খা ও জানকি দাসের শরীর থেকেও হুল বের করেছি। সকালে পণ্ডিত দীননাথের বাড়ি থেকেও আমাকে ডাকতে এসেছিল।

তাহলে এর মানে হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত হোসাইন বখ্শ কোনো সুযোগ পায়নি কারোর শিরা ফুটো করার।

হোসাইন বখশ বললো, সাঁইজী, আমি শিরা ফুটো করা থেকে তওবা করেছি। আমি এখন এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে দোকানদারী করি।

কিন্তু আমার বাড়ির পথ তোমাকে কে দেখালো?

www.pathagar.com

জনাব, আমি কোনোক্রমে একাজ করতে চাইনি। আপনার মুরিদ আল্লারাখ্‌খা গতকাল আমার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। আমার পায়ে পড়ে সে বললো, আল্লাহর দোহাই আমাদের সাঁইজীর প্রাণ বাঁচান।

বুঢ্‌ঢা শাহ্ উঠে বসতে বসতে ডাক দিল, আল্লারাখ্‌খা! ও আল্লারাখ্‌খা।

জী, সাঁইজী!

বদমাশ, কবে থেকে তুমি এর সম্পর্কে জানো?

সাঁইজী, আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করার জন্য গত বছর আমি অনেক খোঁজা খুঁজি করে তাকে বের করেছিলাম।

বদমাশ, তুমি আমার শিরা ফুটো করার জন্য তাকে ডাকতে গিয়েছিলে?

না সাঁইজী, তিনি আমার সামনে কসম খেয়েছিলেন এখন আর তিনি কোনো রোগীর শিরা ফুটো করেন না।

সাঁই বুঢ্‌ঢা শাহ্ বালিশে মাথা রাখতে রাখতে বললো, আল্লাহর শোকর আদায় করো হোসাইন বখ্‌শ আট প্রহর এখানে অতিবাহিত করেছে এবং এ গ্রামের লোকেরা টায় টায় বেঁচে গেছে। এখন তাকে ডাল রুটি খাইয়ে এখান থেকে বিদায় করে দাও। যেতে যেতে সে যেন কাউকে অষুধ না দিয়ে যায় এদিকেও খেয়াল রাখো। এ ধরনের হাকিমের কাছে এমন অষুধও থাকতে পারে যা শিরা ফুটো করার চাইতেও মারাত্মক। আমরা তো একবার ডোমনার বিপদের মুখোমুখি হলাম আবার তুমি আনলে হোসাইন বখ্‌শকে। এই বদমাশকে জলদি এখান থেকে ভাগাও। নয়তো গ্রামের লোকেরা একে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেবে। আর পুলিশ আমাদের পাকড়াও করবে। ও বদমাশের বাচ্চা! ভাগো ভাগো, জলদি এখান থেকে ভাগো। আমি গোলাম নবীকে খবর দিচ্ছি।

হোসাইন বখ্‌শ উঠলো এবং দৌড়ে আখের ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে গেলো। তারপর আর কেউ তাকে এ তল্লাটে দেখেনি।

গ্রামের পশ্চিম দিকে ছিল গরম কাপড়ের একটা সুবৃহৎ কারখানা, রেলওয়ে স্টেশন এবং একটা ছোট শহর। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শ্রমিকের অভাব দেখা দিল সরকার দক্ষিণ ভারত থেকে ভীল সম্প্রদায়ের কিছু লোককে সেখানে সরবরাহ করে। প্রথম দিকে তাদেরকে একটা বিস্তৃত চারদেয়ালের মধ্যে রাখা হতো। তারপর কয়েক বছর পর তাদের কিছু সংখ্যক লোক ফেরত চলে যায়। আর কিছু সংখ্যক স্থায়ীভাবে থেকে যায় এবং তারা পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করতে থাকে।

www.pathagar.com

ভীলদের একটি পরিবারকে আমাদের গ্রামের একজন শিখ জমিদার ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য কিছু জমি দেয়, সেই পরিবারের প্রধানের নাম ছিল বাল্লু। বাল্লু কুকুর নিয়ে শিকার করতে যেতো। তার শিকারী কুকুরগুলি কোনো জংলী বিড়াল শিকার করে আনলে বাল্লু তার সহযোগী ভীলদের নিয়ে আনন্দে ফুর্তিতে নাচানাচি করতো এবং গান গাইতো। সে সব ধরনের জানোয়ার খেতো তবে জংলী বিড়াল পেলে বিশেষভাবে খুশি হতো। এলাকার বড় শিকারীরা যখন বের হতো, বাল্লু তাদের সাথে যেতো। খরগোশ নিয়ে যেতো শিকারীরা আর শেয়াল ও জংলী বিড়াল নিয়ে আসেতো বাল্লু। আমিও কখনো শিকার দেখতে যেতাম।

শিকারীরা সাধারণত পরদেশী গাছগুলির আশপাশেই খোলা জায়গায় জমায়েত হতো। তারপর বিভিন্ন দিক থেকে তাড়া করে শিকারী কুকুররা শিকার ঘেরাও করে নিয়ে আসতো। আখক্ষেত থেকে যখন কোনো জানোয়ার বের হতো, তার ওপর শিকারী কুকুর লেলিয়ে দেয়া হতো এবং তারা সামান্য ভাগদৌড় করে তাকে পাকড়াও করে আনতো। শিকার যদি বনবিড়াল হতো তাহলে বাল্লু খুশিতে নাচতো। সে প্রত্যেক শিকারী এবং তার বাপ দাদাদের নাম নিয়ে তাদেরকে দোয়া দিতো। তার এসব কাণ্ড কারখানা দেখে আমরা হাসাহাসি করতাম।

স্কুলের হিন্দুদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণ দীননাথের পরদেশী গাছের পবিত্র ভূমিতে পাপ কাজ করা হচ্ছে বলে এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল। কিন্তু শিকারকারী ও শিকার দর্শণকারীরা তাদের আপত্তি কানেই তুলতো না।

প্রতিবেশী গ্রামের বেলা সিং দশ পনেরটা কুকুর পালতো। তিতির ও বুটের পাখি মারার ভীষণ শখ ছিল তার। দীননাথকে বিদ্রূপ করতো সে। একদিন বললো, তোমার দোয়া করা উচিত খোদা যেন পরজন্মে তোমাকে ওখানে বনবিড়াল রূপে জন্ম না দেন। নয়তো বাল্লু ভীল তোমার জন্য এতই ভয়ংকর হবে যে তুমি যদি ইঁদুরের গর্তেও ঢুকে পড়ো তাহলে সে তোমাকে সেখান থেকেও টেনে বের করে খেয়ে ফেলবে।

দীননাথ খুব রেগে যেতো। কিন্তু বেলা সিংয়ের সাথে তর্ক করার সাহস কেউ করতো না। আমি হয়তো এর কারণ বলতে পারবো না। কিন্তু পরদেশী গাছের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেছে সেদিন থেকেই যেদিন আমি শুনেছিলাম এগুলি কোনো অজানা দেশ থেকে পালাবার পথে রাতের শেষ প্রহরে চাক্কি পেশাইরত এক বয়স্ক মহিলার দোহাই শুনে এখানেই থমকে গিয়েছিল। আর এগিয়ে যায়নি।

স্কুল থেকে ফেরার পথে অনেক সময় আমি সহপাঠিদের নিয়ে পরদেশী গাছের দিকে চলে যেতাম। সেখানে গিয়ে আমরা কানামাছি খেলতাম। কয়েকটি গাছের চারপাশে উচু উচু বসার আসন বানানো ছিল। শোনা যায়, কয়েকজন সাধু এখানে এক সময় অবস্থান করেছিল। তারপর এক রাতে কিছু দেখে ভয় পেয়ে তারা এখান থেকে পালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

আমি কোনো কিছুতে ভয় পেতাম না। কিন্তু রাতের বেলা যদি কেউ আমাকে বলতো তুমি একটি পরদেশী গাছের গা স্পর্শ করে এসো তাহলে হয়তো আমি পারতাম না। সন্ধ্যায় সেখানে কেমন যেন এক অদ্ভূত ধরনের গা ছমছমে ভাব চারদিকে বিরাজ করতো।

আমি তখন শহরের স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। একদিন ঠিক দুপুর বেলায় আমার চাচাজান দেউড়ির দিক থেকে আমাকে আওয়াজ দিলেন। আমি বাইরে বের হয়ে এলাম। দেখলাম বাল্লু ভীল তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

সে বলছিল, 'চৌধুরী সাহেব, আমি বরবাদ হয়ে গেছি। জালেম আমার একটা কুত্তা মেরে ফেলেছে। দ্বিতীয়টাকে মারাত্মকভাবে জখমী করে ফেলেছে। আমি সরদার বেলা সিংয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তার একটা ছোট কুকুর ও একটা বড় কুকুর নিয়ে আমার সাথে গিয়েছিলেন। কিন্তু চৌধুরী সাহেব,' বহু কষ্টে কান্না সংযত করে সে বললো, 'সরদার বেলা সিংও এখন আমাকে খোঁটা দেবেন। তার ছোট কুকুরটির শুধুমাত্র একটি আর্তনাদ শোনা গেছে। তিনি এই বলে আমাকে গালাগাল করে চলে গেছেন যে, ভেতরে কোনো বড় উদবিড়াল আছে। এখন এর একটাই উপায়। অর্থাৎ গাছের গোড়ায় ফোঁকরে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই পরদেশী গাছে আগুন লাগাবার পাপের বোঝা আমি মাথায় নিতে পারবো না। আগামীতে আমি আর এদিকে শিকার করতেও আসবো না।

যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে আমি নির্ঘাত মারা পড়বো। শীতের মওসূম এসে পড়ছে। এসময় যদি বন বিড়াল না পাই তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বো।

চৌধুরীজী, সে নিশ্চই কোটর থেকে বাইরে বের হবে। আপনি ছোট চৌধুরীকে অনুমতি দিন আমি তাকে সাথে করে নিয়ে যাবো।

একথা বলেই বাল্লু জলদি নিচু হয়ে আমার পা ধরলো। হাঁটু গেঁড়ে এগিয়ে এসে বললো, সরকার, আপনি সামান্য কষ্ট করলে আমার জানটা বেঁচে যায়। সেই বন বিড়ালটা পণ্ডিত দীন নাথের চাইতেও মোটা। সে যখন ডাক পাড়ে তার আওয়াজ দূর দূরান্তে শোনা যায়। ব্যস আপনাকে মাত্র একটা ফায়ার করতে হবে।

আমি এক কদম পিছিয়ে এসে বল্লাম, বাল্লু! দেখো আমি কয়েকবার তোমাকে পায়ে হাত দিতে মানা করেছি। আগামীতে যদি আর কখনো পায়ে হাত দিয়েছো তাহলে ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, তুমি বন বিড়ালের দিকে নজর রাখো। আমি খবর পেলেই হাজির হয়ে যাবো।

জনাব, সে বের হলে আমি সংগে সংগেই আপনাকে খবর পাঠিয়ে দেবে। আমার দুই সাথিকে সেখানে বসিয়ে রেখে এসেছি।

www.pathagar.com

পরদিন ফজরের নামায পড়ে মসজিদের বাইরে আসতেই দেখি বাল্লু পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

জনাব চৌধুরীজী, সেটা বের হয়েছে। বাল্লু বললো। আমি আপনার নওকরকে আপনার ঘোড়ার পিঠে জিন বিছিয়ে দিতে বলে এসেছি।

আচ্ছা বাল্লু, তুমি দৌড়ে চলে যাও। আমি আসছি। কিছুক্ষণ পরে বগলে বন্দুক দাবিয়ে আমি জোরসে ঘোড়া দৌড়ালাম। পথে বাল্লুকে দেখে থেমে গেলাম। বললাম, বাল্লু আমার পেছনে বসো।

বাল্লু ইতস্তত করলো। না জনাব, আমি এখনি পৌছে যাচ্ছি। আমার লোকেরা আপনার ইন্তিজারে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ঘোড়ার পিঠে গোড়ালী ঠুকলাম।

কিছুক্ষণ পর বাল্লু হাঁপাতে হাঁপাতে পরদেশী গাছের কাছে পৌছে গেলো। তার আগেই আমি বন বিড়ালটাকে গুলী করেছিলাম। তার সাথিরা হৈ হৈ করছিল আর 'মেরেছে' 'মেরেছে' বলে চিৎকার করছিল। আর বাল্লু সেখান থেকেই নাচতে নাচতে আসছিল। বন বিড়ালের লাশটা নিয়ে তারা শোভাযাত্রা বের করলো। প্রথমে বাল্লু ও তার সাথিরা সেটাকে নিয়ে গেলো সরদার বেলা সিংয়ের গ্রামে। তারপর সেখান থেকে নিজেদের গ্রামে আনলো।

পরদিন গাছের ফোকর থেকে দুটো কুকুরের লাশ বের করা হলো। একটা ছিল বাল্লুর এবং অন্যটা বেলা সিংয়ের। সেদিনই বেলা সিং আমাদের গ্রামে এসে আমার চাচার সাথে দেখা করলো। চাচা আমাকে ডাকলো। বেলা সিং আমাকে একটি পিঞ্জরা দিল। তাতে ছিল বিশটা বুটের। বললো, বেটা এগুলো সব তোমার জন্য।

আমি চাচার দিকে তাকালাম। তাঁর ইশারা পেয়ে পিঞ্জরা হাতে নিয়ে দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলাম।

অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় বছরের শেষের দিকে এসে আমাদের গ্রামে সাথিদের একটি নির্বোধ আচরণের ফলে আমার জীবনে একটা অপ্রত্যাশিত বিপ্লব ঘটে যায়। স্কুলের বোর্ডিং হাউসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। এখন সেখানে আবস্থানকারী ছাত্র প্রয়োজন। দূরবর্তী গ্রামের ছাত্ররা এক প্রকার বাধ্য হয়ে হোস্টেলে অবস্থান করছিল। কিন্তু আমাদের আমেরিকান প্রিন্সিপাল যে চারটি বিশালাকৃতির কামরা বানিয়েছিলেন তার একটিও তখন পর্যন্ত পুরোপুরি ভরেনি। এখন উস্তাদ সাহেবরা তিন মাইলের বেশি দূরের গ্রামের ছাত্রদের প্রতিও দৃষ্টি দিতে লাগলেন।

www.pathagar.com

আমার গ্রাম ছিল স্কুল থেকে বড় জোর দেড় মাইল দূরে। তাই এ ব্যাপারে আমার কোনো পেরেশানী ছিল না। তবে প্রত্যেক ছাত্রকে যে কোনো ভাবেই হোক বোর্ডিং হাউসে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হলো। অর্থাৎ কখনো স্কুলে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। অথবা কখনো 'নির্বাক চলচ্চিত্র' দেখানো হতো। ছেলেদের বলা হতো, তারা চাইলে রাতে বোর্ডিং হাউসে অবস্থান করতে পারে। কখনো কোনো শিক্ষক কয়েক দিনের জন্য তার সাবজেক্টের কোচিং ক্লাস করতেন। ছেলেরাও এটাকে একটা বিশেষ পাঠ মনে করে নিজেদের বিছানা পত্র পেয়ালা বাসন নিয়ে বোর্ডিংয়ে চলে আসতো। এভাবে সাময়িক অবস্থানের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে বোর্ডিং হাউস ভীতি কমে যেতো।

একদিন আমাদের স্কুলের হকি টিম অন্য কোনো শহরে ম্যাচ খেলতে যাচ্ছিল। প্রোগ্রাম এভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, আমাদের টিমের খেলোয়াড়রা ম্যাচ খেলার পর ফেরার পথে বোর্ডিং হাউসে অবস্থান করবে।

পরদিন সন্ধ্যায় শহরে মুভি ফিলম দেখানো হচ্ছিল। ফিলম দর্শনকারী ছাত্রদেরকেও বোর্ডিং হাউসে অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আমার বিছানাপত্র নওকরের মাথায় চাপিয়ে বোর্ডিং হাউসে পাঠিয়ে দিলাম। আমাকে বিদায় দিতে গিয়ে আম্মিজান বললেন, ইউসুফ তোমার অনুপস্থিতির দুটি দিন আমার জন্য খুব দীর্ঘ হয়ে যাবে। বোর্ডিংয়ে খাবার টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু তোমার খাবার আমি নিজে তৈরি করবো এবং নওকরের হাতে পাঠিয়ে দেবো।

আমাকে বিদায় দেবার সময় আম্মিজানের চোখ দুটি সব সময় ছলছল করতো।

গ্রামের যেসব ছাত্ররা আমার সাথে খেলা করতো তারা কেউ জানতো না আমি দুদিন অনুপস্থিত থাকবো। যখন তারা একথা জানলো, তারা নিজেদের একটা সম্মেলন আহবান করলো। সে সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো তা নিম্নোক্তভাবে বাস্তবায়িত হলো ঃ ম্যাচ খেলার জন্য পরদিন আমি ক্লাসরুমে বসে ছিলাম। অংকের স্যার ব্লাকবোর্ডে একটি অংক কশে বুঝাচ্ছিলেন। আমাদের গ্রামের ছ'সাতটি ছেলে ভয়ে ভয়ে লজ্জাজড়িত পায়ে স্কুলের আঙিনায় প্রবেশ করলো। হরনাম সিং ছিল তাদের নেতা। সে ছিল সবার আগে। সে একটা কামরায় উঁকি দিয়ে দেখলো তারপর পেছনে মুড়ে সাথিদেরকে হাতের ইশারায় ডেকে সামনের কামরার দিকে চলতে থাকলো। সামনের বারান্দায় পর্দা ঝোলানো ছিলো। আমাদের হেডমাস্টার সাহেব বড়ই আগ্রহ সহকারে পর্দার ফাঁক দিয়ে এ তামাশা দেখছিলেন। হরনাম সিংয়ের পেছনে ছিল বোহড় মসীহ। ছেলেদের দলের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে মোটাসোটা, বলিষ্ঠ ও শক্ত সমর্থ। তার কাঁধে ছিল প্রায় একমন

www.pathagar.com

ওজনের একটা আখের বান্ডিল। আমাদের ক্লাসের দরোজার সামনে এসে হরনাম সিং থেমে গেলো। দলের অন্য ছেলেদের ডাকলো সে হাতের ইশারায়। সবাই তার কাছে এসে গেলো। তারপর তারা বোহড় মসীহকে হাতের ইশারা করলো। বোহড় মসীহ ইতস্তত করলো। কিন্তু একটি ছেলে তাকে ধরে জোর করে ক্লাসের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। বোহড় মসীহ এগিয়ে এসে আখের বান্ডিলটি একটি ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে দিল। আর অমনি সারা ক্লাসে অট্টহাসির রোল পড়ে গেলো।

এ দৃশ্য দেখে ক্লাস টিচার কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। দেহাতী ছেলেরা কখনো এমন অট্টহাসি শোনেনি। বোহড় মসীহ ভীত বিহ্বল হয়ে দিল এক দৌড়। আর অমনি তার দলবলও তার পথ ধরলো। তাদের গতি এতো দ্রুত ছিল যে, মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো। হেড স্যার এবং আরো কয়েকজন স্যার তাদের পেছনে পেছনে কয়েক কদম গেলেন। তারপর হেড স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি দেখেই বুঝেছিলাম এরা ইউসুফের গ্রামের ছেলে। আরে ইউসুফ! ওরা তোমার জন্য অতদূর থেকে তোহ্ফা নিয়ে এলো আর তুমি ওদের স্বাগত না জানিয়ে ভাগিয়ে দিলে?'

জনাব, আমি ওদেরকে ভাগিয়ে দেইনি।

হেড স্যার প্রকৃতিগতভাবে বড়ই সৎ ও হৃদয়বান। তিনি মুচকি হেসে বললেন, আরে তুমি পেরেশান হচ্ছো কেন? আমি জানি তুমি ওদেরকে ডাকোনি। এখন আবার গ্রামে গিয়ে ওদের সাথে ঝগড়া করো না যেন ওরা বড়ই আন্তরিক এবং তোমার কল্যাণকামী।

স্যার যদি আপনি মনে করেন ওরা কোনো খারাপ কাজ করেনি তাহলে আমি ওদের সাথে ঝগড়া করবো না। কিন্তু স্যার এই আখের গাঁঠরীর কি হবে?

যে ক'টা চুষতে পারো নিজের কাছে রেখে দাও। বাকিগুলো সাথিদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দাও।

বহুত আচ্ছা স্যার।

ছুটির পরে আমি ভালো দেখে আট দশটা আখ রেখে দিলাম নিজের জন্য। বাকিগুলোর কিছু দিলাম শিক্ষকদের এবং কিছু শহরের সতীর্থদের। দেহাতী সতীর্থদের জন্য এটা কোনো মর্যাদাশালী তোহ্ফা ছিল না। তাই তাদেরকে দিলাম না।

তারপর সবচেয়ে ভাল দেখে আট দশটা আখ বগলে করে নিয়ে গেলাম হেড মাস্টার সাহেবের বাড়িতে। তিনি ছিলেন খৃষ্টধর্মাবলম্বী। তাঁর নাম ছিল শের দীতা। নওকর বাড়ির ভেতরে গিয়ে আমার কথা জানাতে তিনি সংগে সংগেই ভেতরে ডেকে নিলেন। আমি তাঁকে আখ পেশ করলাম। বললাম, আপনি বন্ধুদের মধ্যে ভাগ করে দিতে বলেছিলেন। তাদেরকে দিয়েছি এবং এগুলি তার মধ্যে সবচেয়ে

www.pathagar.com

ভালো আখ আপনার জন্য বাছাই করে নিয়ে এসেছি। তবে কিছুক্ষণ আমাকে ভাবতে হয়েছে যে, এখানে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু কে?

হেড মাস্টার সাহেবের ইশারায় নওকর আখ উঠিয়ে নিল। তিনি বললেন, বড়ই খুশির কথা তুমি আমাকে তোমার একজন বন্ধু মনে করেছো। এখন তুমি ভেতরে যাও এবং আমার আলমারী থেকে কোনো মজার বই পড়ার জন্য বের করে নিয়ে এসো। পড়া শেষ হলে এনে আবার এই আলমারীতে তুমি নিজেই রেখে দিয়ো এবং আর একটি নিয়ে যেয়ো। হেড মাস্টার সাহেব পূর্বেই আমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। এ ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়ির পাঠাগার থেকে মজার মজার ও উপদেশমূলক কাহিনী সংগ্রহ করে আমি পড়তে লাগলাম এবং আমার জ্ঞানের ভান্ডার বেড়ে যেতে থাকলো।

কিছুদিন পর আব্বাজান ট্রেন থেকে রেল স্টেশানে নামলে তাঁর সাথে জগন্নাথ স্যারের দেখা হলো।

আব্বাজান প্রত্যেক শিক্ষককে সম্মান করতেন। তাই তিনি থেমে গেলেন মাস্টার সাহেবের সাথে কথা বলার জন্য। মাস্টার সাহেব আলাপের সূচনা করলেন এভাবে, জনাব, আপনার ছেলে এখন থেকেই চৌধুরী হয়ে গেছে। ব্যাপার হচ্ছে, গ্রামে তার সাথে খেলা করে যেসব ছেলেরা তারা বেধড়ক স্কুলে এসে ঢুকে পড়ে। একদিন গ্রামের ভবঘুরে ছেলেরা ক্লাশরুমে প্রবেশ করে ইউসুফের সামনে আখের স্তুপ লাগিয়ে দিয়েছিল।

আব্বাজান বাড়িতে এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন।

'ইউসুফ বেটা! আগামীকাল তোমাকে বোর্ডিংয়ে ভর্তি করে দেয়া হবে। সেখানে গ্রামের কোনো ছেলেকে তোমার সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়া হবে না।' এ হুকুম তিনি কিছুটা এমন ভারিক্কী চালে দিলেন যে, কারোর কোনো কথা বলার হিম্মত হলো না। সন্ধ্যা পর্যন্ত চুপিচুপি ফিসফাস করে অনেক কথা চালাচালি হলো। তারপর আমার সমর্থনে আওয়াজ উঠতে থাকলো। দাদীজান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তখন আব্বাজান ধীরে সুস্থে বুঝালেন। তিনি বললেন, আমি এ সবকিছু করছি ইউসুফের ভালোর জন্য। গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলাধুলায় তার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি তার পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন না ঘটানো যায় তাহলে সে ঠিক সেই ছেলেদের মতো হয়ে যাবে যারা তার সময় নষ্ট করার জন্য তার ক্লাশের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

এতদিন পর্যন্ত আমি এ ঘটনাটি কাউকে বলিনি। তাই আমার সপক্ষে কোনো আওয়াজ উঠলো না।

পরদিন সকালে আব্বাজান আমার সাথে স্কুলে গেলেন। হেড মাস্টার সাহেব এবং স্কুলের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করলেন। আমাকে হোস্টেলে ভর্তি

www.pathagar.com

করে দিলেন। সেদিন ছুটির পর আমি বাড়িতে আসার অনুমতি পেলাম। কিন্তু পরদিন নিজের বইখাতা ও বিছানাপত্র নিয়ে আমাকে পুরোপুরি হোস্টেলে চলে আসতে হলো।

বোর্ডিং হাউসের লম্বা চওড়া হলে সারিবদ্ধভাবে দুই লাইনে চারপাই বসানো ছিল। আব্বাজী নিজেই এসেছিলেন আমাকে বোর্ডিং হাউসে রেখে যাবার জন্য। হোস্টেল সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট সাহেব আমাকে একটি অতিরিক্ত সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি নিজে আমাদের সাথে হলে এসে বললেন, তুমি নিজের পছন্দমতো জায়গায় বিছানা বিছিয়ে নিতে পারো। আমি উত্তর দিকের একটি জানালার প্রতি ইংগিত করে বললাম, জনাব! ঐ চারপাইটি খালি আছে। অনুমতি দিলে আমি ওখানে নিজের বিছানা বিছাতে পারি। আব্বাজী এগিয়ে গিয়ে জানালা থেকে বাইরে তাকিয়ে বললেন, আমি জানতাম বেটা তুমি এমন জায়গা পছন্দ করবে যেখান থেকে পাহাড় দেখা যায়। এখন মন দিয়ে পড়াশুনা করো। যদি তুমি ভালো নম্বর পাও এবং স্ট্যাণ্ড করতে পারো তাহলে হয়তো আমি তোমাকে ঐ পাহাড়ে ভ্রমণ করার ব্যবস্থা করতে পারি।

আব্বাজী, আমি ভালো নম্বর পাবো। তবে একটা ব্যাপারে অপনার অনুমতি নিতে চাই।

কি ব্যাপারে?

আব্বাজান, যেদিন আম্মীজান আমাকে দেখতে পান না সেদিন বড়ই অস্থির হয়ে পড়েন।

হ্যাঁ, আমি জানি। তবে সে তোমার সাথে দেখা করার জন্য বোর্ডিং হাউসে আসতে পারে না। আব্বাজান কড়া জবাব দিলেন।

আব্বাজান, যদি আপনি রাগ না করেন তাহলে আমি দৌড়ে গিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য তাঁকে দেখে আসতে পারি। দাদীজানও খুশি হবেন।

যদি তুমি দৌড়াতে পারো তাহলে দুবেলাই যেতে পারো। এর ফলে স্বাস্থ্যও ভালো হয়ে যাবে এবং পা দুটো শক্তিশালী হয়ে যাবে। আমি তোমার সুপারিন্‌টেন্ডেন্টকেও বলে দেবো। তবে স্কুলে ঠিক সময় মতো হাজির হতে হবে। বোর্ডিং হাউসে পড়ার সময় হাজির থাকা হবে তোমার প্রধান দায়িত্ব।

তোমাকে বাড়ি যাবার অনুমতি দেয়ার অর্থ এ নয় যে, তুমি সেখানে গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলাধূলায় মেতে উঠে সময় নষ্ট করবে।

স্কুল ছুটি হবার পর আমি এক মিনিট সময় নষ্ট না করে সোজা হোস্টেলে চলে গেলাম। বইপত্র রেখে দিলাম। তারপর গ্রামের দিকে দৌড় দিলাম।

আম্মীজান ছাদের ওপর মাদুর বিছিয়ে বসে ছিলেন। আমি আস্তে করে পেছন থেকে গিয়ে দুহাত দিয়ে তাঁর চোখ বন্ধ করে ধরলাম। তিনি সস্নেহে আমার জামার কলার হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, আমি মনে হয় ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।

www.pathagar.com

আমি হেসে বললাম, নিশ্চয়ই আব্বাজান আপনাকে বলে থাকবেন, আমি আসবো।

আম্মাজান বারবার আমার হাতে চুমা দিয়ে বললেন, উনি বলেছিলেন, তুমি কখনো কখনো আমাকে দেখতে আসবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল তুমি আজ নিশ্চয়ই আসবে। আমি ছাদে বসে তোমার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম। আমি ভাবছিলাম পশ্চিম দিকে ওই যেকটা গাছ আছে ওগুলি কেটে ফেলে দেবো। তাহলে দূর থেকে তোমাকে আসতে দেখতে পাবো।

আম্মীজান! আমি বললাম, এখন আর আপনাকে কখনো আমার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। আপনার মনে যখনই আমার কথা জাগবে, আমি এসে যাবো দেখবেন।

আম্মীজান দুহাত দিয়ে আমার কান ধরে বললেন, বেঅকুফ! তুমি জানো না আমি সব সময় তোমার কথা মনে করি।

আম্মীজান, আমি আব্বাজানের কাছ থেকে এখানে আসা যাওয়ার অনুমতি নিয়েছি। এখন আমি প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যায় চলে আসবো।

না বেটা! তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

আম্মীজান, আপনাকে দেখার জন্য আমি কয়েক মাইল দৌড়ে আসতে পারি।

মাগরিবের নামাযের পর বাড়ির অন্যান্য সবার সাথে আমরা খেতে বসলাম। তখন জানতে পারলাম, বিকালে স্কুলের ছুটির পরে আমি প্রত্যেক দিন বাড়িতে চলে আসবো আব্বাজানের এটুকু বিশ্বাস ছিল।

যেসব খাবার আমি অতি আগ্রহ সহকারে খেতাম সেদিনকার খাবার আইটেমের মধ্যে সেগুলি শামিল ছিল। আমি বিদায় নিতে চাচ্ছিলাম তখন আম্মীজান ও মাখন আমাকে দিলেন।

আচানক আব্বাজানের মনে কোনো চিন্তার উদয় হলো। তিনি বললেন, ইউসুফ! তুমি আজ তোমার ঘোড়ার প্রতি কোনো দৃষ্টি দাওনি।

না, আব্বাজান! কেবল ছুটির দিন তার প্রতি দৃষ্টি দেবো।

তুমি জানো, নিয়মিত ঘোড়ার প্রতি দৃষ্টি না দিলে ঘোড়ার আবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

আমি জানি। কিন্তু.........।

আমার মনে হয় তোমার চাচা আবদুল করিম এই ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারে।

জি হ্যাঁ, আব্বাজান।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তুমি সকালে এখানে আসবে পায়ে হেঁটে আর সন্ধ্যায় আবদুল করিম তোমার সাথে ঘোড়ার পিঠে বসে তোমাকে বোর্ডিংয়ে রেখে আসবে। আর ফুরসাত পেলে সে কখানো কখনো সকালেও তোমাকে ঘোড়ায়

www.pathagar.com

করে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। আমি বলতে চাচ্ছি ঘোড়া তুমি চালাবে এবং ঘোড়া ফিরিয়ে আনার জন্য সে তোমার পিছনে বসবে।

আমার মনের অনুভূতি প্রকাশ করার কোনো পথ আমার কাছে ছিল না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি আব্বাজানকে জড়িয়ে ধরলাম।

স্কুলে আনন্দরাম ছিল আমার এক বছরের সিনিয়র। বোর্ডিং হাউসে সে আমার নাম শুনলে ক্ষেপে যেতো। তার গয়ের রং ছিল কালচে শ্যামলা। মুখে বসন্তের দাগ। মাথা সীমাতিরিক্ত ছোট এবং সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতো। মাথার টিকিটা ছিল যথেষ্ট লম্বা ও মোটা। সেটাকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য নিয়মিত মাথা ন্যাড়া করতো। হাত দুটো ছিল ছোট ছোট।

হোস্টেল সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট পাদরী আইজাকের সাথে তার গভীর যোগাযোগ ছিল। পাদরী ছিলেন একজন সহজ সরল ব্যক্তি।

তার জানার প্রয়োজন ছিল হেস্টেলে তার দৃষ্টিসীমার বাইরে কি কি ঘটে যাচ্ছে আনন্দরাম তার এ প্রয়োজন পূর্ণ করতো। যেমন সে অদৃশ্য বিপদ সম্পর্কে পাদরী সাহেবকে অবহিত করার জন্য অসম্পর্কিত ঘটনাবলীকে এমনভাবে জুড়ে দিতো যে তার ঘুম হারাম হয়ে যেতো এবং তিনি এই নিদ্রা হরণকারীর শোকরিয়া আদায় করতেন।

আনন্দরাম হোস্টেলের দুজন ছাত্রকে ছয়টি করে বেত্রাঘাত করাতে এবং বাহাদুর সিংকে কানমলা খাওয়াতে পেরেছিল এ অপরাধে যে সে তার আলমারীতে শরাবের বোতল লুকিয়ে রেখেছিল এবং তা থেকে বের করে প্রত্যেক দিন পান করতো। এ দুটি ছিল তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। বাহাদুর সিং কোনো প্রকার সাফাই পেশ না করে কানমলা খেয়েছিল। পাদরী সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে যখন দুতিনটি বেত্রাঘাত করলেন তখন সে প্রতিবাদ করলো।

জনাব, আপনি রাগ করছেন কেন তা বলবেন তো?

তুমি মদের বোতল নিয়ে স্কুলে আসো। আর আমাকে বলছো আমি কেন রাগ করছি? তুমি মদ খাবে আর মাতলামি করবে। তারপরও আমি খামুশ থাকবো?

আমি ভগবানের কসম খেয়ে বলছি আমি একেবারেই মদ পান করিনি এবং মাতলামি করার তো প্রশ্নই আসে না। আমার কাছে এমন কোনো বোতল নেই যাতে মদ রাখা হয়।

পাদরী সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, কি বলছো তোমার আলমারীতে মদের বোতল নেই?

www.pathagar.com

জনাব, মদের বোতল আছে ঠিকই কিন্তু তাতে এখন সরিষার তেল আছে।

পাদরীর মাথা ঘুরে গেলো। বাহাদুর সিংয়ের আলমারী খুলিয়ে নিজেই তল্লাশী নিলেন। বোতল বের করলেন। দেখলেন তাতে রয়েছে খাঁটি সরিষার তেল। ঠিক তখনই হেড মাস্টার ও ম্যানেজার সাহেব টহল দিতে দিতে সেখানে এসে পড়লেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানার পর তারা পাদরী সাহেবকে সাথে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। কয়েক দিন পরে জানা গেলো পাদরী সাহেবকে অন্য কোথাও বদলি করে দেয়া হয়েছে। তার জায়গায় সেকেন্ড মাস্টারের মর্যাদা সম্পন্ন আর একজন শিক্ষককে হোস্টেল সুপারিন্‌টেন্ডেন্টের চার্জ দেয়া হলো। তার খ্যাতি তার এখানে আসার আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ তিনি এম. এ. পাশ। তার নাম মি. জাস্টিন। কিছুদিন স্কুলে কাজ করার পর দেশের বাইরে কোনো বড় চাকুরীতে তাঁকে নিযুক্ত করা হবে। মি. জাস্টিনের একটি বিষয়ের প্রতি প্রত্যেকটি ছাত্রের আগ্রহ ছিল। আর সেটি হচ্ছে, তিনি ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। এ ব্যাপারে কাউকে কোনো প্রকার ছাড় দেবার পক্ষপাতি ছিলেন না। মি. জস্টিন এলেন। বোর্ডিংয়ের ছাত্রদেরকে সমবেত করলেন। প্রথম সাক্ষাতেই বলে দিলেন, ভালো ছেলেদের সাথে আমি সব সময় ভালো ব্যবহার করে থাকি। খারাপ ছেলেরা কখনোই আমার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতির আশা করতে পারে না।

তৃতীয় দিন মি. জাস্টিন ছাত্রদেরকে আবার ডাকলেন। তাঁর হাতে ছিল বেতের ছড়ি। ছেলেরা তার চেহারা দেখে বুঝলো আজ কারোর কপাল ভাঙছে।

কয়েক মুহূর্ত নিরব থাকার পর তিনি মুখ খুললেন, যখন থেকে আমি এখানে এসেছি একটি ছেলে আমার কাছে এসেছে তিন চারবার। প্রথমে সে কেবল সালাম করতো। সম্ভবত এজন্য যে, তিন চারটি সালাম দিলে আমি বেঅকুফ হয়ে যাবো। তারপর সে অন্য একজন ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করলো। সম্ভবত তোমরা বুঝতে পেরেছো সে ছেলেটি কে? আমি চাই সে সামনে এসে যাক। যখন কেউ উঠে এলো না, মি. জাস্টিন গর্জন করে উঠলেন, আনন্দরাম সামনে এসো।

আনন্দরাম হুকুম তামিল করলো।

ইউসুফ তুমিও এসে যাও।

আমি উঠে কয়েক কদম এগিয়ে গেলাম।

মি. জাস্টিন আনন্দরামের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, দেখো বোকা ছেলে, তোমার জন্য সঠিক জবাব দেবার শেষ সুযোগ এটা। নয়তো তুমি এমন শাস্তি পাবে যা দীর্ঘকাল মনে থাকবে।

এখন বলো, তুমি কি ইউসুফের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ এনেছো যে সে স্কুল ছুটির পরপরই তার গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলা করার জন্য স্কুল থেকে পালিয়ে যায়? কারণ গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা স্কুলে আসতে ভয় পায়।

www.pathagar.com

জী, আমি বলেছিলাম। আনন্দরাম বললো।

তুমি কি এ অভিযোগও এনেছো যে, সে সকালেও গ্রামে চলে যায়?

জী, আমি বলেছিলাম।

ইউসুফ, এবার তুমি জবাব দাও। ছুটি হয় কটায়?

জী, চারটায় ছুটি হয়।

তোমাদের গ্রাম কতদূরে?

জনাব, দু'মাইলের একটু কম।

ফিরে আসো কটায়?

জনাব, বোর্ডিংয়ে পড়া শুরু হবার আগেই ফিরে আসি।

তুমি বাড়িতে গিয়ে খাবার খাও?

জী, হ্যাঁ।

দুবার বাড়িতে যাবার কোনো বিশেষ কারণ বলতে পারো?

জী, এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, আম্মীজান আমাকে দেখে খুশি হন। আমি তার সাথে খাবার না খেলে তিনি ভুখা থাকেন।

তোমার আরো ভাই বোন আছে?

জী হ্যাঁ। আমার গ্রামে যাবার আর একটা কারণ হচ্ছে, তাদেরকে দেখে আমি খুশি হই।

তোমার বাড়িতে গিয়ে আহার করার ও কথা বলার এত সময় থাকে যে, তুমি এসব করতে পারো?

জী, ফেরার সময় আমি ঘোড়ায় চড়ে আসি। আমার সাথে আর একজন থাকে। সে ঘোড়াটাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

মাস্টার জাস্টিন আনন্দরামের দিকে তাকালেন।

আনন্দরাম, এবার তুমি বলো ইউসুফের কথায় কোনো ভুল আছে?

জী না!

এমন কোনো কথা আছে যা ইউসুফ বলেনি?

জী না।

এমন কোনো কথা আছে যে ব্যাপারে তোমার আপত্তি আছে?

হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে, তুমি বলেছিলে ইউসুফ তার গ্রাম থেকে আখ ও গুড় আনায় এবং ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করে। তোমাকেও কি সে কখনো আখ ও গুড় দিয়েছে?

জী হ্যাঁ, সে আমাকে আখও দিয়েছিল এবং গুড়ও দিয়েছিল।

বিনা পয়সায় দিয়েছিল, না কি তোমার কাছ থেকে দামও নিয়েছিল?

আনন্দরাম বললো, স্যার আমি তো একথা বলিনি যে, সে কারোর থেকে পয়সা নেয়?

www.pathagar.com

তাহলে তোমার অভিযোগ কি?

স্যার যদি আপনি মনে করেন এটা ভালো তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।

ইউসুফ তুমি এই বেঅকুফ ছেলেটার গালে একটা চড় মারা পছন্দ করবে অথবা আরো বেশি?

না, স্যার! আমি এর গালে চড় মারা পছন্দ করবো না।

সে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। এরপরও তুমি তার গালে চড় মারতে চাও না?

স্যার, সে বোকা, আমার চড় খেয়ে বুদ্ধিমান হয়ে যাবে না।

মি. জাস্টিন বললেন, দেখো, আনন্দরাম! আমি এবার তোমাকে মাফ করলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি তুমি কোনো বোকামি করো তাহলে এই বেতের বাড়ি দিয়ে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেবো। এবার তোমরা সবাই চলে যেতে পারো।

আমরা স্টাডি রুমের বাইরে বের হলে আনন্দরামের বিরুদ্ধে নানান কথাবার্তা হতে লাগলো। অনেক ছাত্র অখুশি ছিল আমি কেন আনন্দরামের গালে চড় মারিনি?

১৯

আমাদের এক আত্মীয় ছিলেন তার সময়ের প্রখ্যাত আলেম। তিনি ছিলেন ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী। গাছ গাছড়ার খোঁজে দূর দূরান্ত সফর করতেন। বক্তা হিসাবে চারদিকে খুবই সুনাম ছিল। যেখানে যেতেন নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতেন অতি দ্রুত। একবার কাশ্মীর ভ্রমণ করে ফিরে এলেন। সেখান থেকে তার কোনো মুরীদের উপহার হিসাবে দেয়া একটি ঘোড়া আনলেন। তাকে তিনি 'ইয়ারকান্দী ঘোড়া' বলে পরিচিত করালেন। দীর্ঘ সফরে ভুখা থাকার কারণে ঘোড়াটার দুরবস্থা দেখার মতো ছিল। লম্বা চওড়ায় এমন খাটো ছিল যে, মওলানা সাহেব যখন চোগা চাপকান পরে তার পিঠে সওয়ার হতেন তখন কাছে না আসলে তাকে দেখে চেনা মুশকিল ছিল যে, সে ঘোড়ার বংশধর। গর্দান ছিল আরো খাটো। দেহাবয়বের তুলনায় গালটা ছিল অনেক ভারী ও মজবুত। চোখ থেকে ধূর্ততার প্রকাশ ঘটতো।

মওলানা সাহেবের বাগ্মীতার প্রভাবে শ্রোতাদের চোখে তার অসংখ্য গুণাবলী ধরা পড়তো। যখন তিনি বলতেন, এ ঘোড়াটি সংকীর্ণ ও পেঁচানো পাহাড়ী পথে বেধড়ক উপরে উঠে যায় তখন মনে হতো আমরা তাকে কাশ্মীরের পাহাড়ে

www.pathagar.com

পর্বতে লাফাতে দৌড়াতে দেখছি। চৌধুরী গোলাম নবী মওলানা সাহেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি খান্দানের বুযর্গদের সাথে সলা পরামর্শ করার পর মওলানা সাহেবের কাছে আবেদন জানালেন, যদি সত্যিই এটা অত্যন্ত মূল্যবান ঘোড়ার বংশধর হয়ে থাকে তাহলে একে আমাদের কাছে রেখে যান। এখানে আমাদের সবুজ শ্যামল ক্ষেতে সে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতে পারবে। দুতিন মাস আমাদের গ্রমের ক্ষেতে খোলামেলা চরে বেড়ালে তার চেহারা পাল্টে যাবে। দেহাবয়ব হয়তো আরো একটু উঁচু ও বড় হয়ে যাবে। তবে শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়ে দ্বিগুন হয়ে যাবে এতে সন্দেহ নেই।

মওলানা খুশি হয়ে বললেন, ঠিক আছে গোলাম নবী, এ ঘোড়া আগামী এক বছর তোমার কাছে থাকবে। এক বছর স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার সুযোগ পেলে এ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে।

এরপর মওলানা কোনো দূরদেশে সফরে চলে গেলেন।

দেহাতী লোকেরা ইয়ারকান্দী ঘোড়াকে 'খান্দানী' বলে ডাকা শুরু করলো। ধীরে ধীরে খান্দানী শব্দটার প্রচলন ব্যাপক হয়ে গেলো।

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার মনে কবে থেকে ঘোড়সওয়ারীর আগ্রহ জেগেছিল এবং তুমি কার কাছ থেকে ঘোড়সওয়ারী শিখেছিলে তাহলে আমি তার সঠিক জবাব দিতে পারবো না।

বাড়ির বড়রা প্রত্যেকে ঘোড়ায় চড়ার সময় আমাকে তাদের পেছনে বসিয়ে নিতো।

যখন প্রাইমারী স্কুলে পড়তাম, কোনো খুদে টাট্টুর পিঠে লাফিয়ে উঠে বসতে আমার মোটেই ভয় হতো না। 'খান্দানী' নামে পরিচিত মওলানা সাহেবের ইয়ারকান্দী ঘোড়া যখন আমাদের গ্রামে এলো তখন আমি একজন ভালো ঘোড় সওয়ার হয়ে উঠেছিলাম। তখনই আমি মনে মনে অংগীকার করেছিলাম যে, ইয়ারকান্দী যখন ভালো হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী ঘোড়ায় পরিণত হবে তখন আমি প্রথম তার পিঠে সওয়ার হবো। ঘোড়াটি যখন সবুজ শ্যামল গমের ক্ষেতে চরে বেড়াতো, তাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হতো। তার সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য আমি তাকে গুড় খাওয়াবার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু সে কাউকে কাছে ঘেঁসতে দিতো না। গোলাম নবী বলতেন, আরে এ তো একদম জংলী হয়ে যাচ্ছে।

শীতকালে 'খান্দানী' ঘোড়ার সাথে আস্তাবলে চলে আসতো। বসন্তকাল এলো। খান্দানীর দেহ সৌষ্ঠব অসম্ভব রকম স্থুল হয়ে গেলো। গর্দান মোটা হয়ে

www.pathagar.com

যাবার কারণে খর্বাকৃতির দেখাতো। চলন্ত বাতাসের মধ্যে খান্দানী যখন দৌড়াতো তার গর্দানের ঢেউ খেলানো চুলগুলো দূর থেকে দেখা যেতো। তার গলায় দড়ি বেঁধে কোনো এক জায়গায় বেঁধে রাখা একটা মস্ত বড় সমস্যা ছিল। একাজ করার জন্য গ্রামের শক্ত সমর্থ লোকদের সাহায্য নিতে হতো। তাকে পশুশালার এককোণে শাহতুত গাছের গুঁড়ির সাথে বেঁধে রাখা হতো।

একদিন নওকর তার মুখে লাগাম দেবার চেষ্টা করলে সে সামনের দুই পা উঠিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলো যে নওকর ভয় পেয়ে পেছনে সরে গেলো। চৌধুরী গোলাম নবী আমাকে আওয়াজ দিয়ে বললেন, আরে বেটা! এ তো লাগাম দেখেই হামলা করে বসে। এখন কি করা যেতে পারে বলো?

আমি নওকরকে বললাম, খোঁটা থেকে রশি খুলে গাছের ডালে ছুঁড়ে দাও তারপর রশিতে এমনভাবে টান দাও যাতে ঘোড়া নড়চড়া করতে না পারে। তবে তার গর্দান উপরে উঠে যেতে হবে।

এখন যেহেতু ঘোড়ার গর্দান এত বেশি উপরে উঠে গিয়েছিল যে তার লম্ফ ঝম্প করার সুযোগ ছিল না তাই আমি তার চোয়াল ধরলাম এবং চৌধুরী গোলাম নবী তার মুখে লাগাম বেঁধে দিলেন।

আমি বললাম, চাচাজী! জল্‌দি জীন আনিয়ে নিন আর নয়তো এ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

নওকর দৌড়ে গিয়ে জীন নিয়ে এলো। ঘোড়া তা দেখে তড়পাতে থাকলো। উছলে উঠলো। দু-একবার অত্যন্ত ভীতিপ্রদ আওয়াজ বের করলো। কিন্তু তারপর নিরুপায় হয়ে পড়লো।

চৌধুরী গোলাম নবী ঘোড়াটি খোলার জন্য সতর্কতামূলকভাবে আরো দুজন লোক ডেকে নিয়েছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে বেতের ছড়িটা আনলাম। দূরন্ত ঘোড়াগুলিকে বশ করার জন্য আমি এই ছড়ি ব্যবহার করে থাকি। ঘোড়া নর্তন কুর্দন করেই চলছিল। তাকে এই অবস্থায় পশুশালা থেকে বের করা হলো। দুজন শক্তিশালী জোয়ান তার লাগাম টেনে ধরেছিল। আর অন্যদিকে দুজন লোক তার গলার রশিটা ধরে রেখেছিল। গেটে পৌঁছার সাথে সাথেই তারা রশিটা তার গলায় জড়িয়ে বেঁধে দিল।

তখনো ফায়সালা হয়নি কে তার পিঠে চড়বে। জোরে হেঁকে বললাম, গোলাম নবী চাচা, আমি আসছি। এ কথা বলেই আমি দৌড়ে এক লাফ দিলাম এবং তার পিঠে চড়ে বসে নওকরদের হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নিলাম।

'খান্দানী' টগবগ করে উঠলো। লাফালো। কাঁধ ঝাঁকালো। কখনো সামনের দুপায়ের ওপর খাড়া হয়ে যেতে লাগলো। আবার কখনো পেছনের দুপায়ের ওপর দাঁড়িয়ে বাতাসে দোল খেতে লাগলো। গ্রামের অনেক লোক জমা হয়ে গিয়েছিল। তারা সবাই চাচা গোলাম নবীকে যা তা বলছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু ঘোড়া বেশিক্ষণ তার কেরদানি দেখাবার সুযোগ পেলো না। আমি রেকাবোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেবার সাথে সাথেই তার পিঠে পরপর দুতিনটা ছড়ি মারলাম। সে লাফালো থামলো এবং তারপর একদিকে দৌড় দিল। এখন সে দৌড়ে চলছিল। আমি তাকে দৌড় দেয়াচ্ছিলাম খুব জোরে। এই প্রথমবার আমি অনুভব করলাম ইয়ারকান্দী প্রজন্ম সম্পর্কে যা শুনেছিলাম তাতে কোনো বাড়াবাড়ি ছিল না। সে বারবার পথ ছেড়ে এদিক ওদিক যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার গর্দানে ছড়ি মেরে আমি তাকে সতর্ক করে দিচ্ছিলাম। তখন সে ঠিক পথে চলছিল এবং গতিও দ্রুততর করছিল।

গ্রামের কিছু লোক এ তামাশা দেখার জন্য আমার পেছনে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। কিন্তু তারা অনেক পেছনে পড়ে গেলো। কয়েক মিনিট পরে বড় খালের কাছে পৌছে আমি অনুভব করলাম এখন খান্দানী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাকে খালের পাড়ের ওপর আরামে চলতে দেয়া উচিত। কিন্তু খালের পাড়ের ওপর উঠতেই খান্দানী হঠাৎ এমনভাবে এক লাফ দিল যে আমাকে নিয়ে খালের ঠাণ্ডা পানিতে গিয়ে পড়লো। আমি যদি সাঁতার না জানতাম তাহলে খান্দানী আমার ওপর তার প্রতিশোধ নিয়েই ফেলেছিল। কিন্তু আমি দ্রুত দুতিনবার হাত চালিয়ে একেবারে কিনারায় চলে এলাম। এবার খান্দানীর পালা। পানির গভীরতা কম ছিল না। খান্দানী কিনারায় চলে এসেছিল। কোনো শক্ত জায়গায় তার পা রাখার দরকার ছিল, তাহলেই সে খালের পাড়ে উঠতে পারতো। কিন্তু এমন কোনো জায়গা সেখানে ছিল না। ছড়ি উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে আমি তাকে পেছনে সরিয়ে দিলাম ফলে ঠাণ্ডা পানিতে অতি শীঘ্রই তার সব দুষ্টামী খতম হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ অবস্থায় তার পিঠ থেকে একবার যদি আমি পড়ে যেতাম তাহলে আমাকে তুলে নিয়ে আবার কে তার পিঠে সওয়ার করিয়ে দিতো, এ ভয় অবশ্যই আমার মনে জাগা উচিত ছিল। কিন্তু সে ভীষণভাবে কাঁপছিল। তার প্রতারণাপূর্ণ চোখ দুটি থেকে এখন মিনতি ও অসহায়তা টপকে পড়ছিল। একটি উপযোগী জায়গা দেখে আমি তার লাগাম ধরে টান দিলাম এবং সে খালের পাড়ে ঠেলে উঠে পড়লো।

আমি তার গর্দানে হাত ফেরালাম। এই প্রথমবার কোনো বাধা দিল না সে। বরং নাসরন্ধ্র দিয়ে এমন একটা আওয়াজ বের করছিল যাতে রাগের পরিবর্তে ছিল সকরুণ মিনতি।

তার লাগাম ধরে আমি পায়ে হেঁটে চলতে লাগলাম। তারপর যখন তার পিঠে সওয়ার হলাম আমার মনে হলো যেন এটা সেই 'খান্দানী' নয় বরং এটা অত্যন্ত ভদ্র গোষ্ঠীর অন্তরভুক্ত একটা পশু।

www.pathagar.com

এখান থেকেই খান্দানীর সাথে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত। খান্দানী আমাকে চিনলো এবং আমিও তাকে চিনলাম। কিন্তু কখনো কখনো সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতো। তবে এতে তার কোনো দোষ ছিল না।

আমি ম্যাট্রিক পাশ করলে আব্বাজান আমাকে একটি সুন্দর সুশ্রী ঘোড়া কিনে দিলেন। সে ঘোড়াটি আমার এত প্রিয় হয়ে গেলো যে সওয়ারীর জন্য অন্য কোনো ঘোড়ার প্রতি নজর দেবার আর ফুরসতই আমার ছিল না।

•

শীতের দিনগুলোতে আমাদের এক আত্মীয় এলেন আমাদের বাড়িতে। তিনি আমাদের এখানে কয়েকদিন থাকলেন। তাঁর সাথেও একটি ঘোড়া ছিল। তার ঘোড়ার সাথে আমার ঘোড়াটির ভীষণ বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। একদিন দুপুরে তিনি বিদায় নিলেন। বাইরে ফসলের ক্ষেতে আমার ঘোড়াটি চরে বেড়াচ্ছিল। সে মেহমানের ঘোড়ার পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। বিকালে আমি বাড়িতে এলাম। একজন লোক আমাকে বললো, একজন লোক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিল এবং আপনার ঘোড়াটি তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। এ কথায় আমি অবাক হলাম না। কারণ আমি জানতাম তাদের বন্ধুত্বের কথা।

এখন আবার কয়েক মাস পর 'খান্দানী'র প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। খান্দানী আমাকে এতটুকুন সমীহ করতো যে, তার পিঠে সওয়ার হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ঝামেলা পোহাতে হতো না। ফলে আমি প্রায় সাত মাইল দূরের সেই গ্রামটির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যেহেতু রাত মাথার উপর এসে পড়েছিল তাই আমি জোরে ঘোড়া দৌড়ালাম।

একটি খালের পাড় ধরে তিন চার ফার্লং চলার পর আমি একটি পুলের ওপর পৌছে গেলাম। পুলটি পার হয়ে আমাকে সেই গ্রামের পথটি ধরতে হবে। মাগরিবের সময় আমি গ্রামে ঢুকলাম। আমাকে দেখতেই আমাদের আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের লোকেরা আমার চারপাশে জমা হয়ে গেলো। তারা বললো, 'সেই বেকুবটি খালের পুলের ওপর আসার পর তোমার ঘোড়াটি দেখে। এখানে পৌছেই দুজন লোক তোমার ঘোড়াটি নিয়ে তোমাদের বাড়ির দিক রওনা হয়ে গেছে।' তারা রাতটি ওখানে কাটিয়ে যাবার জন্য আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করলো এবং বললো ঘোড়া তোমাদের বাড়িতে পৌছে গেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু ঘোড়াটিকে আমি এত ভালোবাসতাম যে, তাকে না দেখে মনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। আমি খান্দানীর লাগাম ঘুরিয়ে নিলাম। আসসালামু আলাইকুম বলে তার পিঠে গোড়ালী ঠুকলাম। রাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। পুল পার হবার পর

www.pathagar.com

খালের পাড়ের রাস্তা আমি ঠিক ঠাহর করতে পাচ্ছিলাম না। সম্ভবত খালের পাড়ে দুতিন ফার্লং এর পরিবর্তে আমি দুতিন মাইল চলে গেলাম।

দুদিন আগে প্রবল বর্ষণ হয়েছিল। পথ ছিল যথেষ্ট কর্দমাক্ত। পেছনে ফিরে গিয়ে পথ তালাশ করার পরিবর্তে আমি নিচে নেমে পড়লাম। ফসলের ক্ষেতের কাদায় আমার সারা শরীর ভরে গিয়েছিল। কেবলমাত্র আকাশের তারা দেখে দিক নির্ণয় করে চলেছিলাম। আমার একটা ভয় ছিল, পথ ভুল করে আমি অপরাধজীবী গোত্রগুলির এলাকায় গিয়ে না পড়ি। আট দশটি গ্রামের লোকদের প্রত্যেক দিন থানায় হাজিরা দিতে হতো। তাদের জমি তেমন উর্বর ছিল না। চাষাবাদ ভালো হতো না। তাই চুরি চামারী, ডাকাতী, রাহাজানী করে দিনাতিপাত করতো। কোনো বড় ধরনের অপরাধের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে ছিল না। কারোর মতে পুলিশ অকারণে তাদেরকে বিরক্ত করতো।

এবার আমার ইয়ারকান্দী বন্ধুর ব্যাপারে আমার নতুন অভিজ্ঞতা হলো। অন্ধকারে দৌড়ে গিয়ে আচানক সে একটা বিলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুতিনটে ছড়ি বসিয়ে দিলাম তার পিঠে। সে লাফিয়ে বাইরে বের হয়ে এলো। তারপর আমি দেখলাম এক মহিলা চুলোয় রুটি সেঁকছে। অর্থাৎ অপরাধজীবীদের গ্রামে নয় বরং অন্য কোনো বাড়িতে পৌঁছে গেছি আমরা। আরে ভাই কে? আরে ভাই কে? মহিলা চিল্লে উঠলো।

জবাব দেবার পরিবর্তে আমি খান্দানীর পিঠে ছড়ি মারলাম। ছোট গলি থেকে বের হয়ে আমরা আবার উন্মুক্ত ক্ষেতে গিয়ে পড়লাম। এরপর বিভিন্ন দিক থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো, 'আরে কে? তোমরা এদিক থেকে যাও। দেখো কে? আমরা ওদিক থেকে যাচ্ছি। সামনের গ্রামেও খবর দিয়ে দাও। আমাদের অনুমতি ছাড়া এখানে ঢুকে পড়লো কে?'

তারপর কয়েকজন মহিলাও বলতে লাগলো। তাদের কথা আমি ঠিক মতো শুনতে পারলাম না।

এখন আমি ঐ আওয়াজগুলি থেকে দূরে চলে যাবার চেষ্টা করছিলাম।

আমি বেশিদূর তখনো যাইনি অন্যদিক থেকে আওয়াজ এলো, আরে ইয়ার! ওদিক থেকে আওয়াজ আসছে। কোনো দল নিশ্চয়ই এদিকে এসেছে।

আমি খান্দানীকে দাঁড় করালাম। তার গর্দানে হাত বুলাতে লাগলাম দুজন লোক দৌড়ে এলো।

ইয়ার! এদিকে তো কেউ নেই। তাদের একজন বললো।

তারপর পেছন থেকে আওয়াজ এলো, কোনো খবর পেলে?

এই দুজন লোক একদম সামনে এসে গেলে আমি বললাম, 'থামো।' তারা দাঁড়ালো। 'তোমরা এ সময় কোথায় ভাগছো?' আমি বললাম। তারা কোনো

www.pathagar.com

জবাব দিল না। আমি একটু রাগত স্বরে বললাম, 'বেঅকুফ! বলছো না কেন? পুলিশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?'

একজন বললো, জী পুলিশ তো এদিকে আসেনি।

যদি না এসে থাকে তাহলে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছো কেন?

জী, আমরা ঠিক জানি না। অন্যদের আওয়াজ শুনে আমরা এসেছি।

আমাদের লোকেরা পেছনে রয়ে গেছে। যদি তোমরা বলে দাও কারখানার আলো কোনদিকে আছে তাহলে আমি তাদেরকে খুঁজে নেবো।

দেহাতী বললো, জনাব! সামনের গ্রামের বাইরে বের হলে আপনি কারখানার আলো দেখতে পাবেন।.......

চলুন আমি আপনার সাথে যাচ্ছি।

আচ্ছা চলো। আর তোমার সাথিদের বলে দাও, যদি অন্যদিক থেকে কেউ এসে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে বলে দেবে, গোলাম কাদের হাবিলদার দারোগা সাহেবের পথ দেখাতে গেছেন।

দ্বিতীয়জন বললো, হাবিলদার সাহেব! আপনি চিন্তা করবেন না। যদি এ এলাকায় পুলিশের কোনো লোক এসে গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি শীঘ্রই এ পয়গাম পেয়ে যাবেন।

এখন আপনি ভালো করে দেখে নিজে পথ তালাশ করে নেবেন অথবা আমাদের একজন আপনার সাথে কিছু দূর পর্যন্ত যাবে?

না, অনেক মেহেরবানী। এখন আর এর প্রয়োজন নেই। আমি এ কথা বলেই খান্দানীর পিঠে গোড়ালী ঠুকে দিলাম।

প্রায় এক মাইল চলার পর সামনের গ্রামের উল্টো দিক থেকে আমি কারখানার আলো দেখতে পেলাম। এখন আমি জানলাম এই আলো সোজা আমাকে চলতে হবে। কারখানা শহরের দুমাইল পরে আমাদের গ্রাম।

২০

গ্রামের বড় ছোট অনেক লোক ঘর থেকে বের হয়ে আমার ইন্তিজার করছিল। আমাকে দেখতেই এক সাথে চারদিক থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো, 'ঘোড়া এসে গেছে', 'ঘোড়া এসে গেছে।' তারপর তারা আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে আমি তাদের প্রশ্নের জবাব দিলাম ঃ

ঘোড়ার খোঁজে আমাকে অনেক দূর যেতে হয়েছিল। তারপর ফেরার সময় পথ ভুল করে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

তারপর আমি নওকরকে বলে বাড়ির ভেতর থেকে গুড় আনালাম এবং ঘোড়াকে খাওয়ালাম। নিজে গোসল করে পোশাক পরিবর্তন করলাম। বাবুর্চিখানা থেকে আম্মাজানের আওয়াজ এলো।

ইউসুফ তোমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আম্মীজান, আমি ভেবেছিলাম আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মিথ্যুক কোথাকার! মা নিজের হাসি লুকাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বললেন, তুমি জানো তুমি যখন এসেছিলে তখন আমি তোমার দাদী আম্মা ও চাচীরা সবাই বাড়ির বাইরে এসে তোমার পথের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাছাড়া তুমি এ কথাও জানো যে তোমার দাদী আম্মা এখন শোকরানার নামায পড়ছে।

আম্মাজান, আমি আরো জানি, আমি যখন বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করছিলাম তখন আপনি রান্নাঘরে মুরগীর গোশ্ত ভূনা করছিলেন।

তুমি কেমন করে জানলে?

আম্মীজান, যখন ক্ষুধা বেশি হয়ে যায়, অনেক দূর থেকে ভূনা গোশতের খোশবু নাকে লাগে।

বেটা, মা যা বুঝতে পারে তা আর কেউ বুঝতে পারে না। আমি এশার সময় বলেছিলাম একটা মুরগী জবাই করো। আমার ছেলে যদি দেরিতে আসে তাহলে সে খুব ক্ষুধার্ত থাকবে। কিন্তু সবাই বলছিল সে পথে কোথাও কারোর বাড়িতে খেয়ে আসবে। ইউসুফ, ভাবতে অবাক লাগে তোমার সম্পর্কে আমি যা ভাবি তাই সঠিক হয়।

আম্মীজান, আপনি ছাড়া আর কে আছে যে আমার ব্যাপারে একজন মায়ের মন নিয়ে ভাবতে পারে?

আম্মীজান চেরাগের আলোয় গভীর দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। তারপর আমার মাথা বুকে চেপে ধরে কপালে চুমা দিলেন। তারপর বললেন, দেখো ইউসুফ আমাকে বেশি কষ্ট দিয়ো না। যখন আমি শুনলাম তুমি নিজের ঘোড়ার সন্ধানে বের হয়ে গেছো তখন সে সময়টা আমার জন্য ছিল কিয়ামতের মতো ভয়ংকর দুশ্চিন্তার। তুমি আমার মাতৃস্নেহের তাৎপর্য তখন বুঝতে পারবে যখন আমি–যখন আমি–তার কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো। আমি চোখ তুলে দেখলাম তার দুচোখ অশ্রুসিক্ত।

আম্মীজান, আমাকে মাফ করবেন। আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে বলে যাওয়া আমার উচিত ছিল। ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না।

এক মিনিট পরে আম্মীজান যখন আমার সামনে খাবার পরিবেশন করলেন, আমি মুচকি হেসে বললাম।

আম্মীজান, আর একটা কথা বলবো?

www.pathagar.com

বলো বেটা।

আম্মীজান, কথা হচ্ছে আপনিও ভূখা আছেন।

তুমি জানলে কেমন করে?

আম্মীজান, যখনই আমি এ ধরনের কোনো বোকামী করি তখনি আপনি অভূক্ত থাকেন।

আম্মীজান আমার সাথে বসে পড়লেন খানা খেতে।

এক সপ্তাহ পরে মওলানা সাহেব ফিরে এলেন। কিছুদিন আমাদের এখানে অবস্থান করার পর এবার তিনি খান্দানীকে সংগে করে নিয়ে গেলেন। তিন চার মাস দূর দূরান্ত সফর করার পর পথে একটি সচ্ছল কৃষক পরিবারের কাছে খান্দানীকে রেখে গেলেন। তারা তার প্রতি খুবই যত্ন নিতো। ফেরার পথে আবার তাকে রেখে গেলেন গোলাম নবীর কাছে। তবে এত দীর্ঘকালীন অদেখার ফলে আমার ও তার মাঝখানে আবার গড়ে উঠলো অপরিচিতির দেয়াল। খান্দানী যথেষ্ট মোটা হয়ে গিয়েছিল। তার চাল চলনে কিছুটা ভদ্রতা ও শিষ্টতা সৃষ্টি করার দূরাকাংখা দীর্ঘদিন থেকে গুমরে মরতেই থাকলো চৌধুরী গোলাম নবীর মনে। তবে তার হাত থেকে সে ছোলা বা গুড় খেয়ে নিতো এবং মুখে লাগাম দেবার ও পিঠে জিন চড়িয়ে দেবার অনুমতিও তাকে দিয়েছিল, অন্তত এতটা হৃদ্যতা তার সাথে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পিঠে সওয়ার হওয়ার চেষ্টা করলে দেখা যেতো তার নর্তন কুর্দন আগের মতই রয়ে গেছে।

একবার গোলাম নবীকে নিয়ে ঢুকে গেলো তামাকের ক্ষেতের ভেতরে। পনের বিশ মিনিট ওই ক্ষেতের মধ্যেই ভাগতে থাকলো। তামাক পাতার করকরে গায়ের ঘসা থেকে গোলাম নবী নিজের চোখ বাঁচিয়ে রাখতে পারলো। কিন্তু তার চেহারা ও হাত মারাত্মকভাবে জখম হয়ে গেলো।

গোলাম নবী তার এসব কাহিনী শোনাতো খুব কম সৌভাগ্যবানদেরকে।

একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ইউসুফ ঠিকমত বলতো তুমি এর পিঠে সওয়ার হওয়ার সময় কি দোয়া পড়ো?

চাচাজান, আমি কোনো বিশেষ দোয়া পড়তাম না। তবে সব কাজ শুরু করার সময় আমি আল্লাহর সাহায্য চেয়ে থাকি এবং অবশ্যই 'ইয়া হাফিযু! ইয়া হাফিযু!' বলে থাকি।

এখন আর এর ওপর এসব দোয়ার কোনো প্রভাব পড়ে না।

www.pathagar.com

ব্যাপার হচ্ছে, এতে এর কোনো দোষ নেই। আসলে ঘোড়ার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে ভালো সওয়ার হওয়া। সে এর পিঠে নিয়মিত চড়তে থাকবে। খান্দানীর সমস্যা হচ্ছে একাধারে চার মাস তার পিঠে কেউ চড়ে না।

আরে বেটা, এখন এর তেজ খুব বেশি বেড়ে গেছে। সবাই একে ভয় করে। আমি শুনেছি তুমিও নাকি একে ভয় পাও?

সে অবশ্য কাউকে বলতে পারে না ইউসুফ আমাকে ডরায় তবে গ্রামের লোকেরা অবশ্য বলে থাকে।

চাচাজান, আপনি তাদের সবাইকে ডেকে আনেন। আমি তাদের সামনে এর পিঠে চড়বো।

তখন সময় ছিল বিকাল ৩টা। আমি খান্দানীর পিঠে চড়ে বসলাম। সে যথারীতি তার সব নর্তন কুর্দন দেখালো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। তারপর আমি তাকে দৌড়াতে শুরু করলাম একটি বৃত্তের মধ্যে। সে কোনো প্রকার দুষ্টামী ছাড়াই নির্বিঘ্নে দৌড়াতে থাকলো।

একটি ক্ষেতের এক কোণে মিসওয়াক গাছের একটি ছোট খাট ঝোপ ঝাড় ছিল। খান্দানীকে আমি যে বৃত্তের মধ্যে দৌড়াচ্ছিলাম সেখান থেকে তাকে ঐ কাঁটাওয়ালা ঝোপঝাড়ের কাছ দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সামান্য বৃত্ত প্রসারিত করার প্রয়োজন ছিল। দুই চক্কর লাগাবার পর সে ঐ ঝোপ ঝাড়ের কাছাকাছি এসে গেলো। তৃতীয় চক্করে হঠাৎ তার পথ পরিবর্তন করে ঝোপ ঝাড়ের ভেতরে ঢুকে পড়লো। চালাকি করে নিজের শরীরটাকে সামলে সংকুচিত করে নিল। এতটুকু সংকুচিত করলো যার ফলে নিচের শাখাগুলির নিচে সে যথেষ্ট জায়গা পেয়ে গেলো কিন্তু আমাকে নিজের চেহারা রক্ষা করার জন্য দুই হাতের সাহায্য নিতে হলো। মিসওয়াক গাছের কাঁটা সোজা ও লম্বা হওয়ার পরিবর্তে ছোট ও বাঁকা ধরনের হয়ে থাকে। ফলে চামড়ায় আঁচড় লাগে কিন্তু এর চেয়ে বেশি কোনো ক্ষতি হয় না।

আমি আল্লাহর মেহেরবানীতে হাত দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেলে নিজের চোখ দুটিকে আড়াল করে ফেলেছিলাম। বাকি সারা গায়ের আঁচড়ের তেমন কোনো গুরুত্ব আমার কাছে ছিল না। এই বিপদ থেকে বের হয়ে আসার পর গোলাম নবীর সাথে তাল মিলিয়ে আমিও প্রাণ খুলে অট্টহাসি দিচ্ছিলাম। এই বিপদ থেকে বের হতে গিয়ে খান্দানীর লাগাম নিজের হাতে রাখলাম, রেকাব থেকে নিজের পা বের করে নিলাম এবং তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভেতর থেকে বের হয়ে এলাম। হামাগুড়ি দেয়ার কায়দা তো খান্দানীর জানা নেই আর তাছাড়া সে জায়গাও এতটা সংকীর্ণ ছিল যার ফলে খান্দানীর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন ছিল। কাজেই ছড়ির আঘাত সইতে না পেরে যখন বাধ্য হয়ে তাকে বের হয়ে

www.pathagar.com

আসতে হলো তখন তার সারা শরীরে কাঁটার আঁচড় ছিল আমার তুলনায় অনেক বেশি। তার চোখে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল, যা ইতিপূর্বে তার সাথে প্রথম পরিচয় পর্বে বরফ শীতল পানির নহর থেকে বের করে আনার পর তার মধ্যে দেখেছিলাম।

আমি তার গর্দানে হাত বুলালাম। এতে নিশ্চিন্ত হলো সে। গোলাম নবী চাচাকে ডেকে বললাম, এবার আপনি নিশ্চিন্তে এর পিঠে সওয়ার হতে পারবেন।

না বেটা, এর পিঠে সওয়ার হবার দরকার নেই। তাহলে চোখের নিরাপত্তার জন্য লোহার বর্ম বানাতে হবে..... অথবা সমস্ত এলাকায় কাঁটাগাছগুলো কেটে সাফ করতে হবে। এমনিতেই এর চলাফেরা-নর্তন-কুর্দন আমার বেশ ভালো লাগে। দরকার নেই এর পিঠে উঠে বসার।

চাচাজান, এর সাথে দোস্তী করতে হলে প্রত্যেক দিন একবার এর পিঠে চড়ুন এবং একে নিজের হাতে গুড় খাওয়ান।

দেখো বেটা, এমনও তো হতে পারে–দোস্তী করলাম আমি আর প্রতিদিন এর পিঠে চড়ার কাজটা তুমি না হয় সেরে নিলে?

ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর আমি ভর্তি হয়ে গেলাম লাহোর ইসলামিয়া কলেজে। এ মহান শহরের প্রাচীন দালান কোঠাগুলির এক একটি ইঁটের গায়ে খোদাই করা ছিল মুসলমানদের অতীতের কাহিনী, বিস্ময়কর ঘটনাবলী। আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন আমি একটি তেলেসমাতির জগতে পৌঁছে গেছি। প্রাচীন ইমারতগুলি দেখে মনে মনে অনুভব করছিলাম আমি মুসলমানদের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করছি। লাহোরে মুসলমানদের অবস্থা দেখে আমি গভীরভাবে নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করতাম। ইসলামিয়া কলেজের পরিবেশে যে নতুন দিগন্ত আমার দৃষ্টি পথ আচ্ছন্ন করতো সেখানে আমি দেখতাম পাকিস্তানের মনযিল যেন দিনের পর দিন আমার চোখে ভেসে উঠছে আরো বেশি সুন্দর ও নিকটতর হয়ে। আমার ওঠাবসা ছিল এমন সব ছাত্রদের সাথে যারা ছিল আল্লামা ইকবালের কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক এবং তারা কায়েদে আযম জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতো।

প্রথম বছর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। কলেজ হোস্টেলে আমি নিজের জন্য একটি সময়সূচী তৈরি করে নিয়েছিলাম এবং কঠোরভাবে তা মেনে চলতাম। ইংরেজী ও উর্দূ খবরের কাগজ নিয়মিত পড়তাম। হোস্টেলে আমরা চারজন ছাত্র সকালে ফজরের নামাযের পর সাইকেলে চড়ে রাবী নদীর তীরে চলে

www.pathagar.com

যেতাম এবং সেখানে এক ঘন্টা নদীতে নৌকা চালাতাম। সেখান থেকে ফিরে এসে নাশতা সেরে কলেজে যেতাম। যখন আবার পিটি করার জন্য ডার সাহেব সকালেই আমাদের লরেন্স গার্ডেন পর্যন্ত দৌড় দেবার ব্যবস্থা করতেন তখন এ প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যেতো। কলেজে কোনো ঘন্টা খালি থাকলে আমি সোজা লাইব্রেরী রুমে চলে যেতাম এবং কোনো ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রিকা বা বই পড়তাম। গ্রুপ মিটিংয়ে আমার প্রথম বর্ষের ছাত্র মনজুর আহমদের সাথে মোলাকাত হলো। আমাদের হৃদ্যতা বেড়ে যেতে থাকলো এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা অন্তরংগ বন্ধু হয়ে গেলাম।

এটা ছিল কলেজে আমার দ্বিতীয় বছর। বড়দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসে দেখলাম আব্বাজান ছুটিতে বাড়িতে এসেছেন এবং তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, তোমার শিকারের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল তা আমি জানি। কাজেই পরশু সকালে আমার সাথে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিও।

যখন আমরা শিকারে বের হলাম, আমাদের সাথে আব্বাজানের একজন নওকর ছাড়া আরো যোগ দিল আমার এক চাচাত ভাই এবং গ্রামের আরো একজন লোক। আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় আট মাইল দূরে ছিল বিস্তৃত ছম্ব এলাকা। আমাদের জেলার মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় শিকার ক্ষেত্র। এলাকার একজন বড় জমিদারের বাড়িতে আমরা অবস্থান করলাম।

শিকারে যেয়ে আব্বাজান ঝিলের পাড়ে কোথাও বসে পড়তেন। সেখানে স্বাধীনভাবে আমি শিকার করতে পারতাম।

প্রথম দিন যা শিকার করলাম তা আমাদের খাওয়া দাওয়ায় শেষ হয়ে গেলো।

পরদিন অতি প্রত্যুষে শিকারে বের হলাম। দুঘন্টার মধ্যে পঁচিশটি পানকৌড়ি শিকার করলাম। দুপুরের খাবার খেলাম আব্বাজানের এক দোস্তের বাড়িতে। আসরের নামায পড়লাম একটি নহরের কিনারে। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ অনেক দূরে এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসার আওয়াজ পেলাম। আমি বন্দুক সোজা করতে লাগলাম। আব্বাজান বললেন, না বেটা ওরা এখনো অনেক দূরে।

অনেক নিকটে এলেই আমি ফায়ার করবো। দেখুন ওগুলি নিচের দিকে আসছে। সম্ভবত পথে আমরা যে ছোট ঝিলটি দেখেছি সেখানেই ওরা নামবে।

নামলেই বা কি। বেটা, ওগুলি জংলী কবুতর। শিকার করা বড়ই কঠিন। যদি তুমি ওগুলির মধ্য থেকে দু-একটা শিকার করতে পারো তাহলে তোমাকে একটা পুরস্কার দেবো।

আমি পাখিগুলির আওয়াজ লক্ষ্য করে দ্রুত দৌড়াতে লাগলাম। ধীরে ধীরে তাদের আওয়াজ নিকটতর হতে লাগলো। তামাক ক্ষেতের আড়াল থেকে বের

www.pathagar.com

হবার পর আমি পরপর দুটো ফায়ার করলাম। দুটি পাখি আমার সামনেই পড়ে গেলো। আর তৃতীয়টি পড়লো কিছু দূরে তামাকক্ষেতের কাছাকাছি কোনো জায়গায়। সেটিকে আর তালাশ করা গেলো না।

আব্বাজান খুব খুশি হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম। আপনি যে বলছিলেন পুরস্কার দেবেন, সেটা কি পুরস্কার।

তোমার পুরস্কার তোমার হাতেই আছে। এখন ভালো করে ভেবে চিন্তে বলো তুমি কি এ বন্দুকটি পছন্দ করবে না আর একটি নতুন বন্দুক তোমাকে কিনে দেবো?

তখনই কোনো কথা বলতে পারলাম না। তবে একটু পরে ভেবেচিন্তে জবাব দিলাম, আব্বাজান এ বন্দুকটি বেশ হালকা। আমি এটিই পছন্দ করছি। আপনি নিজের জন্য আরো উন্নতমানের একটি বন্দুক কিনে নেবেন।

ঠিক আছে বেটা। আমি ফিরে যাবার আগে অথবা যখন পরবর্তীবার ফিরে আসবো তখন এ বন্দুকটির লাইসেন্স তোমার নামে করে দেবো।

আমি এত বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম যে বাকি সফরের ত'র কোনো কষ্টই আমি অনুভব করিনি।

সন্ধ্যার একটু আগে আমরা আবদুল করিমের হাবেলীর পাশ দিয়ে ফিরছিলাম। তিনি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সালাম বিনিময়ের পর অনেক পীড়াপীড়ি করে চা পান করাবার জন্য আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। তাঁর হাবেলীতে বৈঠকখানা ছাড়াও নিচে চার কামরা এবং উপরে দুকামরার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল। আব্বাজান বাড়িটা এক নজর দেখেই বললেন, ভাই আবদুল করিম, বেশ বড়সড় বাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন। একেবারে মস্তবড় এক কুঠীই মনে হচ্ছে।

জনাব, সারা জীবন তো এ কাজই করে যাচ্ছি। এলাকাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম হাবেলীর মধ্যে দুতিনটে কামরাই যথেষ্ট হবে। এখন আমার ছেলেমেয়েরা এখানকার আবহাওয়ায় এতটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে তারা বেশির ভাগ সময় এখানেই কাটিয়ে দিতে চায়। আমিনা প্রথমে এমন একটা বিরাণ জায়গায় কদম রাখতেই ভয় পাচ্ছিল। আর এখন তার বক্তব্য হচ্ছে, গ্রীষ্মের পুরো ছুটি সে এখানেই অতিবাহিত করবে। দুচারদিন এখানে অবস্থান করার পর তার স্বাস্থ্যও ভালো হয়ে যায়।

নামাযের সময় হয়ে এসেছিল। মাগরিবের নামাযের জন্য আব্বাজান জায়নামায চাইলেন। আবদুল করিম পেরেশান হয়ে ভেতরে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী একটি সাদা চাদর বের করে আনলেন এবং সালাম দিয়ে বললেন, ভাইজান আপনারা এই চাদরে নামায পড়ে নিন। এখনো আমাদের মালসামান এসে পৌঁছেনি।

www.pathagar.com

আমি তাঁর হাত থেকে চাদর নিয়ে বৈঠকখানার এক কোণে বিছিয়ে দিলাম। নামায শেষ করে আমরা চা পান করার জন্য অন্য কামরায় বসার পর আমিনা লজ্জাজড়িত পায়ে কামরায় প্রবেশ করলো। সালাম দেবার পর ইতস্ততভাবে তার বাপ ও মায়ের দিকে তাকাতে লাগলো। আব্বাজান জিজ্ঞেস করলেন, বেটি, কোন ক্লাসে পড়ো তুমি?

মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো সে, সামনে-বছর দশম শ্রেণীতে উঠবো।

আবদুল করিম বললেন, মিয়া সাহেব, আমার এই এক মেয়ে সাত ছেলের সমান। তার শিক্ষিকারা বলে ম্যাট্রিকে সে স্ট্যাণ্ড করবে।

তার মা রশিদা বললেন, মিয়া সাহেব, আপনার ছেলে ইউসুফও তো মাশাআল্লাহ অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাকে বদনজর থেকে বাঁচান। এই এলাকার কৃষক ও অশিক্ষিত লোকেরাও তার প্রশংসা করে। ইনশাআল্লাহ সে আপনার নাম উজ্জ্বল করবে।

আমি ইতিপূর্বে আমিনার প্রতি কখনো মনোযোগ দেইনি। তবুও এখন দেখলাম আগের হ্যাংলা পাতলা মেয়েটি যথেষ্ট সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

আব্বাজান চা পান করে বললেন, ইউসুফ বাইরে গিয়ে নওকরকে ডেকে আনো এবং যে সদ্য শিকারটি করে তুমি পুরস্কার পেয়েছো সেটি এদেরকে দাও।

যখন বড় বড় জংলী কবুতর তাদেরকে উপহার দেয়া হলো, তারা বললো, মিয়া সাহবে, এগুলি অনেক বড় বড় পাখি, আমাদের জন্য একটিই যথেষ্ট। দ্বিতীয়টি আপনারা নিজেদের জন্য রাখুন।

আব্বাজান বললেন, মিয়া সাহেব আমাদের বাড়িতে অনেক শিকার পৌঁছে গেছে। আপনারা মজা করে এগুলি খান।

আমরা বিদায় নেবার সময় আমিনা তার মায়ের কানে কানে কোনো কথা বললো। তার মা বলে উঠলেন, বেটা ইউসুফ! আমিনা বলছে, সে কোনোদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমার আম্মী, দাদী, চাচীদের ও বোনদেরকে দাওয়াত দিয়ে আসবে।

আব্বাজান বললেন, বেটি, দাওয়াত দেয়া আমাদের কর্তব্য। তোমার যখনই মন চাইবে আমাদের বাড়িতে চলে আসবে। তারপর সুবিধামত কোনো এক সময় মেয়েদের তোমাদের এখানে নিয়ে আসায় আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

পথে আব্বাজান আমাকে বলছিলেন, বেটা, আবদুল করিম একজন অত্যন্ত ভদ্র ও সৎ লোক। কখনো সামান্য বোকামিও করে বসেন। আর প্রত্যেক ধনী লোকের ব্যাপারেই এটা দেখা যায়। তাদের মেয়েটিও বড় ভালো। তবে তার মা খুবই চালাক মনে হয়। অবশ্য স্বামী সরল সোজা হলে স্ত্রীকে একটু চালাক চতুর হতেই হয়।

www.pathagar.com

আমি আব্বাজানের কথার প্রতি মনোযোগ দেবার পরিবর্তে বারবার এ কথাই চিন্তা করছিলাম, আম্মীজান যদি ঐ বড়বড় জংলী কবুতরগুলি দেখতেন তাহলে খুব খুশি হতেন। যখন তারা একটাতেই তাদের জন্য যথেষ্ট মনে করছিলেন তখন দ্বিতীয়টি তাদেরকে জোর করে দিয়ে দিলেন কেন? আমার বন্দুক লাভ করার জন্য যতটা খুশি লাগছিল ঠিক ততটাই রাগ হচ্ছিল আবদুল করিম ও তার মেয়ের প্রতি।

মনজুর আহমদের চাচা ছিলেন ডালহৌসির সহকারী তহশীলদার। আমার মত তাঁরও কাংড়ায় যাবার শখ ছিল খুব বেশি। এফ. এ. পরীক্ষার কিছুদিন আগে তার চিঠি এলো। মনজুরকে লিখলেন, ছুটি হলে এবার কয়েকদিনের জন্য এখানে এসো। সে জবাবে লিখে দিল, আমার এক দোস্তও কাংড়া দেখতে চায়। চাচা জবাবে লিখলেন, বেটা তোমার যে কজন দোস্ত আসতে চায় তাদের সবার জন্য জায়গার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কাজেই কলেজের আর এক বন্ধু মাহমুদ খানকেও আমাদের দলে শামিল করা হলো। পরীক্ষা শেষ হতেই আমরা বাসে উঠে বসলাম এবং একদিন ডালহৌসিতে ঘোরাফিরা করার পর আমরা রওনা দিলাম কাংড়ার উদ্দেশ্যে। মনজুর আহমদের চাচা তার এক দোস্তের ওখানে ধর্মশালায় অবস্থান করার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কাজেই তার পরামর্শমত আমরা চা-নাশতা ও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা একটা দোকান কাম হোটেলে সেরে নিলাম। শৈশব থেকে আমি যেসব স্বপ্ন দেখতাম কাংড়ার পাহাড়ে ভ্রমণ ছিল তার অন্যতম। সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আমার আনন্দের সীমা ছিল না। মাইলের পর মাইল পায়দল চললাম। তারপরও ক্লান্তি অনুভব করলাম না। আমার সাথিরা যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে কোথাও শুয়ে পড়তো তখন আমি একাকী কোনো একদিকে ঘুরতে চলে যেতাম। পঞ্চম দিনে সেখান থেকে ফেরার পথে সাথিদেরকে আমাদের গ্রামে নিয়ে এলাম। তারা আমাদের বাড়িতে এক রাত অবস্থান করে তারপর যার যার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। গ্রামে পৌঁছুতেই ফতেহ মুহাম্মদ চাচা অভিযোগের সুরে বললেন, ইউসুফ বেটা, তোমার যখন অবকাশ মিলেছিল তখন লাহোর থেকে কাংড়ায় না গিয়ে কয়েক দিনের জন্য শুক্কুরে চলে যেতে। কারণ তুমি তাদের সাথে ওয়াদাও করেছিলে সেখানে যাবে বলে।

আম্মীজানও তাঁকে সমর্থন জানালেন। আমি জবাবে বললাম, চাচাজী কাংড়া থেকে আমি একটি লম্বা সফর করার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি। গত বছরে বেশিদিন বসে থাকার ফলে আমি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলাম তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে

www.pathagar.com

থাকবেন। এখন পর্বত ভ্রমণ করে অনেকটা কঠোর পরিশ্রমী হয়ে উঠেছি। সেখানে পাহাড়গুলি এত উঁচু ছিল যে আমি মেঘ ফুঁড়ে উপরে উঠে যেতাম। এবার আম্মীজান যখনই অনুমতি দেবেন আমি গুক্কুর চলে যাবো। তারপর যখন গুক্কুরে পৌঁছুলাম ঘটনাচক্রে হোসাইন আহমদও তখন ছুটি নিয়েছেন বলে জানলাম। তিনি বাড়িতে ফেরার জন্য তৈরি হয়ে বসেছিলেন। আহমদ খান সাহেব ছিলেন তার বন্ধু। হোসাইন আহমদ সাহেব আমার জন্য নিজের ছুটি বাতিল করতে চাচ্ছিলেন। আহমদ খান সাহেব এ কথা শুনে বললেন, ইউসুফ সাহেবকে ভ্রমণ করাবার জন্য আপনি নিজের ছুটি ক্যান্সিল না করিয়ে বরং তাকে আমার সাথে কোয়েটা যাবার অনুমতি দিন। এখান থেকে ঘটনাক্রমে এক বিচিত্র সিলসিলা শুরু হয়ে গেলো। এর ফলে আমি একজন অত্যন্ত অভিজাত ও সম্মানিত মহিলা ফরিদা আহমদ এবং একটি অত্যন্ত মিষ্টি মধুর ছোট্ট মেয়ে নাসরীন এবং তাদের পরিবার পরিজনদের সাথে পরিচিত হলাম। আমি এমন সময় তাদের মেহমান হলাম যখন তাদের কাছে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম। তাদের কারণে আমি অনুভব করলাম, আমি সম্ভবত ঘটনাক্রমে এমন সব লোকদের সাথে পরিচিত হতে চলেছি যারা আমার জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে।

ছোট্ট নাসরীন। তাকে দেখতেই আমি তাকে শাহজাদী নাসরিন নামে অভিহিত করলাম। সে যখন কথা বলতে শুরু করতো, অনেক কথাই বলে যেতো। এমন সরলতা মাখা কণ্ঠে সে তার বাবা-মা, ভাই ও বড় বোনের কথা আলোচনা করলো যে, তাদের ছবি যেন আমার মনের পাতায় খোদিত হয়ে গেলো। আমি অনুভব করতে লাগলাম, দীর্ঘকাল থেকে আমি ঐসব হাস্যমুখর প্রেম প্রীতিময় স্নেহশীল লোকদেরকে জানি। নানী যখন তার নাতনী অথবা অন্য কোনো আত্মীয়ের সাথে নাসরিনের বড় বোনের কথা আলোচনা করতেন তখন মনে হতো নারীত্বের যতগুলি উন্নত সৎগুণের কথা কল্পনা করা যেতে পারে তার সবগুলিই ফাহমিদার মধ্যে রয়েছে। নাসরিনের মতো সুন্দরী কিশোরী আত্মমগ্ন ও আত্মগর্বীত হতে পারে কিন্তু সে অসম্ভব ভালোবাসে তার আপা ফাহমিদাকে এবং কথায় কথায় তার উদ্ধৃতি দেয়।

ঘটনাক্রমেই বলা যায় ফিরতি পথে তারা আমার সহযাত্রী। নাসরিন ভেবে নিয়েছে আমি তাদের সাথে বাড়ি পর্যন্ত যাবো। এজন্য সে আনন্দে উৎফুল্ল।

সে কয়েকবার বলেছে ঃ ভাইজান, আমার আপা আপনাকে দেখে খুবই খুশি হবেন। আর যখন তারা সবাই বারবার আপনাকে আমাদের ওখানে কয়েকদিন থাকার জন্য অনুরোধ করতে থাকবেন, তা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। যদি আপা মন খারাপ করে কেঁদে ফেলেন তাহলে আমাদের বাড়ির বাইরে আসা আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং এতে আমি খুব খুশি হবো।

www.pathagar.com

আমার মনে হতে থাকে এ সময় আমি এ ধরনের পাক পবিত্র ও নেকবখত লোকদের সম্পর্কে যত বেশি চিন্তা করতে থাকি ততই যেন আমার মনে পাকিস্তান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হতে থাকে। রাতের নির্জনতায় আমি চিন্তা করতে থাকি হিন্দুস্তানের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার লাখো লাখো পল্লী ও নগরে বসবাসকারী মুসলমানদের সম্পর্কে। এ সময় তারা গভীর নিদ্রামগ্ন। সেখানে ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদী দানবের উত্থান আমি যেন চর্মচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থলাভিসিক্ত হাত চায়। আমার কণ্ঠ থেকে হৃদয় বিদারীত চিৎকার সহকারে এ দোয়া উচ্চারিত হতে থাকে হে আল্লাহ, আমাকে হিম্মত দাও আমি যেন আমার কউমকে তার ভবিষ্যতের বিপদের মোকাবিলা করার জন্য জাগ্রত করতে পারি! হে আল্লাহ, আমার কলমে শক্তি দান করো যেন এর প্রত্যেকটা লেখা মানুষের মনের গভীরে রেখাপাত করে! আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনতা সুশৃংখল কাফেলায় পরিণত হয়েছে এবং সেই কাফেলা একটি বিশাল স্রোতের আকারে এগিয়ে গিয়ে উপমহাদেশে তাদের শেষ প্রতিরক্ষা প্রাচীরে পাকিস্তানের পতাকা গেঁড়ে দিয়েছে! হে আমার প্রভু, আমাকে এমন অবিচল সংকল্পের অধিকারী করো যার ফলে আমি নির্ভীক চিত্তে মিল্লাতের সামগ্রিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার পথে চলতে পারি এবং প্রতি পদক্ষেপে আমার এ বিশ্বাস অধিকতর সুদৃঢ় হতে থাকে যে, আমি যে পথটি অবলম্বন করেছি সেটিই সঠিক ও সোজা পথ! তোমার সাহায্যের ওপর নির্ভর করে আমি যেন ঘর থেকে বের হই এবং পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই অসংখ্য ও বেশুমার ছোট বড় পথ দিয়ে লোকেরা 'ইসলাম জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ও 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতে দিতে পিঁপড়ের সারির মত বের হয়ে আসছে!

আজ আমি গভীরভাবে অনুভব করছি পাকিস্তান কারোর পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নয় বরং জীবন মৃত্যুর বিষয়। জাতির সামনে যখন জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন দেখা দেয় তখন ব্যক্তি বিশেষের কোনো গুরুত্ব থাকে না। হে আল্লাহ! আমাকে হিম্মত দাও আমি যেন আমার কউমের সোনালী অতীতের শ্রেষ্ঠত্বের গীত গেয়ে ময়দানে নেমে যেতে পারি। মিল্লাতের যুব সমাজের দিলে অকুতোভয় সাহস সঞ্চার করতে পারি। এরপর যদি আমার প্রাণ বায়ু বের হয়ে যায় তাহলে এ মৃত্যুকে আমি তোমার দেয়া পুরস্কার মনে করবো। কিন্তু বর্তমানে আমার দিল সাক্ষ্য দিচ্ছে আমি পাকিস্তানের সংগ্রামে পূর্ণরূপে অংশ নেবো। এক দিন আমার এই প্রিয়জনদের কাছে আমি এই প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারবো যে, আমরা সেই হেফাজতখানা নির্মাণ করতে পেরেছি যার মধ্যে অবস্থান করে আমাদের শাহজাদীরা তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। আমার ছোট্ট আদরের বোন নাসরিন,

www.pathagar.com

এখন আমি তোমার জন্য দোয়া করছি, আজ থেকে কয়েক বছর পরেও যখন তোমার ইউসুফ ভাইজান সম্পর্কে চিন্তা করবে তখন যেন গর্বে তোমার শির উঁচু হয়ে যায়।

আমি আমার একটি ছোট্ট বোনের সাথে সফর করছি এবং পথে মা-জীর সাথে অনেক কথাবার্তা হবে এ জন্য আমি খুশি। কিন্তু জালিন্ধর পর্যন্ত যেতে পারবো না বলে আমি দুঃখিত। কারণ বাড়িতে আমার মা বড়ই পেরেশানীর সাথে আমার ইন্তিজার করছেন। কিন্তু মা-জী আমাকে হুকুম দিলে আমার পক্ষে তা লংঘন করা সম্ভব হবে না।

২১

উনিশ'শ চুয়াল্লিশ সালটি ছিল ইউসুফের জীবনের ব্যস্ততম বছর। পারিবারিক পটভূমিতে পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে তার আন্তরিক যোগাযোগ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। প্রথমে যখন সে কলেজে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে তার বিশ্বাস ছিল একদিন সে দুনিয়ার একজন সফলতম ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করবে। আর আজ তার ভবিষ্যতের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পাকিস্তান অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়ে গেছে। এখন তার সমস্ত রচনা, প্রবন্ধ ও গল্পের লক্ষ্য পাকিস্তান আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। তার যেসব সাথিরা দুতিন বছর পূর্বে গ্রামীণ জীবন নিয়ে লেখা তার মজার মজার গল্প ও প্রবন্ধ পড়তো তারা এখন তার এই পরিবর্তন দেখে অবাক হচ্ছিল। এখন মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত ছাড়া আর কোনো চিন্তাই তার মাথায় আসে না। একদিন তার এক প্রিয় শিক্ষক তাকে বললেন, মিয়া ইউসুফ, তোমার প্রথম দিকের লেখাগুলি পড়ে আমি বলতাম তুমি একদিন সাহিত্য জগতের একজন বড় দিকপাল হবে। তুমি বড়ই চমৎকারভাবে গ্রামীণ জীবনের চিত্র অংকন করতে। তোমার ব্যংগ ও পর্যালোচনামূলক রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত। কিন্তু এখন তুমি কোন মহাসংকটের গিরিখাদে নেমে যেতে চলেছো? দেখো ভাই, রাজনীতির ব্যাপার স্যাপারগুলি রাজনীতিকদের জন্য রেখে দাও। তুমি কেবল সেই কাজটিই করো যেজন্য তোমার জন্ম হয়েছে।

ইউসুফ জবাব দিল, জনাব, যদি আপনি মনে করে থাকেন আমাকে সাহিত্যিক হিসাবে গড়ে ওঠা উচিত তাহলে আপনি অবশ্যই এ কথা অস্বীকার করতে

www.pathagar.com

পারবেন না যে, নিজের স্বাধীন আবাসভূমি ছাড়া কোনো সাহিত্যিক বেঁচে থাকতে পারে না। আর পাকিস্তান ছাড়া নিজের জন্য অন্য কোনো স্বাধীন আবাসভূমির কথা আমি চিন্তাই করতে পারি না। এ দেশের কোটি কোটি মুসলমানের সাথে এটা আমার জীবন মরণ ও অস্তিত্বের সমস্যা।

প্রফেসার সাহেব ইউসুফের কাঁধে হাত রেখে বললেন, মিয়া ইউসুফ, সম্ভবত তুমি ঠিক বলছো। কিন্তু এ বছর তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, তবেই ফাইনালে ভালো নম্বর পাবে।

তার ঐতিহাসিক গল্প ও রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী সবই হতো পাকিস্তানের জন্য। নিজের কলেজে এবং বাইরে মুসলিম লীগের সমাবেশগুলিতে সে আবেগময় বক্তৃতা করতো। তার মা কয়েকবার তার সামনে সোনালী চুলের মেয়েটির পরিবারের লোকদের কথা উত্থাপন করলো। কিন্তু সে সব সময় এড়িয়ে যেতে থাকলো। বললো, আম্মীজান, এখন এসব কথার সময় নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বি. এ. পরীক্ষা দেবার পরই আমি তাদেরকে খুঁজে বের করবো। ততদিন পর্যন্ত তাদের প্রসংগ আর উত্থাপন করবেন না।

একদিন মনজুর আহমদ ও কলেজের আরো তিনটি ছেলের সাথে অমৃতসর, জালিন্ধর, লুধিয়ানা ও আম্বালা সফর শেষে ইউসুফ ফিরে এলো। মা প্রতিদিন উর্দূ খবরের কাগজগুলিতে তার বক্তৃতা পড়তো। এখন ইউসুফের মুখ থেকে সাগ্রহে তার সফরনামা শুনছিল। ইউসুফ যখন জালিন্ধরের কথা বললো, কুদসিয়া বেগমের চেহারা আনন্দে ঝলমল করে উঠলো। কিন্তু জালিন্ধরের কথা শেষ করেই ইউসুফ লুধিয়ানার প্রসংগে চলে এলো। লুধিয়ানার প্রোগ্রামের বিস্তারিত আলোচনা করে সে বললো, আম্মীজান ওখান থেকেই আমাদের ফিরে আসার প্রোগ্রাম ছিল কিন্তু শহরের কয়েকজন উচ্চ পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের দাওয়াতের ফলে আমাদের এ সফর চারদিনের পরিবর্তে ছদিনে শেষ করতে হলো।

বেটা, ওদের সাথে কি তোমার সাক্ষাত হয়েছিল?

কাদের সাথে আম্মীজান?

সত্যি বলতো, লুধিয়ানায় গিয়েও তোমার সেই মহিলার কথা মনে পড়েনি যাকে তুমি মা-জী বলতে এবং তুমি সেই ছোট্ট শাহজাদীর কথাও ভুলে গিয়েছিলে?

আম্মীজান, আমি ওদের কথা ভুলিনি।

কিন্তু তুমি তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আমার কাছে ওয়াদা করেছিলে। দুবছর হতে চললো কোনো খোঁজ খবর নিলে না। তুমি সভা

www.pathagar.com

সমাবেশে যেতে পারো কিন্তু মায়ের খুশির জন্য বি.এ. পরীক্ষা দেবার শর্ত রেখেছো। আমার মনে হচ্ছে এ খুশি আমার কপালে নেই। যাক তোমার ইচ্ছা। আমি আর কিছুই বলবো না।

আম্মীজান, আমাকে মাফ করে দিন। আপনি এতটা অস্থির হয়ে আছেন আমার জানা ছিল না।

বেটা, সব দোষ তোমার। তুমি সেই সোনালী চুলের ছোট্ট শাহজাদী এবং তার নানীর কথা এমনভাবে পেড়েছিলে যার ফলে সেদিন থেকেই তাদেরকে দেখার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম। লুধিয়ানার বেগম আহমদ সাহেবা আতরের যে শিশি দিয়েছিলেন সেটিও আমি একটা মহামূল্যবান তোহফা মনে করে ঠিক তেমনিভাবেই রেখে দিয়েছি। মাত্র একবার এবং তাও ঈদের দিন শিশির মুখ খুলেছিলাম এবং এক ফোঁটা আতর আমার কামিজে ঘসে নিয়েছিলাম। তারপর কয়েকদিন পর্যন্ত আমার পোশাক থেকে হালকা খোশবু বের হয়েছিল। একটা মহামূল্যবান তোহফা হিসাবে আমি একে বাক্সে লুকিয়ে রেখিছি। যদি ফরিদা বোনের সাক্ষাত পেতাম তাহলে প্রত্যেক ঈদে আমি অবশ্যই তাকে তোহফা দিতাম।

আম্মীজান, আপনি তাকে এত বেশি করে স্মরণ করছেন একথা যদি দুবছর আগে বলতেন তাহলে আমি এখানে বসে বসে নির্বিঘ্নে তাদের সন্ধান করে নিতাম।

কিভাবে সন্ধান করতে?

আম্মীজান, তারা লেখাপড়া জানেন। আর আমার লেখাগুলি পাঠযোগ্য বিবেচনা করা হয়। জালিন্ধর ও লুধিয়ানায় আমার লেখা পৌঁছে যাওয়াটাই হচ্ছে মূল কথা। এজন্য পত্রপত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

এ ধরনের কোনো কথা ইতিপূর্বে চিন্তা করোনি কেন?

আম্মীজান, আমার এর প্রয়োজন ছিল না। যদি প্রয়োজন হতো তাহলে আমি ভাবতাম যতো সহজে আমি তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারতাম তেমনি সহজ পদ্ধতিতে তারাও আমার ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারতো। যেমন আমি জানতাম কোয়েটায় তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করা যায়। তেমনি তারাও জানে আমি লাহোর ইসলামিয়া কলেজে পড়ি। কলেজের প্রিন্সিপাল বা কর্মচারীদের কাছ থেকে আমার ঠিকানা তারা জেনে নিতে পারে। আমাদের মধ্যে এমন একটা সংকোচের দেয়াল সৃষ্টি হয়ে গেছে যা সময়ের সাথে ধীরে ধীরে বড় হয়ে যেতে থেকেছে।

এখন কি তুমি আশা করো তোমার কোনো প্রবন্ধের মাধ্যমে যদি তারা তোমার ঠিকানার সন্ধান লাভ করে থাকে তাহলে সংগে সংগেই তোমাকে পত্র লিখবে?

আমি একথা বিশ্বাস করি আম্মীজান।

www.pathagar.com

এক সপ্তাহ পরে লাহোরের একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে ইউসুফের একটি চমৎকার প্রবন্ধ ছাপা হয়। সম্পাদকীয় নোটে লেখকের পরিচিতির সাথে তার একটি ছবিও ছাপানো হয়। পরদিন এ প্রবন্ধটি আরো কয়েকটি শহরের পত্রিকায়ও মুদ্রিত হয়। কয়েকদিন পর্যন্ত কংগ্রেসী পত্রিকাগুলিতে এর বিরুদ্ধে লেখালেখি হতে থাকে।

এগারো দিন পর ইউসুফ লাইব্রেরীতে একটি বই পড়ছিল। চাপরাশী এসে বললো, জনাব, প্রিন্সিপাল সাহেব আপনাকে তাঁর কামরায় ডাকছেন।

প্রিন্সিপালের কামরায় প্রবেশ করলে তিনি ইউসুফকে একটি চেয়ারে বসতে বললেন।

ইউসুফ চেয়ারে বসে পড়লে প্রিন্সিপাল কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ইউসুফ, ১৯৪২ সালে তুমি কোয়েটায় গিয়েছিলে?

জী হ্যাঁ।

সেখানে তুমি নেকড়ের হাত থেকে কারোর প্রাণ বাঁচিয়েছিলে?

জনাব, ঠিক কারোর প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম একথা বলতে পারবো না। আসল ব্যাপার ছিল, আমি একটি খাদের কিনারা দিয়ে একটি বিরান পাহাড়ের চূড়ার দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম দুটি নেকড়ে খাদের অন্য কিনারা দিয়ে আমার সাথে সাথে চলছে। সৌভাগ্যক্রমে খাদের অত্যধিক গভীরতার কারণে তারা ওদিক থেকে নেমে এদিকে আমার কাছে আসতে পারছিল না। আমি পিছন ফিরে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলাম। কিছুদূর যাবার পর দেখলাম খাদের যে কিনারায় আমি নেকড়ে দেখেছিলাম একজন লোক অতি দ্রুতগতিতে সেদিক দিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করছে। তাকে সতর্ক করার জন্য আমি পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার করলাম। আমার সাথিরা পেছনে এক জায়গায় বসেছিল তারা শোরগোল করলো। কিন্তু ঐ ব্যক্তির ওপর কোনো প্রভাব পড়লো না। এখন তাকে সতর্ক করার একটাই পথ ছিল। আমিও পাহাড়ের উপরের দিকে দ্রুত দৌড়িয়ে গিয়ে বহু কষ্টে তাকে আমার দিকে আকৃষ্ট করলাম এবং তাকে সাথে করে আমার সাথিদের কাছে নিয়ে এলাম। নয়তো সে ব্যক্তি নেকড়ে দেখেনি এবং আমিও আর নেকড়ে দুটোকে দেখতে পাইনি।

প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, তুমি ঐ ব্যক্তির পরিবারের একজন শ্রদ্ধেয়া মহিলা এবং তার অল্পবয়সী নাতনীর সাথে কোয়েটা থেকে অমৃতসর পর্যন্ত সফর করেছিলে?

www.pathagar.com

জি হ্যাঁ।

তোমার কোনো জিনিস গাড়িতে রয়ে গিয়েছিল?

জি হ্যাঁ।

প্রিন্সিপাল তাঁর টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা বড় সাইজের ইনভেলাপ বের করলেন। সেটি ইউসুফের হাতে দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে যাও। বাইরে গিয়ে নিশ্চিন্তে পড়ো। ইনভেলাপে আমার নাম আছে। দুপৃষ্ঠার চিঠিও আছে আমার নামে। ভেতরে মুখ বন্ধ করা আর একটা ইনভেলাপ আছে। ওটা তোমার নামে আমার চিঠিতে তোমার ইনভেলাপটা তোমাকে পৌঁছিয়ে দেবার আবেদন জানানো হয়েছে।

বেটা, এ দুটো চিঠি তোমাকেই লেখা হয়েছে। এখন তোমার কর্তব্য হচ্ছে, যারা এতদিন পরে তোমাকে খুঁজে বের করার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে তাদেরকে সংগে সংগে জবাব লিখে দাও। তাদেরকে জানিয়ে দাও, তুমিই সেই ইউসুফ যাকে তারা তালাশ করে ফিরছে। তাদেরকে এ কথাও জানিয়ে দাও, তোমার কলেজের প্রিন্সিপাল পত্র পাওয়া মাত্রই তাদের পত্র তোমার হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

ইউসুফের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল কিন্তু তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল।

দ্রুতপায়ে লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকলো সে। সেখানে এক কোণে বসে চিঠি পড়তে লাগলো। প্রিন্সিপালের নামে চিঠিটি লিখেছিল নাসরিন। তাতে ছিল কিছুটা বিস্তৃত আকারে কোয়েটা থেকে সফর কালে এবং তার পূর্বে ইউসুফের সাহসিকতা পূর্ণ কার্যক্রমের বিবরণ সব শেষে লেখা হয়েছিল, আপনার কলেজের এ ছাত্রটি অমৃতসরে ট্রেন থেকে নেমে যাবার সময় নিজের কিছু মূল্যবান জিনিস আমাদের মালপত্রের সাথে রেখে গেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তার ঠিকানা আমাদের কাছে ছিল না। কয়েকদিন আগে পত্রিকায় পাকিস্তান সম্পর্কে তার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তা থেকে ইসলামিয়া কলেজে তিনি যথেষ্ট পরিচিত এবং আপনিও তাকে চিনবেন বলে আমরা অনুমান করেছি। তাই আমার আবেদন, তার নামে লিখিত দ্বিতীয় চিঠিটি তাকে পৌঁছিয়ে দেবেন। অন্যথায় নিম্নোক্ত ঠিকানায় সেটি ফিরতি ডাকে পাঠিয়ে দেবেন।

ইউসুফ দ্বিতীয় পত্রটি বের করে খুলে ফেললো এবং মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলো। সরল সোজা কথার গাঁথুনির মধ্য দিয়ে ভেসে উঠছিল একটি ছোট্ট মেয়ের হৃদয়ের আকুতি।

নাসরিন লিখেছিল,

ভাইজান, আসসালামু আলাইকুম।

আমাদের বাড়িতে ফাহমিদা আপা ছাড়া বাকি সবাই বলছে আপনি আমাকে ভুলে গেছেন। কিন্তু আমি কখনো একথা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি প্রতিদিন

www.pathagar.com

দোয়া করি আপনি হঠাৎ এসে পড়বেন। আমার এ দোয়া কবুল হোক না হোক তা আমি ভাবি না। ফাহমিদা আপা খবরের কাগজে আপনার প্রবন্ধ পড়ে সংগে সংগেই আপনাকে পত্র লেখার হুকুম দিলেন তাই এ পত্র লিখছি। প্রিন্সিপালের নাম ও ঠিকানা ইংরাজীতে তিনি নিজেই লিখে দিয়েছেন। ভাইজান, গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় আপনার ব্যাগ রেখে চলে গিয়েছিলেন। অথচ তার মধ্যে আপনার বইপত্র এবং মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ছিল। আমার যখন মনে পড়লো আমাদের ঠিকানাও আমি আপনার পাণ্ডুলিপির পেছনের দিকে লিখে দিয়েছিলাম তখন আমার খুবই দুঃখ হতে লাগলো। দ্বিতীয় ভুলটি হয়েছিল, নানীজান আপনার ঠিকানা লিখে নেননি। কারণ কথা ছিল আপনার পক্ষ থেকে চিঠি লেখা শুরু হবে। ভাইজান, আপনার ব্যাগ আমি সামলে রেখেছি। বাড়িতে ফাহমিদা আপা ছাড়া দীর্ঘদিন আর কাউকে জানতে দেইনি ওর মধ্যে কি আছে। তারপর ফাহমিদা আপাকে যখন বারবার সফরের ঘটনাবলী শুনালাম তখন নানীজানের মতো তিনিও আপনার প্রত্যেকটি কথা পছন্দ করতে থাকলেন।

ভাইজান, আপানি রাগ করবেন না, একদিন আমি ও আপামনি আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার পাণ্ডুলিপি বা কোনো কিতাব পড়ার ফায়সালা করে ফেলি। এটা তো কোনো অন্যায় ও গুনাহর কাজ ছিল না। আপামনি এও বলেন, তোমার ভাইজান যদি কোনো ভালো কথা লিখে থাকেন তাহলে যে তা পাঠ করবে তার প্রতি তাঁর নারাজ হবার কোনো কারণ নেই। ভাইজান, আপামনির এ কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আপনি শুনে খুশি হবেন প্রথম বছরেই তিনি আপনার পাণ্ডুলিপিটি তিনবার পড়ে শেষ করেছেন। আর এখনো তিনি আমাকে ডেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়তে বলেন এবং তিনি তা শোনেন। আমার মনে হয় আপনার কিতাবের প্রতি আমারও আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে। আপনি শুনে খুশি হবেন আম্মীজানও আপনার কিতাব পড়ে ফেলেছেন। তিনি আপনার আম্মীজানকে সালাম জানাচ্ছেন এবং আপনার জন্য অনেক অনেক দোয়া করছেন। আপা ফাহমিদা তাঁকেও নিশ্চিত করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনি একদিন অনেক বড় কথাশিল্পী হবেন।

ভাইজান, আপনি অবশ্যই জবাব লিখবেন। নয়তো আপনার এই খুদে শাহজাদী বোন আপনাকে আড়ি দেবে একদিন, একমাস, এক বছরের জন্য নয়, চিরকালের জন্য। আমি এখানে জালিন্ধরের আমাদের বাড়ির ঠিকানা এবং লুধিয়ানায় নানীর ঠিকানা লিখে দিয়েছি। এ দুটি ঠিকানা কোনো নোট বইতে লিখে রাখুন যাতে হারিয়ে যেতে না পারে। আপনার বাড়ির ঠিকানা পেলে আমিও তা ঠিকমতো নোট বইতে লিখে রাখবো। ভাইজান, আম্মী বলছিলেন, আপনি যদি

www.pathagar.com

কোনোদিন আচানক আমাদের বাড়িতে এসে যান তাহলে আমাদের বাড়িতে ঈদের উৎসব শুরু হয়ে যাবে।

আবদুল আজিজ চাচার পত্র এসেছে। তিনি শিগগির লাহোরে বদলী হয়ে যাবেন। তাঁর বদৌলতে আমরা সবাই লাহোর ভ্রমণ করতে পারবো, এ জন্য সবাই আনন্দিত। একটা জরুরি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

ফাহমিদা আপা আপনার কিতাবের পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যাগের মধ্যে হেফাজত করে রেখে দিয়েছেন। গত ঈদে তিনি আমাকে ও তাঁর বান্ধবীদেরকে কিছু তোহফা দিয়েছিলেন। আপনার জিনিসপত্রগুলি রাখার জন্য বাজার থেকে একটি নতুন বাক্সও কিনে এনেছিলেন। তাঁর নিজের হাত খরচের টাকা থেকে এটা কিনেছিলেন। তাঁর মতে ভালো জিনিস ভালো বাক্সে রাখতে হয়। তাঁর ভয় ছিল আপনি আবার নারাজ না হন। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি, আমার ভাইজান কোনো ভালো কাজে নারাজ হন না! এখন আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনার জিনিসপত্র ফাহমিদা আপার হেফাজতেই থাকবে অথবা কোনো নওকরের হাতে দিয়ে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হবে? মন চায় আপনাকে দীর্ঘ পত্র লিখি। আর আপনি তা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু সকালে স্কুলে যেতে হবে। আর আপাজানের হুকুম, আমাকে সেকেণ্ড নয় বরং তাঁর মতো প্রত্যেক ক্লাসে ফার্স্ট হতে হবে। তাই পরের চিঠিতে বাকি কথাগুলো বলবো।

অতিরিক্ত আদব সহকারে
আপনার ছোট্ট বোন নাসরিন।

এরপর কিছু জায়গা ফাঁক রেখে নিচে আরো লেখা ছিল ঃ

ভাইজান, আমি বড়ই বেকুব। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কথা ভুলে যাই। কয়েকদিন থেকে আমি ভাবছিলাম আমি যখন প্রথম চিঠি লিখবো আপনাকে নিজের একটা ছবি পাঠাতে বলবো। আপনার চেহারা আমার মনে নেই তা নয় বরং বাড়ির অনেকেই আপনাকে দেখেনি আর ফাহমিদা আপা আপনার ছবি দেখে খুব খুশি হবেন। তবে আপনার কাছে লেখা চিঠিতে আমি ফাহমিদা আপার কথা উল্লেখ করেছি এ কথা জানতে পারলে আপা আমাকে আর আস্ত রাখবেন না। আপনার আম্মী, আব্বু এবং অন্য সকল মুরুব্বীদের আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম। আপা বলছিলেন, আপনার মতো ব্যস্ত লোকদের পত্র লেখার সময় নেই। কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা আমি কয়েক ঘন্টা ধরে চিন্তা করে করে যা লিখেছি আপনি কয়েক মিনিটে তার চেয়ে বেশি লিখতে পারবেন।

www.pathagar.com

সেদিনই ইউসুফ মায়ের সাথে একটি পৃথক কামরায় বসে তাঁকে নাসরিনের পত্র পড়ে শুনালো। আসরের নামাযের পর পত্রের জবাব লিখলো। প্রথমে লিখলো নাসরিনের নানীকে। তাঁকে জানালো, আমি বাড়িতে এসেই আম্মীজানকে আপনাদের কথা সব বললাম। কিন্তু আপনাদের ঠিকানা আমার ব্যাগের সাথে আপনাদের কাছে রয়ে গেছে বলে তিনি খুব আফসোস করলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যদি কখনো জালিন্ধর যাবার সুযোগ হয় তাহলে নাসরিনের আম্মাকে খুঁজে বের করবো। মা-জী, আমি অত্যন্ত লজ্জিত। অন্যান্য কাজে বেশি জড়িয়ে পড়ার কারণে আপনাকে তালাশ করতে পারিনি। তারপর নাসরিনের নামে দীর্ঘ পত্রে লিখলো, ছোট্ট শাহজাদী! তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না কিন্তু এটা বাস্তব সত্য তোমার কথা আমি একদিনের জন্যও ভুলিনি। আমাদের বাড়িতে তোমার খ্যাতি যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই আমার প্রতি নারাজ, কেন আমি তোমাদের ঠিকানা হারিয়ে এলাম। তুমি আমার জিনিসপত্র হারিয়ে যেতে দাওনি এ জন্য আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। নয়তো পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে আমার খুবই কষ্ট হতো। তোমার আপা ফাহমিদা পাণ্ডুলিপি হেফাজত করে নিজের দায়িত্বে রেখেছেন এবং অতি আগ্রহ সহকারে তিনবার এটি পড়েছেন এ জন্য আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ। আমি দেখছি পাকিস্তানের মনযিলে মকসূদে পৌছে যাওয়ার জন্য আমাদের অনেক বিপদ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। এ কিতাবের প্রতি দৃষ্টি দেবার তখন সময় পাবো না। তোমার ফাহমিদা আপার প্রতি আবেদন, তিনি যেন পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছেই রাখেন। পাকিস্তান কায়েমের সংগ্রামে আমার দায়িত্ব পালন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওগুলি তাঁর কাছেই থাকবে। স্বাধীন স্বদেশ ভূমি প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের প্রথম প্রয়োজন। একজন ঔপন্যাসিক ও কথাশিল্পী সাধারণ মানুষদের থেকে আলাদা নয়। ছবি পাঠিয়ে দেবো।

তোমার আব্বা, আম্মা, ফাহমিদা সাহেবা এবং অন্য ভাই বোনদেরকে সালাম। ইনশাআল্লাহ আমার অবস্থা সম্পর্কে আমি তোমাদের জানিয়ে রাখবো। তবে কখনো যদি কোনো কারণে আমি লিখতে না পারি তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, শাহজাদী নাসরিন আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবেন। আম্মীজান তোমাদের সবার জন্য দোয়া করছেন এবং তোমার আম্মীজানকে সালাম জানাচ্ছেন। আমি চিঠিতে আমার গ্রামের স্থায়ী ঠিকানা এবং লাহোরের বর্তমান ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ চিঠি তুমি অবশ্য লাহোরের ঠিকানায় লিখবে। আম্মীজানের অনুমতিক্রমে

www.pathagar.com

পরিচয়ের জন্য তাঁর নামও লিখে দিলাম কুদসিয়া বেগম। তিনি তোমার আম্মীজানের নাম জানতে চাচ্ছেন। অনেক অনেক দোয়া।

তোমার ভাইজান ইউসুফ

পত্রলেখা শেষ করে ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো আম্মীজান, আপনি আরো কিছু লেখাতে চান?

বেটা, আমি অনেক কিছু লেখাতে চাই। তার চেয়ে বেশি চাই এ চিঠিটা অনতিবিলম্বে তাদের কাছে পৌঁছে যাক। ছবি পরে যাবে।

আম্মীজান, আমি এখনি জি.পি.ও যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ বিকালের ডাকে এ চিঠি চলে যাবে।

ঠিক আছে বেটা যাও। তবে একটু সতর্ক হয়ে সাইকেল চালাবে। চিঠি একদিন পরে পৌঁছুলেও কোনো ক্ষতি নেই।

আম্মীজান আমি ধীরে সুস্থে যাবো। ডাকবাক্স খোলার এখনো অনেক দেরি আছে।

ইউসুফ উঠে পড়লো।

দুসপ্তাহ পরে ইউসুফ কলেজ থেকে বাড়িতে এলো। মা বললো, বেটা, ওদের চিঠি এসেছে। তোমার আলমারীর নিচের তাকে রাখা আছে।

কাদের চিঠি আম্মীজান?

আরে বেটা, জালিন্ধরওয়ালাদের। তুমি পড়তে পারো। তবে হারিয়ে ফেলো না। মেয়েদের মা সরাসরি আমাকে লিখেছে। বেশ ভালো লেখাপড়া জানা মহিলা মনে হচ্ছে। ইউসুফ, জবাব লেখার ব্যাপারে আমার সমস্যা হচ্ছে হাতের লেখা খারাপ।

আম্মীজান, এটা তেমন কোনো সমস্যা নয়। অনেক বড় বড় লেখকের হাতের লেখাও খারাপ হয়। আর আপনার লেখা পড়া যাবে না এতটা খারাপ নয়।

মায়ের চিঠিতে ফাহমিদা ও নাসরিনও তোমাকে লিখেছে কয়েক লাইন। চিঠি পড়ে তাদের নামে তুমি জবাব লিখে দাও। আমার জবাবী চিঠির সাথে সেটিও তাদের মায়ের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাদের মা সফিয়া আশা প্রকাশ করেছে, লুধিয়ানায় তার আম্মীও আমাদের কথা শুনে খুব খুশি হবে এবং তার পক্ষ থেকে সংগে সংগে জবাবও এসে যাবে। বেটা, আমার মনে হচ্ছে, এরা আকস্মিকভাবে যেন আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছে। লাহোরে ঐ মেয়েদের কাউকে কোথাও দেখলে আমি সংগে সংগে চিনে ফেলবো। বেটা, ছবি তুলতে আমি অস্বস্তিবোধ করছিলাম। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। কালই আমি

www.pathagar.com

তোমার সাথে ফটোগ্রাফারের কাছে যাবো। এই চিঠির জবাবের সাথে ছবিও পাঠিয়ে দেয়া হবে। ওদের সম্পর্কে যখনই আমি চিন্তা করি মনে হয় ফাহমিদাকে যেন আমি বহুবার দেখেছি।

ইউসুফ তার কামরায় বসে চিঠি পড়ছিল। একটি আলাদা কাগজে নাসরিনের চিঠির সাথে একটি ঝকঝকে পরিষ্কার হস্তাক্ষর দেখে তার মনে হলো এটা ফাহমিদার লেখা। সে লিখেছিল, মোহতারাম ইউসুফ সাহেব, আল্লাহ আপনাকে সহি সালামতে রাখুন। নাসরিনের চিঠির জবাব দিতে দেরি না করায় আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনার চিঠি পেয়ে নানীজান এত খুশি হয়েছেন যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। বড়ই সৌভাগ্যবান তারা যারা দুনিয়ায় এসে মানুষের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করেন। আমি আমার বোনের প্রতি কৃতজ্ঞ। সে গাড়িতে ফেলে যাওয়া আপনার পাণ্ডুলিপি হেফাজত সহকারে বাড়িতে এনেছে। আমার এই দুষ্ট বোনটি নিশ্চয়ই আপনাকে লিখেছে যে আমি সর্বক্ষণ আপনার পাণ্ডুলিপি পড়ি। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই তিনবার সেগুলি পড়েছি। প্রত্যেক বারই আমি অনুভব করেছি, একজন সৎ ও সাহসী মানুষ ঐ লেখার ভুবনে তার চলাফেরা-ওঠা বসার মধ্যেই হাসি খুশি বিতরণ করে চলেছেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, আপনি দ্রুত এ বইটি লেখা শেষ করে ফেলুন। আমি বিশ্বাস করি, ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্রই একজন ঔপন্যাসিক হিসাবে আপনার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তবে হ্যাঁ দেখুন, আপনার যে পাণ্ডুলিপিটি অসমাপ্ত আকারে আমার কাছে রয়েছে সেটি অবশ্যই আপনাকে সমাপ্ত করতে হবে। আমি অনেক হেফাজত ও যত্ন সহকারে এটি রেখেছি। অবশ্যই এর হারিয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ আর দুএকবার পড়ার পর পুরো পাণ্ডুলিপিটি আমার কণ্ঠস্থ হয়ে যাবে।

তৃতীয় দিন ইইসুফ ও তার আম্মীর পক্ষ থেকে এই পত্রের জবাব গেলো। এই সাথে পাঠানো হলো ইউসুফের, তার মায়ের ও ছোট ভাইবোনদের একটা গ্রুপ ফটো। কুদসিয়া বেগম নাসরিনের আম্মাকে নিজ হাতে একটা দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। পত্রে তাঁকে এবং তাঁর ছেলেমেরয়েদেরকে দেখার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে লিখেছিলেন, আমার বোন, আপনি বিশ্বাস করবেন না আমার চোখের সামনে সর্বক্ষণ আপনাদের চেহারা ভেসে বেড়াচ্ছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আমি বাড়ি থেকে বের হবার সুযোগ পেলে অবশ্য আপনার ও আপনার আম্মীর সাথে দেখা করবো। ইউসুফ তার পত্রে ফাহমিদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছিল আমার লেখার প্রতি আপনার আগ্রহ অবশ্যই আমাকে উৎসাহিত করেছে। তবে

www.pathagar.com

আমি অনুভব করছি আপনার মতো প্রতিভাবান ছাত্রীর আমার পাণ্ডুলিপির সাথে বেশি জড়িয়ে পড়ার কারণে নিজস্ব পড়াশুনার কোনো ক্ষতি না হয়। তবে এ কথা সব সময় আমার মনে থাকবে যে, আপনি এমন এক সময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন যখন অখ্যাত অজ্ঞাত এক তরুণ স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছে।

দ্বিতীয় পত্রটি জালিন্ধরে পাঠাবার পাঁচদিন পর লুধিয়ানা থেকে নাসরিনের নানীর পত্র এলো। তিনি ইউসুফের বাপ, মা ও ভাইবোনদেরকে অনেক দোয়া দিয়ে লিখলেন, অসুস্থতার কারণে আমার জবাব লিখতে দেরি হয়ে গেলো। যেদিন জানতে পারলাম ইউসুফ বেটা ও তার বাড়ির সবাই ভালো আছে সেদিনই আমার জ্বর ছাড়লো। তারপর প্রোগ্রাম বানাতে থাকলাম, শারীরিক দুর্বলতাটা দুর হয়ে গেলে জালিন্ধর যাবো এবং সেখান থেকে সফিয়াকে নিয়ে তোমার মায়ের সাথে মোলাকাত করতে লাহোর যাবো। বেটা, তুমি এমনভাবে তোমার মায়ের কথা আলোচনা করতে যে, তার ফলে তাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমরা সবাই।

এরপর পনর দিন অতিবাহিত হলো। জালিন্ধর থেকে আর কোনো চিঠি এলো না। ইউসুফের কাছে এটা অস্বাভাবিক মনে হলো না। কিন্তু তার মা প্রায়ই বলতেন, বেটা, আজো তাদের কোনো চিঠি এলো না।

একদিন বলতে লাগলেন, বেটা, তুমি না হয় আর একটা চিঠি লিখে তাদের কুশলাদি জেনে নাও।

আম্মীজান, মানুষ তো আর প্রত্যেকদিন বসে বসে চিঠি লিখতে পারে না। তাদের চিঠি না আসার অর্থই হচ্ছে সেখানে সবকিছু ঠিকঠাক আছে।

বেটা, তোমার কথাও ঠিক তবে কিনা কখনো কখনো আমার ভয় হয় আমি হয়তো তাদেরকে দেখতে পাবো না।

আম্মীজান, এমন কথা বলবেন না। একটু বৃষ্টি টৃষ্টি শুরু হয়ে যাক তখন আমি নিজেই আপনাকে তাদের কাছে নিয়ে যাবো।

একদিন মিয়া আবদুর রহিম অফিস থেকে বাড়িতে এসেই বললেন, কুদসিয়া আজ আবদুল করিম আমার অফিসে এসেছিলেন। বলছিলেন লাহোরে তার নির্মীয়মান কুঠির কাজ শেষ হয়ে গেছে। শিগগির তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এখানে এসে উঠবে। নতুন কুঠিতে একটা বড় রকমের দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

ইতিপূর্বে আমার কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন আমরা বাড়িশুদ্ধ সবাই তার দাওয়াতে শরীক হবো। এমনিতেই তাঁর কুঠি দেখাবার জন্য তিনি এতই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে, আমাকে অফিস থেকে উঠিয়ে সোজা সেখানে নিয়ে গেলেন। সত্যি খুব সুন্দর কুঠি বানিয়েছেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল এই সংগে নতুন কারটিও দেখানো। বারবার বলছিল আমিনা ও তার মা এসে তোমাদের নিয়ে যাবে এবং দাওয়াত শেষে আবার বাসায় রেখে দিয়ে যাবে। আমাকে এখানে পৌঁছাবার এবং তার বাড়ির পথ দেখাবার জন্য তার ড্রাইভারকেও আমার সাথে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর দেখো ইউসুফ, তোমাকে বিশেষভাবে তাকিদ করেছে তোমার নিজের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে দাওয়াতে শরীক হতে হবে। আমি এই মওসুমের দাওয়াত পছন্দ করি না। কিন্তু আমাকে যদি অফিসের বাইরে সফরে চলে যেতে হয় তাহলে তুমি তোমার মাকে নিয়ে চলে যেয়ো। এ ক্ষেত্রে ছোটদের নিয়ে যাবার দরকার নেই।

কুদসিয়া বললেন, আমিনা যদি আসে তাহলে আমাদের সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য জিদ করবে। লোক দেখানো দাওয়াতের শখ তার মায়েরও কম নেই।

কুদসিয়া আসল ব্যাপার হচ্ছে সন্তানরা বাপ মায়ের কাছ থেকে বদঅভ্যাসগুলি রপ্ত করে। আবদুল করিম এত বিপুল পরিমাণ বিত্তসম্পদের অধিকারী হয়ে গেছে যে, তার সব ধরনের কৃত্রিমতার উর্ধে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু সম্পদ তার লোক দেখানো প্রবণতাগুলি দূর করতে পারেনি।

কুদসিয়া উঠতে উঠতে বললেন, আপনি হাত ধুয়ে নিন। আমি খাবার আনছি। খাবার খেয়ে ছেলেমেয়েরা তাদের কামরায় চলে গেলো। আবদুর রহিম কুদসিয়াকে সম্বোধন করে বললেন, আমি ভেবেছিলাম আমিনা তোমাকে নিতে আসছে শুনে তুমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। কিন্তু তোমাকে কেমন যেন পেরেশান মনে হচ্ছে।

আমার পোরেশানীর কারণ, কখনো কখনো আপনি যখন বন্ধু বান্ধবদের সমালোচনা করতে থাকেন তখন খেয়াল করেন না যে ছেলেমেয়েরা আপনার কথা শুনছে এবং তাদের ওপরও এ কথার প্রভাব পড়বে।

কুদসিয়া তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু এখানে ইউসুফ ছাড়া আর তো কেউ ছিল না। ওদের আলাচনায় তার কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না। তাছাড়া সে আল্লাহর মেহেরবানিতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। কারোর ভুলের অনুসরণ সে করবে না এতটুকু বিশ্বাস আমার আছে। জানি না আমার মনে এ ধারণা জন্মালো কেন যে আমিনার কথা শুনে তোমার মুড খারাপ হয়ে গেছে। অথচ সে একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে। দেখতে শুনতেও ভালো। তার বাপ বলে সে কার চালাতেও পারে। যে নতুন কারটি আমাকে এখানে রেখে গেলো সেটা তার জন্য কেনা হয়েছে।

www.pathagar.com

বাইরে দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আইউব তাদের কথা শুনছিল। সে বলে উঠলো, আব্বাজী সে বাসও চালাতে পারে?

আবদুর রহিম ও কুদসিয়া দুজনেই হেসে উঠলেন।

তিন দিন পর সফরে রওনা হবার সময় আবদুর রহিম কুদসিয়াকে বললেন, তোমার মনে আছে তো আবদুল করিম আগামী শুক্রবার দিন দাওয়াত দিয়েছে?

জি হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

ইনশাআল্লাহ আমিও দাওয়াতে পৌঁছে যাবো। আমি একদিন আগেও এসে যেতে পারি। কিন্তু তোমরা আমার ইন্তিজার করো না। কারণ সফরের প্রোগ্রাম দীর্ঘও হতে পারে। দাওয়াতে যাওয়ার আগে তোমরা তাদের কুঠি দেখে আসবে, তাদের এ ধরনেরও কোনো প্রোগ্রাম থাকতে পারে। কাজেই তারা যে কোনো সময় এসে তোমাদের নিয়ে যেতে পারে। আমিনা ও তার মা যদি আচানক তোমাদের নিয়ে যেতে আসে তাহলে তাদের মনে আঘাত দিয়ো না।

জি, আপনি চিন্তা করবেন না।

শুক্রবার। ইউসুফ ফজরের নামায শেষে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করে এসে সবেমাত্র নাশতা খেতে বসেছিল। কেউ বাইরে থেকে দরোজা করাঘাত করতে থাকলো। নওকর দৌড়ে এসে খবর দিল, জনাব, আবদুল আজীজ সাহেব আপনার সাথে দেখা করতে চান। তিনি সাদা পোশাকে আছেন কিন্তু বলছেন তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং ইউসুফ সাহেব তাকে খুব ভালোভাবে চেনেন। ইউসুফ সংগে সংগেই দাঁড়িয়ে বললো, তুমি নাশতা বৈঠকখানায় নিয়ে এসো।

আম্মীজান, উনার জন্য কোনো ভালো জিনিস পাঠিয়ে দিন।

ইউসুফ বাইরে বের হয়ে আসতেই আবদুল আজীজ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার সাথে বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

চাচাজান, বসুন। প্রথমে বলুন আপনি কোথা থেকে আসছেন। আপনার বিছানাপত্র কোথায়?

আবদুল আজীজ মুচকি হাসলেন। আরে আমার বিছানাপত্র আমার বাড়িতেই আছে। এখন তুমি জিজ্ঞেস করবে বাড়ি কোথায়? সংক্ষেপে বলতে হয় বাড়ি লাহোরেই আছে। আমি বদলী হয়ে এখানে চলে এসেছি। আমার এস.পি. সাহেব যেখানে বদলী হন আমাকেও সেখানে বদলী করে নেন। এখন তিনি রেলওয়ে পুলিশের ডি. আই. ডি. হয়েছেন। আমার প্রতি এখনো তিনি মেহেরবান আছেন। মনে হয় আমারও পদোন্নতি হয়ে যাবে। আমার শশুরের সম্পত্তি থেকে আমার স্ত্রী

www.pathagar.com

লাহোরে একটি বাড়ি পেয়েছে। এর কিছু অংশের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং কিছু অংশের কাজ এখনো চলছে। দু'বছর থেকে বাড়িটি খালি পড়েছিল। এখন আমরা এখানে উঠেছি।

চাচাজান, আমাদের বাড়ি খুঁজে পেতে আপনার সমস্যা হয়নিতো?

মোটেই না। এর কারণ একটু পরে জানতে পারবে। তোমরা এখনি তৈরি হয়ে নাও। আমাদের বাড়িতে তোমাদের ইন্তিজার করা হচ্ছে। তোমার চাইতে বেশি তোমার মায়ের। তাঁকে বলে এসো, বাইরে টাংগা দাঁড়িয়ে আছে।

নওকর নাশতা এনে টেবিলে রেখে দিল। ইউসুফ বললো, নাশতা খেয়ে নিন। আমি আম্মীজানকে তৈরি হতে বলে আসছি।

ইউসুফ কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে গেলো। ফিরে এসে আবদুল আজীজের সামনে বসতে বসতে বললো, নিন বিসমিল্লাহ করুন।

ইউসুফ মিয়া, তুমি জিজ্ঞেস করলে না মেহমানরা কারা?

চাচাজান, আমার এ কথা জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আপনি যাদের দূত হয়ে এসেছেন তারা অবশ্যই ভালো লোকই হবেন।

বেটা, কোনো কোনো ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত হয়ে থাকে। আমাদের পরিবারে তুমি বহুল পরিচিত হয়ে গেছো। আমি কখনো ভাবতেও পারিনি নিজের এলাকার দুধর্ষ ডাকাত গ্রেফতারকারী ইউসুফই আমার ছোট্ট নাতনী ও তার নানীর সাথে কোয়েটা থেকে অমৃতসর পর্যন্ত সফর করেছিল। আসলে আমরা পুলিশের লোকেরা নেকীর চাইতে দুষ্কৃতির পিছু নিই বেশি করে। তোমার কথায় নাসরিনকে এখন বাড়িতে সবাই শাহজাদী নাসরিন বলতে শুরু করেছে। তার কাছ থেকে আমি এ ঘটনাগুলি তখনই শুনেছি যখন তোমাদের জেলা থেকে আমি বদলী হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তবুও তোমার নাম শুনতেই আমার এ কথা বুঝা উচিত ছিল যে, নিজের গ্রামের পাশে ডাকাতের মোকাবিলা করেছিল যে ইউসুফ এবং গ্রাম থেকে বহুদূরে আমাদের খান্দানের একজন বয়োবৃদ্ধ- মহিলাও একটি ছোট্ট মেয়েকে সাহায্য করেছিল যে ইউসুফ উভয়ই একই ব্যক্তি হতে পারে। নাসরিন বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার কাছে যদি আমি তোমার চেহারার আদল জানতে চাইতাম তাহলেও সবকিছু বুঝতে পারতাম। কিন্তু এখানেও আমার ভাতিজীদের শোকরিয়া আদায় করতে হবে। কারণ তারা বুদ্ধি খাটিয়ে তোমার প্রিন্সিপালকে পত্র লিখে তোমার সাথে যোগাযোগ করেছে।

ইউসুফের মনে আর নাশতা খাওয়ার কোনো খায়েশ ছিল না। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতে দিতে সে বললো, চাচাজান যে মেহেমানরা আপনার বাড়িতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন তাদের সাথে মিলে আম্মীজান কত যে খুশি হবেন তা আমি আপনাকে বলে বুঝাতে পারবো না।

www.pathagar.com

আপনি পথে বলবেন না ওরা কারা, ওদের কোনো আলোচনাই করবেন না। ওদের যদি কোনো পরিচয় নাও দেন তবুও দেখবেন তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই ওদেরকে চিনে ফেলবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা গলির মুখে একটি টাংগায় সওয়ার হচ্ছিল। আবদুল আজীজ কোচোয়ানের পাশে বসলেন। ইউসুফ তার আম্মীকে পেছনের সিটে বসিয়ে যখন তার পাশে বসতে যাচ্ছিল এমন সময় একটি কার হর্ণ দিতে দিতে টাংগার কাছে এসে দাঁড়ালো। কার ড্রাইভ করছিল আমিনা। তার মা পাশে বসেছিল। ড্রাইভার বসেছিল পিছনের সিটে।

ইউসুফ পেরেশান হয়ে আবদুল আজীজকে বললো, আংকেল একটি বিষয়ে আপনার সাহায্য লাগবে।

কি ব্যাপার ইউসুফ সাহেব?

এখনই জানতে পারবেন।

ইউসুফ নেমে গিয়ে রশিদাকে সালাম করলো। তারপর আমিনার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনাদের নতুন কুঠির জন্য মোবারকবাদ।

জনাব, আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছি। আজকেও আপনাদের দাওয়াত।

না, দাওয়াত তো আগামীকাল।

জি, কালও আজও।

ইউসুফ রশিদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, চাচীজান, সকালে আমার আংকেল এসে গেলেন। আমরা তাঁর সাথে তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখতে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা আপনাদের কুঠি খুব ভালো করে দেখে নেবো। আর সম্ভবত আমার সাথে আমার কয়েকজন বন্ধু বান্ধবও থাকতে পারে।

আমিনা বললো, ঠিক আছে জনাব। আপনারা আমাদের সাথে আমাদের গাড়িতে উঠে বসেন। প্রথমে আমরা আপনাদের সেখানে নিয়ে যাবো যেখানে আপনার আংকেল আপনাদের নিয়ে যেতে চান তারপর আপনারা আমাদের বাড়িতে যাবেন।

দেখো আমিনা উনার বাড়িতে অনেক মেহমান এসেছেন এবং আমাদের দীর্ঘক্ষণ সেখানে অবস্থান করতে হবে। যে এলাকায় এ টাংগা যাবে সেখানে তোমার গাড়ি যেতে পারবে না।

আমিনা কিছু বলতে চাচ্ছিল তার আগেই ইউসুফ দ্রুত টাংগায় উঠে বসলো। আবদুল আজীজ কোচোয়ানকে বললেন, আরে ভাই আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তাঁর আওয়াজ ছিল এমনই গুরুগম্ভীর ও প্রতাপশালী যে আমিনা চমকে উঠলো।

www.pathagar.com

কুদসিয়া বুলন্দ আওয়াজে বললো, রাশীদা বোন কিছু মনে করবেন না, ভাইজানের সাথে আমার যাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

টাংগা পূর্ণ গতিতে ছুটে চলছিল।

আমিনা অবাক দৃষ্টিতে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, আম্মী ইনি ইউসুফ সাহেবের কোন ধরনের আংকেল?

চলো বেটি, আংকেল এমনই হয়ে থাকে। সুযোগ পেলে জিজ্ঞেস করবো।

টাংগায় আবদুল আজীজ ইউসুফকে বললেন, ইউসুফ কে ছিল ঐ সাহেবজাদী? আমার দিকে তাকাচ্ছিল এমনভাবে যেন মনে হচ্ছিল খুন করে ফেলবে।

আংকেল, সে মিয়া আবদুল করিমের সাহেবজাদী। অর্জুন সিং ডাকাত এই আবদুল করিমের বাড়ি লুণ্ঠন করার চেষ্টা করেছিল। ওদের সমস্যা হচ্ছে, লাহোরে আবদুল করিম সাহেব নতুন কুঠিবাড়ি নির্মাণ করেছেন। সেই বাড়ি আমাদেরকে দেখাবার তাদের প্রবল বাসনা। বিগত কয়েকদিন ধরে সেখানে একটি শানদার দাওয়াতের আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা আগেই খবর পেয়েছিলাম যে সাহেবজাদী নিজেই আমাদের নিয়ে যেতে আসবে।

বেটা, আমার কারণে তোমাদের প্রোগ্রাম নষ্ট না হওয়া উচিত।

ওদের সাথে আজ আমাদের কোনো নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ছিল না। আপনি আম্মীজানকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

আবদুল আজীজ পিছনের দিকে না ফিরে বললেন, বোন, আমার নাম আবদুল আজীজ। আপনার মহাগুণধর পুত্র যেদিন দুর্ধর্ষ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছিল সেদিন থেকে তার সাথে আমার দোস্তী হয়ে গেছে।

ভাইজান, আমি আপনাকে ভালোভাবে জানি। ইউসুফ প্রায়ই আপনার কথা বলে। ইউসুফের আব্বাজান বর্তমানে সফরে গেছেন। নয়তো আপনার সাথে মিলে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। ভাইজান, ইউসুফ আজ বড়ই খুশি। আপনি বললেন না আমরা কোথায় যাচ্ছি।

আপাজী, আপনারা আমার বাড়িতে যাচ্ছেন। আপনাদের খুব ভালোবাসে এমন বহু লোক সেখানে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

পথে কুদসিয়া আর কোনো কথা বললেন না। তার মনে যেসব প্রশ্ন জাগছিল সেগুলির জবাব খুঁজছিলেন তিনি ইউসুফের চেহারায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে টাংগা একটি বাড়ির দরোজায় থামলো। ইউসুফ মায়ের হাত ধরে নামিয়ে নিল। আবদুল আজীজ বললেন, আপাজী আপনি নিসংকোচে ভিতরে চলে যান। সেখানে আমার স্ত্রী, একজন চাকরানী এবং ঐ মেহমানরা ছাড়া আর কেউ নেই। তারা অস্থিরভাবে আপনার ইন্তিজার করছে।

www.pathagar.com

ইউসুফ তুমিও যাও। আমার একটা জরুরি কাজ আছে। দ্রুত কাজ সেরে ফিরে আসার চেষ্টা করবো। অবশ্য তোমাকে ও আপাজানকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। কারণ মেহমানরা কেবলমাত্র আপাজানের কারণে এখানে এসেছে। রাতের গাড়িতে তাদের ফিরে যেতে হবে।

কুদসিয়া বেগম বললেন, আপনি কেন মেহমানদের পরিচয় দিচ্ছেন না?

আপাজান, ভিতরে চলে যান না।

আসুন আম্মীজান, ইউসুফ বললো।

প্রশস্ত আঙিনায় জাম ও আমগাছের ছায়ায় তিন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিল।

কুদসিয়া প্রথম দৃষ্টিতে বয়োজ্যোষ্ঠা সুরুচিপূর্ণ সুবেশধারিণী মহিলাকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই মিসেস আহমদ। যদিও আপনাকে এখানে দেখে আমার মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি। স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দ্বিতীয় মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আপনি নাসরিন ও ফাহ্‌মিদার মা ছাড়া আর কেউ নন। তারপর তৃতীয় মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা ভাই আবদুল আজীজের অতি বাড়বাড়ি। তিনি ভেতরে পাঠিয়ে দেবার সময় আমাকে আপার নামটি বলে দেননি। আমি সম্ভবত আপনাদেরকে ঠিকমতো আসসালামু আলাইকুমও বলতে পারিনি।

বোন সফিয়া, আমাকে ভালো করে নাড়া দিয়ে বলো এ সবকিছু স্বপ্ন নয়তো? মাত্র এই কয়েকদিন আগে আমি ইউসুফকে বলেছিলাম, হয়তো আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে না। তাই আজ আমি নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবতী মনে করছি।

কুদসিয়া হাসছিলেন এবং তাঁর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ঝিকমিক করছিল।

সফিয়া তার কাঁধে হাত রেখে প্রীতিপূর্ণ স্বরে বললেন, চলুন বোন ভিতরে চলুন।

তারা একটি প্রশস্ত কামরার মধ্যে বসলো।

চাকরানী দুজগ শরবত ও কয়েকটা খালি গ্লাস টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে গেলো। সফিয়া দুটি গ্লাসে শরবত ঢেলে কুদসিয়া ও ইউসুফকে দিল।

ইউসুফ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, খালাজান আপনি তাশরীফ রাখুন। একথা বলে তাকে যে গ্লাসটি পেশ করা হয়েছিল সেটি মিসেস আহমদের দিকে এগিয়ে দিল। তারপর একটি গ্লাসে শরবত ভরে সে পেশ করলো সফিয়াকে। তারপর সে মুখ ফিরালো আবদুল আজীজের স্ত্রীর দিকে। তিনি বললেন, বেটা তুমি তোমার মায়ের কাছে বসো। তুমি শরবত পান না করা পর্যন্ত তিনিও পান করবেন না। ইউসুফ দ্রুত এক গ্লাস শরবত নিয়ে মায়ের কাছে বসে পড়লো।

সফিয়া তার মাকে বলছিলেন, এ শরবত এর আগে আরো কয়েকবার পান করেছি কিন্তু আজ যেন এটা একটু বেশি মিষ্টি লাগছে।

www.pathagar.com

আবদুল আজীজের স্ত্রী বিলকিস এক গ্লাস শরবত নিয়ে অন্য একটি কামরার দিকে যেতে যেতে মেহমানদের দিকে ফিরে বললেন, কুদসিয়া আপা আপনার বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নেয়া যদিও গোস্তাখী তবুও আমাদের কন্যা রত্নটি যদি জানতে পারে তাকে দেখেই আপনি চিনতে পেরেছেন তাহলে সে বড়ই খুশি হবে।

বিলকিস অন্য কামরায় চলে গেলে ইউসুফ দাঁড়িয়ে বললো, আম্মাজান আপনি নিশ্চিন্তে আলাপ করুন, আমি একটু কাছেই এক বন্ধুর সাথে দেখা করে আসি।

মিসেস আহমদ বললেন, ইউসুফ এদিকে এসো।

ইউসুফ তার পাশে গিয়ে বললো, বলুন মা-জী। এখনো কি তোমাকে কোনো হুকুম দেবার অধিকার আমার আছে?

মায়ের এ অধিকার সর্বক্ষণের জন্য সংরক্ষিত।

তাহলে আমার পাশে বসে পড়ো।

ইউসুফ তার ডান দিকে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে নিল।

সে এলো বেগম আবদুল আজীজের সাথে ধীর পদবিক্ষেপে। কামরায় প্রবেশ করলো এবং তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলো।

কুদসিয়া উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'ফাহমিদা, মেরী পিয়ারী বেটি। বেটি তুমি ঠিক তেমনি যেমনটি আমি শয়নে জাগরণে সর্বক্ষণ দেখে আসছি।' তারপর তার চিবুকটি তুলে ধরে তার শুভ্র রক্তিম গণ্ডদেশে চুমো খেলেন, বড় বড় উজ্জ্বল চোখে ও কপালেও চুমো খেলেন।

বেটি, আল্লাহর হাজার শোকর আমি তোমাকে দেখলাম। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বাসনা পূর্ণ হলো। আমার আশংকা হচ্ছিল তোমাকে না দেখে হয়তো আমাকে রুখসাত নিতে হবে। এ কথা ভাবতে আমার হৃদয় কেঁপে উঠতো। বসো বেটি আমার পাশে।

কুদসিয়া অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করছিলেন।

ইউসুফ উঠে কামরার বাইরে চলে গেলো। সফিয়া তার দিকে তাকালো। সে মুখ ফিরিয়ে চোখের পানি মুছে নিচ্ছিল। সফিয়া দ্রুত বাইরে বের হয়ে এলেন। সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, বেটা ইউসুফ, আমি ভাবতেই পারছি না যখন ইউসুফের সাথে সাক্ষাত হবে তাকে এমন শোকার্ত পাবো!

খালাজান, ইউসুফ ঠোঁটে হাসির রেখা টানার চেষ্টা করে বললো, আল্লাহ ভালো জানেন, আম্মীজান এ ধরনের কথা কেন বলছিলেন? তাঁর আশংকা হচ্ছে হঠাৎ কোনো দিন আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। ফাহমিদাকে দেখে তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন কিন্তু এই আনান্দঘন পারিবেশে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যকার ব্যবধান কায়েম রাখতে পারেননি। আমাদের সমস্ত পরিবারের মধ্যে তাঁর চেয়ে সুস্বাস্থের অধিকারী আর কেউ নেই। সহ্য ক্ষমতায়ও তিনি অদ্বিতীয়া।

www.pathagar.com

আমার প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে তিনি গর্ব করে থাকেন। এজন্য আমি তাঁর একটি দুর্বলতায় পরিণত হয়েছি। কারণ তিনি আমাকে খুব বেশি ভালোবাসেন অথবা সম্ভবত এজন্য যে আমি তাঁকে খুব বেশি ভালোবাসি। খালাজান, ফাহমিদা যদি এসময় কোনো হাসির কথা বলে ফেলে তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে ঐ কামরায় তাঁর হাসির আওয়াজ শুনতে পাবেন।

খালাজান, আপনার সাথে নাসরিন আসেনি কেন?

বেটা, আমরা পরশু কাংড়া যাচ্ছি। সেখানে কয়েক সপ্তাহ ধর্মশালায় অবস্থান করবো। শুধুমাত্র তোমার মায়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য আমরা লাহোরে এসেছি। ফাহমিদা কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছে। এরপর জানিনা আর কবে তার লাহোর আসার সুযোগ হবে। তাই আমরা তাকে সংগে করে এনেছি। নাসরিনের সাথে আমরা ওয়াদা করেছিলাম ছুটি শেষ হবার কয়েকদিন আগে তাকে আমরা তার চাচীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো। তখন সে প্রতিদিন তোমাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করতে পারবে। যদি সে তোমার আম্মীজানের কাছে কয়েকদিন থাকতে চায় তাও থাকতে পারবে। এদের সবার মনে তোমার 'পরদেশী গাছ' দেখার শখ জেগেছে। এজন্য আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম ছিল, যদি তোমাদের গ্রামের সন্ধান পেয়ে যাই তাহলে আসা যাওয়ার পথে সেখানে একদিন বা দুদিন অবশ্যই অবস্থান করবো। কিন্তু তোমার চিঠি থেকে জানলাম তোমার আব্বা লাহোর বদলী হয়েছেন। তারপর আম্মাজান আচানক জালিন্ধর চলে এলেন। তাঁর মুড বদলে গেলো এবং তিনি আমাদের এখানে নিয়ে এলেন। এখন আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে আমি ও ফাহমিদা জালিন্ধর নেমে যাবো এবং আম্মাজান লুধিয়ানা চলে যাবেন।

খালাজান, তিনি আমাদের জন্য এত কষ্ট করলেন। তাঁকে যদি বাড়িতেই ফিরে যেতে হয় তাহলে কয়েকদিন আমাদের এখানে অবস্থান করে যেতে পারেন। তাহলে আমার আম্মীজান খুবই খুশি হবেন।

না বেটা, উনি একবার কোনো ফায়সালা করে ফেললে তা পরিবর্তন করা বড়ই কঠিন। তোমার আম্মীজানকে খুশি করার জন্য আমি ফাহমিদাকে প্রতি সপ্তাহে একটি করে চিঠি লিখতে বলবো। হ্যাঁ, তোমার জন্য আমি কিছু ছবি এনেছি। নাসরিন এ ছবিগুলি তোমার আম্মীর হাতে দিতে বলে দিয়েছে।

কামরার ভেতরে অট্টহাসির রোল উঠলো। ইউসুফ সফিয়ার সাথে ভেতরে প্রবেশ করলো।

ফাহমিদা কামরায় প্রবেশ করেছিল অধোবদনে লজ্জাবনত শিরে। এখনো তার চেহারার অর্ধেক দোপাট্টায় আবৃত করে বসেছিল।

কুদসিয়া তার হাত ধরে গভীর দৃষ্টিতে দেখে বললেন, বেটি কত খুবসুরাত তোমার হাত! যদি আমার কাছে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের জিন থাকতো

www.pathagar.com

তাহলে তাকে হুকুম দিতাম আমার সামনে আশরাফী স্তূপীকৃত করো। আর স্তূপগুলি আমার বেটি ফাহমিদার মাথা সমান উঁচু হতে হবে। তারপর আমি ভাই আবদুল আজীজকে এই এলাকার সমস্ত গরীব দুখীকে সমবেত করার অনুরোধ জানাতাম। কারণ আমি ফাহমিদার এই খুব সুরাত হাত দিয়ে আশরাফীগুলি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতে চাই।

এ কথায় সবাই হেসে উঠলো। এই সংগে ফাহমিদার মৃদু তালের মধুর হাসিও শোনা যাচ্ছিল। মিসেস আহমদ বললেন, বেটা ইউসুফ আমরা ভিন্ন একটা প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তোমার আম্মীজানকে দেখে আমার কিছু বলার সাহস হচ্ছে না। আমাদের ইচ্ছা ছিল তোমাদের সাথে যাবো। আমি এদের সাথে কাংড়া যেতে তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম এজন্য যে আবদুল আজীজের কাছ থেকে তোমার সম্পর্কে যে মজার ঘটনা জেনেছি তা সেখানে গিয়ে সরাসরি তোমার মুখ থেকে শুনে পরিতৃপ্ত হবো। যে সময় আমি ও আমার মেয়েরা কোথাও থেকে তোমার ঠিকানা সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম সে সময় আবদুল আজীজ তোমার ও তোমার পরিবারবর্গ সম্পর্কে সবকিছুই জানতো। ডাকাতের সাথে সংঘাতের যে ঘটনাবলী খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল ফাহমিদা তার চাচার সাহায্যে সে কাগজগুলি সংগ্রহ করে সেগুলির একটি কাটিং ফাইল তৈরি করে ফেলেছিল।

নানীজী, এটা তেমন কোনো বড় ধরনের কৃতিত্ব ছিল না।। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করছি একটি ভালো কাজে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।

সফিয়া বেটি, তোমার মনে আছে ফাহমিদা একথাই বলেছিল, আমি যখন ইউসুফের প্রশংসা করবো জবাবে সে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলবে মা-জী এটা আবার তেমন কি বড় কাজ ছিল?

কিছুক্ষণ পরে হাবেলীর সদর দরোজা খোলার আওয়াজ শোনা গেলো। বিলকিস বাইরে উঁকি দিয়ে বললেন, সম্ভবত উনি এসেছেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, উনি এদিকে না এসে বৈঠকখানার দিকে চলে গেলেন।

ইউসুফ দাঁড়িয়ে বললো, আমি উনার কাছে যাচ্ছি।

মিসেস আহমদ কুদসিয়াকে সম্বোধন করে বললেন, বোন যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে খাবার জন্য তাকে এখানে ডেকে নেয়া যেতে পারে।

আপাজী, আমার আপত্তি থাকবে কেন? তিনি কেবল ফাহমিদার চাচাই নন আমারও ভাই। তিনি যদি আমার কারণে এত দীর্ঘক্ষণ ঘরের বাইরে থেকে থাকেন তাহলে এজন্য আমার দুঃখিত হওয়া উচিত।

সফিয়া বললেন, আমি তাকে ডেকে আনছি। তিনি বাইরে চলে গেলেন এবং কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে বললেন, তিনি বলছেন টেবিলে খাবার পরিবেশন করা হোক আমরা যাচ্ছি। তারপর সফিয়া ফাহমিদাকে বললেন, বেটি উনি

www.pathagar.com

বলছেন, তোমার চাচীর কার এখনই ওয়ার্কশপ থেকে মেরামত হয়ে চলে আসবে। কাজেই খাবার কিছুক্ষণ পর তোমরা দু-তিন ঘন্টার জন্য লাহোরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে আসতে পারবে।

আম্মীজান, দুপুরের খাবার পর ভ্রমণ এক ধরনের শাস্তিতে পরিণত হবে।

বিলকিস বললো দুপুরের রোদের মধ্যে তোমাদের ভ্রমণ করতে হবে কেন? বিকেল চারটার পর আমরা বাসা থেকে বের হবো। তারপর নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করবো। লরেন্স গার্ডেনে আমরা রাত দশটা পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারি। তারপর একদম সকালে বাদশাহী মসজিদ, কেল্লা ও জাহাংগীরের সমাধি দেখবো।

মিসেস আহমদ বললেন, বেটি রাতে আমাদের জালিন্ধর পৌছুতে হবে।

কুদসিয়া বললেন, দেখুন আপা জালিন্ধর থেকে আপনাদের কাংড়ায় যেতে হবে। আমাদের কারণে যদি সেখানে একটু দেরিতে যান তাহলে এমন কি ক্ষতি হবে। আল্লাহর দোহাই, আমার মনে অন্তত এতটুকু বিশ্বাস জন্মাতে দিন যে আমি স্বপ্ন দেখছি না। এখনকার প্রোগ্রাম হচ্ছে, বিকালে ভ্রমণ শেষে আপনারা সবাই আমাদের বাড়িতে রাতের খানা খাবেন এবং রাতটি ওখানে কাটাবেন। অতি প্রত্যুষে আমরা সবাই আবার ভ্রমণে বের হবো এবং কোথাও শীতল ছায়ায় বসে নিশ্চিন্তে কথাবার্তা বলবো। নাশতা আমরা সংগে করে নিয়ে যাবো, দুপুরের খাবার সময় আমরা এখানে বাড়িতে পৌছে যাবো। তারপর আমরা সবাই স্টেশনে গিয়ে আপনাদের রুখসাত করবো। অবশ্য আপনি ইউসুফের মতো আমাকেও হুকুম দিতে পারেন। আমাকে ধমক দিয়ে বলতে পারেন, মেয়ে তুমি খামুশ হয়ে যাও। আমি খামুশ হয়ে যাবো।

মিসেস আহমদ পেরেশান হয়ে বললেন, কুদসিয়া বেটি, দেখো আবার যেন কেঁদে ফেলো না। আমি এমন কোনো ফায়সালা করবো না যা তুমি পছন্দ করবে না।

কুদসিয়া হেসে ফেললেন।

মিসেস আহমদ বললেন, বেটি এভাবে হাসতে থাকো। তোমার চেহারায় হাসি বড়ই চমৎকার লাগে।

কুদসিয়া ফাহমিদার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, বেটি আমার হাসি কি তোমারও ভালো লাগে?

জী খালাজান।

বেটি, তোমার নানীজানের প্রোগ্রাম বদলাতে আমি বাধ্য করেছি এজন্য আবার তুমি আমার প্রতি নারাজ হওনি তো?

ফাহমিদা জবাব দেবার পরিবর্তে কুদসিয়ার দিকে তাকালো, তার ঠোঁটে যে একটা স্থায়ী হাসির রেখা দেখা যেতো সেটা ঠোঁট থেকে চেহারা ও চোখ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেলো। সে ধীর লয়ে মাথা দুলালো দুদিকে।

www.pathagar.com

কুদসিয়া বললো, বেটি এটা কি অতি দুঃখের কথা নয়, হাজারো দোয়ার বরকতে যখন তোমার নানী, মা ও তোমাকে পেলাম তখন আমি এর বেশি বলার সাহসই পেলাম না যে আরো একদিন থেকে যান? আমার তো এক সপ্তাহ নয়, এক মাস থাকার কথা বলা উচিত ছিল।

সবাই হেসে উঠলো।

সফিয়া বলে উঠলেন, আসলে আপনি একজন সাহিত্যিকের মা।

ফাহমিদা বললো, খালাজান, জালিন্ধর বা লুধিয়ানা এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

বেটি, এখন আর দূরে নেই। তবে গতকাল পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন অনতিক্রম্য দূরত্বের বুকে হারিয়ে যাচ্ছি।

বৈঠকখানায় আবদুল আজীজ ইউসুফকে বলছিলেন, দেখো বেটা, আমার সাথে ওয়াদা করো, ফুরসাত পেলেই এখানে চলে আসবে। আমাদের দুজনের কেউ বাড়িতে থাকি বা না থাকি তোমার থাকার ব্যবস্থা এখানে থাকবে। আমার ছোট ভাই কামাল উদ্দীন যখন কলেজে এডমিশন নিয়েছিল তখন এ বাড়ির জৌলুশ বেড়ে গিয়েছিল। সফিয়া ভাবী এবং তাদের মেয়েরাও এখানে আসতো। ফাহমিদা ও নাসরিনকে আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন এত ভালোবাসতাম যে কোনো না কোনো ছুতোয় জালিন্ধর চলে যেতাম। কামাল উদ্দীন মেডিকেল কলেজের পড়া শেষ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইউরোপ চলে গেছে। তারপর থেকে এ বাড়িতে পা রাখতেই আমাদের মনে বিষণ্ণতা বাসা বাধে।

ইউসুফ ইতস্তত করে বললো, চাচাজান আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায়?

আরে বেটা, এ নিয়ামত থেকে আল্লাহ্ আমাকে বঞ্চিত রেখেছেন। সকল ভালো সন্তানের প্রতি আমি আমার স্নেহ-ভালোবাসা বিতরণ করে থাকি। আর আমার মনে হচ্ছে এর একটা বিরাট অংশ তুমি লাভ করেছো। কোনো ভালো ছেলের মধ্যে আমি যে সমস্ত সদগুণের কল্পনা করে থাকি তা সবই তোমার মধ্যে আছে। যেমন আমি তোমাকে গ্রামের একজন অসম সাহসী যুবক, উত্তম ঘোড়সওয়ার এবং নির্ভীক ও বুদ্ধিমান নওজোয়ান হিসাবে জানতাম। তারপর নাসরিন ও তার নানীর কাছ থেকে জানলাম, তুমি সাঁতার এবং নৌকা চালানোও জানো। অন্যদিকে ফাহমিদার দাবী হচ্ছে, তুমি নিজের সাহায্যে নিজের জন্য বৃহত্তর সাফল্যের দরোজা উন্মুক্ত করতে পারো। আচ্ছা, তুমি কি কার চালাতে পারো?

www.pathagar.com

না চাচাজান, গ্রামবাসীদের কার চালাবার দরকার হয় না।

লাহোর গ্রাম নয় ইউসুফ। তুমি যখন ভালো নৌকা চালাতে পারো, তোমার পক্ষে তিন চারদিনের প্রাকটিসে ভালো মোটর ড্রাইভার বনে যাওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

চাচাজান, আমি মোটর কেনার যোগ্যতা অর্জন করলে ড্রাইভিংও শিখে নেবো।

আরে বেটা, চালানো শিখলে মোটরও এসে যাবে। আজ কিছুক্ষণের মধ্যে বিলকিসের কার এখানে এসে যাবে। ড্রাইভারকে বলে দেবো এক সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন দুতিন ঘন্টা তোমাকে দেবে। বড়ই অভিজ্ঞ ড্রাইভার। যখন তাকে বলা হবে তাকে এমন এক নওজোয়ানের ওস্তাদ বানানো হচ্ছে যে এক ভয়ংকর দুর্ধর্ষ ডাকাতকে পাকড়াও করেছিল তখন সে অত্যন্ত খুশি হবে।

না চাচাজান, আপনার কষ্ট হবে।

আরে বেটা, আমার কষ্ট হবে না। তুমি জানো, আমি সাইকেল চালাতে ভালোবাসি। তিন বছর আগে বিলকিসের আব্বা তাকে এ কারটি দিয়েছিল। সেও এটা খুব কম ব্যবহার করে। বরং সে বলে দিয়েছে, ড্রাইভারের ব্যয়ভার আমি বহন করতে পারবো না। ফলে ড্রাইভারের বেতনও তার আব্বাজান দেন। আমি বিশ্বাস করি তার ড্রাইভারের কাছ থেকে তুমি কার চালনা শিখে নিয়েছো একথা শুনে সে খুশি হবে। বরং সে তাকে পুরস্কারও দেবে।

ইউসুফ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, আমি নামাযের জন্য মসজিদে যাচ্ছি।

চলো, আমিও যাচ্ছি।

কুদসিয়া এক কামরায় যোহরের নামায শেষ করে দোয়ার জন্য হাত উঠাতে গিয়ে দেখলেন তার বাঁদিকে ফাহমিদা দাঁড়িয়ে আছে। দোয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন তারপর একদিকে সরে গিয়ে বসে পড়লেন। ফাহমিদার কিয়াম, রুকু ও সিজদা সবকিছুই তার কাছে অদ্ভূত সৌন্দর্য মন্ডিত মনে হলো। তার হৃদয় অভ্যন্তর থেকে স্বতস্ফূর্ত দোয়া উচ্চারিত হলোঃ

হে আল্লাহ, এ কুমারী মেয়ের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা এভাবেই বজায় রেখো। একে তোমার নিয়ামতের সম্ভাবে পূর্ণ করে দাও। হে আল্লাহ, এর বাপ মা যেন এর অন্তহীন আনন্দ প্রত্যক্ষ করে। হে আল্লাহ, আমার জীবন সীমা এতদূর বৃদ্ধি করে দাও যাতে আমি এর ও ইউসুফের জন্য প্রানভরে দোয়া করতে পারি।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা সবাই দস্তরখানে বসে পড়েছিল। সফিয়া বলছিলেন, আপা কুদসিয়া, আপনার আগমনের আনন্দে আমি বাবুর্চি খানার দিকে দৃষ্টি দিতে পারিনি। তবে আমাদের রাঁধুনী মেয়েটি মেহমানদের চেহারা দেখে আন্দাজ করতে পারে তারা কি পরিমাণ লবন মরিচ খায়।

www.pathagar.com

কুদসিয়া বললেন, তাহলে আমাদের তার শোকর গুজারী করা উচিত। কারণ আমাদেরকে সে ভালো মেহমানের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছে।

খাদেমা বললো, জি বিবি সাহেবা, আপনার চেয়ে ভালো আর কে হতে পারে!

বাহ্ ভাই, তোমার বিরিয়ানী তো লাজওয়াব। কি নাম তোমার?

খাদেমা লজ্জিত হয়ে বললো, জি আমার নাম ফজলান।

যদি আমাদের কোনোদিন বিশেষ মেহমানদের দাওয়াত দিতে হয় তাহলে আমি বিলকিস বোনের কাছে তোমাকে একদিনের জন্য ছুটি নিয়ে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার আবেদন জানাবো।

আল্লাহর শোকর আপনি ফজলানের খানা পছন্দ করেছেন। আপনার যখনই প্রয়োজন হবে চাইলেই ফজলানকে পেয়ে যাবেন।

খাবার শেষে কুদসিয়া আবদুল আজীজকে সম্বোধন করে বললেন, ভাইজান আপনার ড্রাইভারকে আমাকে আমার বাসায় রেখে আসতে বলুন। রাতের খাবার তৈরি করার জন্য নওকরকে কিছু নির্দেশ দিতে হবে।

বিলকিস বললেন, বোন একটু আরাম করে নিন। অত্যধিক গরম পড়েছে। খানা পাকাবার জন্য ফজলান বিবিকে আপনার সাথে পাঠিয়ে দেবো। কোনো চিন্তা করবেন না।

বোন, তাহলে তো খুব ভালো হয়। ফজলানের কারণে আমাদের নওকরের হয়তো কিছু জ্ঞান বেড়ে যেতে পারে। সে যাই কিছু রান্না করুক টেস্ট একই রকম হয়। আমি তাহলে তিনটের সময় এখান থেকে বের হবো।

ইউসুফ এখানেই থাকবে। চারটের সময় আপনাদের সাথে ওখানে যাবে। ওখানে চা পান করে আমরা চিড়িয়াখানা ও লরেন্স গার্ডেন যাবো। বাকি লাহোরের অন্যান্য জায়গা দেখার জন্য সকালে ফজরের নামাযের পরেই আমরা রওনা হয়ে যাবো।

মিসেস আহমদ বললেন, বেটি চিড়িয়াখানা, লরেন্স গার্ডেন এবং লাহোরের অন্য সবকিছু আমার দেখা আছে।

জি, ওগুলো আমিও দেখেছি। লাহোরে আসতেই ইউসুফ ওগুলো সবই আমাকে দেখিয়েছে।

আবদুল আজীজ বললেন, আসল ব্যাপার হচ্ছে লাহোরের প্রোগ্রামের সম্পর্ক ফাহমিদার সাথে। ছোটবেলায় যখন সে এখানে আসতো তার প্রথম দাবী হতো, আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে চলো। আজ সকালেও এই একই প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু আমাকে ইউসুফ সাহেবের তালাশে বের হতে হলো।

কুদসিয়া বললেন, ভাইজান আমার বিশ্বাস আজ আমাদের দেখে ফাহমিদা চিড়িয়াখানা যাবার চাইতে বেশি খুশি হয়েছে।

www.pathagar.com

ফাহমিদা মুচকি হেসে মাথা নিচু করে নিল।

কিছুক্ষণ পর কুদসিয়া উঠে মাথায় চাদর জড়াতে জড়াতে ইউসুফকে বললো, বেটা কিছুক্ষণ আরাম করে নাও তারপর নিশ্চিন্তে ওদেরকে নিয়ে চলে এসো। আমার এখনি মনে পড়লো সেই কুঠিওয়ালারা আমাদের পিছু ছাড়বে না। আর যদি তোমার আব্বাজান আমাদের বাসা থেকে বের হবার কিছু পরে সফর থেকে ফিরে এসে থাকেন তাহলে তারা তাঁকে অনেক বেশি পেরেশান করবে।

এই কুঠিওয়ালারা আবার কারা বোন?

আবদুল আজীজ ভাই তাদেরকে জানেন। চলো ফজলান বিবি আমরা চলি।

তারা সবাই কুদসিয়াকে বিদায় দেবার জন্য বাইরে বের হয়ে এলো।

দেখুন বাইরে অনেক গরম। আপনারা বরং ভেতরে আরাম করুন।

আবদুল আজীজ বললেন, আপাজী আপনাকে রওনা না করিয়ে দিয়ে এরা কেউ আরাম করবে না। যদি পরস্পরকে আরাম দেবার এতই খেয়াল থাকে তাহলে বিদায় দেবার সময় মেয়েরা যেকথাগুলি দরোজার বাইরে গিয়ে বলে সেগুলি এখানে বারান্দায় এসে বলে ফেলুন। আমি ড্রাইভারকে বুঝিয়ে বলে দিয়েছি সে আপনাকে সোজা বাসায় পৌছিয়ে দেবে।

আচ্ছা জী, চলি তাহলে, আল্লাহ্ হাফেজ।

একথা বলে কুদসিয়া দ্রুত গেটের দিকে ধাবিত হলেন এবং কারে ঢুকে বসে পড়লেন। ফজলানও দৌড়ে গিয়ে তার পাশে বসলো। ড্রাইভার সংগে সংগেই গাড়িতে স্টার্ট দিল।

কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে সবাই হাসছিল এবং হাত নাড়ছিল। কুদসিয়া নিজের হাত বাইরে বের করে তাদের ইশারার জবাব দিচ্ছিলেন।

কার বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। নওকর আলী বখ্‌শ দরোজা খুলে বাইরে বের হতে হতে বললো, বিবিজী আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন! মিয়াজী তো আপনাদের বের হয়ে যাবার পরপরই এসে গিয়েছিলেন। তিনি খানা খাচ্ছিলেন এমন সময় আবদুল করিম সাহেবের নওকর এসে বললো, বিবিজীকে বলো আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। মিয়াজী তো আগেই আমাকে যথেষ্ট বকাঝকা করেছিলেন এবার আর এক দফা বিপদ শুরু হয়ে গেলো। তিনি বারবার বলছিলেন, বেকুব তারা কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলে না কেন? আমিনা বিবি বলছিল, সকালে আমরা যখন ওদেরকে নিয়ে যাবার জন্য এলাম তখন ইউসুফ সাহেব ও তাঁর আম্মা এক ব্যক্তির সাথে টাংগায় উঠে কোথাও যাচ্ছিলেন। আমাকে আবার জিজ্ঞেস করা

www.pathagar.com

হলো, ওরে গাধা আমাকে বলো লোকটি কে ছিল? আমি বললাম, জনাব, কে একজন ইউসুফ সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন এবং তিনি তার সাথে নাশতাও খেয়েছিলেন। ওদের বদতমিজ নওকরটি বলে উঠলো, মিয়াজী ছোট বিবি ও বড় বিবি উভয়ই বলছিলেন তিনি নাকি ইউসুফ সাহেবের আংকেল ছিলেন। তারা তাঁর বাড়িতে যাচ্ছিলেন। মিয়াজী আবার আমার ওপর তর্জন গর্জন শুরু করে দিলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে সে লোকটি যে ইউসুফের আংকেল হয়ে এসেছিল? তুমি এত নির্বোধ কিছুই বুঝতে পারো না। এখানে একজন আমাদের আত্মীয় আসে আর তুমি তাকে চিনতে পারো না। আমাকে উল্লুক এবং গাধা বলেছেন এবং অনেক কিছু বলেছেন। আর আল্লাহর কাছে আরো শোকর গুজারী করছি আপনারাও এসে গেছেন। নয়তো আজ আমার কি যে দশা হতো আল্লহই জানেন। এই মাত্র আমি ভাবছিলাম আবদুল করিম সাহেবরা যদি আবার এখনই এসে পড়েন তাহলে না জানি কি ঘটে যায়!

ঠিক আছে আলী বখ্‌শ, তুমি এখনি কসাইর কাছে যাও এবং তাকে বলো, আমাদের বিশেষ মেহমান আসছে তাই আমাদের উন্নতমানের চার সের গোশত চাই। খানা পাকাবার জন্য ফজলান বিবিকে এনেছি। তুমি আজ নিজের ইচ্ছামতো কিছুই করবে না।

ফজলান বিবি যেসব জিনিস চাইবে বাজার থেকে এখনই তা এনে দেবে। তুমি জলদি ফিরে আসবে। তারপর চায়ের জন্য কিছু জিনিস আনতে হবে। মেহমানরা এখানেই চা খাবে। চা তুমি ভালই বানাও। তাই চায়ের জন্য আমি ফজলানকে কষ্ট দেবো না।

কুদসিয়া ভিতরে এলেন। ইউসুফের ভাইবোনেরাও একই অভিযোগ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, আপনি আমাদের কিছু বলে যাননি কেন? আব্বাজান খুব রেগে গেছেন।

কিন্তু কুদসিয়া একটুও পেরেশান হননি। বড় কামরায় গিয়ে ইউসুফের আব্বাকে দেখে এলেন। তিনি আরামে ঘুমুচ্ছিলেন। আসরের নামাযের পর কুদসিয়া কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। বাইরে কারের হর্ণ বাজলো। কার থেকে ইউসুফের সাথে বাইরে বের হলো সফিয়া, বিলকিস ও ফাহমিদা।

কুদসিয়া জিজ্ঞেস করলো, ইউসুফ বেটা, ভাই আবদুল আজীজও মিসেস আহমদ এলেন না?

চাচা আবদুল আজীজ জরুরি কাজে অফিসে চলে গেছেন এবং মা-জী অত্যধিক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

বিলকিস বললেন, আপাজী কোনো চিন্তা করবেন না, তিনি বলেছিলেন, ফাহমিদার উপস্থিতিতে তাঁর অনুপস্থিতি অনুভূত হবে না।

www.pathagar.com

কুদসিয়া তাদেরকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। নওকরকে শরবত নিয়ে আসার হুকুম দিয়ে ইউসুফকে বললেন, বেটা আমার আশংকাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমরা চলে যাবার পরই তোমার আব্বাজান চলে এসেছেন। আবদুল করিম সাহেবরা গাড়ি দিয়ে নওকরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন। আমি চাচ্ছি চা পান করেই আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়বো।

বিলকিস বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার ওপর যদি আর একটা হামলার আশংকা থাকে তাহলে এবার আমরা আপনাকে সাহায্য করবো।

কুদসিয়া বললেন, আমার কেবল একটাই পেরেশানী। যদি ওরা আচানক এসে পড়ে তাহলে আগামীকাল দাওয়াতের ব্যাপারে ওজর কবুল করার পরিবর্তে হয়তো তারা এই বলে পীড়াপীড়ি শুরু করে দেবে যে আপনারাও দাওয়াতে শরীক হয়ে যান।

বোন, এতে পেরেশানীর কি আছে! আমরা সানন্দে দাওয়াতে শরীক হয়ে যাবো আপনার সাথে। তবে ইউসুফ সাহেব বলছিল, সাহেবজাদীর নাকি তার মোটরকার দেখাবার এবং চালাবার শখ খুব বেশি। আমরা তার গাড়িতে চড়ে তার শখ পুরা করে দেবো।

কুদসিয়া পেরেশান হয়ে বললো, না বোন আমি ফাহমিদা বেটিকে ওই বেকুবদের সাথে বসতে দেবো না।

তারা চা পান করছিল এমন সময় আবদুর রহিম অন্য কামরায় নওকরকে ডাকছিলেন।

কুদসিয়া শরবতের গ্লাস নিয়ে সেই কামরায় গেলেন। মিয়া সাহেবের মুড ভালো ছিল না। কিন্তু ঠাণ্ডা শরবত পান করার পর তিনি ধীরে সুস্থে বললেন, কুদসিয়া তোমার কাছ থেকে এত বড় দায়িত্বহীনতার আশা করিনি। সারা জীবনে আমি এত বেশি পেরেশান কখনো হইনি। তুমি বাড়িতে অন্তত কাউকে বলে যেতে তোমরা কোথায় যাচ্ছো।

কুদসিয়া কিছুক্ষণ নিরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর মুচকি হাসলেন। মিয়া সাহেবের সমস্ত রাগ ক্ষোভ পানি হয়ে গেলো।

আচ্ছা অন্তত এতটুকু বলো, ইউসুফের আংকেল কে ছিলেন যার সাথে টাংগায় উঠে তোমরা তার বাড়িতে গিয়েছিলে এবং যারা মোটরকার নিয়ে এসেছিল তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য তারা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল?

সোগরা, কুদসিয়া ডাকলেন। তোমার আব্বার জন্য চা নিয়ে এসো। আপনি নিশ্চিন্তে পান করুন। ইউসুফের আংকেলকে আপনি ভালো করেই জানেন। বৈঠক খানায় কয়েকজন বিশেষ মেহমান আছেন। আমি এখনি আসছি।

www.pathagar.com

সোগরা চা এনে সামনে রাখলো। মিয়া সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, বেটি তুমি জানো মেহমান কারা?

না আব্বাজান। তবে তারা বড়ই ভালো। তাদের একটি মেয়েকে একদম শাহজাদী মনে হয়।

আচ্ছা বেটি যাও তুমি ইউসুফকে ডেকে দাও।

সোগরা চলে গেলো। এক মিনিট পর ইউসুফ কামরায় প্রবেশ করলো। আসসালামু আলাইকুম বলে আদব সহকারে সে চেয়ারে বসে পড়লো।

বেটা, তোমার ওপরও আমার রাগ হচ্ছিল। তোমরা বাড়িতে কাউকেও বলে যাওনি কোথায় যাচ্ছো এবং তোমার ঐ আংকেলই বা কে? তিনি আমার চাইতে বেশি আবদুল করিমের পরিবারকে পেরেশান করেছেন।

ইউসুফ মুচকি হাসলো। আব্বাজান, তিনি ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজ সাহেব। আবদুল করিম সাহেবও তাঁকে ভালো করে চেনেন। আমি জানতাম না ১৯৪২ সালে বন্যার দিনগুলোয় আমি যে পরিবারের একজন বয়োবৃদ্ধ মহিলা ও একটি ছোট্ট মেয়ের সাথে কোয়েটা থেকে অমৃতসর পর্যন্ত সফর করেছিলাম তিনি সেই পরিবারেই সদস্য। অতি প্রত্যুষে তিনি আমার সন্ধানে এখানে আসেন। তিনি বলেন, সেই বয়োবৃদ্ধ মহিলা তাঁর বাড়িতে আমাদের ইন্তিজার করছেন। আমাদের সংগে সংগেই তার সাথে যেতে হলো। টাংগায় ওঠার পর আবদুল করিম সাহেবের মেয়ে ও স্ত্রীর সাথে মুখোমুখি হলাম। তারা আমাদের কুঠি দেখাবার জন্য নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমরা তাদের কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো পথ দেখলাম না।

বেটা, তোমরা ভালোই করেছো। যে সম্মানিত মহিলাকে তুমি মা ডেকেছিলে তার জন্য সবরকমের প্রোগ্রাম বাতিল করা যেতে পারে। কিন্তু বাড়িতে কাউকে বলে যাওয়াও তো দরকার।

আব্বাজান ঘটনাটা আকস্মিক ছিল এবং আমরা জানতাম তাঁর বাড়ির মেহমানরা আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

আবদুল আজীজ সাহেব তোমাদের সাথে আসেননি?

আব্বাজান, তাঁর জরুরি কাজ এসে পড়েছে। তবে তিনি আপনার সাথে মোলাকাত করবেন।

বেটা, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো মেহমানদের খাতির তোয়াজ করার যথাযথ ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা?

আব্বাজান, আগামীকাল পর্যন্ত তারা আম্মীজানের মেহমান। তাদের খানা তৈরি করার জন্য আম্মীজান ইন্সপেক্টর সাহেবের মহিলা বাবুর্চীকেও সাথে করে নিয়ে এসেছেন।

www.pathagar.com

আবদুর রহিম উঠে কামরার মধ্যেই আসরের নামায পড়ে নিলেন। নওকর হুক্কা এনে সামনে রাখলো।

কুদসিয়া ফাহমিদার হাত ধরে আঙিনার দিক থেকে এগিয়ে এলেন। দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ইউসুফের আব্বা দেখুন, কে এসেছে দেখুন।

ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজ সাহেবের বেটি?

বেটি নয়, ভাতিজী। বড়ই মিষ্টি বড়ই আদরের ভাতিজী। এখন আপনিই বলেন, এই ধরনের মেহমানদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার কি এক মিনিটের জন্যও অন্যদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত?

না মোটেই না। বরং আমার মনে হয় আমাদের বাড়িতে এ ধরনের মেহমান দেখার পর তাদের খাবার দাওয়াতের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করা উচিত হয়নি।

বেটি, আল্লাহ তোমার হায়াত দারাজ করুন। তোমাকে দেখে আমি নিজের চোখে শীতলতা অনুভব করছি।

কুদসিয়া বললেন, আমি কি আমার মেহমানদের সাথে বেড়াতে বের হবার অনুমতি পেতে পারি?

আমি কবে বলেছিলাম তোমাকে অনুমতি নেবার প্রয়োজন আছে?

ইউসুফও আমাদের সাথে যাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই যাবে।

সম্ভবত আমাদের আসতে বিলম্ব হতে পারে।

কিন্তু মেহমানদের আরামের কথা ভাবতে হবে তো। আমি কয়েকটি মিঠা খরবুজা এনেছিলাম। ভাবছিলাম আজ কোনো মেহমান এলে ভালো হতো।

এখন কুঠিওয়ালারা এসে আপনাকে বিরক্ত করবে বলে আর পেরেশান হচ্ছেন না তো?

আরে পেরেশান হতে যাবো কেন? আমি তাদেরকে বলে দেবো, বেগম সাহেবা তার মেহমানদের ছেড়ে বাড়ি থেকে বের হতে পারবে না। কিন্তু মেহমান এত ভালো যে তারাও আবার তাদের মনে কষ্ট দেয়া পছন্দ করবেন না।

তারা এসে নিশ্চয়ই আমাদের মেহমানদের তাদের দাওয়াতে শরীক করার এবং তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে পারে।

আবদুল আজীজ সাহেবের কাছ থেকে ডাকাতের ঘটনাবলী শুনে আমাদের ব্যাপারে মেহমানদের আগ্রহ বেড়ে গেছে।

ঠিক আছে বেটি, এখন তোমরা বেড়াতে বের হয়ে যাও।

ফাহমিদা কুদসিয়ার সাথে বৈঠকখানায় চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর তারা কারে বসে চিড়িয়াখানার দিকে যেতে লাগলো।

www.pathagar.com

২২

চিড়িয়াখানায় পৌছেই ইউসুফ প্রথমে বাইরের দেকান থেকে বুটভাজা কিনে নিল তারপর টিকেট কিনেলো এবং তার মা ও মেহমানদের সবাইকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। এখনো পর্যন্ত ফাহমিদার সাথে তার সরাসরি কোনো কথাবার্তা হয়নি। সে সফিয়াকে সম্বোধন করে বললো, খালাজান চিড়িয়াখানার প্রোগ্রাম ফাহমিদার জন্য তৈরি করা হয়েছে। কাজেই এখান থেকে সামনের দিকে তার কথামত আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তার পছন্দের জিনিসগুলি দেখার ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে।

না জনাব, আমি বহুদিন পর এখানে এসেছি। এখানে কোন কোন নতুন প্রাণী এসেছে তাও আমি জানি না। তাই আপনাকেই আমাদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রায় বিশ মিনিট সময় ঘোরাঘুরি করার পর বিলকিস বললেন, আরে ভাই আমাদের বয়সী মেয়েদের এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে চিড়িয়াখানায় ঘোরাফেরা করা বেশ অদ্ভুত মনে হচ্ছে। আমরা কোথাও ছায়ায় বসে পড়ি এবং ইউসুফ সাহেব ফাহমিদাকে তার পছন্দের প্রাণীগুলি দেখিয়ে আনুক, এটাই মনে হয় ভালো হবে।

কুদসিয়া বললেন, ঠিক আছে বোন। আমিও ক্লান্তি অনুভব করছি। ইউসুফ তোমরা জলদি এক চক্কর ঘুরে এসো। আমরা এদিকে ছায়ায় বসে তোমাদের ইন্তিজার করছি। তবে গরম খুব বেশি। ফাহমিদা বেটিকে বেশি পরিশ্রান্ত করে দিয়ো না।

তারা এগিয়ে গেলো। বিলকিস বললো, আপাজী ফাহমিদার বড়ই সৌভাগ্য, যে তাকে দেখে সেই তার প্রতি স্নেহ মমতা অনুভব করে। তবে তার ব্যাপারে একটি সত্য কথা হচ্ছে সে অতটা লাজুক নয় যতটা মনে করা হয়।

কয়েকটি জানোয়ারের খাঁচা দেখে এগিয়ে যাবার পর তারা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। ইউসুফ এই প্রথমবার ফাহমিদার সাথে নিসংকোচে কথা বলছিল।

ফাহমিদা সাহেবা, এবার আপনি বলুন আমরা কোথা থেকে শুরু করবো। আসলে পশুপাখি দেখার চাইতে আমার বেশি আগ্রহ আপনার সাথে কথা বলার। আর এটা বাহ্যত অসম্ভব মনে হচ্ছিল। তাছাড়া আপনাকে এতটা নিকট থেকে দেখাও তো সম্ভব হচ্ছিল না।

www.pathagar.com

জি, সর্বাগ্রে আমাকে নেকড়ের খাঁচার কাছে নিয়ে চলেন।

চলুন, সেদিকেই চলি। কিন্তু নেকড়ের মধ্যে কোনো বিশেষ মজার বিষয় দেখতে পাবেন না। ব্যস মনে করুন খাঁচায় বন্দী এক ধরনের অ্যালসেশিয়ান ডগ। তার চেহারার হিংস্রতা অত্যন্ত ভয়ংকর। তার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে খাঁচায় আবদ্ধ অবস্থায় সাধারণত ক্ষুধার তাড়নায় দ্রুত চলাফেরা করে। এই ক্ষুধার্ত ও হিংস্র পশু দেখে আপনি কি করবেন?

আমি এই পশু ইতিপূর্বে দেখেছি ঠিকই কিন্তু তার চেহারা মনে নেই। কোহে মুরদারে আপনার অভিযানের বর্ণনা পড়ার পর এই পশুর প্রতি আমি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি। আমি প্রায়ই চিন্তা করি ইউসুফ সাহেবের অভিযানে যদি এই নেকড়ের প্রসংগ না আসতো তাহলে তাঁর সাথে নানীজান ও নাসরিনের পরিচয় হতো না। ফলে তারা তার সাথে সফরও করতো না। আর তিনি নিজের পাণ্ডুলিপিও ভুলে ফেলে রেখে যেতেন না এবং আমিও তা বারবার পড়তাম না।

কথা বলতে বলতে তারা নেকড়ের খাঁচার কাছে চলে এলো। ফাহমিদা বলছিল, ইউসুফ সাহেব এ জানোয়ারগুলি নিশ্চয়ই ভয়ংকর হবে। কিন্তু আমি এদেরকে ঘৃণা করতে পারি না।

ফাহমিদা, আমার রচনা কি সত্যিই আপনার ভালো লেগেছে? নাকি আমার মনতুষ্টির জন্য এ ধরনের কথা বলছেন?

ইউসুফ সাহেব, রাতের নির্জনতায় যখন আমি আপনার রচনা পড়তাম সে সময়ের চুপিসারে আমার হাসির রোল যদি আপনার কানে পৌঁছুতে পারতো! আপনার গ্রামের দৃশ্যাবলী সব সময় আমার চোখে ভাসতো। আমি শস্য শ্যামল গম ক্ষেতের মধ্যে হেঁটে চলতাম। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আপনার সাথে ঘোড়া দৌড়াতাম। আপনার পরদেশী গাছের বাগানেও ঘুরে বেড়াতাম। একদিন নাসরিন আমাকে বলেছিল, আপাজী, যদি আপনি একবার ইউসুফ ভাই সাহেবকে দেখতেন। আমি জবাবে বলেছিলাম, আমার বোন, আমি তোমার চাইতে বেশি তাকে দেখেছি। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় দেখেছেন? জবাব দিয়েছিলাম এই কিতাবের মধ্যে। তুমি বড় হয়ে যখন এই কিতাব বুঝতে শিখবে তখন অনুভব করবে এই কিতাবের মধ্যে যে ইউসুফ আছেন তিনি তোমার চোখে দেখা ইউসুফ ভাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। হাঁটতে হাঁটতে তারা কয়েকটি প্রাণীর খাঁচার কাছে গেলো। কিন্তু এই পরিবেশে তাদের নিজেদের ছাড়া সব জিনিসই গুরুত্বহীন মনে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে এক ঠোঙা বুট তারা খাইয়ে দিয়েছিল বাঁদর, হরিণ, পাহাড়ী ছাগল, বারাশিংগী ও নীলগাইদেরকে। ইউসুফ উটপাখির খাঁচার সামনে গিয়ে যখন হাতে কিছু খাবার নিয়ে তার মুখের সামনে ধরলো, ফাহমিদা হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে তাকে টেনে ধরে বললো, আরে একি করছেন, হাতে

www.pathagar.com

কামড় দিতে পারে। এত দীর্ঘ গলা এবং সেই তুলনায় এত ক্ষুদ্র মাথা ওয়ালা এতবড় একটা পশুর ওপর আপনি আস্থা আনতে পারলেন কেমন করে?

এত সব আসামঞ্জস্য সত্ত্বেও এ পশুটি আমার বন্ধু। আপনি নীলগাই ও বারা শিংগীদেরকেও আমার হাত চাটতে দেখবেন। আর হাতির সাথে তো ভালোই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আমার। আপনি কি হাতির পিঠে চড়বেন?

ফাহমিদা মুচকি হাসলো। ইউসুফের মনে হলো যেন নারীত্বের মহিমা ও সৌন্দর্যের এক বিশ্বরূপ তার সামনে আবরণমুক্ত হয়েছে। পরবর্তী খাঁচায় ইউসুফের দেখাদেখি ফাহমিদাও হাতে বুট নিয়ে হরিণীদের মুখের সামনে ধরতে গেলো। কিন্তু কোনো কোনো হরিণ দৌড়ে আসতেই সে পিছিয়ে যেতে থাকলো। নীলগাইগুলি ইউসুফকে দেখতেই তার আশেপাশে জমা হয়ে গেলো। সে ঠোঙা থেকে মুঠি ভর্তি ছোলা নিয়ে খাঁচার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল একটা নীলগাই কিছু ছোলা মুখে নিয়ে চিবুতে থাকলে সে আর একটার সামনে হাত বাড়িয়ে দিল। দ্বিতীয়টার সাথে সাথে তৃতীয় আর একটা এসে দুজনে একসাথে তার হাত চাটতে লাগলো।

আপনি একদম ভয় পাচ্ছেন না?

এই পশুদেরকে আপনারও ভয় করা উচিত নয়। আপনার হাত আল্লাহ এমন সুন্দর করে বানিয়েছেন যে ওদের মধ্য থেকে কারোর স্বাভাবিক পশুজ্ঞানও যদি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলেও সে আপনার হাতের কোনো ক্ষতি করার সাহস করবে না।

ফাহমিদা মুচকি হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে নিল এবং নিজের হাত চাদরের নিচে রেখে বললো, না জনাব, ওদের মনোবৃত্তি পরীক্ষা করার জন্য আমি বিপদের মুখে হাত দিতে রাজি নই। হ্যাঁ, চলুন। ওরা বুঝি অপেক্ষা করছে। আপনাকে দেখার পূর্বে আমার মনে হাজারটা প্রশ্ন ছিল। সংখ্যাহীন অভিযোগ ছিল। মনে মনে দোয়া করতাম আল্লাহ যেন আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ করে দেন। এখন কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। মাত্র একটি অভিযোগ এখন মনে আছে, আপনি লা-পাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন কেন? আপনার ফেলে যাওয়া মালপত্রের সাথে আমাদের ঠিকানা রয়ে যাওয়ার বাহানাটা কোনো প্রকারেই যুক্তিসংগত বিবেচিত হবে না। কারণ যদি আপনি অনুভব করতেন আপনার ছোট্ট বোনটা বড়ই পেরেশান হবে তাহলে তখনই আমাদের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারতেন। আপনি কোয়েটায় আমাদের আত্মীয়দের লিখতে পারতেন। আপনি জেনেছিলেন আমার ছোট চাচা মেডিকেল কলেজে পড়া শেষ করে লণ্ডনে গেছেন। আপনি মেডিকেল কলেজে গিয়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন। সেখানে বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র পেতেন যারা আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারতো।

www.pathagar.com

. ইউসুফ হেসে বললো, আল্লাহর কোনো কোনো অনুগ্রহ এমন পথ দিয়ে আসে যে সম্পর্কে মানুষ কখনো চিন্তাও করতে পারে না। দেখুন গাড়িতে আমি নিজের একটি ব্যাগ ভুলে রেখে এসেছিলাম। মহান আল্লাহ ঐ ব্যাগের মধ্যে আমার যে পাণ্ডুলিপি ছিল তা এ মুহূর্তে আমার সামনে দণ্ডায়মান বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে পড়াবার দায়িত্ব নাসরিনের ওপর অর্পণ করেছিলেন। আমি নাসরিনকে ভুলে যাইনি। তবে তার সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাতের ব্যাপারটি আমি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। অন্যান্য জরুরি কাজ শেষ করে নসরিন ও তার নানীকে খুঁজে বের করা যে আমার পক্ষে কঠিন নয় সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু আমার ছাত্র জীবনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। এখন দেখুন সামান্য পেরেশানীর পর আমি কত বড় পুরস্কার পেয়েছি। আল্লাহ আপনার মনে চিন্তার উদ্ভব ঘটিয়েছেন এবং আপনি পত্র লিখেছেন। আমি জানতে পারলাম দুনিয়ায় এমন লোকও আছে যে আগামী দিনের একজন ঔপন্যাসিক ও কথাশিল্পীর ব্যাপারে আগ্রহ রাখেন। এমন একজন কথাশিল্পী যার চারদিকে ঘিরে আছে কেবল অনুৎসাহ ও অসহযোগিতা।

ইউসুফ সাহেব, আমি কেবল আগ্রহই রাখি না বরং বিশ্বাস করি সাহিত্যের যে আঙিনায় আপনি পা রাখতে চাচ্ছেন সেখানে হবেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ফাহমিদা, আপনি বড়ই সৌভাগ্যবতী। আপনার ছোট বোন আপনার সম্পর্কে এত বেশি জানতো এবং আপনাকে নিয়ে এত গর্ব করতো যে আমি নিতান্তই একজন আগন্তুক হওয়া সত্ত্বেও তার সেসব কথায় প্রভাবিত না হয়ে পারিনি। কিন্তু আমার অবস্থা হচ্ছে, এ পর্যন্ত এ দুনিয়ায় মাত্র তিনজন আমাকে জানে। এদের একজন হচ্ছে আমার মা। তাঁর বদৌলতে চারদিক থেকে অনুৎসাহ প্রবণতা সত্ত্বেও এখনো আমার আত্মবিশ্বাস অটুট আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন হচ্ছেন আপনি ও আপনার ছোট বোন নাসরিন। নাসরিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই।

ইউসুফ সাহেব, আম্মীজানকেও আপনার ভক্তশ্রেণীর মধ্যে শামিল করতে পারেন। আপনার গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও সামাজিক পরিবেশ আমার হৃদয়ে অংকিত হয়ে গেছে। আপনার পরদেশী গাছ নিয়ে আমি প্রায়ই চিন্তা করি। আমি ভাবি কোনোদিন কি সেখানে গিয়ে এ গাছগুলি আমি দেখতে পারবো!

ফাহমিদা, আজ কোনো বিষয়ই আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে না। আপনারা ফেরার পথে আমাদের গ্রামের স্টেশনে নেমে আমাদের বাড়িতে কয়েকদিনের মেহমান হবেন, এখন একথাও আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে না। আপনাদের আগমন সংবাদ পাওয়ার আগেই আম্মীজান সেখানে পৌঁছে যাবেন। কয়েকদিন আগে আমি আব্বাজানকে বলেছিলাম, লাহোরের আবহাওয়া আম্মীজানের ওপর ভালো প্রভাব ফেলছে না। সিদ্ধান্ত হয়েছিল বছরে দুতিনবার তিনি কিছুদিনের জন্য গ্রামে গিয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

ফাহমিদা বললো, অনেক কথা গাড়িতে চড়ার পর আমার মনে উঠবে। সম্ভবত আপনিও আমাদের বিদায় দেবার পর কিছু জরুরি কথা বলা বাকি ছিল বলে মনে করবেন। কিন্তু একটি কথা যার পর আর কোনো কথা বলার দরকার থাকে না সেটি হচ্ছে, আজ থেকে আমাদের পরস্পরের জন্য দোয়া করার প্রয়োজন রয়েছে। যেভাবে আমি হঠাৎ নিজের পথ থেকে সরে আপনাদের কাছে এসে গেছি তেমনিভাবে যদি আপনি হঠাৎ আমাদের বাড়িতে চলে আসেন তাহলে আপনাকে দেখে আমাদের বাড়িতে ঠিক তেমনি আনন্দধারা প্রবাহিত হবে যেমন আমাকে দেখে আপনার আম্মীর মনে আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছে।

বিলকিস ওদের আসতে দেখে বললেন, দেখুন কুদসিয়া বোন, ওরা কেমন নিশ্চিন্তে আসছে। আপনি খামখা ফাহমিদার হারিয়ে যাবার আশংকা করছিলেন। এখন উঠুন। আমরা লরেন্স গার্ডেনে নামায পড়বো।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা চিড়িয়াখানার বাইরে চলে এলো। গেটে এসে আমিনাকে দেখলো এবং তার সাথে আর একটি মেয়ে।

ইউসুফ বললো, আম্মীজান আমিনা এখানেও এসে গেছে।

কুদসিয়া নিশ্চিন্তে বললেন, বেটা সে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। তোমার আব্বাজান নিশ্চয়ই বলে দিয়েছেন তারা চিড়িয়াখানার দিকে গেছে। কাজেই সে গাড়ি নিয়ে এদিকে চলে এসেছে। আচ্ছা আমিনা আমাদের মেহমানদেরকে কার না দেখিয়ে কেমন করে থাকতে পারে।

বিলকিস বললেন, সে দাওয়াতের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করার জন্য মনে হয় এসেছে। আমাকে তার সাথে কথা বলতে দিন। তার সাথের মেয়েটি তার কে হয়?

ইউসুফ জবাব দিল, সে আমিনার বৈমাত্রেয় মামু কায়েম দীনের মেয়ে। কায়েম দীন অমৃতসরে আবদুল করিম সাহেবের তিনটি ইঁটের কারখানা দেখাশুনা করতেন। এখন বিগত তিনি বছর থেকে তিনি আমাদের পাশের গ্রামে আবদুল করিম সাহেবের জমি জিরাত দেখাশুনা করছেন। তিনি নিজেও কয়েক একর জমি কিনে নিয়েছেন।

কুদসিয়া বললো, আরে বেটা এর নাম কি কায়েম দীন?

ইউসুফ হেসে বললো, এ কেন কায়েম দীন হতে যাবে মা? এর নাম চেরাগ বিবি। কায়েম দীন এর বাপের নাম।

আরে আমি চেরাগ বিবিকে চিনতে পারিনি। গ্রামে আমাদের বাড়িতে সে কয়েকবার এসেছে। তারপর তার শাদী হয়ে যাওয়ার পর আর দেখিনি। একটা

www.pathagar.com

খবর শুনেছিলাম ছেলেটি বাগদানের দুমাস পরে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল তারপর থেকে দীর্ঘকাল ধরে আর তার কোনো খবর নেই।

আমিনা ও অন্য মেয়েটি ইতস্তত করতে করতে এগিয়ে এলো। কুদসিয়া আনুষ্ঠানিক সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর বললেন, আরে ভাই এখন তো নামাযের সময় হয়ে গেছে। আমরা প্রথমে লরেন্স গার্ডেনের কোনো একধারে নামাযটা পড়ে নেবো তারপর কোনো জায়গায় বসে আরামে কথা বলা যাবে। বেটি আমিনা, তুমি আমাদের বাড়ি হয়ে এসেছো?

জি হ্যাঁ, আমাদের নওকর ফিরে এসে বললো, আপনাদের মেহমান ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজ সাহেবের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত, যিনি আমাদের বাড়িতে ডাকাত পাকড়াও করতে সাহায্য করেছিলেন। আব্বাজী তখনই ইন্সপেক্টর সাহেবের বাড়ির ঠিকানা আনার এবং নিজে গিয়ে তাঁকে সপরিবারে দাওয়াত দেবার জন্য পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু আমি বললাম বরং আমি ড্রাইভারের সাথে যাই এবং আমার বিশ্বাস আমি আম্মীজান ও আপনার তরফ থেকে তাদেরকে দাওয়াত দিলে তারা অস্বীকার করতে পারবে না। অবশ্য আব্বাজান অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং আম্মীজানের ব্যস্ততা ছিল অনেক বেশি তাই তারা চেরাগ বিবিকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিগত কয়েক মাস থেকে সে আমাদের এখানে থাকছে। আপনাদের মেহমানদের সাথে দেখা করার জন্য তার আগ্রহের অন্ত নেই।

চেরাগ বিবি চোখ বড় বড় করে তাদেরকে দেখছিল। তার দৃষ্টি ফাহমিদাকে এত বেশি পীড়িত করছিল যে সে কখনো একদিকে দেখতে থাকতো আবার কখনো নিজের চাদর আরো একটু নিচের দিকে টেনে নিতো। ফাহমিদা, তার মা, চাচী ও কুদসিয়া এক জায়গায় ঘাসের ওপর নামায পড়তে লাগলেন। ইউসুফ আর একটু দূরে নামাযে রত হলো। আমিনা ও চেরাগ বিবি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তারপর তাদের পেরেশানী বৃদ্ধি করার জন্য দুই গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে একদিকে নামায পড়তে থাকলো। নামায শেষ করে মেয়েরা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আমিনা অস্থিরভাবে তাদেরকে দেখছিল।

বিলকিস একটা লম্বা চক্কর কেটে তাদের নিকট দিয়ে যেতে যেতে বললেন, আরে ভাই তোমরা বেড়াবে না?

জি, এই সময়?

বেটি, এখন তো বাতাস একটু আরামদায়ক হয়েছে। এই বয়সে সূর্যোদয়ের আগে তোমাদের এখানে চলে আসা উচিত। দৌড়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে লম্বা নিশ্বাস নেবে। বলা হয় অক্সিজেন থেকে তাজা রক্ত তৈরি হয় এবং রুগ্ন চেহারাও রক্তাভ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

কুদসিয়া বললেন, আপনি দিনের আলোয় আমিনাকে দেখেননি। তার চোহারায় মাশাআল্লাহ্ লালচে আভার প্রাধান্য আছে।

আরে বোন দু'মিনিট রোদে দাঁড়িয়ে থাকলে সবার চেহারা লাল হয়ে যায়।

না বোন, আমি বলতে চাচ্ছি আমিনা বেশ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে।

চেরাগ বিবি কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু কি বলবে সে বুঝতে পারছিল না। যা হোক সে বলে উঠলো, আপা জী, আমিনার গায়ের রং ঠিক এবং তার স্বাস্থ্যও ঠিক আছে। আল্লাহ্ তাকে সব ধরনের নিয়ামত দিয়েছেন। পানি চাইলে ফলের রস এবং দুধও পাওয়া যায়।

সফিয়া বললেন, দেখো বোন দুধ ও ফলের মতো সাদা পানিও আল্লাহ্‌র একটি নিয়ামত। যদি কেউ পানি ত্যাগ করে তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আমিনা একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমি বিশ্বাস করি পানির পরিবর্তে সে কোনো মূল্যবান জিনিস তালাশ করবে না।

দেখো চেরাগ বিবি, তুমি আমার ওকালতী করবে না। আমিনা রাগত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। বিশেষ করে তাদের সামনে যাদেরকে তুমি যথেষ্ট শিক্ষিত মনে করছো এবং যাদের দেখে তুমি বুঝতে পারছো এরা প্রত্যেকটি বিষয় তোমার চেয়ে বেশি জানে।

চেরাগ বিবি বয়সে আমিনার চেয়ে চার বছরের বড় ছিল কিন্তু তবুও সে একথা মনে করে চুপ করে রইলো যে আবদুল করিমের বেটির কাছে তার মার্যাদা একজন আত্মীয়ার পরিবর্তে একজন কর্মচারীর মতই।

বিলকিস বললেন, বেটি তোমার দাওয়াতের ব্যাপারে পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। ইনশাআল্লাহ্ আমরা সবাই দাওয়াতে যাবো।

শোকরিয়া চাচীজান। আগামীকাল তিনিটি মোটর ইউসুফ সাহেবদের বাড়িতে পৌছে যাবে। একটি ইন্সপেক্টর সাহেবের বাড়িতে পৌছিয়ে দেবেন। বাকি দুটি মোটরে করে আপনারা সবাই চলে আসবেন।

বেটি, আমাদের প্রোগ্রাম ছিল সকালে উঠে আমরা তোমার দাওয়াতে যাওয়ার আগে তোমার নতুন কারে চড়ে শাহী মসজিদ, কেল্লা ও জাহাংগীরের মাক্‌বারা দেখে আসবো। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

না, খালাজান। আমি মোটেই ক্লান্ত হবো না। বরং ফাহমিদা বোনের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারবো বলে আমি খুশি হবো।

কিন্তু তুমি ফজরের নামাযের সময় উঠে সূর্যোদয়ের আগে ইউসুফদের বাড়িতে পৌছতে পারবে?

খালাজান, ইনশাআল্লাহ সূর্য ওঠার আগেই আমি আপনাদের কাছে পৌছে যাবো। এখন আমাকে অনুমতি দিন। চলো চেরাগ বিবি আমরা চলি।

www.pathagar.com

তাদের চলে যাবার পরই ইউসুফ বললো, চাচীজান এ লোকদেখানো অভ্যাস ওদের বাড়ির পারিবেশের ফল। নয়তো আমিনা স্বভাবতই একটি ভালো মেয়ে।

চলুন পাহাড়ের ওপর গিয়ে আমরা চন্দ্রোদয় দেখি। এখন বাতাস অত্যন্ত আরামদায়ক হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর তারা ধীরগতিতে পর্বত আরোহণ করছিল। ইউসুফ ও ফাহমিদার গতি ছিল একটু দ্রুত। তারা কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

বিলকিস এক জায়গায় থেমে গিয়ে বললেন, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুক্ষণ থেমে শ্বাস নিতে হবে।

তারা এক জায়গায় কাঠের বেঞ্চের ওপর বসে পড়লেন। ইউসুফ ফাহমিদার সাথে পর্বতের চূড়ায় উঠলো। কিছুক্ষণ ধরে পর্বত চূড়ায় হেঁটে বেড়াবার পর ফাহমিদাকে একটি বেঞ্চের ওপর বসিয়ে দিয়ে ইউসুফ বললো, ফাহমিদা কিছুক্ষণ নিরবে ওদিকে তাকিয়ে থাকো। আমার মনে হচ্ছে তোমার চেহারা চাঁদের চাইতেও বেশি উজ্জ্বল।

ফাহমিদা মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, আমি ভেবেছিলাম আপনি সাধারণ কবিদের মতো করে কথা বলবেন না।

ফাহমিদা, আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমার কথাগুলো ফিরিয়ে নিচ্ছি। আগামীতে আর কখনো বলবো না তুমি কেমন। দেখো একটা শিশুও চাঁদের দিকে তাকিয়ে খুশি হয় এবং লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে ধরতে যায়। তারপর কোনো আঘাত লাগলে সে কাঁদতেও থাকে। কিন্তু তুমি আমাকে এ ধরনের শিশুর খেলা খেলতে দেখবে না। আজ তোমার প্রথম ঝলক দেখার পর জীবনের সফরে আমি এমন সব মনজিল অতিক্রম করেছি যা ছিল আমার কাছে কল্পনাতীত। তুমি কি আমার আম্মীজানের সাথে প্রথম সাক্ষাতে একথা অনুভব করোনি যে তুমি তাঁর জীবনের সুন্দরতম স্বপ্নের তাবির? যদি কখনো সময় পাই তাহলে তিনি কেন এত বেশি আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন সেকথা তোমাকে বুঝাবার চেষ্টা করবো। কিন্তু আমি মনে মনে অংগীকার করেছি তাঁর প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূর্ণ করবো। যদি তিনি অনুভব করে থাকেন একটি মেয়ে জীবনের বিপদসংকুল পথে আমার সহযোগী হতে পারবে এবং আমি তাকে জীবনের যাবতীয় আনন্দ দান করতে পারবো তাহলে সারা দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত এনে আমি তার পদতলে স্তূপীকৃত করে দেব। যদি তুমি অনুমতি দাও তাহলে আমি এ মুহূর্তেই তোমার আম্মীর কানে একথা পৌঁছিয়ে দিতে পারি যে আমি একজন সাদাসিধা গ্রাম্য যুবক। গর্ব করার মতো তেমন কোনো কৃতিত্ব আমার নেই। বড় আকারের কোনো সফলতাও অর্জন করতে পারিনি। কিন্তু যদি আমি অর্ধজগতের অধীশ্বর হতাম তাহলে এখনি নিজের ও তোমাদের সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের এখানে একত্র করতাম এবং তোমার আব্বা-

www.pathagar.com

আম্মার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ঘোষণা করতাম ঃ ফাহমিদার জন্য আমি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সে থাক এখন চলো সবাই মনে হয় পেরেশান হয়ে গেছেন।

ফাহমিদা নিরবে তার সাথে চলতে থাকলো। কয়েক কদম গিয়ে থেমে গেলো সে।

থামুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।

ইউসুফ পিছন ফিরে বললো, জিজ্ঞেস করো।

একথা নিয়ে আবার আপনি কখনো হাসবেন না তো?

কোন কথা?

এই যে কথা এখনি বললেন।

ইউসুফ কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু একদল নারী পুরুষ ও শিশু হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে এলো। সে চুপ করে গেলো। একটু পরে ফাহমিদা বললো, চলুন আমরা ওদিক দিয়ে চক্কর কেটে চলে যাই।

তারা অন্য পথে নিচে নামতে লাগলো। ইউসুফ বললো, ফাহমিদা আপাতদৃষ্টে কথাগুলি হাস্যকর মনে হতে পারে কারণ আজই আমি তোমাকে প্রথম দেখলাম। দেখার মাত্র কয়েক ঘন্টা পর এমন কথা বলে দিলাম যেজন্য দীর্ঘদিন চিন্তাভাবনা বিচার বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আমি তোমার প্রথম ঝলক দেখার এবং প্রথমবার তোমার কণ্ঠধ্বনি শোনার পর অনুভব করেছিলাম, বছরের পর বছর থেকে আমি তোমাকে জানি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তুমিও আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই একথা ভাবোনি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি তোমার সামনে গোস্তাখী করছে।

আপনি আমার জন্য অপরিচিত নন।

ধন্যবাদ। এখন চলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা সফিয়া, বিলকিস ও কুদসিয়া যেখানে বসেছিলেন সেখানে পৌঁছে গেলো। ওদেরকে দেখেই তারা উঠে দাঁড়ালো এবং সবাই একসাথে ফিরে চললো গাড়ির কাছে। তারা বাড়ি পৌঁছে সেখানে আবদুল আজীজ ও মিসেস আহমদকে দেখলো। মাগরিবের নামাযের পর মিসেস আহমদ বাড়িতে আরাম করার সিদ্ধান্ত হঠাৎ বদলে ফেললেন। তিনি আবদুল আজীজ সাহেবের সাথে টাংগায় বসে ইউসুফদের বাড়িতে চলে এলেন। ইউসুফদের ফিরে আসার আধ ঘন্টা পূর্বে তারা ওখানে পৌঁছেছিলেন। মিয়া আবদুর রহিম অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন আবদুল আজীজ সাহেবকে এবং তাঁকে এমনভাবে কথাবার্তায় মশগুল রাখলেন যে আধঘন্টা কোথায় থেকে চলে গেলো তিনি টেরও পেলেন না। কিন্তু মিসেস আহমদকে ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে সময় কাটাতে হলো। কাজেই তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

তিনি বারবার বলছিলেন, এরা কেমন বেকুব, এটা কি একটা ভ্রমণ করার উপযোগী সময়? কিন্তু ইউসুফ এসে যখন মা-জী আসসালামু আলাইকুম বলে সামনে দাঁড়ালো তখন সমস্ত ক্ষোভ অভিযোগ কর্পূরের মতো উবে গেলো। তিনি বললেন, বেটা তোমাদের সাথে না এসে আমি বিরাট ভুল করেছিলাম। আবদুল আজীজ নিজের কাজে চলে গিয়েছিল। সন্ধ্যার আগে তার দেখা পাওয়া যায়নি। ফজলান বিবি ও বাকি সবাই এখানে চলে এসেছিল। আর নওকরটা ছিল এমন যার কথা আমার বোধগম্য ছিল না।

কিছুক্ষণ পর ইউসুফ ও তার আব্বা আবদুল আজীজ সাহেবের সাথে এবং মেয়েরা ও শিশুরা আলাদা আলাদা কামরায় খানা খেলো। খাবার পর আবদুল আজীজ পরদিন আবদুল করিম সাহেবের দাওয়াতে হাজির হবার ওয়াদা করে বিলকিসকে নিয়ে নিজের বাসায় চলে গেলেন। সফিয়া, ফাহমিদা ও তার নানী এখানে থেকে গেলেন।

এশার নামাযের পর তারা দোতলার ছাদে শুয়ে পড়লেন। মিসেস আহমদ কুদসিয়ার সাথে কয়েক মিনিট কথা বলার পর তাকে বললেন, ইউসুফ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো বেটি?

সে মসজিদে নামায পড়তে গেছে। এখনি এস পড়বে।

আচ্ছা বেটি, নওকরকে এখানে তার জন্য চেয়ার দিতে বলে দাও। মসজিদ থেকে আসতেই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। তার কাছ থেকে আমি অনেক কথা শুনতে চাই।

ফাহমিদা বললো, নানীজান আমিও আপনাদের কথা শুনতে পারি।

কুদসিয়া উঠতে উঠতে বললেন, বেটি আমরা সবাই শুনবো। আমি সবার জন্য চেয়ার পাঠাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর ইউসুফ উপরে এলো। মিসেস আহমদের কাছে বসতে বসতে বললো, মা-জী আপনার মাথা টিপে দেই।

না বেটা, আমার মাথা ব্যাথা হয় কে বললো তোমাকে?

মা-জী, মাথা ব্যাথার জন্য মাথা টেপা নয়। আসলে আমি একদিন নাসরিনকে আপনার মাথা টিপে দিতে দেখেছিলাম।

আরে বেটা, তুমি নাসরিন নও। এখানে বসো। আমাকে ডাকাত ধরার পুরো ঘটনা শোনাও।

সফিয়া বললো, মা-জী আমরা সেই মেয়েটিকেও দেখেছি যাদের বাড়ি লুট করার জন্য ডাকাতরা এসেছিল।

কোথায় দেখেছো তাকে?

চিড়িয়াখানায় আম্মীজান।

www.pathagar.com

আরে চিড়িয়াখানায় সে কি করছিল?

আম্মীজান, সে এখানে আগামীকাল আমাদের দাওয়াত দিতে এসেছিল। এখানে এসে যখন শুনলো আমরা চিড়িয়াখানার দিকে গিয়েছি সংগে সংগেই সে তার কার চালিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলো। সে আমাদের কাছ থেকে এই ওয়াদা নিয়ে গেছে যে আগামীকাল আমরা সবাই তার দাওয়াতে শরীক হবো। সকালে সে তার নিজের গাড়িতে করে আমাদের সারা লাহোর শহর ঘুরিয়ে আনবে।

মিসেস আহমদ একটু চিন্তা করে বললেন, তার মানে আমাকে আগামীকাল তাদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে হবে। আবার সকালে ভ্রমণ করার জন্যও তার সাথে যেতে হবে। বেটা ইউসুফ, সে কি ভালো কার চালাতে পারে?

মা-জী ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি তাকে বলে দেবো, চাচা আবদুল আজীজের আত্মীয়দের কারোর গায়ে যদি সামান্য আঁচড়ও লাগে তাহলে এজন্য সর্বনিম্ন শাস্তি হবে-তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল।

ঠিক আছে বেটা, এখন ডাকাতদের কাহিনী শুরু করে দাও। প্রথমে বলো এ ঘটনা কবেকার?

মা-জী, সফর থেকে বাড়ি আসার কয়েকদিন পরে এটা ঘটে। আমি এ ধরনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ওদিকে আবদুল আজীজ সাহেব এর কিছু পূর্বে অন্য কোথাও থেকে বদলী হয়ে আমাদের জেলায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু উনি যে নাসরিনের চাচা বা আপনার সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক আছে তা আমি ঘূর্ণাক্ষরেও জানতাম না।

ঠিক আছে বেটা, এখন আসল কাহিনী শুরু করো।

ইউসুফ ডাকাতদের ব্যাপারে পূর্বাহ্নে খবর পাওয়া থেকে শুরু করে তার গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বিস্তারিত বর্ণনা করতে লাগলো। যখন সে শেঠ দীননাথের কথা বলছিল তখন শ্রোতাদের মধ্যে কথায় কথায় হাসির হুল্লোড় পড়ে যাচ্ছিল।

মিসেস আহমদ বলছিলেন, বেটা আমি বিনা কারণে তোমার মুখ থেকে এ ঘটনা শোনার জন্য অস্থির হয়ে পড়িনি। কিন্তু একটি ব্যাপারে আমার বড়ই আফসোস হচ্ছে।

মা-জী, কি ব্যাপার?

এই যে বেটা নাসরিন এ সময় এখানে নেই। সে থাকলে খুশিতে পাগল হয়ে যেতো।

সফিয়া বললেন, বেটা তোমার জীবনের এমন সব মজার মজার ঘটনা লিখে রাখা উচিত। তোমার যে পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে আছে তা পড়ার পর আমি অনুভব করেছি তুমি যা লিখবে তা সকল বয়সের লোক পছন্দ করবে।

www.pathagar.com

খালাজান আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আমার সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করতে পারি এবং আমার মনের নিভৃত কোণে যে স্বরধ্বনি উচ্চকিত হচ্ছে তা হাজার হাজার লোকের কানে পৌঁছাতে পারি।

মা-জী, আপনিও আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেন আমার বুযর্গদের উচ্চাশা পূর্ণ করতে পারি। আর মা-জী, এমন কি দোয়া আছে যা আপনি আমার জন্য না করে থাকবেন? দিনে রাতে আপনি আমার জন্য যে অসংখ্য দোয়া করেন তার মধ্যে একটি দোয়া আরো বাড়িয়ে নেবেন এবং সে দোয়াটি হচ্ছে, যেসব পাক পবিত্র লোক আমার ওপর আস্থা রাখে এবং আমার এমন সব কথা বিশ্বাস করে যেগুলি আজ অন্যদের কাছে হাস্যকর মনে হয় আমি যেন তাদের মনে ব্যথা না দেই।

সে উঠে দাঁড়ালো। ফাহমিদা তার মায়ের ডান পাশে বসেছিল। তার মনে হলো হঠাৎ তার দৈর্ঘ অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পর নিজের বিছানায় শুয়ে সে মনে মনে বলছিল, ইউসুফ তোমার বলার প্রয়োজন নেই। তোমাকে দেখার আগে আমার বিশ্বাস ছিল তুমি কারোর মনে ব্যথা দিতে পারো না।

কুদসিয়া মেহমানদের সাথে বসে নাশতা করছিলেন। বাইরে মোটর কারের হর্ণ শোনা গেলো। কুদসিয়া তার ছোট্ট মেয়েটিকে বললেন, বেটি বাইরে গিয়ে দেখো, আমিনা হলে তাকে এখানে নিয়ে এসো। সোগরা উঠে শ্লিপার পরছিল। ইউসুফের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

আপনি সোজা ভেতরে চলে যান।

দ্রুত পদশব্দ শোনা গেলো। কয়েক সেকেণ্ড পর আমিনা সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরনে ছিল হালকা বেগুনী রঙের রেশমী পোশাক।

দেখুন আমি ওয়াদা মতো পৌঁছে গেছি। আপনারা এখনো নাশতা শেষ করেননি।

সফিয়া মিসেস আহমদকে সম্বোধন করে বললেন, আম্মীজান এ হচ্ছে আমিনা।

আমিনা আসসালামু আলাইকুম বলে মিসেস আহমদের কাছ ঘেঁসে বসা ফাহমিদার প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করলো। সাধারণ ঘরোয়া পোশাকেও তাকে একজন শাহজাদী মনে হচ্ছিল। কুদসিয়া বললেন, বেটি, বসে পড়ো এবং কিছু খেয়ে নাও। আমরা এখনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

শোকরিয়া খালাজান। আমি ভরপেট নাশতা করে এসেছি।

www.pathagar.com

ঠিক আছে, তুমি বসে বসে সফিয়া বোনের মায়ের সাথে কথা বলো। তোমার সাথে দেখা করার তাঁর খুবই ইচ্ছা ছিল। ফাহমিদা বেটি তুমি উঠে দ্রুত কাপড় পাল্টে নাও।

খালাজান, আমার কাপড় ঠিক আছে। দাওয়াতে যাওয়ার সময় আমি অন্য পোশাক পরে নেবো।

তাহলে আপনারা সবাই আমিনার সাথে গাড়িতে বসে পড়েন। আমি এক মিনিটের মধ্যে এসে পড়ছি। কিন্তু আমিনা বেটি, আমার একটা কথা ভালো করে শোনো, তোমাকে গাড়ি চালাতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে।

একথা বলে কুদসিয়া বৈঠকখানায় চলে গেলেন। সেখানে মিয়া আবদুর রহিম ও ইউসুফ নাশতা শেষে কথা বলছিল। কুদসিয়া বললেন, ইউসুফ তোমাকে মেহমানদের সাথে যেতে হবে।

আম্মীজান, আমিনা তার ড্রাইভারকে আনেনি। তাই আমি আমিনার সাথে বসবো না।

বেটা, আমাদের বেশি লোককে সংগে নেবার জন্য সে ড্রাইভারকে সাথে নেয়নি। তোমাকে তার সাথে বসতে হবে না এর ব্যবস্থা করছি। ওঠো, তৈরি হয়ে নাও। সোগরা আমাদের সাথে যাবে।

ইউসুফ উঠে চলে গেলে কুদসিয়া স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন, এমন ধরনের মেহমানরা বারবার আসে না।

আমি জানি ওরা সাধারণ মেহমান নয়। যদি আমার কিছু করণীয় থাকে তাহলে ভূমিকা ছাড়াই বলে ফেলো।

এই সময়ের জন্য আমি কয়েক জোড়া কাপড় হেফাজত করে রেখে দিয়েছি। তা থেকে মিসেস আহমদ ও সফিয়াকে এক এক জোড়া পেশ করা যাবে। কিন্তু ফাহমিদাকে পেশ করার মতো কোনো তোহফা আমাদের বাড়িতে নেই। ফাহমিদার একটি ছোট বোন আছে তাকেও আমি কিছু তোহফা পাঠাতে চাই। তাই আনারকলির কোনো ভালো দোকানে যান। সেখানে সর্বোৎকৃষ্ট কাপড়ের দুটি উন্নতমানের সেট কিনে আনুন। আমার বিশ্বাস ফাহমিদাকে দেখার পর আপনি তাদের দুবোনের পোশাক নির্বাচনে ভুল করবেন না। বলা হয় তার ছোট বোনও নাকি প্রায় তারই মতো। বয়সে তিন চার বছরের ছোট হবে। ওরা চলে যাওয়ার সময় তোহফাগুলি ওদেরকে পেশ করা হবে। ইউসুফ আপনাকে বলেছে আমাদের সম্পর্ক কিভাবে শুরু হয়েছিল।

হ্যাঁ, এখনই আমরা এ বিষয়ে আলাপ করছিলাম।

কুদসিয়া কামরা থেকে বের হয়ে দেখলেন মেয়েরা সবাই মোটরের আশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ইউসুফ গলির মোড়ে মায়ের ইন্তিজার করছিল। আমিনা ড্রাইভারের সিটে বসে অস্থিরভাবে বাইরে তাকাচ্ছিল।

www.pathagar.com

কুদসিয়া বললেন, বেটা তুমি এখনো ওদেরকে বসাওনি? আম্মীজান আপনি বলেছিলেন আমার ওর সাথে বসতে হবে না। এখন আপনিই ঠিক করে দিন কে কোথায় বসবে।

বেটা, তুমি পেছনের সিটে মিসেস আহমদ ও সফিয়ার সাথে বসে কথা বলতে বলতে যাবে। সোগরাও তোমাদের সাথে চিপার মধ্যে বসে যাবে। সামনের সিটে আমিনার সাথে আমি ও ফাহমিদা বসবো।

ইউসুফ পেরেশান হয়ে বললো, না এ কখনো হতে পারে না। আমি নিজের সাইকেল নিয়ে আপনাকে ও ফাহমিদাকে একটি টাংগায় বসিয়ে দিতে পারি তবুও দুমিনিটের জন্যও আপনার ও ফাহমিদার প্রাণের হেফাজত আমিনার হাতে ছেড়ে দিতে পারি না।

ফাহমিদা মুচকি হেসে বললো, আমি নানীজানকে বলে দিচ্ছি আমিনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইউসুফ সাহেবের সামনের সিটে বসা জরুরি। তাই আপনি ও আমার আম্মী সামনে বসবেন আর পেছনে বসবেন নানীজান আপনার আম্মী ও সোগরা। কিন্তু আপনি দ্রুত বসে পড়ুন। সে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।

তার গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল আমার জানা আছে। পথে তাকে এক দুবার একথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, আবদুল আজীজ সাহেব ফাহমিদার চাচা। তার গাড়ি চালনার কোনো ভুলের কারণে যদি তার আদরের ভাতিজীর গায়ে সামান্য আঁচড় লাগে তাহলে সুন্দর মোটর কারটি আর দ্বিতীয়বার রাস্তায় নামতে পারবে না।

চলুন।

ইউসুফ সফিয়াকে ড্রাইভারের সিটের পাশে বসিয়ে দিল। নিজে তার পাশে বসে পড়লো। বাকি সবাই বসলো পিছনের সিটে। গাড়ি স্টার্ট দিলে মিসেস আহমদ বলে উঠলেন, আরে ভাই এরা সবাই তোমার জন্য ভয় পাচ্ছিল। গাড়ি একটু সাবধানে চালাবে।

জি, আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না।

বেটি আমাকে সত্যি করে বলো এ পর্যন্ত তুমি কতগুলি এ্যাকসিডেন্ট করেছো?

আমিনার চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠলো। অমনোযোগিতার ফলে গাড়ির গতি দ্রুত করে দিল।

মিসেস আহমদ চিৎকার করে উঠলেন, আরে বেটা গতি কমাতে বলো।

আমিনা কারের গতি কমিয়ে দিল। ইউসুফ তাকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন অনুভব করে বললো, মা-জী ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমিনা আজ পর্যন্ত কোনো এ্যাকসিডেন্ট করেনি। আসলে বেখেয়ালীতে তার পা এক্সিলেটারের ওপর চলে এসেছিল।

www.pathagar.com

সফিয়া বললেন, হ্যাঁ মা-জী। ভুল কার হয় না। এখন দেখুন না কেমন সুন্দরভাবে পারদর্শিতার সাথে চালাচ্ছে।

হ্যাঁ বেটি, এখন বেশ ভালো চালাচ্ছো। তবুও আমাদের দোয়া করতে হবে আমাদের নিরাপদে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন তার ধেয়ান অন্যদিকে চলে না যায়। তারা নদী দেখলেন। জাহাংগীরের সমাধি দেখলেন। ফেরার পথে বাদশাহী মসজিদ দেখলেন। কিন্তু যখন কেল্লা দেখার পর্যায় এলো, ফাহমিদা বললো, এবার নানীজান অত্যন্ত ঘেমে উঠেছেন। কেল্লা আমরা আগামীতে কখনো লাহোর এসে দেখে নেবো। এখন ফেরা যাক। আমিনা বোন সত্যি মোটর চালনায় বড়ই পারদর্শী।

বিলকিস বললেন, ইউসুফ সাহেবের মুখ থেকে প্রশংসা শোনার পর মনে হয় আর কারোর শাবাশ নেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।

আমিনা বললো, আজ আকাশে মেঘ না থাকলে আমি আপনাদের আরো অনেকক্ষণ বেড়িয়ে আনতাম।

তুমি চিন্তা করো না বেটি। লাহোরে আমাদের আসা যাওয়া থাকবে। মেঘও আসবে যাবে। আর আল্লাহ্ তোমার আব্বাজানের কারবারে বরকত দান করুন। তিনি নতুন নতুন মডেলের কার কিনতে থাকুন। আমি তো একথাও ভাবছি, কখনো যদি খুব ভালো মওসুমে এখানে আসি তাহলে তোমার কারে চড়ে এখান থেকে জালিন্ধর লুধিয়ানা, দিল্লী ও আগ্রা পর্যন্ত সফর করে আসবো।

জী, আমি আপনাদেরকে রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ার ভ্রমণ করিয়েও আনবো।

ফেরার পথে কার কুদিসয়াদের বাড়িতে থামলো। মেহমানদের আপ্যায়ন করা হলো লেমনের ঠাণ্ডা শরবত দিয়ে। যখন তারা পুনর্বার রওয়ানা হতে লাগলো, ফাহমিদা সফেদ পোশাক পরিধান করে একটি কামরা থেকে বের হলো। তার অতুলীয় সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছিল। ইউসুফ একবার তার দিকে তাকাবার পর তার দৃষ্টি আপনা আপনি ঝুঁকে পড়লো। কুদসিয়া বারবার মনে মনে বলছিলেন, হে আল্লাহ্, এ প্রিয়দর্শিনী মেয়েটিকে কুনজর থেকে বাঁচাও। এর নিষ্কলুশতা এভাবেই অক্ষুণ্ন রেখো।

এখন তারা কারে উঠে আমিনাদের বাড়ির পথে চলছিল।

সফিয়া ইউসুফের সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ আমিনা বললো, খালা, আমার আম্মীর আন্তরিক ইচ্ছা আপনারা কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে মেহমান হিসাবে অবস্থান করবেন।

সফিয়া মুখ ঘুরিয়ে মিসেস আহমদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আম্মীজান শুনলেন আমিনা তিন চার দিন তাদের কুঠিতে আপনাদের মেহমানদারী করতে চায়। যেহেতু তার আব্বাজানের সাথে ভাইজানের পুরানো পরিচিতি আছে তাই আমার কোনো আপত্তি নেই।

www.pathagar.com

মিসেস আহমদ বললেন, আরে বেটি কোনো ভালো সময়ের জন্য এ দাওয়াত মুলতবী করে দাও। এ বেটিকে বলে দাও তোমরা কাংড়ায় যাচ্ছো এবং আমিও তোমাদের সাথে যাচ্ছি। রাতে আমি লুধিয়ানা যাবার এরাদা মুলতবী করে দিয়েছি।

সত্যি নানীজান! বলে ফাহমিদা খুশিতে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

আরে এতটা অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাবার দরকার নেই। তোমরা জানো আমি তোমাদের সংগ ছাড়ছি না। নাসরিনের তো বিশ্বাসই ছিল বাড়িতে পৌঁছার পর আমি আচানক তোমাদের সাথে কাংড়ার পথে রওনা হয়ে যাবো। আর এখন সেই দুষ্টুটা অট্টহাসি দিয়ে বলবে আমি এরাদা মুলতবী করিনি বরং আগে থেকেই আমার প্রোগ্রাম এটাই ছিল।

গাড়ি একটি প্রশস্ত কুঠির লনে থামলো। আমিনার মা এবং আরো কয়েকজন মহিলা বাইরে এসে তাদেরকে উষ্ণ স্বাগত জানালেন। তাদেরকে নিয়ে গেলেন দোতলার একটি বড় কামরায়। সেখানে পনের বিশটি মেয়ে বসেছিল।

আমিনা ড্রাইভারকে হাতের ইশারায় ডেকে বললো, তুমি ঠিক এগারোটার সময় এখান থেকে মিয়া আবদুর রহিমের বাড়িতে যাবে। তাঁকে ছেলেমেয়েদের ও নওকরসহ এখানে পৌঁছে দেবার পর যদি দেখো ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজ সাহেব তখনো আসেননি তাহলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসবে। পথ দেখাবার জন্য ইউসুফ সাহেবদের নওকরকে সংগে নিয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ যাবার আগে আবদুল আজীজ সাহেবরা এখানে এসে গেছেন কিনা ভালোভাবে দেখে নেবে। আর যাবার আগে ইউসুফ সাহেবকেও জিজ্ঞেস করে নেবে। তাঁকে চিনবে তো?

জি হ্যাঁ, তাঁকে চিনি। বিবিজী, তাঁর সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শুনেছি।

কি শুনেছো তুমি?

বড় বড় ডাকাতরা তাঁর নামে কাঁপে।

ডাকাতদের কাহিনী তোমাকে শুনিয়েছে নিশ্চয়ই ফজল দীন?

একটি কাহিনী নাকি? যখনই গ্রাম থেকে আসতো সে নতুন নতুন কাহিনী শোনাতো প্রত্যেকবার।

কিছুক্ষণ পর থেকে মেহমানদের আগমন শুরু হলো। উপরের তলার দুকামরা মহিলা মেহমানে এবং নিচের তলার তিন কামরা পুরুষ মেহমানে ভরে গেলো। মেয়েদের খাবার ব্যবস্থা হলো উপরের একটি প্রশস্ত কামরায়। অন্যদিকে নিচের দুটি বড় বড় কামরায় শহরের বড় বড় ব্যবসায়ী, অভিজাত শ্রেণীর লোকদের এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের খাবার ব্যবস্থা করা হলো। তাদের মেহমানরাও এ দাওয়াতে শরীক হয়েছিলেন। খানা তৈরি করেছিল শহরের শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

বাবুর্চিরা। খাবারের প্রশংসা হচ্ছিল চারদিক থেকে। মেয়েদের মহফিলের মধ্যমণি ছিল ফাহমিদা। সবার দৃষ্টি ঘুরেফিরে তার দিকেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। রশিদাকে কানে কানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, মেয়েটি কে?

সে একজন পুলিশ অফিসারের ভাতিজী।

পুলিশ অফিসার কি এদেশের লোক?

হ্যাঁ, এদেশেরই।

আরে বোন, এর অর্থ হচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি কোনো ইংরেজ টিংরেজ হবেন?

না, তিনি ইংরেজ নন।

বোন, আমিও তাই ভাবছিলাম ইংরেজ মেয়ে এত খুবসুরাত হতে পারে না। তাদের চেহারায় রং আছে কিন্তু নূর নেই।

একটি মেয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বললো, আমিনা তুমি এই মেয়ের মাকে দেখেছো?

হ্যাঁ, ওর ডান দিকে ওর মা দাঁড়িয়ে আছে দেখো।

ওর বাপও কি এসেছে?

না ওর বাপকে দেখতে হলে তোমাকে জালিন্ধর যেতে হবে।

অন্য মেয়েরা হেসে ফেললো। অনুসন্ধিৎসু মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। বললো আসলে আমি জানতে চাচ্ছিলাম তার বাপ দেখতে কেমন। যদি তার রংও তার মায়ের মতই হয়ে থাকে তাহলে আর আমাদের অবাক হবার কোনো প্রয়োজন নেই।

কুদসিয়া আগ্রহ সহকারে তাদের এ আলোচনা শুনছিলেন। বললেন, বেটি তুমি যদি ওর নানীকে দেখো তাহলে আর তুমি মোটেই অবাক হবে না।

যুবতী মেয়েটি বললো, কোথায় ওরা নানী?

একটু ডাইনে দেখো।

মেয়েটি ডান দিকে দেখলো এবং হঠাৎ তার দৃষ্টি মিসেস আহমদের উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে গেলো। তারপর কুদসিয়ার দিকে ফিরে বললো, জি, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। ওই মেয়েটি তার নানীর থেকে অনেক কিছু নিয়েছে। কিন্তু আপনার সাথে ওদের আত্মীয়তা কোন ধরনের?

বেটি, যদি আমি বলি ওই মেয়েটি এবং ওর নানীর সাথে মাত্র গতকাল আমার দেখা হয়েছে তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে?

দীর্ঘাংগী মেয়েটি হেসে উঠলো। মোহতারামা আপনি আমাকে বোকা ঠাওরাবেন না। আপনার চেহারার সাথে ওই বয়োবৃদ্ধা মহিলার চেহারার গভীর মিল আছে।

www.pathagar.com

কুদসিয়া বললো, সফিয়া বোন তাহলে আর একটা কথাও শোনো। এ সাহেবজাদীও একই কথাই বলছে অর্থাৎ আপনার মায়ের সাথে আমার চেহারার গভীর মিল আছে।

বোন, আমরা সবাই সেকথা বলছি। আম্মীজানের চেহারা এবং আপনার চেহারার মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য রয়েছে। কোয়েটায় আম্মীজানকে প্রথমবার দেখে ইউসুফও একথাই বলেছিল।

হ্যাঁ আমাকে সে একথা বলেছিল।

ভোজ পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমন্ত্রিত মেহমানরা একের পর এক বিদায় নিচ্ছিল। রশিদা চেরাগ বিবিকে বললেন, চেরাগ বিবি সফিয়া বেগমের আম্মীকে আমার কামরায় নিয়ে যাও। তাঁর আরামের প্রয়োজন। কুদসিয়া বোন, আপনিও সেখানে গিয়ে একটু আরাম করে নিন। অন্যান্য মেহমানদের বিদায় দেবার পর আমি নিশ্চিন্তে আপনাদের সাথে কথা বলবো।

চেরাগ বিবি মিসেস আহমদের হাত ধরে উঠালো এবং তাঁকে নিয়ে চললো।

কুদসিয়া নিচু স্বরে সফিয়ার কানে কানে বললেন, বোন বাহ্যত চেরাগ বিবির মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখছি না। কিন্তু জানি না আমি তাকে ভালো মনে করতে পারছি না কেন। এখনি আপনার আম্মীর কাছে তার বসাও আমার চোখে ভালো ঠেকছিল না। বোকার মতো কেমন চোখ বড় বড় করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। আল্লাহর শোকর সে অভিজাত মেয়েদের সাথে বসতে চায় এবং আমাদের ফাহমিদার কাছ থেকে দূরে থেকেছে। নয়তো যখন সে চোখ বড় বড় করে তাকাতে থাকে, ফাহমিদা বড়ই পেরেশান হয়ে যায়। আমি দোয়া করি আপনার আম্মীজানও যেন তার কুনজর থেকে সংরক্ষিত থাকেন। চলুন তাঁর কাছে যাই। ফাহমিদার সাথে কথা বলারও তার বড়ই শখ। একটু আস্কারা পেলেই পেরেশান করে দেবে তাকে।

বিলকিস বললেন, আপাজী আপনি চলুন তো দেখি। দুমিনিটি পর যদি সে চুপচাপ বেরিয়ে না আসে তাহলে আমার নাম বিলকিস নয়।

সফিয়া বললেন, আপা কুদসিয়া একটু আধটু লেখাপড়া তো জানে অবশ্যই। আর আজ পোশাকের ব্যাপারে নতুন ফ্যাসনের প্রতিও নজর রেখেছে সে।

লেখাপড়া সম্ভবত দশম শ্রেণীতেই ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট চালাক চতুর।

মিসেস আহমদ ঝিমুচ্ছিলেন। চেরাগ বিবি তাঁকে নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলো।

মা-জী, আপনার পা টিপে দেবো?

www.pathagar.com

আরে ভাই আমি আগেই বলেছি, আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

মা-জী, যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আপনার মাথায় কদুর তেল মালিশ করে দিই। আমাদের হাকিম তারেক আলী সাহেব বলতেন খাঁটি কদুর তেল মালিশ করলে মাথা একদম ঝর ঝরে হয়ে যায়।

আরে জাহান্নামে যাক তোমাদের হাকিম তারেক আলী। ওরা কেন তোমাকে আমার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে?

সবাই কামরার মধ্যে প্রবেশ করলো। কুদসিয়া এগিয়ে গিয়ে বললেন, খালাজান এ তারেক আলী আবার কে?

হবে ওর কেউ। সে তো আমার মাথা খেয়ে ফেললো।

খালাজান, যদি তারেক আলী তার কেউ হয়ে থাকে তাহলে তার তারেকের মাথা খাওয়া উচিত। যাও বিবি, ওনার এখন বিশ্রাম দরকার।

চেরাগ বিবি উঠে দাঁড়ালো। দোপাট্টাটা গায়ে জড়াতে জড়াতে দমকা বাতাসের মতো ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

সফিয়া বললেন, বোন আমি একটা অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। রাগে মানুষের চেহারা লাল হয়ে যায় কিন্তু তার রং ফ্যাঁকাশে হয়ে গিয়েছিল এবং চোখ দুটো ভীত সন্ত্রস্ত গভীর ফিকে দেখাচ্ছিল।

মিসেস আহমদ উঠে বসলেন। কুদসিয়া বললেন, খালাজান আমি দুঃখিত, সে আপনার ঘুম নষ্ট করে দিয়েছে।

আরে বেটি ঘুম কোথায়? আমি তার কথা শুনতে চাচ্ছিলাম না বলে চোখ বুজেছিলাম।

সফিয়া বললেন, আম্মীজান আপনিও কি তাকে অপছন্দ করেন?

বেটি আমার অপছন্দের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে কুদসিয়া তাকে অপছন্দ করে?

কিছুক্ষণ পর্যন্ত তারা কথা বলতে থাকলো। তারপর ইউসুফ দরোজায় উঁকি দিয়ে বললো, আম্মীজান, আব্বাজান কিছুক্ষণ বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলতে থাকবেন। আমার মনে হয় আপনিও কিছুক্ষণ আরাম করে নিন।

না বেটা। বরং তুমি তাঁকে বলে দাও আমি বাড়িতে চলে যাচ্ছি। আর তিনিও যেন ওদের বিদায় হবার পর তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে আসেন।

ইউসুফ ফিরে যাচ্ছিল। মিসেস আহমদ বললেন, বেটা যেওনা, আমি একটা কথা বলতে চাই।

ইউসুফ ভেতরে প্রবেশ করলো এবং চেয়ারে বসতে বসতে বললো, মা-জী বলুন।

বেটা, তোমাকে নসিহত করার অধিকার আমার আছে, তাই না?

মা-জী আমার হামেশা আপনার নসিহতের প্রয়োজন হবে।

www.pathagar.com

বেটা, আমার একটি কথা মনে রাখবে, জীবনে তোমার জন্য সেটিই ভালো হবে যা তোমার মা ভালো মনে করে। সে এতই সরল যে অন্যের সামান্যতম সদগুণও তার কাছে প্রিয়। সে যদি কাউকে ভালো না মনে করে তাহলে তোমার মনে যেন কখনো এ চিন্তা না জাগে যে সে তোমার শুভাকাংখী হতে পারে।

আমি জানি মা-জী এবং আম্মীজানও জানেন কাউকে পছন্দ বা অপছন্দ করার আগে আমি আম্মীজানের চেহারার দিকে তাকাই। আমি জানতাম এ বাড়ির কোনো কোনো লোককে দেখে আপনারা খুশি হবেন না। কিন্তু আব্বাজানের কারণে আম্মীজানকে এবং আম্মীজানের কারণে আমাকে কিছুটা মেনে নিতে হয়েছে আর সম্ভবত আমার কারণে আপনাদের কিছু পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে।

আরে বেটা তুমি কি বলছো? আমি তো এখানে এসে খুব খুশি হয়েছি। আমার মনে এমনি এ চিন্তা জেগেছে যে তোমার মতো সদাচারী লোকদের অনেক ভেবেচিন্তে কারোর প্রতি আস্থা স্থাপন করা উচিত। কারণ যারা ভালো মনের অধিকারী হয় সামান্য এদিক ওদিক হলে খারাপ লোকদের আসল চেহারা তাদের চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মা-জী, আমার আম্মীর চেহারা আমার জন্য একটি আয়না। সেখানে প্রত্যেক ভালো ও মন্দের আসল রূপ আমি দেখে নিই।

রশিদা আমিনার সাথে কামরায় প্রবেশ করলেন। বললেন, খালাজী! সেই বেকুবটি আপনাকে পেরেশান করেনি তো? আসলে আমারই ভুল হয়ে গেছে। আমিই তাকে আপনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলাম।

না বেটি, আমার অমনোযোগিতার কারণে সে নিজেই পেরেশান হয়েছে। আসলে সে আমাকে খুশি করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তোমাদের সুস্বাদু ভোজের প্রভাবে আমার ঘুমঘুম ভাব দেখা দিয়েছিল এবং আমি তখনই ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছিলাম। সে আমার মাথায় মালিশ করার জন্য কোনো হাকিমের কদুর তেলের প্রশংসা জুড়ে দিয়েছিল। আমি সম্ভবত হাকিম সাহেবের ব্যাপারে কিছু বলেছিলাম। এ সময় এরা সবাই এসে পড়েছিল। সম্ভবত বিলকিসের কোনো কথা তাকে নারাজ করে দিয়ে থাকবে। অবশ্যই সে ভালো মেয়ে এবং আমি যাবার পূর্বে অবশ্যই তার শোকরিয়া আদায় করবো।

আমিনা বললো, মা-জী! সেই বেওকুফকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সে নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক বেশি পেরেশান করে থাকবে।

না বেটি, আমাদের খাতিরে তোমাকে তার সাথে প্রীতিপূর্ণ আচরণ করতে হবে। আমি অনুভব করছি তোমরা সবাই ঠিক নিয়ম মতো নামায পড়ো না। তাকেও ঠিক মতো নামায পড়াও। সে নিজেও খুশি হবে এবং তোমাদেরকেও খুশি করবে।

www.pathagar.com

রশিদা বললেন, খালাজান! আমি আমিনার আব্বার পক্ষ থেকে আবেদন নিয়ে এসেছি, আপনারা কাংড়া থেকে ফেরার পথে আমাদের এখানে অন্তত এক সপ্তাহ অবস্থান করবেন। আমিনা আপনাদেরকে আপনাদের ইচ্ছামতো সব জায়গা থেকে ঘুরিয়ে আনবে।

বেটি, এতোদিন অবস্থান করার ওয়াদা আমি করতে পারছি না। তবে এতটুকু বলতে পারি আমি আসবো অবশ্যই আসবো।

আমি বলছি কি আপনারা সবাই আসবেন। সফিয়া এবং তাঁর মেয়েও।

আরে ভাই, সফিয়ার কাছ থেকে সম্ভবত তুমি আগেই ওয়াদা নিয়ে নিয়েছো। তবে তার জন্য এক সপ্তাহ মনে হয় কঠিন হবে।

সন্ধ্যায় কুদসিয়া, ইউসুফ, আবদুল আজীজ এবং তার স্ত্রী বিলকিস মেহমানদের বিদায় দেবার জন্য রেলওয়ে স্টেশনে চলে এসেছিলেন। মেহমানরা সেকেন্ড ক্লাসের মহিলা কামরায় বসে পড়লে কুদসিয়া তার নওকরের হাত থেকে একটি গাঁঠরী নিয়ে মিসেস আহমদকে পেশ করে বললেন, এই সামান্য ছোট একটা তোহফা গ্রহণ করুন। সবুজ রঙের রেশমী রুমালে আবৃত দুজোড়া পোশাকের একটি আপনার এবং একটি সফিয়া বোনের জন্য। আর সাদা রুমালে বাঁধা পোশাকগুলি ফাহমিদা ও নাসরিনের জন্য। আমি আপনার জন্য দুশিশি আতরও আনিয়েছিলাম। কিন্তু কোয়েটা থেকে আপনি ইউসুফের হাতে আমার জন্য যে আতর পাঠিয়েছিলেন এগুলি সে পর্যায়ের নয়। তবুও আমার এ তোহফা গ্রহণ করুন। আমার নিজের বাড়িতে আপনাদের জিনিসপত্রের মধ্যেও আমি এগুলি রেখে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার ভয় ছিল যদি খালাজান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে দেন। আপনি সবার সামনে আমাকে লজ্জিত করবেন না এই আশায় এখানে এসে এ তোহফা পেশ করছি।

আরে বেটি, বুঝি না তুমি আমাকে এতটা ভীতিপ্রদ ভাবতে গেলে কেন? ফাহমিদা, এ তোহফা তোমার সুটকেসে সতর্কতার সাথে রেখে দাও। আমি ধীরে সুস্থে এগুলি দেখবো। আর সফিয়া তুমি চুপ করে বসে আছো কেন? তোমার বোনের শোকরিয়া আদায় করো।

কুদসিয়া বললেন, খালাজান সফিয়ার শোকরিয়া আদায় করার প্রয়োজন নেই। তিনি না দেখেই আমার তোহফা গ্রহণ করে নিয়েছেন আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে!

ইউসুফ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আবদুল আজীজের সাথে কথা বলছিল। গাড়ি সিটি বাজালো। তারা নিকটে চলে এলো। সফিয়া দরোজায় এসে দাঁড়ালো। গাড়ি চলতে শুরু করলে তারা পরস্পরকে আল্লাহ হাফেজ বলতে লাগলো।

www.pathagar.com

ইউসুফ গাড়ির কামরার সামনে সবার পেছনে দাঁড়িয়েছিল। বিলকিস, আবদুল আজীজ ও কুদসিয়া হাত নেড়ে নেড়ে মেহমানদের বিদায় জানাচ্ছিল। ফাহমিদা তাকিয়েছিল। গাড়ি কিছু দূর চলে গেলে ইউসুফ মনে মনে আল্লাহ হাফেজ বলতে বলতে একটি হাত উঁচু করলো।

আবদুল আজীজ ইউসুফ ও তার মাকে গাড়িতে করে তাদের বাড়িতে পৌছে দিলেন। বিদায় নেবার সময় আবদুল আজীজ বললেন, আমি ড্রাইভারকে বলে দিয়েছি আগামীকাল থেকে সে তোমাকে নিয়মিত ড্রাইভিং শেখাতে থাকবে। এ জন্য তুমি সকাল বা সন্ধ্যার যে কোনো দুঘন্টা সময় ঠিক করে নিতে পারো। আমি সকালে ফজরের নামাযের পরে ড্রাইভারের সাথে নাশতা খেয়ে তাকে নিয়ে বের হয়ে পড়বো। এ সময়টা তার জন্য কষ্টকর মনে করলে সে চাইলে আসরের পর বের হওয়া যাবে।

ড্রাইভার বললো, জনাব সকালের প্রোগ্রামই ভালো হবে।

ঠিক আছে, তুমি আগামীকাল নয়, পরশু থেকে শুরু করো।

পরদিন সকাল দশটা। ইউসুফ তার কামরায় লেখাপড়া করছিল। মা প্রবেশ করলেন। একটি প্যাকেট ইউসুফের টেবিলে রেখে বললেন, আমি বাড়ি পৌছে প্যাকেটটি ট্রাংকের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। তুমি সকালে বের হয়ে যাবার পর এটা খুলে ছবিগুলি দেখলাম। নাসরিন ও ফাহমিদার চেহারায় অনেক মিল দেখছি। কিন্তু ফাহমিদা এমনি অপরূপ সুন্দরী যে তার কোনো ছবি তার মতো হতে পারে না।

ইউসুফ বাহ্যিক অমনোযোগিতার সাথে ছবিগুলি একবার নাড়াচাড়া করে আবার রেখে দিল প্যাকেটের মধ্যে। তারপর হেসে বললো, আম্মীজান আসল ব্যাপার হচ্ছে, ক্যামেরার নিষ্প্রাণ চোখে মমতার সঞ্চার হতে পারে না। আর আপনি তো ফাহমিদা এবং তার নানীর মনেও সম্ভবত এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তার জন্য আপনার মমতা কারোর চেয়ে কম নয়। কিন্তু আম্মীজান, আপনি তাকে দেখেই কেঁদে ফেলেছিলেন কেন?

বেটা, ওটা ছিল আনন্দের অশ্রু। আমি অনুভব করছিলাম আমি যেন দীর্ঘদিন ধরে তাকেই তালাশ করে ফিরছি। একথাও অবাক করার মতো, তার মা ও নানী আমার কাছে এক মুহূর্তেই জন্যই অপরিচিত মনে হয়নি। আমি এর কারণ বলতে পারবো না। তবে আমি অনুভব করেছিলাম ওরা আমারই। ওদের সবার চোখে আমি দেখেছিলাম তোমার জন্য প্রীতি ও মমতা। তাদের কাছ থেকে তুমি ভালোবাসা পাবে বলে ধারণা করেছিলাম। বেটা, সম্ভবত আগে হলে তোমাকে আমি একথা বলতাম না কিন্তু এখন একথা বলতে আমার মোটেই দ্বিধা নেই যে, ওদেরকে দেখার আগে একটি ব্যাপারে আমার ভয় ছিল।

কোন ব্যাপারে আম্মীজান?

www.pathagar.com

এটা, আমার ভয় ছিল আমি যেন এতটা অসহায় না হয়ে পড়ি যার ফলে তোমার আব্বাজান কোনোদিন তোমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে এমন কোনো ফায়সালা করে বসবেন যার প্রতিক্রিয়ায় আমার আত্মার চিৎকার আকাশে পৌঁছে গেলেও আমার ঠোঁট নড়ার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

আম্মীজান, আপনি কখনো অসহায় হবেন না। আপনার কোনো সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত হতে আমি দেবো না। সারা দুনিয়ার প্রতি যদি আপনি আস্থাহীন হয়ে পড়েন তাহলেও আমার প্রতি আস্থা হারাবেন না।

বেটা, তোমার প্রতি আমার আস্থা আছে। কিন্তু আমি কেবল ভয় করছি তোমার আব্বাজান কখনো দুনিয়াদারীর চক্করে পড়ে না যান। কিন্তু এ ধরনের কথা আমার বলা উচিত নয়।

ইউসুফ হাসলো। বললো, আম্মাজান যে কথা আপনি বলতে চান তা আপনার চেহারায় লেখা আছে। আপনি বলতে চান দুনিয়াদারীর চক্কর আব্বাজানকে মিয়া আবদুল করিমের দিকে ঝুঁকিয়ে দেবে তাই না? কিন্তু আমার নিজের হিম্মতের চাইতে বেশি বিশ্বাস করি আপনার দোয়ার ওপর। আর আপনার দোয়া আমাকে কখনো এমন পথে যেতে দেবে না যা আপনি পছন্দ করেন না। আম্মীজান, জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি নিজের সম্পর্কে আপনার যে সমস্ত দোয়া শুনে এসেছি তার মধ্য থেকে একটি বারবার উচ্চারিত দোয়ার ফলে একটি নিষ্কলুশ অনিন্দ সুন্দরী মেয়ের ছবি আমার মানসপটে ভেসে উঠতো। তার সাথে এখন আপনার সাক্ষাত হয়ে গেছে। আমিও তাকে দেখেছি। আপনার দোয়া এত বেশি প্রভাবশালী ছিল যে এই সরল সদাচারী মেয়েটিও জানে আমি আমার সকল কৃতিত্ব সহকারে একমাত্র তারই জন্য। তার পিতামাতাকে কোনোদিন আমার এ কথা বলতে হবে ঃ সময়ের বিবর্তনে ঘটনাক্রমে সাফল্যের মনজিলে পৌঁছার পথ আমার জন্য যদি দীর্ঘায়িত হয়ে যায় তাহলে সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, এটিই হবে আমার সবচেয়ে বড় নির্ভরতা। দ্বিতীয় মেয়েটি অর্থাৎ আমিনার ব্যাপারে যদি আপনার মনে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা অথবা আব্বাজানের আমার ব্যাপারে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থেকে তাকে তাহলে অতি দ্রুত তা দূর হয়ে যাবে। আমি কোনোদিন সরাসরি তার সাথে এ নিয়ে কথা বলবো। আপনি এবং তার মা সে কথা শুনতে পারবেন। আর প্রয়োজন হলে আবদুল করিম সাহেবের সাথেও কথা বলবো। আমার জন্য এটা মোটেও কোনো জটিল বিষয় নয়।

বেটা, যখন তোমার মুখের দিকে তাকাই, আমার সমস্ত পেরেশানী দূর হয়ে যায়।

আম্মীজান, তাহলে আমার দিকে তাকাতে থাকেন। পেরেশান হন কেন?

আরে বেটা, তোমাকে দেখার জন্যই তো আমি জীবিত আছি। তবে এই ছবিগুলি এখন তোমাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। তারা গাড়িতে রওনা হবার পর

www.pathagar.com

আমার মনে এ চিন্তার উদয় হয়েছিল যে তাদেরকে বলি একদিন ইউসুফকেও কাংড়া ভ্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে দেবো।

না আম্মীজান, এখন নয়। এখন আমাকে অনেক কিছু করতে হবে।

বেটা, কোনোদিন তুমি আবার সবকিছু থেকে নির্লিপ্ত হয়ে যাবে না তো?

আপানি কি বলছেন আম্মীজান? যে ছেলের জন্য আপনার মতো মা দোয়া করতে থাকেন সে কি কখনো নির্লিপ্ত ও উদাসীন হয়ে যেতে পারে?

মা তার হাত ধরে ঠোঁটে লাগালেন। তারপর তার কপালে চুমো দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাকে প্রত্যেক ময়দানে সফলতা দান করুন। তখন আমি তোমার সাথে অনেক দূর বেড়িয়ে আসবো। তারপর সেই আনন্দের দিনগুলোও আসবে যখন ফাহমিদা আমাদের সাথে থাকবে।

ইউসুফ একটু চিন্তা করে বললো, আম্মীজান ফাহমিদাকে না দেখে আপনার মনে তার চিন্তার উদয় হলো কেমন করে?

যখন তুমি নাসরিনের কথা বলছিলে তখন আমি মনে মনে বলছিলাম, আহা যদি তার কোনো বড় বোন থাকতো! তারপর যখন তোমার আলোচনা থেকে জানলাম তার একটি বড় বোন আছে এবং নাসরিন নিজে ও তার নানী উভয়ই তার প্রশংসা করলেন তখন সংগে সংগেই আমার মনে এ চিন্তার উদয় হলো যে মনে মনে যে মেয়ের ছবি এঁকে আসছি এ সেই মেয়ে হতে পারে। নাসরিনের প্রথম চিঠিতে তার হাতের লেখা কয়েকটি বাক্য পড়ার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন। কিন্তু বেটা তোমার বিরুদ্ধে আমার একটি অভিযোগ। লেখাপড়ার ব্যাপারে তুমি তোমার আব্বাজানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করছো না।

আম্মীজান, বি.এ. এর ফলাফল দেখার পর আমার বিরুদ্ধে আব্বাজানের আর কোনো অভিযোগ থাকবে না।

বেটা, যদি তুমি পরীক্ষায় বিরাট সফলতা অর্জন করতে পারো তাহলে তোমার আব্বাজান ও আমি ফাহমিদাদের বাড়িতে যাবো। আমার বিশ্বাস বিলকিস এবং তার স্বামীও আমাদের জন্য সুপারিশ করবে।

কিন্তু আম্মীজান, বি.এ. পাশ করার পর আমি মনে মনে যে প্রোগ্রাম তৈরি করেছি তা সফল করার জন্য আমাকে দু-চার বছর অনেক কাজ করতে হবে।

বেটা, তোমার কথা বুঝি। কিন্তু তার বাপমায়ের সম্মতি লাভ করাই আমার উদ্দেশ্য। এ ধরনের একটি পুত্রবধূর ইন্তিজারে আমার দুচার বছর একটি মধুময় স্বপ্নের মতো কেটে যাবে। আর তুমি একাগ্রতার সাথে নিজের কাজ শেষ করতে পারবে। তাছাড়া আমি তাকে পত্র লিখবো। ঈদে তোহফা পাঠাবো। আর শয়নে জাগরণে তোমাদের দুজনের জন্য দোয়া করবো। সেগুলি আমার জন্য হবে অতি আনন্দের দিন।

www.pathagar.com

দশ দিন পরে কুদসিয়া একটি খামে দুটি চিঠি পেলেন। একটি সফিয়ার লেখা এবং দ্বিতীয়টি নাসরিনের লেখা ইউসুফের নামে। সফিয়া তার চিঠিতে নিজের ও ফাহমিদার পক্ষ থেকে তাদের মেহমান নওয়াজী ও তোহফার জন্য শোকরিয়া আদায় করেছিলেন। তারপর লিখেছিলেন, বোন, আপনি শুনে অবাক হবেন গাড়ি যখন বাটালা পার হয়ে একটি স্টেশনে থামলো, ফাহমিদা একটি কারখানার উঁচু উঁচু চিমনিগুলি দেখে বলে উঠলো, এই স্টেশনের পূর্ব দিকে ইউসুফ সাহেবদের গ্রাম। আমরা ডানদিকে গাড়ির জানালা দিয়ে পূর্ব দিকে দেখতে লাগলাম। তিনজন শিখ মহিলা ঐ স্টেশন থেকে আমাদের কম্পার্টমেন্টে উঠেছিল। তারা আমাদের কথায় কৌতূহল প্রকাশ করতে লাগলো। যখন আমি আপনাদের গ্রামের নাম উচ্চারণ করলাম, তাদের একজন বললেন, বোন যদি আপনাদের ঐ গ্রামে যেতে হয় তাহলে এখানেই নেমে যান। সামনের স্টেশন থেকে এ গ্রাম অনেক দূর হয়ে যাবে।

আমি বললাম, না আমরা ওখানে যাবো না। আমরা কেবল জানতে চাই গ্রামটি কোন দিকে। এক যুবতী দ্রুত আমাদের কাছে এলো। সে তার হাত বাড়িয়ে একদিকে ইংগিত করে বললো, ঐ দেখুন ঐ সামনে আমাদের গ্রামের একটি বড় গাছ। আর আপনারা যে গ্রামের কথা বলছেন সেটি রয়েছে ঐ গ্রামের একটু ডানদিকে। সেখানে আপনারা কাউকে জানেন?

হ্যাঁ বেটি, আমরা মিয়া আবদুর রহিম, তাঁর ছেলে ইউসুফ এবং তাঁর বেগম কুদসিয়াকে ভালোভাবে চিনি। একথা শুনে অন্য দুই মহিলাও আমাদের কাছে এসে বসলো। তারা মিয়া সাহেবের পরিবার সম্পর্কে কথা বলতে লাগলো। ফাহমদা হঠাৎ যুবতী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা কি এখান থেকে পরদেশী গাছ দেখতে পারি?

জী, সেগুলি রয়েছে একটি বড় গ্রামের পেছনে।

ফাহমিদা জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা পরদেশী গাছের বিশেষত্ব কি?

সেগুলি অতি প্রাচীন গাছ। কোথাও বহু দূরবর্তী এলাকা থেকে এখানে চলে এসেছিল। ক্লান্ত হয়ে এখানেই থেমে বসে পড়েছিল।

ফাহমিদা বললো, না ঠিক ক্লান্ত হয়ে নয় বরং অতি প্রত্যুষে এক বৃদ্ধা মহিলা চাক্কিতে আটা পিষছিল। সে বাইরে দেখলো গাছগুলো দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সে দোহাই দিতে লাগলো। তাতে গাছগুলো সেখানেই থেমে গেলো।

ফাহমিদা জিজ্ঞেস করলো, একথা কি সত্য, অনেক গাছের কোটরে সাপ বাস করে?

www.pathagar.com

হ্যাঁ কেবল সাপই নয়, ভয়াবহ জংলী বিল্লীও আছে। একটি বিল্লী এত বড় ছিল যে সে দুটি কুকুরকে মেরে ফেলে দিয়েছিল। আমাদের একটি দামী কুকুরকে মারাত্মকভাবে জখমী করে দিয়েছিল।

ফাহমিদা জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের গ্রাম কি ইউসুফ সাহেবদের গ্রামের পূর্ব দিকে? পরদেশী গাছ কি সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে?

জি হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। মনে হয় আপনারা আমাদের এলাকা দেখেছেন?

আচ্ছা বোন আগে একথা বলুন সরদার বেলা সিংয়ের সাথে আপনাদের কোনো সম্পর্ক আছে?

জি হ্যাঁ, তিনি আমার পিতা। আমার নাম অজিত কোর।

বয়স্ক মহিলাদের একজন বললো, বেটি তুমি যদি এত কিছু জানো তাহলে নিশ্চয় মিয়া আবদুর রহিমের পরিবারের সাথে তোমাদের কোনো আত্মীয়তা আছে? যখন আপনারা তাদের বাড়িতে আসবেন আমাদেরকে একটু খবর দেবেন।

আমি এমনিই প্রশ্ন করলাম, আপনি তাদের ছেলে ইউসুফকে নিশ্চয়ই ভালো করে জানেন?

জি, তাকে কে জানে না বলুন। ভালো লোকেরা তাকে পূজা করে এবং খারাপ লোকেরা তার ছায়া দেখেও ভয় পায়।

এদের সাথে বেশ মজার আলোচনা হলো। কিন্তু পরের স্টেশনে তারা নেমে গেলো।

পরদেশী গাছের আলোচনার ফলে আম্মীজান আপনাদের গ্রামের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। যদি আগস্ট মাসের শেষ দিনগুলিতে আপনি গ্রামে থাকেন তাহলে আমরা ফেরার পথে আপনাদের গ্রামে অবশ্যই যাবো। যদি কোনো প্রোগ্রাম থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। এটা কি সম্ভব নয়, কোনোদিন চুপিচুপি আপনি ধর্মশালায় পৌঁছে গেলেন এবং আমাদের পুরো বাড়িটা ঈদের মতো আনন্দ উৎসবে মেতে উঠবে?

আপনার বোন সফিয়া।

নাসরিন তার চিঠিতে লিখেছিলঃ

আমার প্রিয় খালাজান,

আপা ফাহমিদা যখন আপনার মূল্যবান তোহফা আমাকে দিলেন, দেখলাম আমার আব্বু আম্মু আমার জন্য যে রং পছন্দ করে সেই একই রং। আপু বলছিলেন আপনি এমন এক মুরব্বী যিনি ছোটদেরকে না দেখেই ভালোবেসে ফেলেন। ইউসুফ ভাই যখন নানীজানকে বলছিলেন আপনার চেহারা আমার আম্মীর সাথে হুবহু মিলে যায় আসলে তখন আমিও আপনাকে ভালোবাসতে শুরু

www.pathagar.com

করে দিয়েছিলাম। ইউসুফ ভাইজানের প্রতি আমি অত্যন্ত নারাজ। আপনি তাঁকে একটু বকে দেবেন কেন তিনি ছোট বোনের খোঁজ নেবার চেষ্টা করেননি? ফাহমিদা আপা কোনো পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ পড়েছিলেন এবং তারপর কলেজের প্রিন্সিপালের নামে আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিলেন, তাই না তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম। আমি যখনই ভাবতাম, ইউসুফ ভাইজান আমাকে ভুলে গেছেন আমার কি যে কষ্ট হতো! খালাজান, আমি বেশি কষ্ট তখনই পেয়েছিলাম যখন শুনেছিলাম আমার সিংহ দিল ভাইজান দুর্ধর্ষ ডাকাত পাকড়াও অভিযান চালিয়ে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন অথচ আমি তার বিন্দু বিসর্গও জানি না। আর যখন জানলাম চাচাজান তাঁকে ভালোভাবে জানেন তখন আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল তাঁর প্রতি। খালাজান, আপনাকে দেখার বড়ই ইচ্ছা। আপা, আম্মী ও নানীজান যখন আপনার কথা আলোচনা করেন এবং এমন ভাবখানা দেখান যেন আমি ইউসুফ ভাইজানকে আদৌ জানিই না তখন আমার কলিজা ফেটে যাবার উপক্রম হয়। খালাজান, আপনি কিছু মনে করবেন না আমি এমনি বলেছি আমার মনে কষ্ট দেবার জন্য ভাইজানকে আপনি বকে দেবেন। আসলে তাঁর প্রতি আমি মোটেই নারাজ নই। আর আমি কখনো নারাজ হতেই পারি না। খালাজান, ভাইজানের তো ছুটি আছে আর কাংড়ার মওসুমও অনেক ভালো। আপনি এমনও করতে পারেন ভাইজানের সাথে এখানে চলে আসতে পারেন অথবা ভাইজানকে পাঠিয়ে দিন তিনি আমাকে আপনার কাছে নিয়ে যাবেন। আপনাকে দেখার আনন্দে আমি লাহোরের গরম অনুভবই করবো না, এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি। ভাইজানকে বলবেন, ট্রেনে সফর করার সময় আমার জন্য দোয়া করার যে ওয়াদা তিনি করেছিলেন তা নিশ্চয়ই তিনি ভোলেননি, আমি কিন্তু প্রত্যেক নামাযের পর তাঁর জন্য দোয়া করছি।

প্রিয় খালাজান, এবার আমি ভাইজানের সাথে সাথে আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও দোয়া করবো। ফাহমিদা আপা আপনাদের সবাইকে সালাম জানাচ্ছেন।

আপনার মেয়ে
নাসরিন

নাসরিনের চিঠি আসার পর প্রায় এক সপ্তাহ ধরে অবসর সময়ে কুদসিয়া সফিয়া, মিসেস আহমদ ও নাসরিনের কাছে চিঠি লিখতে লাগলেন। তারপর লিখলেন ফাহমিদার কাছে। কিন্তু সেটা পছন্দ হলো না। তাই ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। সেদিন ছিল ভীষণ গরম। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার করে এলো প্রচণ্ড আঁধি এবং এই সাথে মুশলধারে বৃষ্টি। সকালটা হয়ে উঠেছিল বড়ই মনোরম। শির শির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। কুদসিয়া উপরের কামরায় চলে গেলেন। বলে গেলেন, আমি আরাম করতে যাচ্ছি, যতক্ষণ আমি নিজে না জেগে উঠি কেউ যেন আমাকে জাগাবার চেষ্টা না করে।

www.pathagar.com

ইউসুফ কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। ফিরে এসে মায়ের হুকুম শুনে পেরেশান হয়ে গেলো। বোন সোগরাকে বললো, চুপিসারে গিয়ে দেখে এসো মায়ের শরীর ঠিক আছে কিনা।

সে ফিরে এসে বললো, ভিতর থেকে শিকল লাগানো আছে।

তুমি আস্তে করে আওয়াজ দাওনি?

জি না।

ইউসুফ দৌড়ে উপরে উঠে গেলো। উপরের দুটি বড় কামরার একটির দরোজায় আঘাত করতে করতে ডাকলো, আম্মীজান, আম্মীজান।

মা ভেতর থেকে বললেন, আমি ভালো আছি বেটা। নওকরকে খানা টেবিলে দিয়ে দিতে বলো। আমি আসছি।

আম্মীজান, আপনি আজও চিঠি লিখছেন?

হ্যাঁ বেটা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটা আমি আজ লিখছি। বাস আর সামান্য বাকি আছে। একটু পরে এসে আমার লেখা চারটি চিঠি একবার পড়ে দেখবে। খামের ওপর ঠিকানা লিখে ওগুলি আজই পোস্ট করে দেবে।

চতুর্থ চিঠিটা কার নামে আম্মীজান?

তুমি জানো ওটা কার নামে। এখন যাও। নয়তো অনেক কথা লিখতে ভুলে যাবো।

আমি যাচ্ছি আম্মীজান। তবে আমি জানি আপনি কোনো কথা লিখতে ভুলে যাবেন না।

দুপুরের আহার শেষে ইউসুফ একটি বই হাতে নিয়ে বৈঠকখানায় শুয়ে পড়লো। মা কামরায় প্রবেশ করলেন। চারটি ভরা খাম টেবিলের দেরাজের মধ্যে রাখতে রাখতে বললেন, বেটা আরাম করার পর চিঠি চারটি ভালো করে পড়ে নিয়ো। উপরের চিঠিটা আমি এইমাত্র শেষ করেছি। অত্যন্ত সর্তকতার সাথে ওটা পড়বে। কোনো ভুলটুল থাকলে সংশোধন করে দেবে। ফাহমিদার সামনে কেউ আমাকে নিয়ে কথা বলবে তা আমি চাই না।

আম্মীজান, আপনি এখানে বসুন। আমি আরাম করার আগে ঐ চিঠি আপনার সামনে পড়বো। কারণ যে ফাহমিদাকে আমি জানি তার সামনে কেউ আপনাকে নিয়ে কথা বলতে পারবে না।

মা দেরাজ খুলে ইউসুফের হাতে পত্র দিয়ে তার কাছে বসে পড়লেন। ইউসুফ উঠে নিরবে পত্র পড়তে লাগলো। কুদসিয়া লিখেছিলেন, আমার পিয়ারী বেটি, আমার চোখের শীতলতা, কেমন আজব ব্যাপার! যার আওয়াজ শোনার জন্য কান

www.pathagar.com

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সে অকস্মাত খামুশ হয়ে যায়। তুমি আমাকে কয়েকটি লাইনও লিখতে পারলে না, এর তাৎপর্য আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু তারপরও প্রত্যেকটি চিঠিতে অনুভব করতাম তোমার পক্ষ থেকে যেন একটি খুশির পয়গাম এসেছে। গতকাল বেশি গরম ছিল। আমি ভাবলাম ফাহমিদা লেখেনি তো কি হয়েছে আমি লিখবো না কেন? কিন্তু যে চিঠিটা আমি লিখেছিলাম তাতে মন ভরলো না। আর সম্ভবত এজন্য মন ভরলো না যে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে আমি কাংড়ার মনোরম বাতাস ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের কল্পনা করছিলাম। আর প্রত্যেকবার কল্পনায় আমার দৃষ্টির সামনে তোমার চেহারা ভেসে উঠছিল। আমি নিজের লেখাটা পড়লাম। সেখানে কেবল তোমার সম্পর্কে যে কথাটা লিখেছিলাম সেটা ছাড়া বাকি সবটাই বেমানান মনে হলো। ভাবলাম এ চিঠি পড়ে তুমি কি ভাববে। তাই সবগুলি ছিঁড়ে ফেললাম। এরপর বিকালে আঁধি এলো। মুশলধারে বৃষ্টি হলো। এখন মনে হতে লাগলো আমার বেটির দোয়ায় কাংড়ার হাওয়া এদিকেও প্রবাহিত হতে শুরু করেছে যাতে আমি নিশ্চিন্তে লিখতে পারি। কাজেই উপরে আমি একাই বসে আছি। নিচে বলে এসেছি কেউ যেন আমাকে এসে বিরক্ত না করে, আমার আরামের প্রয়োজন। কিন্তু বেটি, আমি একা নই। চিঠি লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে তুমি কোথায় এক কোণে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখছো। নাসরিনকে লিখে দিয়েছি, সফিয়া বোন অনুমতি দিলে তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করবো। এমনও হতে পারে, আমি ইউসুফের সাথে ওখানে চলে যেতে পারি। তবে তোমরা কাংড়া থেকে ফেরার পথে কয়েকদিনের জন্য আমাদের গ্রামে থেমে যাবে এবং তোমাদের আসার কয়েকদিন আগে আমি গ্রামের বাড়িতে চলে যাবো, এর চাইতে খুশির কথা আমার জন্য আর কিছুই হতে পারে না। আমি এ বছরই হঠাৎ কোনোদিন আমাদের গ্রামে চলে যাবো, তোমাদের সাথে মোলাকাতের কিছুদিন আগেও আমি একথা ভাবতে পারিনি। ইদানিং লাহোরের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন আবার প্রকৃতির যে সব অপরূপ নিয়ামত গ্রামে রেখে এসেছিলাম হঠাৎ সেগুলির প্রতি অদ্ভুত মমত্ববোধ জেগে উঠছে। আমি অনুভব করছি আমার গ্রামে আমি যে আকাশ, চাঁদ, তারা দেখতাম তা যেন এখানকার থেকে ভিন্নতর। যে বাতাসে আমি শ্বাসপ্রশ্বাস নিতাম তা একেবারেই বদলে গেছে। শহরের আবহাওয়ার সাথে নিজেকে আমি খাপ খাওয়াতে পারছি না, ইউসুফ এ বিষয়টা অনুভব করে। আমাকে মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে দুচার সপ্তাহ থেকে আসতে হবে বলে সে তার আব্বাকে রাজি করিয়েছে।

আগস্টের শেষ দুসপ্তাহ আমরা গ্রামে গিয়ে থাকবো। আপাতত এটাই আমাদের প্রোগ্রাম। তাই পনর আগস্টের পর যেদিন তোমরা আসবে জানাও। ইউসুফ তোমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য স্টেশনে হাজির থাকবে। বেটি সবচেয়ে ভালো হবে, তোমার

www.pathagar.com

আম্মী বিলকিস বোন অথবা তোমার চাচা আবদুল আজীজ সাহেবকে লিখে জানাতে পারেন কোন দিন তোমরা কাংড়া থেকে রওনা হচ্ছো। আমরা চেষ্টা করবো বিলকিস বোন ও ইন্সপেক্টর সাহবেকেও আমাদের সংগে নেবার। পরদেশী গাছের ব্যাপারে শুনলে তারা নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যেতে প্রস্তুত হয়ে যাবেন .

বেটি, আমার মাথায় এখন ভীড় জমাচ্ছে মজার মজার সব কথা। পরদেশী গাছের কল্পকাহিনী হলো ঃ তারা পাহাড়ের দিক থেকে ভেগে আসছিল। এ দিকেই আসছিল। রাতের শেষ প্রহরে গম ভাঙানিয়া বৃদ্ধার দোহাই শুনে তারা থমকে থেমে গিয়েছিল এবং ওখানেই থেকে গিয়েছিল স্থায়ীভাবে। কোনোদিন যখন আমাদের এলাকার লোকেরা বড়দের মুখ থেকে শুনবে চন্দ্রমুখী দুজন শাহজাদী এই গাছগুলি দেখতে এসেছিল তখন গাছগুলির প্রত্যেকটি শাখা ও পত্র পল্লব থেকে সংগীতের সুরধ্বনি উৎসারিত হয়েছিল, লোকেরা তাও বিশ্বাস করে নেবে।

শেষ শব্দগুলি ইউসুফ পড়ছিল থেমে থেমে। প্রত্যেকটি বাক্য শেষ করে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল। কুদসিয়া বললেন, বেটা এ চিঠিটা খামের মধ্যে বন্ধ করার আগে ভালো করে পড়ে নাও। নিশ্চয়ই আমার কোথাও ভুল হয়েছে।

না, আম্মীজান। এ পত্রে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। এ পত্রটা পড়ার আগে সম্ভবত আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে আমার মা এত চমৎকার লিখতে পারেন।

ঠিক আছে বেটা। এটা অবশ্য আমি বেশি মনোযোগ দিয়ে লিখেছি। তবে অন্য চিঠিগুলি ঠিকমতো পড়ে নাও। আর এগুলি আজই পোস্ট করে দাও।

২৩

জুলাই মাসের দিনগুলি ছিল কুদসিয়া, ইউসুফ ও তার ভাইবোনদের জন্য বড়ই আনন্দের দিন।

ইউসুফের চাচাত বোন যোহরা এক বছরের একটি শিশু সন্তান নিয়ে তার শশুরালয় বাহাওয়ালপুর থেকে তাদের বাড়িতে এসেছে।

কাংড়া থেকে যথারীতি চিঠি আসছিল। প্রত্যেকটি চিঠি তাদের জন্য অতিরিক্ত আনন্দের পসরা বয়ে আনতো। কুদসিয়ার পত্রের জবাবে ফাহমিদা যে দীর্ঘ পত্র লিখেছিল কুদসিয়া সেটি পড়েছেন কয়েকবার। ইউসুফকেও পত্রটি দেখিয়েছেন। সে পত্রে সে সরাসরি ইউসুফের আলোচনা এড়িয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল লেখার

www.pathagar.com

সময় বাহ্যত সে তার মাকে সম্বোধন করেছে কিন্তু তার চিন্তাধারা ইউসুফের প্রতি কেন্দ্রীভূত। কুদসিয়া যখন জবাব লিখছিলেন, তার প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের জবাবে ইউসুফের কথা বলতে হচ্ছিল। আগস্টের প্রথম তারিখে গ্রামে যাবার প্রোগ্রাম বানানো শুরু হয়ে গেলো। মিয়া আবদুর রহিম তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন। ওদিকে ইন্সপেক্টর আবদুল আজিজও ইউসুফের পিতার ন্যায় সাধারণ কর্মব্যস্ততার কারণে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। তবে বিলকিসকে তিনি ইউসুফ ও তার মায়ের সাথে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইউসুফ কার চালাবার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করেছিল। আবদুল আজিজ ইউসুফকে ড্রাইভার ছাড়াই কার তাদের গ্রামে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। জবাবে ইউসুফ বলেছিল, চাচাজান এ মওসুমে কার আমাদের গ্রাম পর্যন্ত যেতে পারবে না। কাজেই আমরা ট্রেনে বা বাসে যাবো। স্টেশন বা বাস স্টান্ডে নেমে সেখান থেকে টাংগায় চড়ে আমাদের আরো দু'মাইল যেতে হবে।

তের আগস্ট গ্রামে যাবার জন্য তারা প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল পনর আগস্ট তারা বাসে রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু চৌদ্দ আগস্ট কাংড়া থেকে পত্র এলো। পত্রে বলা হয়েছিল বাইশ আগস্ট আমরা এখান থেকে রওনা হবো এবং কয়েকদিন ধরে আপনাদের এলাকায় বেড়াবো। দিনের বেলা যে গাড়িটা আপনাদের স্টেশনে থামে আমরা সেটিতে যাবো। রওনা হবার একদিন আগে আপনাদেরকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেবো। কুদসিয়া তখনই জবাব লিখে দিলেন।

'প্রিয় বোন, আমরা তো আপনাদের খাতিরে পনর আগস্ট গ্রামে রওনা হচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আপনাদের পত্র পেয়ে আরো চার পাঁচ দিন যাত্রা পিছিয়ে দিলাম। বাইশ আগস্ট আপনাদের ইন্তিজার করা হবে। সেদিন এবং তার পরের দিনও পাঠানকোটের দিক থেকে আগামনকারী দুটি গাড়িই যথারীতি দেখা হবে।

আঠার আগস্ট সকালে আমিনা, তার মা ও চেরাগ বিবি তাদের বাড়ি এলো। আমিনার মা কুদসিয়ার কাছে অভিযোগ করলেন, আপনি যোহরার আসার খবর আমাদের জানাননি। পরশু সন্ধ্যায় ভাইজান যদি আমাদের বাড়িতে না আসতেন তাহলে আমরা যোহরার এখানে আসার খবর জানতাম না। আজ দুপুরের খাবার আপনারা আমাদের ওখানে খাবেন। আমরা আপনাদের অপেক্ষায় থাকবো।

কুদসিয়া বললেন, বোন ইউসুফের আব্বা যদি গত পরশু আপনাদের বাড়ি গিয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের জানা উচিত তিনি গতকাল অফিসের কাজে বাইরে চলে গেছেন।

জি, আমি জানি। আমিনার আব্বাও তো আজ বাড়িতে নেই। আমরা যোহরাকে দাওয়াত দিচ্ছি কাজেই আপনাকেও যেতে হবে।

দেখো রশিদা, গত রাতে আমার ঘুম হয়নি এবং এখনও আমার শরীরটা ভালো নেই। তুমি যোহরা ও অন্য ছেলেমেয়েদের সবাইকে সংগে করে নিয়ে যাও। আমাকে বাড়িতে শুয়ে থাকতে দাও।

www.pathagar.com

না বোন, ওখানে গিয়ে আপনার শরীর একদম ভালো হয়ে যাবে।

দেখো রশিদা, জিদ করো না।

আমার শরীর ভালো নয়, একথা খুব কমই ইউসুফ তার মাকে বলতে শুনেছিল। তাই সে উদ্বিগ্ন হলো। আম্মীজান, আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি।

না, বেটা। ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। কিছুক্ষণ ঘুমালে আমার শরীর ঠিক হয়ে যাবে। যাও, তুমিও ওদের সাথে দাওয়াতে চলে যাও। তবে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

না আম্মীজান, আমি আপনার কাছে থাকবো। আপনার শরীর ঠিক হয়ে গেলে আমি ওখানে পৌঁছে যাবো। এখনো খাবার অনেক দেরি আছে।

না বেটা, নওকর এখানে আছে। তুমি রেশম বিবিকে বলে এসো সে যেন আমার কাছে এসে বসে।

রশিদা বললেন, চলো বেটা। আমরা তোমাকে আগেই এখানে পৌঁছিয়ে দেবো। বাকি সবাই ধীরে সুস্থে চলে আসবে। চেরাগ বিবিকেও তোমার মায়ের খেদমতের জন্য পাঠিয়ে দেবো।

কুদসিয়া বললেন, রশিদা আমার চিন্তা করো না। রেশম বিবি আমাদের প্রতিবেশী। চেরাগ বিবিকে বাঁদিকে দেয়ালের কাছে গিয়ে আওয়াজ দিতে বলো। সে আওয়াজ শুনলে এখনি চলে আসবে।

আমি ডেকে আনছি বলে ইউসুফ দ্রুত উঠে গেলো। বাঁদিকে দ্বিতীয় বাড়ির ছাদের পরদার উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলো খালাজান! খালাজান!

চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক মহিলা পরদার ওপার থেকে এপারে এসে গেলো। ইউসুফ বললো, খালাজান আপনি একটু আম্মীজানকে দেখবেন। আমি বাইরে যাচ্ছি, এখনি এসে পড়বো।

রেশম বিবি দ্রুত নিচের ছাদ টপকে উপরের কামরায় প্রবেশ করতে করতে বললো, আল্লাহ ভালো করুন। আপাজানের কি হয়েছে?

কুদসিয়া বললেন, রেশম বিবি ইউসুফকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তোমাকে কিছুক্ষণ আমার কাছে বসতে হবে। নয়তো আমাদের মেহমান নারাজ হয়ে যাবে।

রশিদা বললেন, হ্যাঁ বোন এটা আপনার অনেক বড় মেহেরবানী হবে। আমরা এদেরকে দাওয়াত করেছিলাম। কিন্তু আপাজানের শরীর খারাপ হয়ে গেলো।

ইউসুফ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সাথে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলো। কুদসিয়া বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রেশম বিবি তার পাশে বসতে বসতে বললো, আপনার হাত পা একটু টিপে দেবো।

না বোন, আমাকে পানি পান করাও। নওকরকে নিচে খানা তৈরি করতে বলে দাও।

www.pathagar.com

কুদসিয়া কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে কথা বলতে লাগলেন। তারপর চোখ বন্ধ করে নিলেন।

উপরের তলায় দুটি প্রশস্ত কামরা ছিল। আর বাবুর্চিখানার সামনে খালি ছাদের দুটি অংশ ছিল। যে অংশটি দেউড়ি ও বৈঠকখানার উপরে ছিল সেটিকে পাঁচ ফুটের মতো উঁচু একটি দেয়াল বাকি ছাদ থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। ঐ ছোট অংশে ছিল পায়খানা ও গোসলখানা। বড় অংশটিতে লোহার রড দিয়ে খোলা ও প্রশস্ত ভেন্টিলেটার ধরনের বানানো হয়েছিল। সেখান দিয়ে ভেতরে আলো প্রবেশ করতো।

রেশম বিবি ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক মহিলা। সর্বক্ষণ হাসিখুশি থাকাই ছিল তার স্বভাব। যদি কুদসিয়ার পা টিপে দেয়া বা অন্য কোনো কাজ হতো অথবা সে তার সাথে কথা বলতে পারতো তাহলে সময় কিভাবে অতিবাহিত হয় তা সে অনুভবই করতে পারতো না। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, কুদসিয়া চোখ বুজে খামুশ পড়ে ছিলেন এবং তার চেহারা জানান দিচ্ছিল যে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। কাজেই রেশম বিবি মহাসংকটে পড়ে গিয়েছিল।

ইউসুফ কামরায় প্রবেশ করলো। একটি হাত মায়ের কপালে রাখলো এবং অন্য হাতটি দিয়ে তাঁর নাড়ি টিপে ধরলো। মা চোখ খুলে ফেললেন। বেটা, তুমি তাদেরকে পথে রেখে চলে এসেছো?

না আম্মীজান, আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু তারা আমাকে সেখানে আটকে রাখার পরিবর্তে আমাদের ও খালাজানের খাবার এক সাথে দিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছে। আপনারা হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন।

মা বললেন, বেটা খাবার অন্য কামরায় রাখো। তোমরা সেখানে বসে খেয়ে নাও। রেশম বিবি, তুমি তোমার সাহেব ও বাচ্চাদেরকে ডেকে আনো। এখানে বসিয়ে তাদেরকে খাইয়ে দাও। আমার জন্য এখানে একটা বালতি রেখে দাও। আর গোসলখানার বাইরেও এক লোটা পানি রেখে দাও।

ইউসুফ পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলে, আম্মীজান ব্যাপার কি? কি হয়েছে আপনার?

কিছুই হয়নি বেটা। তুমি যাও খাবার খেয়ে নাও। রেশম বিবির ছেলেমেয়েদেরকেও ডেকে আনো। তারা না খেয়ে আছে। হোসাইন আলী ভাই এলে নওকরকে তার খাবার পৌঁছে দিতে বলবে।

ঠিক আছে ওদেরকে আমি ডেকে আনছি আম্মীজান। কিন্তু আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি আগে ডাক্তার আনতে যাচ্ছি।

বেটা, আমার কথা মেনে নাও। তোমরা খাওয়া শুরু করলে আমিও হয়তো তোমাদের সাথে দুএক গাল খেয়ে নিতে পারি। আমার মুখটা কেমন তিতা লাগছে এবং কিছু বমি বমি ভাব আছে। রেশম বিবি বলছিল দুগ্লাস লেবুর শরবত পান করলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে পানি পান করলেই আমার বমি হয়ে যাবে।

আম্মীজান, কিছুই হবে না। আমি এখনই হাকিম সাহেবের কাছে যাচ্ছি। তাঁকে জিজ্ঞেস করে চন্দন বা অন্য কোনো ভালো শরবত এবং তাজা লেবু আনছি।

হ্যাঁ বেটা, জলদি করো এবং কিছু বরফও আনো।

ইউসুফ দৌড়ে নিচে নেমে গেলো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে হাকিম সাহেব নির্দেশিত লেবুর রস ও পানি মিশিয়ে একটি বড় জগে এক জগ শরবত তৈরি করলো। তা থেকে এক গ্লাস শরবত নিয়ে মায়ের হাতে দিল। কুদসিয়া দ্রুত শরবত পান করে বললেন, বেটা আর এক গ্লাস দাও। মনে হচ্ছে যেন আমার ভেতরে আগুন জ্বলছে। দ্বিতীয় গ্লাস পান করার পর তিনি বালিশে মাথা রেখে বললেন, বেটা এবার তোমরা খেয়ে নাও। শরবতের পরিবর্তে এক জগ সাদা পানিতে বরফ দিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দাও। যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে মনে করবে আমার কষ্ট দূর হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যদি খাবার না খাও তাহলে আমার অস্থিরতা কমবে না।

ইউসুফ বললো, আপনি সামান্য একটু খেয়ে নিন।

বেটা, কিছু খেলেই আমার বমি হয়ে যাবে। তুমি যাও, খেয়ে নাও।

ইউসুফ অন্য কামরায় গিয়ে রেশম বিবি, তার চৌদ্দ বছরের সৎপুত্র, নাজির আহমদ এবং তার চার বছরের মেয়ে খাদিজার সাথে বসে সামান্য পোলাও খেলো। দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে নিতে নিতে বললো, খালাজান আপনারা নিশ্চিন্তে খেয়ে নিন। আমি আম্মীজানের কাছে যাচ্ছি।

রেশম বিবি বললো, বেটা যদি তিনি ঘুমিয়ে পড়েন তাহলে আর তাঁকে জাগবার চেষ্টা করো না।

২৪

ইউসুফ উঠে অন্য কামরায় চলে গেলো। কুদসিয়া তার বিছানায় ছিলেন না। খাটের পাশে রাখা তার স্লিপার দেখতে না পেয়ে ইউসুফ একটু নিশ্চিন্ত হলো। নিশব্দ পদবিক্ষেপে ছাদের অন্য অংশে চলে গেলো সে। দেখলো পানি ভর্তি লোটাও যথাস্থানে নেই। ফিরে এসে বিছানার পাশে চেয়ারে বসে মায়ের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলো। এভাবে কয়েক মিনিট চলে গেলো। মনের অস্থিরতা বেড়ে চললো। রেশম বিবি কামরায় প্রবেশ করলে তাকে বললো, খালাজান জানি না আম্মীজান অন্য ছাদে গেলেন কোন সময়, তবে আমি যখন খাবার খেয়ে এসেছিলাম তখন তিনি বিছানায় ছিলেন না। অনেকটা সময়

www.pathagar.com

অতিবাহিত হয়ে গেছে। আপনি ওদিকে গিয়ে একটু দেখুন এবং এক লোটা পানিও নিয়ে যান। হয়তো তাঁর প্রয়োজন হতে পারে।

রেশম বিবি আর এক লোটা পানি ভরে নিয়ে ছাদের অন্য অংশের দিকে চলে গেলো। কয়েক মিনিট অতিক্রান্ত হবার পর ইউসুফের পেরেশানী আরো বেড়ে গেলো।

দেহাতী মেয়েরা সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে অথবা সাঁঝের আবছা অন্ধকারের পরে নিজেদের বাড়ি থেকে বাইরে বের হতো এবং অতি দ্রুত ফিরে আসতো। কুদসিয়া একজন অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যবতী দেহাতী মহিলা ছিলেন। শহরে আসার পরও কেউ তাকে দিনের বেলা পায়খানার দিকে যেতে আসতে দেখেনি। ম্যালেরিয়ার মওসুম ছাড়া তার কখনো জ্বরও আসেনি। ইউসুফের পক্ষে যখন তার জন্য ইন্তিজার করা অসহনীয় হয়ে উঠলো তখন সে ছাদের অন্য অংশের দেয়ালের কাছে গিয়ে ডাকলো, খালাজান! খালাজান!

রেশম বিবি জবাব দিল, বেটা অস্থির হয়ো না। আমি তোমার মাকে নিয়ে যাচ্ছি।

ইউসুফ কয়েক কদম পেছনে হটে এসে পাঁচিলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইলো।

রেশম বিবি কুদসিয়ার কোমরে হাত দিয়ে বেড়িয়ে ধরে তাঁকে নিয়ে ছাদের অন্য অংশ থেকে বের হলো। কুদসিয়ার চেহারা ফিকে হয়ে গিয়েছিল। রেশম বিবির গায়ের ওপর ভর দিয়ে চলতে গিয়ে তার পা কাঁপছিল। ইউসুফ দৌড়ে গিয়ে অন্যদিক থেকে কুদসিয়াকে ধরে বললো, খালাজান আপনি ছেড়ে দিন। আমি তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি।

আচ্ছা বেটা, তুমি ওঁকে আরামে নিয়ে যাও। উনি বাইরে ছায়ায় শুয়ে থাকতে চান। আমি এখনি ছায়ায় চারপাই বিছিয়ে দিচ্ছি।

তারপর ইউসুফ তাঁকে একটি প্রশস্ত চারপাইয়ে শুইয়ে দিতে দিতে বললো, আম্মীজান আপনার কি হয়েছে? আপনি আমাকে ডাক্তার ডাকতে মানা করলেন কেন?

মা বালিশে মাথা রাখতে রাখতে বললেন, বেটা আমি ভালো আছি। আমার শরীর একেবারেই ভালো। রেশম বিবি, এ বালতিটা এদিকে রেখে দাও এবং আমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করাতে থাকো।

খালা, এ জগটি বরফ দেয়া ঠাণ্ডা পানিতে ভরা।

আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি বলে ইউসুফ দ্রুত উঠে নিচে চলে গেলো। প্রায় বিশ মিনিট পরে মহল্লার একজন বড় ডাক্তারকে সংগে করে নিয়ে হাজির হলো। ডাক্তার সাহেব তার ব্যাগ থেকে দুটি অষুধ বের করে দিলেন। দুটি অষুধ কাগজে লিখে দিলেন বাজার থেকে আনার জন্য। ইউসুফ কাগজটি হাতে নিয়ে বললো,

www.pathagar.com

আমি এখনি নিয়ে আসছি। কিন্তু দ্রুত আম্মীজানের পিপাসা নিরাময়ের কোনো ব্যবস্থা করুন। এই অত্যধিক পিপাসা সত্ত্বেও তিনি পানি পান করছেন না কেবল এই ভয়ে যে পান করলেই বমি হয়ে যাবে।

বেটা, তুমি নওকরকে পানি গরম করে ঠাণ্ডা করতে বলো। বরফ পানিতে চুবিয়ে পানি ঠাণ্ডা না করে বরং পানির জায়গা বরফের ওপর রাখতে বলো। যেসব অষুধ আমি আনাচ্ছি সেগুলি পানিতে গুলে পান করানো হবে। এরপর আর বমি হবে না। তাঁর শরীরে প্রচুর পরিমাণ পানি নষ্ট হয়ে গেছে। এখনি এর চিকিৎসা শুরু হওয়া উচিত।

ডাক্তার সাহেব, এজন্য সবচেয়ে ভালো যেসব অষুধ আছে সেগুলি লিখে দিন। সেগুলির দামের কথা ভাববেন না।

বেটা, সবচেয়ে ভালো অষুধের নামই আমি লিখে দিয়েছি। তোমার কথাবার্তা থেকে আমি তাঁর রোগের ব্যাপারটাও অনুমান করতে পেরেছিলাম। তাই সেই অনুযায়ী অষুধও সংগে করে এনেছিলাম।

আমার ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি থাকবেন তো?

হ্যাঁ বেটা, তুমি যাও।

নিচে নামতে নামতে ইউসুফ নওকরকে বললো, তুমি একটি ডেগচিতে পানি ভালো করে সিদ্ধ করো। তারপর ছোট ছোট বাসনে করে ঢেলে রাখো ঠাণ্ডা করার জন্য। ঠাণ্ডা করার জন্য একটি ছোট ডেগচিতে সিদ্ধ পানি দিয়ে সেটি বরফের ওপর বসিয়ে রাখো যাতে এই পানিতে দ্রুত অষুধ ঢেলে আম্মীজানকে পান করানো যেতে পারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ইউসুফ ফিরে এলো। রেশম বিবি তার স্বামী হোসাইন আলীর মাধ্যমে বিশ সের বরফের একটা টুকরা কিনে এনেছিল। ডেগচির পানি ফুটতে থাকলে তা থেকে দুতিন বাসন পানি নিয়ে বরফের ওপর বসিয়ে দিল। ডাক্তার পানিতে একটি অষুধ মিশালেন। পানিটা একটু ঠাণ্ডা হলে রেশম বিবি তা থেকে এক পেয়ালা পানি নিয়ে কুদসিয়ার মুখের সামনে ধরে বললো, পানিটুকু পান করো বোন। ডাক্তার সাহেব বলছেন তিনি এতে যে অষুধ মিশিয়েছেন তার ফলে বমি নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে।

কুদসিয়া দ্রুত পেয়ালা খালি করে দিলেন। তার চেহারায় সামান্য ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল। ডাক্তার উঠতে উঠতে বললেন, বেটা ইউসুফ এবার আমি যাচ্ছি। তোমাদের যখনই প্রয়োজন হবে নওকরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তোমার মাকে কিছুক্ষণ পর পর সামান্য করে অষুধ মেশানো পানি পান করাতে থাকো। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে এখানে কোনো প্রকার আওয়াজ না হওয়া উচিত।

ডাক্তার চলে গেলে কুদসিয়া চোখ বন্ধ করলেন। ইউসুফ রেশম বিবিকে চুপচাপ বসে থাকতে বলে নিচে নেমে গেলো। নিচে গিয়ে অযু করে নামায পড়তে

www.pathagar.com

লাগলো। যোহরা, আমিনা ও চেরাগ বিবি এবং তাদের সাথে ছোট ছেলেমেয়েরা গাড়ি থেকে নেমে শোরগোল করতে করতে সদর দরোজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। তারা নিচের কামরাগুলি দেখে উপরে চলে গেলো। যোহরা মেজবানদের ধনাঢ্যতার জৌলুসের কথা বলার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কুদসিয়ার অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেলো সে। কুদসিয়া চোখ না খুলেই বললেন, রেশম বিবি পানি দাও।

রেশম বিবি তাকে ধরে বিছানা থেকে উঠিয়ে বসালো এবং অষুধ মেশানো পানির একটি পেয়ালা তার মুখে ধরলো।

কুদসিয়া বালিশে মাথা রাখতে রাখতে বললেন, আমার বোন, বেশি পানিতে অষুধ মিশিয়ে দাও। মনে হচ্ছে আজই আমি আরাম পেয়ে যাবো। আর এক ডেগচি পানি ফুটিয়ে নাও। এ বাড়িতে সবার সিদ্ধ পানি পান করা উচিত।

ইউসুফ দোয়া করতে করতে উপরে এলো। মাকে কথা বলতে দেখে নিশ্চিন্ত হলো সে। কিন্তু হঠাৎ কুদসিয়া ঝুকে পড়লেন বালতির দিকে। তারপর বমি শুরু হলো। যোহরা তার মাথা ধরে রেখেছিল। তাকে শুইয়ে দেবার পর বললেন, রেশম বিবি আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এবার আমি পানি চাইলেও তুমি দিয়ো না।

ইউসুফ বললো, ডাক্তার বলছিলেন আপনার শরীর থেকে পানি বের হয়ে যাওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। জানি না আব্বাজান এখনো কেন আসছেন না। নয়তো আমি আবদুল আজিজ আংকেলকে সংগে নিয়ে কোনো বড় ডাক্তার নিয়ে আসতাম।

যোহরা বললো, আব্বাজান তো সোজা ওদের বাড়িতে পৌছে গিয়েছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর সেখানেই শুয়ে পড়েছেন।

আমিনা ওদের সাথেই এসেছিল। আমিনা বললো, আমি যাচ্ছি, চাচাজান ও আব্বাজানকে খবর দিচ্ছি। আব্বাজান এখানকার প্রত্যেক বড় ডাক্তারকে জানেন। চেরাগ বিবি, যতক্ষণ খালাজানের শরীর ভালো না হয় তুমি এখানে থাকো। ইউসুফ সাহেব, আমি যেতে পারি?

জি, আমি আপনার শোকর গুজারী করছি। তবে হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যান।

সে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো। ইউসুফ এই প্রথমবার দেখলো সে অত্যন্ত উন্নতমানের পরিচ্ছন্ন রুচিশীল পোশাক পরিধান করেছে।

ইউসুফ রেলিংয়ের কাছে গিয়ে নওকরকে ডেকে বললো, তুমি দৌড়ে হামিক সাহেবের কাছে যাও। তাঁকে বলো, পানি পান করতেই আম্মীজানের বমি হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার যে অষুধ দিয়ে গেছেন তাও পেটে থাকছে না। এমন কোনো আরক দিন যা পান করলে তাঁর বমি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেএকটা দশ টাকার নোটও নিচে ফেলে দিল।

www.pathagar.com

কুদসিয়া শুয়ে শুয়ে হাতের ইশারা করলেন। সোগরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল। দৌড়ে গিয়ে বললো, ভাইজান, আম্মী আপনাকে ডাকছেন।

ইউসুফ দ্রুত এসে মায়ের শিয়রের বাঁ পাশে বসে পড়লো।

কুদসিয়া তার হাত দিয়ে ইউসুফের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনলো এবং দুহাত দিয়ে তার মাথাটি ধরে কপালে চুমা দিলেন।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আমার বেটা আমি তোমার শোকাহত চেহারা দেখতে পারি না।

আম্মীজান, সে গাঢ়স্বরে বললো, আমি শোকাহত নই। আপনি সুস্থ হয়ে উঠলে দেখবেন বহুদূর পর্যন্ত লোকেরা আমার হাসির আওয়াজ শুনতে পাবে।

নওকর এসে রেশম বিবির হাতে একটি থলে তুলে দিয়ে বললো, হাকিম সাহেব চার বোতল আরক দিয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন একটি চায়ের পেয়ালায় ঢেলে ঢেলে কিছুক্ষণ পরপর আরক পান করাতে হবে। এরপরও যদি বমি হয় তাহলে পেঁয়াজ নিংড়ে তার রস এক পেয়ালা পান করাতে হবে। তিনি এও বলেছেন, ইনশাআল্লাহ বিবিজীকে পেঁয়াজের রস পান করাবার প্রয়োজনই হবে না। এই আরক শেষ হয়ে গেলে আরো আরক নিয়ে আসতে বলেছেন।

ইউসুফ বললো, ঠিক আছে তুমি যাও।

যোহরা পেয়ালা এনে একটি বোতল থেকে আরক বের করে মাকে পান করিয়ে দিল। কয়েক মিনিট পর কুদসিয়া বললেন, আমাকে আরো দাও। যোহরা দ্বিতীয় বোতল থেকে পান করালো। কুদসিয়া চোখ বন্ধ করে নিলেন। কয়েক মিনিট পর মিয়া আবদুর রহিম ও মিয়া আবদুল করিম একজন ডাক্তার নিয়ে সেখানে পৌছে গেলেন। মেয়েরা একদিকে চলে গেলো। ডাক্তারের প্রশ্নের জবাবে ইউসুফ বিস্তারিতভাবে তার মায়ের রোগের কথা বর্ণনা করলো। ডাক্তার প্রাথমিক পর্যায়ে রোগিনীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর মিয়া আবদুর রহিমকে বললেন, এটা কলেরার কেস। রোগিনীকে পানি পান করাতে থাকতে হবে। এই আরক সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্তে কিছু বলতে পারছি না। যদি যথারীতি চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে এগুলি বানানো হয়ে থাকে তাহলে ঠিক আছে। অন্যথায় এগুলি থেকে দূরে থাকা ভালো। আমি এখনি সবার প্রতিশোধক ইনজেকশান দেবার ব্যবস্থা করছি। প্রথম ডাক্তার সাহেব যে অষুধগুলি দিয়ে গেছেন সেগুলি ঠিক আছে। আমি আরো দুটি অষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। রোগীর চোখে যদি ঘুম এসে যায় তাহলে মনে করবেন তাঁর রোগ সেরে যাবে। বাড়িতে সবাইকে সিদ্ধ পানি পান করতে হবে। আর রোগিনীর পানির মধ্যে অষুধের সাথে সাথে কিছু লবণও মিশিয়ে দিতে হবে। আমি যে অষুধ পাঠিয়ে দেবো তিন ঘন্টা পর পর তা পান করাতে হবে। আর আপনাদের কাছে যে অষুধগুলি আছে সেগুলিও

www.pathagar.com

ডাক্তার সাহেব যেভাবে বলে গেছেন সেভাবেই পান করান। কিন্তু রোগিনী যদি ঘুমিয়ে পড়েন তাহলে অষুধ পান করাবার জন্য তাঁকে জাগাবার প্রয়োজন নেই। টিকা দেবার লোক এলে যারা এখানে বাইর থেকে এসেছেন তাদেরকেও টিকা দিয়ে দেবেন। এ মওসুমে কলেরার বিস্তার লাভের সম্ভাবনা খুব বেশি।

ইউসুফ একটু সাহস করে জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তার সাহেব! হাকিম সাহেব বলে পাঠিয়ে ছিলেন পেঁয়াজের রস বের করে পান করাতে হবে।

বৃদ্ধ ডাক্তার বললেন, বেটা! এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না। এতে উপকার হতেও পারে তবে এ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার সেখান থেকে বিদায় নিতে থাকলে আবদুল করিম বললেন, মিয়া সাহেব! আমি ডাক্তার সাহেবকে পৌঁছে দেবার পর অষুধ নিয়ে আসবো। আপনি এখানে বসে থাকেন।

ইউসুফ তাদেরকে নিচে নামিয়ে দিতে এসে আবদুল করিমকে বললো, মিয়া সাহেব! আমি আমিনার শোকর গুজারী করছি। সে আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছে।

আমিনা বললো, ইউসুফ সাহেব এটা আমার কর্তব্য ছিল।

আবদুল করিম ডাক্তারকে সম্বোধন করে বললেন, ডাক্তার সাহেব, আমরা হাসপাতাল থেকে টিকা লাগিয়ে বাড়িতে ফিরে যাবো এটাই কি ভালো হবে না?

জি হ্যাঁ। সতর্কতার অর্থ তো এটাই।

আবদুল করিম ইউসুফকে বললেন, ইউসুফ সাহেব, তোমাদের নওকরকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও। অষুধগুলি নিয়ে সে সংগে সংগেই চলে আসবে। হাসপাতালে গিয়ে আমদের হয়তো একটু দেরি হয়ে যেতে পারে।

ইউসুফ দৌড়ে উপরে গিয়ে নওকরকে বললো, তুমি আবদুল করিম সাহেবের সাথে যাও। তিনি ডাক্তারকে বাড়িতে পৌঁছাবার পর টিকা লাগাবার জন্য হাসপাতালে যাবেন। হাসপাতালে যাবার আগে তুমি তার কাছ থেকে অষুধগুলো নিয়ে একটা টাংগায় চড়ে বাসায় চলে আসবে।

নওকর নিচে নেমে দেউড়ির বইরে বের হচ্ছিল এমন সময় চেরাগ বিবি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কারের দরোজা খুলে আমিনার সাথে বসে পড়লো। আবদুল করিম নিজের জায়গায় একটু সেঁটে বসার পর বললেন, চেরাগ বিবি ভালো হলো তুমি এসে গেছো। নয়তো আমাদের আবার টিকাদাতাকে বাড়িতে ডেকে আনতে হতো।

কার স্টার্ট দিল এমন সময় আইউব দৌড়ে এসে বললো, থামুন ভাইজান বলছেন সম্ভবত সকাল হতেই আবদুল আজিজ আংকেল এবং চাচীজান আমাদের

www.pathagar.com

বাড়িতে চলে আসবেন তাই আমাদের মহল্লায় কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে এবং আম্মীজান অসুস্থ একথা তাদেরকে আগেভাগে জানিয়ে দেয়া দরকার।

ঠিক আছে বেটা। আমরা অবশ্যই তাদেরকে জানিয়ে দেবো।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটি ফার্মেসি থেকে প্রয়োজনীয় অষুধগুলি কিনে দিয়ে তারা নওকরকে বিদায় করে দিল। এরপর চললো ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

ডাক্তার বললেন, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে বলে মনে হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তির এমনি হওয়া উচিত।

আবদুল করিম বললেন, জনাব, আমিনা বলছিল যদি আমরা সংগে সংগেই চলে আসতাম তাহলে ইউসুফ সাহেব নারাজ হয়ে যেতেন। অথচ একজন শিক্ষিত ব্যক্তির এ অবস্থায় নারাজ হওয়া উচিত নয়। আর আমার এই মেয়ে আমিনা কাউকে ইনজেকশান দিতে দেখলে চোখ বন্ধ করে নেয়। কিন্তু এখন আপনি যদি তাকে পরামর্শ দেন কলেরার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য একই সময় দশটি ইনজেকশান নিতে হবে তাহলে তাতেও সে রাজি হয়ে যাবে।

আব্বাজী, আমি আপনার সংগে যাচ্ছি টিকাদানকারীকে সংগে করে ইউসুফ সাহেবদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। কারণ তাদেরকে টিকা দেওয়া সবার আগে দরকার।

ঠিক আছে বেটি। তাহলে এক কাজ করা যায়, হাসপাতাল থেকে কোনো কম্পাউণ্ডার বা ডাক্তারকে প্রথমে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি এবং সেখান থেকে আমাদের ড্রাইভারের সাথে তাকে ইউসুফ সাহেবদের বাসায় পাঠিয়ে দেই।

চেরাগ বিবি বললো, হ্যাঁ জনাব! অকারণ বিপদ ঘাড়ে চাপিয়ে নেবার কেনো দরকার নেই। আমার নানী বলতেন, একবার আমাদের গ্রামে কলেরা.......।

আমিনা রেগেমেগে বলে উঠলো, আল্লাহর দোহাই চুপ করো। নয়তো গাড়ি একসিডেন্ট করবে।

চেরাগ বিবি তার কথা শেষ করতে পারলো না।

ডাক্তার বললেন, দেখো বিবি, গাড়ির ড্রাইভারকে পেরেশান করা উচিত নয়। আমিনা বেটি, তোমার অনুভূতি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তোমার নিজের টিকা লাগাবার ব্যাপারে একটুও গড়িমসি করা উচিত নয়। আমি বাসায় পৌঁছেই হাসপাতালের কোনো দায়িত্বশীলকে ফোন করে দেবো। ইনশাআল্লাহ তোমরা হাসপাতালে পৌঁছতেই সে তোমাদেরকে দ্রুত ইনজেকশান লাগিয়ে দেবে এবং কোনো কম্পাউন্ডারও তোমাদের সাথে যাবার জন্য তৈরি হয়ে যাবে। এরপর তোমরা প্রথমে তোমাদের বাড়িতে যাবে। সেখানে যাদেরকে টিকা লাগাবার দরকার তাদেরকে টিকা লাগাবে তারপর কম্পাউন্ডারকে ড্রাইভারের সাথে ইউসুফ সাহেবদের বাসায় পাঠিয়ে দেবে।

www.pathagar.com

আমিনা দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো, আব্বাজানের মতো আপনিও যদি হুকুম দেন আমি ইউসুফ সাহেবের আম্মীর খেদমত করবো না তাহলে আমি আপনার বাড়ি থেকে ড্রাইভারকে ফোন করে দিচ্ছি সে যেন কুঠির গেটে দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ তাকে দিয়ে আবদুল আজিজ সাহেবের বাড়িতে খবর পাঠাতে হবে। ডাক্তার সাহেব, আপনি হাসপাতালের লোকদেরকে অবশ্যই বলে দেবেন তারা যেন ইউসুফ সাহেবদের বাড়ির লোকদের সাথে সাথে প্রতিবেশী ও মহল্লার লোকদেরও টিকা দেবার ব্যবস্থা করে।

বেটি, তুমি চিন্তা করো না। আমি সব ব্যবস্থা করবো।

এক ঘন্টা পর কার আবদুল করিমের বাড়ির গেটে থামলো। সবাই নেমে গেলো। আবদুল করিম পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে হাসপাতালের কম্পাউন্ডারের হাতে দিয়ে বললেন, ভাইসাহেব এটা নিন ইউসুফ সাহেবদের বাড়িতে যত লোক আছে সবাইকে টিকা দিয়ে দিন। তাদের প্রতিবেশীদেরকেও দিয়ে দেবেন। সম্ভবত সেখানে পুলিশের একজন বড় অফিসারও আসবেন।

মিয়া সাহেব, এসব কাজ ঐ পয়সা ছাড়াও হবে।

না ভাই পয়সা আপনাকে নিতেই হবে। তাছাড়া আপনি এতটা কষ্ট স্বীকার করছেন এজন্য আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

ঠিক আছে মিয়া সাহেব, ধন্যবাদ।

ড্রাইভার কার স্টার্ট দিল। মিয়া আবদুল করিম ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপর কলেরার টিকা নেবার ফলে কষ্টও কিছু হচ্ছিল। তিনি হঠাৎ আমিনার প্রতি রুষ্ট হয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, রশিদাকে তুমি বাড়িতে এসে ইউসুফের আম্মীর কলেরা হয়েছে একথা বলোনি কেন?

ইউসুফের মায়ের শরীর খারাপ কত আরামে এখবর শুনিয়েছিলে। আর যখন আমি তাঁর সেবা করার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম তখনো একথা বলা হয়নি। কলেরা এমন একটা রোগ যা সেবাকারীদেরকেও ছাড়ে না।

আব্বাজী, আপনি পেরেশান হচ্ছেন কেন? এখন তো আপনি টিকাও লাগিয়ে নিয়েছেন।

আবদুল করিম তার সুর একটু নরোম করে বললেন, আমার রাগ হচ্ছে এজন্য যে, তোমার মাকেও তুমি আমাদের সাথে টানছিলে। হ্যাঁ তবে আজ তুমি টিকা নেবার সময় চিৎকার দাওনি এজন্য আমি খুশি হয়েছি।

চেরাগ বিবি বললো, আমিও চিৎকার দেইনি।

আমিনা বললো, কিন্তু তোমার তো ঘাম ছুটে গিয়েছিল। আবার চোখও বন্ধ করে নিয়েছিলে। সোজা কথায় বলছো না কেন মৃত্যু ভয় তোমার চিৎকার দেবার ক্ষমতাও কেড়ে নিয়েছিল?

www.pathagar.com

মরার ভয় কে না করে? আপনি তো ওখান থেকে পালাবার জন্য এতই ব্যস্ত ছিলেন যে আমার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন। আর ঐ টেরা চোখের কমপাউন্ডার যে টিকা দিয়েছে তা কলেরা ঠেকাতে পারবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে! একদিন পূর্বে কুদসিয়া বেগমকে দেখে কেউ কি বলতে পারতো তিনি কখনো অসুস্থ হতে পারেন? মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে তাঁকে দেখে চেনার উপায় নেই। আল্লাহর কসম তাঁর দিকে তাকাতেও আমি ভয় পাচ্ছিলাম।

আমিনা বললো, দেখো চেরাগ বিবি কিছু দোয়া দরুদ পড়তে শুরু করে দাও। নয়তো তোমার কলেরা হয়ে গেলে যারাই তোমাকে দেখবে চিৎকার দিয়ে উঠবে। আব্বাজী, দেখুন তো এর রঙ বদলে যাচ্ছে নয় কি?

রশিদা বাইরে এসে বললেন, আপনি ভেতরে আসছেন না কেন? কুদসিয়া আপার অবস্থা এখন কেমন?

জি, তিনি....চেরাগ বিবি কোনো যুতসই শব্দ খুঁজছিল কিন্তু আমিনা ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, তোমার আল্লাহর দোহাই চুপ করো। চেরাগ বিবি রাগে অপমানে একটি ঘূর্ণিচক্র সৃষ্টি করে বাড়ির এক প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমিনা অশ্রু ভেজা কণ্ঠে বললো, তাঁর অবস্থা ভালো নয়। আপনি দোয়া করবেন।

আবদুল করিম বললেন, বেচারী কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে।

রশিদা বললেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি মেহেরবানী করুন। যাও বেটি তুমিও নামায পড়ে দোয়া করো। আমিনা জীবনে এই প্রথমবার অতি বিনয় ও নম্রতা সহকারে আল্লাহর দরবারে দোয়া করছিল ঃ হে আল্লাহ, ইউসুফের মাকে রোগ মুক্ত করো। হে আল্লাহ, ইউসুফকে এমন স্নেহশীল মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত করো না।

ইউসুফ মাগরিবের নামায মসজিদে গিয়ে পড়লো। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আল্লাহর কাছে মায়ের রোগমুক্তির জন্য দোয়া করতে থাকলো। মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়িতে আসার পথে থেমে থেমে দোয়া করতে করতে আসছিল সে। বলছিল, বাড়িতে পৌছে সিঁড়িতে চড়তে চড়তে আমি যেন আম্মীজানের হাসির আওয়াজ শুনি। তাঁকে দেখে যেন আমি অনুভব করতে পারি সারাদিন তাঁকে আমি যেভাবে দেখেছি তা সব একটি স্বপ্ন ছিল। কিন্তু যখন সে মায়ের কাছে পৌছুল, তার দিকে একবার তাকাতেই তার মন খারাপ হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

সে যোহরাকে সম্বোধন করে বললো, আম্মীজান কি আবার বমি করেছেন?

হ্যাঁ ভাই, নওকর যে অষুধ এনেছে তাও তাঁর পেটে সইছে না।

অষুধ পেটে সইছে না মানে এ নয় যে তা বন্ধ করে দিতে হবে। কমপক্ষে সিদ্ধ পানি সমান্য সামান্য করে হলেও তাঁকে পান করাতে থাকতে হবে।

ইউসুফের আব্বা বললেন, হাকিম সাহেব এখনি এসে দেখে গিয়েছেন। তিনি বলছিলেন, পেঁয়াজের রস বের করে পান করালে বমি বন্ধ হয়ে যায়। আমি হোসাইন আলীকে বলে দিয়েছিলাম, সে নিচের হামান দিস্তায় পেঁয়াজ ছেঁচে রস বের করছে। এখন তোমরা দোয়া করো। এ অষুধটা যেন উপকারী প্রমাণিত হয়।

এরপর তিনি এগিয়ে গিয়ে কুদসিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, কুদসিয়া, তোমার বিছানাটা কি এখন ভিতরে নিয়ে যাবো? নয়তো রাতের কুয়াসায় তোমার শরীর আরো খারাপ হয়ে যাবে।

কুদসিয়া দুর্বল কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ আমার বিছানাটা ভিতরে নিয়ে যান এবং আমার গায়ে একটা কম্বল বা লেপ দিন। কেমন যেন শীত শীত লাগছে।

যোহরা অতি দ্রুত একটি চারপাইয়ের ওপর পরিষ্কার পরিপাটি করে বিছানা তৈরি করলো। ইউসুফের সহায়তায় কুদসিয়াকে ধরে ভিতরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। গায়ে একটি কম্বল টেনে দিল। আইউব ও সোগরা বাড়িতে রাখা খাবার থেকে কিছু খেয়ে নিল। হোসাইন আলী একটি কাঁচের জগে করে পেঁয়াজের রস ছেঁচে আনলো। যোহরা একটা পেয়ালায় রস ভরে কুদসিয়ার সামনে পেশ করলে তিনি প্রথমে একটু ইতস্তত করলেন তারপর চোখ বন্ধ করে দ্রুত দুতিন ঢোক পান করে নিলেন। তার বমি বমি ভাব বেড়ে গেলো।

হোসাইন আলী বললো, মিয়া সাহেব! হাকিম সাহেব একথাও বলেছিলেন যে, যদি পেঁয়াজের রস পান করে বেগম সাহেবের বমি আসতে থাকে তাহলে চামচে করে এলাচির আরক নিয়ে তাঁকে ধীরে সুস্থে পান করাতে থাকবেন। তারপর শরীরটা একটু ভালো ঠেকলে পেঁয়াজের বাকি রসটুকুও পান করাবেন। যদি পাঁচ মিনিটও তা ভিতরে থাকতে পারে তাহলে এরপর আর বমি হবে না।

কাজেই দ্রুত এক চামচ এলাচির আরক কুদসিয়ার মুখের কাছে আনা হলো এবং তিনি শায়িত অবস্থায় মুখ হ্যাঁ করলেন। আরক গলায় পড়ার পর চোখ বন্ধ করে নিলেন। পাঁচ মিনিট আরো অতিক্রান্ত হলো। ইউসুফ কাছে গিয়ে বললো, আম্মীজান, আরো একটু পান করিয়ে দেই?

মা হাতের ইশারায় মানা করলেন। এশার নামাযের আযান শোনা যাচ্ছিল। মা বললেন, যাও বেটা, মসিজিদে যাও। নামাযটা পড়ে নাও।

নামাযের জামায়াতের এখনো অনেক দেরি আছে আম্মীজান। আমি চাচ্ছি আপনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। আর একটু এলাচির আরক দেবো কি আম্মীজান?

www.pathagar.com

বেটা, আমার মনে হচ্ছে এখন আমি পেঁয়াজের রস পান করতে পারবো।

ইউসুফ পেয়ালা থেকে এক চামচ পেঁয়াজের রস নিয়ে মুখের কাছে ধরলো। কুদসিয়া চোখ বন্ধ রেখেই মুখ হাঁ করলেন। পেঁয়াজের রস গলা থেকে নামাতে তিনি ভীষণভাবে মুখ বিকৃত করছিলেন। সবাই মনে করছিল আবার বুঝি বমি করে দেবেন। পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হলো। ইউসুফ বললো আব্বাজী আল্লাহ্ আমাদের মধ্য থেকে কারোর দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। আমি নামায পড়ে আসছি। আপনি কয়েক মিনিট ধরে তাঁকে কেবল এলাচির আরক পান করাতে থাকুন। এরপর আমরা পেঁয়াজের রসের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকবো। এই সংগে সিদ্ধ পানিতে ডাক্তারের অষুধ মিশিয়ে দিয়েও পান করাতে থাকবো।

মসজিদে নামায শেষ করার পর ইউসুফ দীর্ঘক্ষণ সিজদায় মাথা রেখে দোয়া করতে থাকলো। সিজদা থেকে যখন সে মাথা তুললো, তার দুচোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। বাড়ির কাছে পৌঁছে সে আবদুল আজিজের কার দেখতে পেলো। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো চাচাজান কি এসেছেন?

জি হ্যাঁ, বেগম সাহেবাও এসেছেন।

ইউসুফ দ্রুত বাড়িতে প্রবেশ করলো। উপর থেকে আবদুল আজিজকে কারোর সাথে কথা বলতে বলতে নিচে নেমে আসতে দেখলো। ইউসুফ দেউড়িতে দাঁড়িয়ে তাঁর ইন্তিজার করতে লাগলো। ইউসুফের ওপর নজর পড়তেই আবদুল আজিজ পেছনে ফিরে তার বাপকে বললেন, মিয়া সাহেব, আপনি গিয়ে আরাম করুন। ইউসুফ এসে গেছে।

ইউসুফের আব্বা বললেন, জি জনাব, আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। এ জন্য আপনার অনেক অনেক শোকরিয়া। ইউসুফ যাও উনাকে গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে এসো।

আব্বাজান, আম্মীজান আর বমি করেননি তো?

না। তবে বমি বমি ভাব বেড়ে যাচ্ছে। আবার তার ভয় হচ্ছে পানি পান করতেই তা বমি হয়ে বের হয়ে যাবে এবং তারপর বমি হতেই থাকবে।

আবদুল আজিজ বললেন, মিয়াজী! ড্রাইভার আমাকে পৌঁছে দিয়েই আবার এখানে চলে আসবে। বিলকিস এখানেই থাকবে। আমি পথে আপনার ডাক্তারের সাথে দেখা করে যাবো। তিনি অনুমতি দিলে তাঁর সাথে আরো একজন ভালো ডাক্তারকেও পাঠিয়ে দেবো। ইউসুফ বেটা, তোমার বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। তোমার মায়ের কাছে থাকো। আমি গাড়ি ফেরত পাঠাবো। গাড়ি এখানেই থাকবে। আমার প্রয়োজন দেখা দিলে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি সংগে সংগেই এসে পড়বো।

www.pathagar.com

২৫

আল্লাহ্ হাফেজ বলে আবদুল আজিজ বাইরে চলে গেলেন। উপর থেকে যোহরা ডাকলো, ইউসুফ ভাই! সে দৌড়ে উপরে চলে গেলো এবং মায়ের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বিলকিস বললেন, দেখো বেটা ইউসুফ, উনি সম্বিত হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর মুখ খোলাবার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য করো।

ইউসুফ দেখলো মায়ের দাঁত কপাটি লেগে গেছে। দুইপাটি দাঁত শক্তভাবে একসাথে মিশে গেছে এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে আছেন। সে এর আগেও লোকদেরকে এরকম হতে দেখেছিল। কাজেই গালের ভেতরে দুদিকে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে সে মুখ খুলিয়ে দিল। বিলকিসের নির্দেশ অনুযায়ী যোহরা এক চামচ আরক গাওযবাঁ মুখের মধ্যে ঢেলে দিল। কুদসিয়া জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলে দিলেন। বললেন, ঠাণ্ডায় আমার শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছে। আমার গায়ে লেপ দিয়ে দাও। তারপর হঠাৎ একদিকে ঝুঁকে পড়ে বালতিতে বমি করে দিলেন।

রেশম বিবি তার গায়ে লেপ দিয়ে দিল। কুদসিয়া কিছুক্ষণ নিস্তেজ ও নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রইলেন। তারপর বললেন, ইউসুফের আব্বা আপনি আরাম করুন। বিলকিস বোন আপনি কিছুক্ষণ আমার কাছে বসুন। বাকি সবাই এখান থেকে চলে যাও। ইউসুফ বেটা, তুমিও গিয়ে শুয়ে পড়ো। তোমাকে পেরেশান দেখলে আমার কষ্ট বেড়ে যায়।

আবদুর রহিম বাইরে বের হয়ে একটি চারপাইয়ের ওপর বসে পড়লেন। ইউসুফও তাঁর কাছে এসে বসলো। বিলকিস ছাড়া সবাই কামরা থেকে বের হয়ে গেলো।

বিলকিস আপা, আপনার চেয়ারটা একটু এগিয়ে নিয়ে আসুন। আল্লাহর শোকর। আপনি ঠিক সময় মত এসে গেছেন। নয়তো একটা আক্ষেপ সংগে করে নিয়ে যেতাম। আমার বোন, আমি জানি আমার সময় এসে গেছে। আমি কখনো এরকম অসুস্থ হইনি। কিন্তু আমি অনুভব করতাম একদিন আমার ইউসুফ আচানক আমার স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। মায়ের মমতা সব সন্তানের প্রতি থাকে। কিন্তু ইউসুফ আমার কাছে সকল সন্তানের থেকে আলাদা। যেদিন আপনাদের সাথে আমার প্রথম মোলাকাত হয়েছিল সেদিনই আমি এই মর্মে মানসিক নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছিলাম যে কেনোদিন যদি আমাকে দুনিয়া থেকে

www.pathagar.com

হঠাৎ করে বিদায় নিতে হয় তাহলে এরাই আমার ছেলেকে আমার অভাব অনুভূত হতে দেবে না। আর ফাহমিদাকে দেখে আমি অতি কষ্টে মনের অতি উল্লাশ দমন করতে পেরেছিলাম। বোন, আমি অনুভব করেছিলাম আমার ছেলের স্থায়ী সহচরী হিসাবে যে মেয়েটির চিত্র আমি হৃদয়ে এঁকে এসেছি সে যেন অকস্মাত কোথা থেকে বের হয়ে আমার সামনে চলে এসেছে। আমার প্রিয় বোন, আমি যদি তেমন ক্ষমতাসম্পন্ন হতাম তাহলে এখনি নিজের ও আপনাদের পরিবারের সমস্ত লোককে এখানে একত্র করতাম এবং তাদের সবার সামনে ঘোষণা করে দিতাম এই হচ্ছে আমার ছেলের বউ। আমার বোন, আমার পছন্দ ইউসুফেরও পছন্দ, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। ইউসুফ সারা জীবনে আর কোনো মেয়ের নাম নেবে না, এ ব্যাপারেও আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সে কতটুকু সক্ষম হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমার বোন, যখন আমি ভাই আবদুল আজিজ এবং আপনার দিকে তাকাই তখন আমার মন নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে, কোনো পরীক্ষার সময় এলে আমার ছেলে নিজেকে কখনো একাকী মনে করবে না।

বিলকিস বললেন, আপা, আপনি কোন বিষয়ে ভয় করেন? ফাহমিদার পিতামাতার পক্ষ থেকে ইউসুফকে কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না, এ ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি। তার মা ও নানী যদি এ সময় এখানে হাজির থাকতেন তাহলে আমি তাঁদের পক্ষ থেকে এখানে এই মর্মে ঘোষণা করে দিতাম যে তারা আপনার ছেলেকে অনেক আগে থেকেই পছন্দ করে বসে আছেন। বোন, আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন। আমি আপনাকে নিয়ে সফিয়াদের বাড়িতে যাবো। তখন দেখবেন তারা কত খুশি হবে।

কুদসিয়া বললেন, আমি কেবল আপনার কাছ থেকে এ নিশ্চয়তা চাই, যদি ইউসুফের কোনো সমস্যা দেখা দেয় অথবা সে বিপদাপন্ন হয় তাহলে ওরা কি কয়েক বছর তার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে?

হ্যাঁ, অবশ্যই। আর ফাহমিদার ব্যাপারে তো আমি বলতে পারি ইউসুফের জন্য সে সারা জীবন ইন্তিজার করতে পারবে।

বোন, আল্লাহ আপনার ভালো করুন। ইউসুফ যতদিন না স্বনির্ভর হতে পারে ততদিন পর্যন্ত ফাহমিদাকে ইন্তিজার করতে হবে। এ কথাটুকু বলে কুদসিয়া চোখ বন্ধ করে নিলেন।

বিলকিস কতক্ষণ যন্ত্রণা কাতর চোখে কুদসিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন, বহিন, ইউসুফের মত ছেলের মায়ের কোনো ব্যাপারেই ভীত হওয়া উচিত নয়। আপনি কোন ব্যাপারে অস্বস্তিতে ভুগছেন?

www.pathagar.com

এখন আমার আর কোনো অস্বস্তি নেই। কুদসিয়া দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিলেন।

আবদুল করিমের মেয়েটির জন্য কি আপনি কোনো পেরেশানীতে ভুগছেন?

পেরেশানী তার জন্য নয় ঠিকই তবে তার কারণে একটি পেরেশানী অবশ্যই আছে। আর তা হচ্ছে, ইউসুফের আব্বা কোনোদিন তাদের ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্যে প্রভাবিত হয়ে আমার ছেলের গলায় রশি বেঁধে তাদের হাতে সোপর্দ করার চেষ্টা করবেন। বোন, আমি ইউসুফের মা। আমার চাইতে বেশি কেউ তাকে জানে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যখন তার আত্মমর্যাদা আক্রান্ত হবে, সে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে যাবে। বিলকিস, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে তারা পরস্পরকে তালাশ করে নিয়েছে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আমার পর যদি ভাগ্য তার সহযোগী না হয় তাহলে তার জীবন তিক্ততায় ভরে যাবে। কিন্তু আমার কথায় রাগ করবেন না, ফাহমিদার নাম শুনলে তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায় এবং ফাহমিদা ছাড়া.......... কুদসিয়ার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠলো এবং তার চোখে অশ্রু বিন্দু দেখা দিল।

বিলকিস বললেন, বোন যদি আপনি আমার কথায় নিশ্চিন্ত হতে পারেন তাহলে আমি আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে ওয়াদা করছি যে, আগামীতে যে কোনো অবস্থাতেই আমার সমস্ত সমর্থন ও সহযোগিতা হবে ইউসুফ ও ফাহমিদার পক্ষে।

আচ্ছা বোন, আমাকে পানি পান করান। এখন যা পান করাবেন আমি তা পান করবো। এখন আর আমার বমির ভয় নেই। আমি আচানক এ দুনিয়া থেকে চলে যাবো এ ভয়ও আর আমার নেই।

বিলকিস ইউসুফকে ভিতরে ডেকে বললেন, এখন তোমার মাকে ওই অষুধগুলি ও চারটি আরক পরপর পান করাতে থাকো।

ইউসুফ দ্রুত একটি পেয়ালা ভরে নিয়ে তা বিলকিসের হাতে দিতে দিতে বললো, চাচীজান দূর থেকে মায়ের আওয়াজ শুনে মনে হয়েছিল তিনি সেরে উঠছেন।

বিলকিস আরকের পেয়ালাটা পান করাবার পর বললেন, বেটা, এসবকিছু ছিল তোমার জন্য। তোমার কথা বলতে গেলে তাঁর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হয়।

কুদসিয়া কিচুক্ষণ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলেন তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, ইউসুফ!

জি, আম্মীজান!

মা হাতের ইশারা করলেন এবং সে তাঁর সামনে বসে পড়লো। কুদসিয়া ধীরে ধীরে হাত উঁচু করলেন। ইউসুফ মাথা নিচু করে তার হাতের নিচে মাথা রাখলো। কুদসিয়া কিছুক্ষণ তার দুর্বল হাত ছেলের মাথায় বুলাতে লাগলেন তারপর দুহাতে তার মাথা ধরে নিজের বুকে চেপে ধরলেন।

www.pathagar.com

ইউসুফ, তিনি অতি ক্ষীণ স্বরে বলতে লাগলেন, আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন। নিজের পরিবারে আনন্দ বিতরণ করার জন্য তুমি বেঁচে থাকো। আর লোকেরা যারা তোমাকে ভালোবাসে তারাও তোমার খুশিতে শরীক হোক। বেটা, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, যাও ঘুমাতে চলে যাও। আমারও ঘুম পাচ্ছে।

ইউসুফের মাথায় মায়ের আঙুলের ঘোরাফিরা অকস্মাত থেমে গেলো। আস্তে মাথা উঠিয়ে সে মায়ের চেহারা দেখতে লাগলো। কুদসিয়ার চোখ ছিল বোঁজা। ইউসুফ এক হাত দিয়ে তার কপাল এবং অন্য হাত দিয়ে নাড়ি টিপে ধরলো। বিলকিসকে বললো, চাচীজান, আম্মীজানের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে এবং নাড়ির স্পন্দনও ক্ষীণতর হতে চলেছে।

বিলকিস দ্রুত কুদসিয়ার মুখের মধ্যে নিজের আঙুল পুরে দিয়ে বললেন, বেটা, উনি বেহুশ হয়ে যাচ্ছেন। তুমি ওঁর মুখ খুলে ধরো, আমি পানি ও অষুধ ঢেলে দিচ্ছি। এবারে আমাদের অষুধ মেশানো পানি বেশি বেশি করে দিতে হবে।

ইউসুফ নিজের দুহাতের বুড়ো আঙুলের ওপর জোর দিয়ে মায়ের মুখ হাঁ করালো এবং সামান্য প্রচেষ্টার পর কুদসিয়া দুচামচ এবং এক পেয়ালা পানি গলায় ঢেলে নিলেন। কিন্তু সংগে সংগে বমি করে দিলেন।

বিলকিস আওয়াজ দিলেন, যোহরা তোয়ালে আনো। জলদি করো।

রেশম বিবিও ভেতরে এসে গেলো। ইউসুফ বললো, খালাজান, আপনি এখনি এ বিছানা বালিশ এবং আম্মীজানের কাপড় বদলে দিন। আমি বাইরে চলে যাচ্ছি।

দশ মিনিট পর ইউসুফ, তার আব্বা এবং অন্য লোকেরা রোগিনীর বিছানার চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কুদসিয়ার চোখ খোলা ছিল এবং ঠোঁট নাড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন বিড়বিড় করে কিছু পড়ছেন। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন এবং খোলা চোখের মধ্যে জীবনের নিবু নিবু প্রদীপ হঠাৎ নিবে গেলো। যোহরা কাঁদতে লাগলো। ইউসুফ বললো, যোহরা এ সময় কারোর আওয়াজ বাড়ির বাইরে না যাওয়া উচিত।

বিলকিস কান্না রোধ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে কুদসিয়ার চোখ দুটি বন্ধ করে দিলেন। আবদুর রহিম নিরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। আইউব অন্য কামরা থেকে এলো এবং ইউসুফকে জড়িয়ে ধরলো। রেশম বিবি উচ্চস্বরে কাঁদতে চাচ্ছিল। কিন্তু ইউসুফ যখন যোহরাকে এর অনুমতি দিল না তখন সেও চাপা স্বরে কাঁদতে কাঁদতে নিজের বাড়িতে চলে গেলো। ইউসুফ নিবিষ্ট মনে মাকে দেখছিল। লেপ ও কম্বল টেনে নিয়ে তাঁর ওপর একটা সাদা চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাঁর সফেদ রক্তিম চেহারায় যে ফ্যাকাশে ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল তা নীলাভ হয়ে গিয়েছিল। চাদরের বাইরে যে হাতটি ছিল তা ধীর সংকোচনের ফলে আন্দোলিত মনে হচ্ছিল। ইউসুফ পাগলের মতো তাঁর নাড়ি খুঁজে ফিরছিল

www.pathagar.com

এবং মা জীবিত আছে ভেবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। সে বললো, চাচীজান, দেখুন আঙুলগুলি নড়ছে।

বিলকিস বললেন, বেটা ইউসুফ! হিম্মতহারা হয়ো না। এখন যাও, গোসল করে নাও এবং ফজরের নামাযের প্রস্তুতি নাও।

আচানক ইউসুফের মনে হলো এ দুনিয়ায় তার নিজের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল হারিয়ে ফেলেছে। সে নিচেয় গিয়ে গোসল করে কাপড় বদলালো। জায়নামাযটি হাতে নিয়ে মৃত মায়ের চেহারা এক নজর দেখার পর অন্য ছাদে চলে গেলো। আযান হলো। সে নামাযে দঁাড়ালো। নামায শেষ করে দীর্ঘক্ষণ সিজদায় মাথা ঠেকিয়ে দোয়া করতে লাগলোঃ হে আমার আল্লাহ, আমাকে সবর ও হিম্মত দান করো। আমার আল্লাহ, আমার মায়ের সেই দোয়াগুলি কবুল করো যা তিনি শেষ সময় আমার জন্য করেছেন! হে আল্লাহ, কিয়ামতের দিন আমাকে তাঁর রূহের সামনে লজ্জাবনত করো না! হে আল্লাহ, আমাকে দুনিয়ায় জীবিত থাকার এমন পদ্ধতি ও আচরণ শিখাও যা আমার মায়ের আত্মাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট রাখে! হে আল্লাহ, আমার আম্মী, আমার দাদা ও আমার চাচাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দাও! হে আল্লাহ, আমার আব্বা, আমার ভাই ও বোনদেরকে সবর ও হিম্মত দান করো! আমীন।

সিজদা থেকে মাথা উঠাতেই দেখা গেলো তার দুচোখ অশ্রুভেজা। পূবের আকাশের প্রান্ত সীমায় সূর্যোদয়ের আভাস ফুটে উঠলো। ইউসুফ ছাদের ওপর দাঁড়িয়েছিল। পূর্ব দিগন্তে ছড়িয়ে থাকা আভা ধীরে ধীরে রক্তিমাকার ধারণ করছিল। প্রতিদিনের দেখা পাখিগুলো আকাশে উড়ছিল। গাছপালার বর্ণের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তারপরও সে অনুভব করছিল দুনিয়ায় কোনো শূন্য সৃষ্টি হয়ে গেছে যা কেবল অনুভবই করা যায়, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সিঁড়িতে কারোর পদশব্দ শোনা গেলো। সে পেছন ফিরে দেখলো। আবদুল আজিজ উপরে আসছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে ইউসুফকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ইউসুফ কয়েকবার অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি উচ্চারণ করার পর বললো, চাচাজান আপনি ও চাচীজান অনেক কষ্ট করেছেন আমাদের জন্য।

বেটা, যদি আমরা দশ গুণ বা একশ গুণ কষ্ট করে তোমার আম্মীর জান বাঁচাতে পারতাম তাহলে সেটাই হতো আমাদের সৌভাগ্য। তবে তোমাকে এখন সবরের পথ অবলম্বন করতে হবে। মনোবল দৃঢ় রাখতে হবে। কবর তৈরি করার জন্য লোক পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বাসগৃহ ও গলি পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের টিম ও কলেরার টিকা লাগাবার ডাক্তার কিছুক্ষণের মধ্যে

www.pathagar.com

এসে পড়বে। তোমাদের সবাইকে টিকা লাগাতে হবে। আমি শুনেছি তোমাদের মেহমানের বাচ্চারও নাকি কি সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার ব্যাপারেও ডাক্তারের সাথে আলোচনা করো। আর ইউসুফ তুমি নিজেও টিকা লাগিয়ে নাও।

চাচাজান, আমরা সবাই টিকা নিয়েছি। মিয়া আবদুল করিম হাসপাতাল থেকে ডাক্তার পাঠিয়েছিলেন।

ঠিক আছে। আমি কিছুক্ষণের জন্য চলে যাচ্ছি। এই ঘন্টা দেড়েক পরে ফিরে আসবো। বিলকিসও আমার সংগে যাচ্ছে।

কিন্তু চাচাজান, আপনাদেরও টিকা নেওয়া দরকার।

বেটা, আমাদের ব্যাপারে তোমার পেরেশান হবার দরকার নেই। আমরা প্রত্যেক বছর কলেরা ও টাইফয়েডের টিকা নিয়ে থাকি। এখন না হয় সতর্কতামূলকভাবে আর একবার লাগাবো। আমি তোমাকে একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মিয়া আবদুল করিমের নওকর ভোর বেলা এসেছিল অবস্থা জানতে। এখানে এসে তোমার আম্মীর ইন্তিকালের খবর শুনে সে ভীষণভাবে কাঁদছিল। আমার মনে হয় সে তোমাদের অনেকদিনের পরিচিত।

জি, এ মনে হয় গ্রামে আবদুল করিম সাহেবের যে নওকরটি থাকে এবং যে ডাকাত ধরায় সাহায্য করেছিল সে-ই হবে।

হ্যাঁ তাই, আমিও ভাবছিলাম তাকে কোথায় যেন দেখেছি। আর বেটা, তোমাদের গ্রামে যাবার প্রোগ্রামের কি হবে, এ ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তাদেরকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিচ্ছি যে, অনিবার্য কারণে তোমাদের গ্রামে যাওয়া সম্ভব হলো না। স্থানীয় পুলিশকেও ফোন করে জানিয়ে দেবো তাদেরকে খবর দেবার জন্য। তাছাড়া অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য তোমাদের রেল স্টেশনে একজনকে পাহারা দেবার দায়িত্বেও নিযুক্ত করে দেবো।

যে ব্যক্তিকে আপনি স্টেশনের পাহারায় নিযুক্ত করতে চান তার সাথে আবদুল করিম সাহেবের নওকরকে আমি পাঠিয়ে দেবো। সে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া ইন্সপেক্টর সাহেব তাকে কোনো ডিউটিতে লাগিয়ে দিয়েছেন শুনলে খুবই আনন্দিত হবে।

কুদসিয়া বেগমের জানাযায় যারা শরীক হয়েছিল তারা বেলা এগারোটার সময় কবরস্তান থেকে ফিরে এসেছিল। ইউসুফ কবরের পাশে দাঁড়িয়েছিল। জানাযা বাড়ি থেকে বের হবার সময় সে দক্ষিণ পশ্চিমাকাশে যে মেঘ দেখেছিল তা এতক্ষণে সমস্ত আকাশে ছেয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ দিক থেকে জোরে ঠাণ্ডা

www.pathagar.com

বাতাস বইতে লাগলো। তারপর মেঘ গর্জন শুরু হলো এবং বৃষ্টি নামলো। ইউসুফ ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলতে লাগলো। সে বাড়ির দিকে চলছিল। কিন্তু তার কোনো তাড়া ছিল না। মুশলধারে বৃষ্টির মধ্যে সে মাথা ঝুঁকিয়ে চলছিল। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ একটা কার তার সামনে এস হর্ণ বাজালো। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলো সে আবদুল আজিজ কার চালাচ্ছিলেন। ড্রাইভার পিছনে বসেছিল। আবদুল আজিজ কিছু না বলেই দরোজা খুলে দিলেন। ইউসুফ তাঁর পাশে বসে পড়লো।

কার থেকে নেমে তারা বাড়ির সদর দরোজায় প্রবেশ করলে আবদুল আজিজ বললেন, বেটা এতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভেজা তোমার উচিত হয়নি। কলেরার টিকা নেয়ার পর এমনিতেই জ্বর এসে যায়। তুমি তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নাও এবং নওকরকে বলে দাও তোমার ও আমার খাবার যেন বৈঠকখানায় নিয়ে আসে।

ইউসুফ কাপড় বদল করে খাবার টেবিলে আবদুল আজিজের সামনে বসতে বসতে বললো, চাচাজী আমার মামার ছোট ছেলের শরীর যথেষ্ট খারাপ ছিল। কিন্তু কয়েকবার পেঁয়াজের রস পান করাবার পর সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

নওকর খাবার সামনে রেখে বললো, মিয়া সাহেব আপনি খাবার অনেক বেশি এনেছেন। আমরা অনেকটা প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করেছি। তারপরও অর্ধেকের বেশি রয়ে গোছে।

আবদুল আজিজ নিরুদ্বেগে বললেন, আরে ভাই, যা অবশিষ্ট রয়ে গেছে তাও দ্রুত বিতরণ করে দাও।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, চাচাজী! আপনি কি ধর্মশালায় খবর পাঠিয়েছেন?

হ্যাঁ, বেটা। আমি আশা করি আজ সন্ধ্যায় নাসেরুদ্দীন ভাই আমাকে থানা থেকে টেলিফোন করবে। এস. আইকে আমি অনেক তাকিদ করে বলে দিয়েছি। সম্ভবত সফিয়া এবং তার সাথে আরো কেউ কথা বলার জন্য এসে যাবে।

চাচাজী, আমার পক্ষ থেকে আপনি তাদেরকে বলে দেবেন যে তাদের দোয়ার আমার এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

আবদুল করিমের নওকর ফজল দীন ইতস্তত করে কামরায় প্রবেশ করলো এবং একটু তফাতে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। ইউসুফ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আরে ফজল দীন, এসো! এসো!

ফজল দীন এগিয়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে ইউসুফকে জড়িয়ে ধরলো। সে বলতে লাগলো, ইউসুফ সাহেব! আমি এখানেই ছিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে

www.pathagar.com

জানায়নি আম্মাজীর অবস্থা এত খারাপ। ওরা সবাই কেবল বলছিল সকালে সবাইকে অবশ্যই টিকা লাগাতে হবে।

ইউসুফ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, আরে ভাই কে জানতো আম্মাজী এত দ্রুত দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন? আর তাছাড়া এমন অবস্থায় টিকা লাগানো ছিল অত্যন্ত জরুরি। তারা ঠিক কাজই করেছেন। তোমার অভিযোগ করা উচিত নয়।

আম্মাজীর জানাযায় শরীক হতে পারলাম না, এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি আছে!

বসে পড়ো ফজল দীন। খাবার খাও। মৃতদের জন্য তুমি দোয়া করতে পারছো, এটাই তো জীবনের লাভ।

আবদুল আজিজ বললেন, আরে ভাই খাও। তুমি চুপচাপ বসে রয়েছো কেন?

জি, আমার ক্ষুধা নেই।

ইউসুফ বললো, ফজল দীন, ক্ষুধাতো আামদেরও নেই। তুমি তোমার ক্ষুধা না থাকার কারণে না হলেও অন্তত আমাদের মনতুষ্টির জন্য হলেও কিছু খাও।

ইউসুফ একটি প্লেটে ভাত ও তরকারী দিয়ে তার সামনে রাখলো। কিন্তু সে খাওয়া শুরু করার পরিবর্তে বললো, ওরা আমাকে এই পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছে যে, রাতের খাবার ওঁদের ওখান থেকেই আসবে। ওরা নিজেরা আসতে পারেনি কারণ টিকার প্রভাবে ওদের সবার জ্বর এসে গেছে।

ইউসুফ বললো, ভাই ফজল দীন! তুমি জলদি ফিরে গিয়ে ওদেরকে বলো, আজকের খানা এত বেশি পরিমাণ রয়ে গেছে যে রাতের জন্য আর খানার প্রয়োজন হবে না। কাজেই আগামী কাল এ ব্যাপারে দেখা যাবে। ওরা টিকা নিয়ে ভালোই করেছে। কারণ জ্বরের প্রচণ্ডতা প্রমাণ করছে ওদের মহামারীতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ছিল।

ফজল দীন বললো, ইউসুফ সাহেব যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আগামীকালের খাওয়ার ব্যাপারে মিয়া সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে পারি।

হ্যাঁ তিনি ভিতরে কামরার মধ্যে শুয়ে আছেন। বেশি কথা বলো না। তাঁর শরীর ভালো নেই।

বাকি সারাটা দিন একের পর এক সমবেদনা জ্ঞাপনকারীরা আসতে থাকলো। গলির পাশের প্রতিবেশী তাদের সুবিধার জন্য নিজের নিচের তলার একটি প্রশস্ত কামরা খালি করে দিয়েছিল এবং মেহমানদের বসবার জন্য আশপাশ থেকে চেয়ার সংগ্রহ করে এনেছিল। আবদুল আজিজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইউসুফ তুমি উপরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। তোমার জন্য কয়েক ঘন্টা আরাম করা অত্যন্ত জরুরি। সমবেদনা জ্ঞাপনকারীদের জন্য আমি বসে থাকছি। মহিলাদের ব্যাপারটি তোমার প্রতিবেশিনী রেশম বিবি ও বিলকিস দেখবে।

www.pathagar.com

চাচাজান, আপনারও তো আরামের প্রয়োজন। আমাকে সহায্য করার জন্য হোসাইন আলী আছেন।

হোসাইন আলী বললো, জনাব মেহমানদের ব্যাপারে আপনারা মোটেও চিন্তা করবেন না। এ মহল্লার লোকেরা এক গোষ্ঠীভূক্ত পরিবারের মতো বসবাস করে। ইউসুফ সাহেব, লোকজনের শোরগোলে যদি আপনার ঘুম না আসে তাহলে আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়েন।

ইউসুফ উঠতে উঠতে বললো, না জনাব! আমার মনে হচ্ছে বিছানায় শুয়ে পড়তেই আমার ঘুম এসে যাবে।

ইউসুফ উপরে গিয়ে একটি চারপাইয়ে শুয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায় আভিভূত হলো। যখন চোখ খুললো, দেখলো বাইরের প্রকৃতিতে সূর্যোদয়ের প্রস্তুতি চলছে। সে তাড়াতাড়ি অযু করে মসজিদে চলে গেলো। নামায শেষে আবদুল আজিজ তার সাথে বাইরে বের হলেন। তিনি বললেন, বেটা, এটা তোমার জীবনের অনেক বড় পরীক্ষা। কিন্তু যখন আমি তোমকে নামায পড়তে দেখি, আমি মানসিক নিশ্চিন্ততা অনুভব করি এই ভেবে যে তুমি সবর ও সুদৃঢ় মনোবল দানকারীর দরবারে হাত পাততে জানো। আমি অনুভব করছিলাম দোয়া চাইবার সময় তোমার চেহারা থেকে দৃঢ় সংকল্প ও প্রত্যয়ের রোশনী ফুটে বের হচ্ছিল।

ইউসুফ অতি কষ্টে কান্না রোধ করে বললো, এ দুনিয়ায় আল্লাহর অক্ষম ও দুর্বল বান্দাদের পুঁজি তো এটিই চাচাজান।

আচ্ছা তোমার চাচীকে ভেতর থেকে পাঠিয়ে দাও। সে সময় পেলেই এখানে চলে আসবে।

বহুত আচ্ছা চাচাজান, আপনি যখন টেলিফোনে কাংড়ায় কথা বলবেন তাদেরকে বলবেন আমরা সব ভালো আছি।

হ্যাঁ বেটা, ওখানকার সাথে সম্ভবত আর কিছুক্ষণ পরে কথা বলবো, অবশ্য আমাদের বাসায়ও আর এক্ দুদিনের মধ্যে টেলিফোন লেগে যাবে।

রাতে ইউসুফ তার আব্বার কাছাকাছি ছাদের ওপর শুয়েছিল।

আব্বাজী, আপনার শরীর এখন ভালো আছে তো?

হ্যাঁ বেটা, আমি একদম সুস্থ আছি। এখন আর জ্বর আছে বলে মনে হচ্ছে না।

আব্বাজী, ওটা ছিল টিকার প্রভাব। সকাল পর্যন্ত আপনি একেবারেই ঠিক হয়ে যাবেন। আমি ভাবছি, দুচার দিনের মধ্যে আমাদের সবাইকে টাইফয়েডের টিকা লাগানো উচিত।

www.pathagar.com

বাপ পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, ঠিক আছে বেটা, এবার ঘুমিয়ে পড়ো।

ইউসুফ দীর্ঘক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারাগুলি আগের মতই ঝকমক করছিল। এক একটি ছায়াপথ অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ সমাহারে যথারীতি দৃশ্যমান ছিল। শৈশবে মায়ের সাথে শুয়ে প্রায়ই এগুলি দেখতো সে। সে ভাবছিল কত মায়েরা তাদের কত শিশু সন্তানকে এই তারকাদের ছায়ায় ঘুম পাড়ানিয়া গান শুনিয়েছে। কত শিশুরা কত মায়ের কোল থেকে লাফিয়ে এইসব তারকাকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছে। মৃত্যু আমাদের জীবনের কতবড় অমোঘ সত্য। অথচ আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সত্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছি। হে আল্লাহ, আমাকে তোমার মহাশক্তির উপলব্ধির চেতনা এবং তাকে স্বীকার করে নেবার জ্ঞান দান করো। হে আল্লাহ, আমাকে চিন্তা, অনুধাবন ও আমল করার সহজ সরল পথে চালাও। হে আল্লহ, আমাকে তোমার অনুগত বান্দা হবার তওফিক দান করো হে আল্লাহ, আমার মা আমার জন্য হামেশা যে নেক দোয়াগুলি করতেন সেগুলি কবুল করো। হে আল্লাহ, আমার জীবনপাত্র এমন নেকীও সদাচারে পূর্ণ করো দাও যাতে রোজ কিয়ামতে আমাকে দেখে আম্মীজানের মন প্রশান্তিতে ভরে যায়। দোয়া করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল। মায়ের আঙুল ধরে সবুজ শ্যামল ক্ষেতের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল সে।

স্থানীয় থানা ইনচার্জের মাধ্যমে আবদুল আজিজ ইউসুফদের গ্রামের বাড়িতে কুদসিয়ার মৃত্যু সংবাদ পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই পরদিন সকাল হতেই তার চাচা, চাচীদের এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের ভীড় জমে উঠলো লাহোরের বাড়িতে। সকাল নটায় আবদুল করিমের নওকর ডেগচিতে করে খাবার নিয়ে এসে গেলো তাদের বাড়িতে। কিছুক্ষণ পর তারাও ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে পড়লো। ফাতেহাখানির পর আবদুল করিম চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, মিয়াজী আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারের পরামর্শে বাড়ি যাবার আগেই আমি কলেরার টিকা নিয়েছিলাম। প্রচণ্ড জ্বরে আমি সেই যে বিছানায় পড়েছিলাম তারপর পরদিন সন্ধ্যার আগে আর উঠতে পারিনি। জানাযায় শরীক হতে না পারার জন্য আমাকে সারা জীবন আফসোস করতে হবে। আবদুর রহিম স্বচ্ছন্দে বলে উঠলেন, আরে ভাই কোথাও মহামারীর বিপদ দেখা দিলে সর্ব প্রথম কর্তব্য হয় তার বিস্তার প্রতিরোধ করা।

আমিনার অবস্থাও ছিল শোচনীয়। তার মা সকালে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ টিকা দেবার জন্য কম্পাউন্ডার তাদের বাড়িতে পৌছে

www.pathagar.com

গেলো। সে রশিদা ছাড়াও বাড়ির সমস্ত নওকর কর্মচারী এবং মহল্লার লোকদেরকে টিকা দিয়ে দিল।

মিয়াজী, আপনার বাড়ির বেশ কিছুদূর থেকেই মহল্লা একদম সুনসান মনে হচ্ছিল।

হাঁ ভাই, আমি ও এবাড়িতে এখন এক বিষণ্ন নির্জনতা অনুভব করছি। মনে করছি ছুটি নিয়ে কিছুদিন গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে আসবো।

মিয়া সাহেব, যদি আপনি বলেন তাহলে আমরাও গ্রামের বাড়ি যাবো।

২৬

খাবার পর কয়েকজন মেহমান ছাড়া বাকি সবাই চলে গিয়েছিল। আমিনা ও তার মা ইউসুফের চাচীর সাথে কথা বলছিল। আমিনার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে অনেক কেঁদেছে। চেরাগ বিবিও ছিল যেন দুঃখ ও শোকের মূর্তিমান ছবি। অন্য কামরায় আবদুল করিম মিয়া আবদুর রহিমকে বলছিলেন, মিয়াজী এবার আমাদের অনুমতি দিন। আপনাদের এখানে অনেক মেহমান আসবে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করতেও অনেক কষ্ট হবে তাই চেরাগ বিবিকে আমরা এখানে রেখে যাচ্ছি।

কিন্তু আমি তো এখন গ্রামে যাবার কথা ভাবছিলাম।

মিয়া সাহেব, চেরাগ বিবির ওখানেও প্রয়োজন হবে। একজন মা যে কাজ করতেন তাকে সামাল দেয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া আমি চেষ্ট করবো, আমিনা ও তার মা যেন বেশির ভাগ সময় আপনার এখানেই ব্যয় করে অথবা আপনার ছেলেমেয়েদেরকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। গ্রামে গিয়েও তারা বেশির ভাগ সময় আপনার বাড়িতেই কাটাবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু এখানে কাজ অনেক। চেরাগ বিবি আবার বিরক্ত হয়ে যাবে না তো?

ভাইজান, আমার স্ত্রী বলে থাকে, চেরাগ বিবি লোহার তৈরি। তার সামনে যত কাজ থাকে ততই সে খুশি থাকে।

ইউসুফ বললো, আব্বাজী! চাচীজান থাকতে আমাদের চেরাগ বিবিকে কষ্ট দেবার দরকার নেই। গতকাল তার জ্বর ছিল সম্ভবত আজও তার শরীর ভালো নেই।

www.pathagar.com

আবদুল করিম উচ্চস্বরে বললো আমিনা! চেরাগ বিবিকে এদিকে পাঠাও।

চেরাগ বিবি ইতস্তত করতে করতে সামনে এসে দাঁড়ালো। চেরাগ বিবি তোমার শরীর কেমন?

জি, শরীর একদম ভালো আছে।

কয়েকদিন মিয়া আবদুর রহিম সাহেবের সংসারের দেখাশুনা করতে তোমার কষ্ট হবে না তো?

কেমন কষ্ট?

তুমি একথা মনে করবে না তো যে তোমাকে দিয়ে চাকর বাকরের কাজ নেয়া হচ্ছে?

জনাব আমি উনাদের গ্রাম এবং বাড়িঘর সবই দেখেছি। ওঁরা এমন লোক যাদের বাড়িতে ঝাড়ু দেয়াও আমি গর্বের ব্যাপার বলে মনে করবো।

আবদুল করিম মিয়া আবদুর রহিমকে সম্বোধন করে বললেন, আমরা একে এখানে থাকার ও কাজ করার হুকুম দেইনি। বরং এ ছিল এর নিজের আকাঙ্ক্ষা। আমরা তাহলে এখন চলি। দেখো চেরাগ বিবি, মিয়া সাহেব তোমাকে কোন্‌টা করতে হবে আর কোন্‌টা করতে হবে না তা বলে দেবেন না ঠিকই তবে তোমাকে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে সব কাজ করতে হবে।

যখন তারা বিদায় নিচ্ছিল আমিনা এই প্রথমবার একটু সাহস সঞ্চয় করে বললো, ইউসুফ সাহেব আমি অনেক দেরিতে কিছু কথা বলতে চাই কিন্তু আমার কাছে শব্দ নেই, আছে কেবল অশ্রু। আবার আপনি ক্রন্দনকারীদেরকে পছন্দ করেন না-এ ভয়ও আমার আছে।

জবাবে ইউসুফ বললো, আমিনা আমি তাদের কদর করি যারা কঠিন অথবা পরীক্ষার সময় একমাত্র আল্লাহর দরবারে মাথা ঝুঁকিয়ে অশ্রুপাত করে। আমি এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পছন্দ করি যে অন্যের জন্য সৎ প্রেরণা ও কামনা পোশন করে। আমি আপনার প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ।

আমিনা অশ্রুপাত করতে করতে তার বাপ-মায়ের সাথে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়লো। একটু দূরে যাবার পর সে বললো, আব্বাজী! আমি অবাক হচ্ছি আর একটি নতুন মুসিবত ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চিন্তা আপনি করলেন কেমন করে?

বেটি কোন্ মুসিবত?

আব্বাজী, আপনি চেরাগ বিবিকে মুসিবত মনে করেন না?

www.pathagar.com

বেটি, তুমি অকারণে ঐ গরীবকে ঘৃণা করো? বর্তমানে সে অত্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে আছে। তার স্বামী সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার পর থেকে এ পর্যন্ত একটা খবরও দেয়নি। আমি ভেবেছিলাম কাজের মধ্যে ডুবে থেকে এ বেচারী নিজের মনোকষ্ট কিছুটা ভুলে থাকতে পারবে।

আমিনা একটু জোরে বলে উঠলো, আব্বাজী সে বেচারী নয়। যদি তার স্বামী বোকা হয়ে থাকে এবং সে জেনে বুঝে কোনো খবর পাঠায়নি অথবা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে তার শাস্তি ইউসুফ সাহেবের পাওয়া উচিত নয়।

বেটি, তুমি খামখা পেরেশান হচ্ছো। আমি ইউসুফের সামনে তার সম্পর্কে কথা বলেছি এবং সে নারাজ ছিল না।

আব্বাজী, তিনি তো বলে ছিলেন চেরাগ বিবিকে কষ্ট দেবার দরকার নেই। আর যদি তিনি পুরোপুরি নারাজ না হয়ে থাকেন তাহলে নারাজ হয়ে যাবেন এবং তা শিগগির হয়ে যাবেন।

বেটি, যদি নারাজ হয়ে যায় তাহলে তাকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তুমি কেন অত দুর্ভাবনায় ভূগছো? আমি তাকে বলে দেবো তুমি যদি কখনো ইউসুফকে রাগ করতে দেখো তাহলে তখনই চলে আসবে।

আব্বাজান, সে এমনি বেকুব যে ইউসুফ সাহেব কোন্ কথায় রাগ করছে আর কোন্ কথায় রাগ করছে না তা সে কখনই বুঝতে পারবে না। তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য অন্য কোনো উপায় আপনাকে চিন্তা করতে হবে।

রশিদা বললেন, মিয়াজী! আমিনা বেটি ঠিক কথাই বলছে। আপনি জানেন ইউসুফ একজন অত্যন্ত সৎ ও সাহসী ছেলে। আর একজন সৎ ও সাহসী ছেলে কখনো কোনো অসহায় নারীর ওপর রাগ করবে না। কিন্তু তার কারণে ইউসুফ আমাদের সবার প্রতি ঘৃণা করবে এমন যেন না হয়।

আবদুল করিম বললেন, কিন্তু তুমিতো সব সময় তার প্রশংসা করে এসেছো।

জি, আমি তো তার মনের কষ্ট দূর করার জন্য তার প্রশংসা করি।

আমিনা বললো, আমি কখনো এ ভুল করিনি। আমি তাকে একটি মুসিবত মনে করি। কিন্তু আপনি তাকে অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এসেছেন বলে আমি আনন্দিত নই।

কেমন মুসিবত বেটি? ঠিক আছে, আমি তার বাপকে বলে দেবো কোনোদিন গিয়ে তাকে নিয়ে আসবে।

আব্বাজী, কোনোদিন কেন? এখনি তার বাপকে ডেকে কেন বলে দিলেন না যে ইউসুফদের গ্রামে যেতে না দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনো?

বেটি, আমি যদি এখনি কিছু বলি তাহলে বড়ই অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আমাদের কয়েকদিন সবর করতে হবে।

www.pathagar.com

মনজুর আহমদ ছুটিতে গিয়েছিল সারগোধার নিকটবর্তী তার গ্রামে। মায়ের কাফন দাফন শেষ করে ইউসুফ সারগোধার এক সতীর্থের কাছে টেলিগ্রাম করে মনজুরের গ্রামে তাকে খবর পাঠাবার জন্য বলেছিল। কাজেই সকালে মনজুর তাদের বাড়িতে এসে হাজির হলো। চিঠিপত্র লেখার দায়িত্বটা তার কাঁধে চাপলো। দিন চারেক পর ইউসুফ গ্রামে যাবার প্রোগ্রাম তৈরি করছিল। এমন সময় সিন্ধু থেকে আহমদ খানের টেলিগ্রাম এলো ইউসুফের কাছে। তিনি জানালেন পরদিন সকালেই তিনি লাহোর এসে যাচ্ছেন। কাজেই গ্রামে যাওয়ার প্রোগ্রাম দুদিনের জন্য মূলতবী করা হলো। পরদিন সকালে গাড়ি স্টেশনে পৌছুলে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ইউসুফ ও মনজুর স্টেশনে উপস্থিত হলো। আহমদ খান গাড়ি থেকে নামতেই গাঢ় আলিঙ্গনে ইউসুফকে বুকে টেনে নিলেন এবং বললেন, আরে ভাই, অনেক দেরিতে তোমার গ্রামের প্রোগ্রাম বানিয়েছিলাম।

গত বছর আমার ছেলেকে দেরাদুন পাবলিক স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি কলেজ এবং গ্রামে দুজায়গায় তোমাকে পত্র লিখেছিলাম। আমি জানিয়েছিলাম, যদি তুমি লাহোর থেকে আমার সাথে সফরে শামিল হতে পারো তাহলে আমরা দুজন জান মুহাম্মদকে স্কুলে দাখিল করাবার পর মিসৌরী ভ্রমণ করবো। কিন্তু পত্রের কোনো জবাব আসেনি। তারপর বাড়িতে ফিরে এসে তোমার চাচার পত্র পেলাম। তিনি জানিয়েছিলেন তোমার আব্বা লাহোরে বদলি হয়ে এসেছেন এবং তোমরা সবাই গ্রাম ছেড়ে লাহোরে চলে গেছো। আমি যে কোনোদিন অকস্মাত তোমাকে লাহোরে খুঁজে বের করার প্রোগ্রাম বানাচ্ছিলাম। কিন্তু এমন এক পরিস্থিতিতে আমাদের সাক্ষাত হবে এটা আমার জানা ছিল না। আল্লাহ তোমাকে সবর ও হিম্মত দান করুন। এখন প্রথম আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে ফাতেহা পড়বো। তারপর মা-জীর কবর যিয়ারত করবো। এরপর যদি তোমার কোনো ব্যস্ততা না থাকে তাহলে আমরা নিডোজ হোটেলে চলে আসবো। সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা কথা বলবো। তারপর রাতের গাড়িতে আমি ফিরে যাবো। আমি তোমার কাছ থেকে এই ওয়াদা নিয়ে ফিরে যাবো যে আগামীতে যখনি তুমি ছুটি পাবে আমার কাছে চলে আসবে।

তোমার আব্বাজান কেমন আছেন?

জি, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং আপনার ইন্তিজার করছেন।

www.pathagar.com

তবে আপনার প্রোগ্রামে সামান্য পরিবর্তন হবে। আপনার মালপত্র হোটেলে রেখে দিয়ে এসে আমরা আপনাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাবো এবং সেখানেই আপনি আমাদের সাথে খাবেন।

আহমদ খান জবাব দিলেন, ঠিক আছে ভাই আমি রাজি আছি।

রবিবার আবদুল আজিজ ও বিলকিসের সাথে পরামর্শ করার পর মিয়া আবদুর রহিম সিদ্ধান্ত নিলেন, আগামীকাল বাসযোগে গ্রামে রওনা হয়ে যাবেন। আবদুল আজিজ ও বিলকিস তাদের গাড়ি নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু ইউসুফ বললো, চাচাজান! আপনি জানেন আপনার গাড়িটি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে শহরের কোনো এক জায়গায়। তার হেফাজতের সমস্যাও আছে। পাকা সড়ক থেকে নেমে আমাদের কাঁচা রাস্তায় টাংগায় চড়তে হবে এরপরও কিছু পথ পায়ে হাঁটতে হবে। আপনি যখন আমাদের গ্রামে আসবেন, আপনার জন্য আমি সমস্ত কাঁচা সড়ক মেরামত করার ব্যবস্থা করবো।

আবদুল আজিজ বিদায় নিয়ে বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা বাস স্টপেজে তোমাদের বিদায় জানাবো।

চাচাজান, আপনারা কেন অত কষ্ট করবেন?

বেটা, কষ্ট হলে আমরা আসতাম না।

আচ্ছা যদি আমি কোনো কাজে আটকে যাই তাহলে বিলকিস অবশ্যই আসবে।

ইউসুফ আলী বখশকে বললো, আমাদের অনুপস্থিতিতে তুমি আমাদের সমস্ত চিঠিপত্র মনজুর সাহেবের হাতে দেবে। তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের কোনো মেহমান এলে তার খাতির যত্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করলো তাদের প্রতিবেশী হোসাইন আলী ও রেশম বিবি। তারা যে বাধ্য হয়ে গ্রামে গেছে একথা মেহমানদের বুঝিয়ে বলবে তারা।

পরদিন সকাল আটটায় তারা বাসে উঠলো। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেবার হর্ণ বাজাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ বিলকিসের কার ঠিক বাসের সামনে এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার দ্রুত কার থেকে নেমে বাস ড্রাইভারকে কিছু বললো এবং ইউসুফকে বললো, জনাব, ইন্সপেক্টর সাহেব একটা কাজে আটকে পড়েছেন, তিনি আসতে পারেননি তবে বেগম সাহেবা এসেছেন। আপনি তাঁর সাথে কথা বলে নিন।

ইউসুফ বাস থেকে নামলো। সামনে গিয়ে বিলকিসকে সালাম করে বললো, চাচীজান! আল্লাহর শোকর, আপনি সুস্থ আছেন। আমি বড়ই পেরেশান ছিলাম। চাচাজান ভালো আছেন তো?

www.pathagar.com

বেটা, তিনি ভালো আছেন। কোনো জরুরি কাজ পড়ে গেছে। তাই তাঁকে বাদ দিয়ে আমি একাই ছুটে এসেছি। টেলিফোনে রাতেই খবর এসে গিয়েছিল। তারা মংগলবার ধর্মশালা থেকে রওনা হবে। আর সেদিনই গাড়ি তোমাদের স্টেশন অতিক্রম করবে। তোমাকে সকালেই একথা জানানোর জন্য ছুটে এলাম। ভাবলাম হয়তো স্টেশনে সামান্য সময়ের মোলাকাতের মধ্য দিয়ে তুমি তাদের দোয়া নিতে পারো।

ইউসুফ অশ্রু ছলছল চোখে বললো, শোকরিয়া চাচীজান। আমার দোয়ার অনেক বেশি প্রয়োজন।

বেটা, দুঃখের বিষয় তাদের কাছে টেলিফোন নেই। নয়তো আমি সফিয়া, ফাহমিদা ও নাসরিনের সাথে অনেক কথা বলতাম।

ঠিক আছে চাচীজান। আমি মঙ্গলবার এবং তারপর প্রতিদিন ওদিক থেকে আগমণকারী ট্রেনে তাদেরকে খুঁজবো।

বিলকিস মৃদু হেসে বললেন, বেটা! মঙ্গলবার না এলে বৃহস্পতিবার অবশ্যই আসবে। কিন্তু তারা জানবে না যে তুমি স্টেশনে তাদের জন্য অপেক্ষা করছো।

চতুর্থ দিন বিকেলে ইউসুফ রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফরমের ওপর টহল দিচ্ছিল। বহু দূর থেকে দৃশ্যমান কারখানার বিরাট ঘড়িতে বিকাল ৩টা বাজল। সাড়ে ৩টার সময় সিগনাল ডাউন হলো। কয়েক মিনিট পর দূর থেকে গাড়ির সিটি বাজতে লাগলো। তারপর ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে একটা বাঁক নিয়ে রেল স্টেশনের কিনার ঘেঁসে ঘন গাছপালার আড়াল থেকে বের হয়ে এলো গাড়িটি। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশনে এসে থেমে গেলো। ইউসুফ এই স্টেশনে শত শত গাড়ি আসতে যেতে দেখেছিল। কিন্তু আজ সে প্রথমবার নিজের বুকের ধুকপুকানি অনুভব করলো। ইন্টারক্লাসের কামরার দিকে এগিয়ে চললো সে। নাসরিন জানালার বাইরে উঁকি দিচ্ছিল। চিৎকার করে উঠলো, ভাইজান! ভাইজান! আমরা এদিকে। আম্মীজান! আপা ফাহমিদা! সে দৌড়ে এসে মানুষের ভীড় ফাঁক করে ইউসুফের হাত ধরে চিল্লাতে লাগলো।

আম্মীজান! ফাহমিদা আপা, নানীজান! আব্বাজী! দেখুন এই ইউসুফ ভাইজান। আমি দূর থেকে আপনাকে চিনে ফেলেছি। ভাইজান, ওরা সবাই ভেতরে। ভেতরে দেখুন, আপা ও আম্মী আপনাকে দেখেছেন। ভাইজান, আপনি জানতেন আমরা এ গাড়িতে আসছি, হয়তো আপনি স্বপ্নে জেনেছেন অথবা আমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ইউসুফের চোখের সামনে অশ্রুর বন্যা অন্তরাল সৃষ্টি করছিল।

সফিয়া নাসরিনের মাথায় হাত রেখে বললেন, বেটা ইউসুফ! তুমি কি ঘটনাক্রমে এসে পড়েছো অথবা আমাদের খবর পেয়েছিলে কোথাও থেকে?

আমরা যখন লাহোর থেকে রওনা হচ্ছিলাম, চাচী বিলকিস আচানক সেখানে পৌছে গিয়েছিলেন। তিনি আপনাদের আসার প্রোগ্রাম জানিয়েছিলেন।

নাসরিন বললো, দেখলেন আপাজান! বিলকিস চাচীজান কত ভালো।

সফিয়া জিজ্ঞেস করলেন, বেটা গাড়ি এখানে কতক্ষণ থামবে?

খালাজান, গাড়ি দশ মিনিটের বেশি থামবে না। কিন্তু আমি মা-জীর দোয়া নেবার জন্য তৃতীয় স্টেশনে নেমে যাবো।

সফিয়া বললেন, বেটা এতো তুমি আমাদের সবার মনের কথা বলছো। এ জায়গাটা অতিক্রম করার সময় আমার দিল ভীষণভাবে মোচড় দিচ্ছিল। আমরা সকালের গাড়িতে আসার এরাদা করেছিলাম। কিন্তু বাসা থেকে বের হতেই আমাদের দেরি হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি ধরতে না পারার জন্য আমি দুঃখ করছিলাম। কিন্তু এখন আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি তোমাকে পেয়ে।

নাসরিন বললো, আম্মীজান আমার উঠতে দেরি হয়েছিল বলে আপনি খামখা নারাজ হচ্ছিলেন। যদি আমি সময়মত তৈরি হয়ে যেতাম তাহলে কি ভাইজানকে পেতেন?

ইউসুফ মুচকি হাসলো, শাহজাদী সাহেবা! আমি সকালের গাড়িও দেখে গেছি। আর যদি তোমরা আগামীকাল আসতে তাহলে আমি সে দুটি গাড়িও দেখতাম।

সফিয়া জিজ্ঞেস করলেন, বেটা আগামীকালের গাড়িও কেন দেখতে?

খালাজান, আমি ভাবতাম কোনো কারণ নিশ্চয়ই দেখা দিয়েছে যে জন্য আপনারা আটকে পড়েছেন।

ফাহমিদা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বললো, আর যদি আমরা কালকেও না আসতাম?

জি, এ অবস্থায় আমার কাছে তা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হতো কাজেই তৃতীয় দিন গাড়ি খোঁজার পরিবর্তে আমি সোজা কাংড়ায় পৌছে যেতাম এবং সেখান থেকে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আপনাদের খোঁজ করতাম।

ভাইজান, আপনি সত্যিই কাংড়ায় যেতেন? নাসরিন জিজ্ঞেস করলো।

আমি অবশ্যই যেতাম।

নাসরিন মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, আম্মীজান আমরা কি আরো দুদিন কাংড়ায় থাকতে পারতাম না?

চল্লিশ বছরের একজন সুপুরুষ ট্রেন থেকে নেমে নিসংকোচে ইউসুফের কাঁধে হাত রেখে বললেন, ইউসুফ সাহেব, আমার নাম নাসির উদ্দিন।

www.pathagar.com

ফাহমিদা বললো, আমার আব্বাজান।

নাসির উদ্দিনের গায়ের রং ছিল লাল সাদায় মেশানো। তার মাথা ও দাড়ির ছোট ছোট চুলের রং ছিল হালকা লালচে। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটোয় ছিল যৌবনের মোহময়তা।

ইউসুফ তাঁকে দেখতে লাগলো তারপর ফাহমিদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, আপনি না বললেও আমি ভুল করতাম না।

নাসির উদ্দিন বললেন, আরে ইউসুফ সাহেব! এখন তো আমি তোমার ছবিও দেখেছি। কিন্তু তার আগে নাসরিন তোমার সম্পর্কে এত কথা বলেছিল যে তোমার সাথে যদি কোনো জায়গায় সাক্ষাতের সুযোগ হতো তাহলে সম্ভবত প্রথম দৃষ্টিতেই আমি তোমাকে চিনে ফেলতাম।

ফাহমিদা বললো, আব্বাজান! গাড়িতে চলুন। নানীজান এদিকে এসে জানালা দিয়ে দেখছেন এবং তিনি ভীষণ রেগে গেছেন।

ইউসুফ দ্রুত গাড়িতে উঠলো। বেগম ফরিদা আহমদের কাছে গিয়ে মা-জী! আসাসালামু আলাইকুম বলে সে মাথা নত করে নিল। বেগম আহমদ দ্রুত উঠে দুই হাত তার মাথায় রেখে বহু কষ্টে কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, বেটা, আমি ওদিকে বসে তোমাদের গ্রামের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমি জানতে পারিনি তুমি প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে ওদের সাথে কথা বলছো।

নাসরিন এগিয়ে এসে বললো, নানীজান! ভাইজান সবার আগে আপনাকে সালাম করতে চেয়েছিলেন। এবার আমি আপনাকে একটা সুখবর শুনাচ্ছি। ভাইজান আপনার সাথে কথা বলার এবং আপনার দোয়া নেবার জন্য কিছুক্ষণ আমাদের সাথে সফর করবেন তিনি পরবর্তী কোনো স্টেশনে নেমে গ্রামে ফিরে যাবেন।

সফিয়া বললেন, আম্মীজান! পরবর্তী স্টেশন মানে এর পরের স্টেশনে নেমে যাবেন। বরং আমার মতে কমপক্ষে অমৃতসর পর্যন্ত তো আমাদের সাথে থাকা উচিত। তাছাড়া সেখানেই আমরা কথা বলার জন্য যথেস্ট সময় পাবো।

বেগম ফরিদা বললেন, বেটি আমিই ফায়সালা করবো ইউসুফ কোথায় নামবে। যদি সে অমৃতসর পর্যন্ত আমাদের সাথে যেতে পারে তাহলে জালিন্ধর পর্যন্ত যেতে পারবে না কেন?

বেটা ইউসুফ, যদি সামান্য আলোচনায় আমার মন না ভরে এবং তোমাকে একদিন বাড়ি থেকে গরহাজির থাকতে হয় তাহলে সেখানে কোনো পেরেশনী হবে না তো?

না, মা-জী! আমি বাড়িতে বলে এসেছি, আমি দোয়া নেবার জন্য এক মুরব্বির কাছে যাচ্ছি এবং হয়তো তিনি আমাকে সংগে সংগেই ফিরে আসার

www.pathagar.com

অনুমতি নাও দিতে পারেন। মা-জী, আপনি যখন আমাদের গ্রামের দিকে দেখছিলেন তখন কয়েক কদম দূরে শিমের গাছের কাছে একজন লোককে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেননি?

দেখেছিলাম তো।

নাসরিন, ফাহমিদা, খালাজান, এখন আপনারা দেখে নিন। সে হচ্ছে আমার খাস লোক। তার সম্পর্কে আপনারা আমার পাণ্ডুলিপিতে পড়েছেন।

নাসরিন, ফাহমিদা ও তার মা অপর দিকের জানালা দিয়ে উঁকি দিতে লাগলেন।

নাসরিন জিজ্ঞেস করলো, ভাইজান লোকটি কে?

আমার মনে হয় ফাহমিদা তাকে চিনতে পেরেছে।

ফাহমিদা পেছন ফিরে দেখলো। একটু হেসে বললো, যদি আপনার লেখায় এর আলোচনা থেকে থাকে তাহলে এর নাম হওয়া উচিত বাল্লু। তবে একটু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। পোশাক থেকে তাকে ভীল মনে হচ্ছে না।

এখন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের পছন্দকে সে নিজের পছন্দ করে নিয়েছে।

নাসরিন জিজ্ঞেস করলো, সে কি এখন বন বিড়াল খায় না?

না, তবে কচ্ছপ খেতে এখনো ভারি ভালোবাসে।

ভীলের আলোচনায় নাসির উদ্দিনও কিছুটা আকর্ষণ অনুভব করলেন। তিনি ওদিকে গিয়ে দেখতে লাগলেন।

ফরিদা আহমদ সিট থেকে উঠে বললেন, আরে দাঁড়াও আমিও একটু দেখি কোন ধরনের জীব ওটা?

মা-জী, আপনি আরাম করে বসুন। এবার গাড়ি চলা শুরু করবে। একথা বলে ইউসুফ অন্যদিকে গিয়ে গাড়ির দরোজা খুললো এবং পাদানিতে পা রেখে নিজের হাত বুলন্দ করে ইশারা করতে লাগলো। বাল্লু নিজের হাত উঁচু করে তার জবাব দিল। সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো। গাড়ি সিটি বাজালো। তার চাকা ঘুরতে লাগলো। বাল্লু কিছুক্ষণ বাতাসে তার হাত দোলাতে লাগলো তারপর লাগাম ঘুরিয়ে জোরসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ভূট্টার ক্ষেতগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

বেগম ফরিদা আহমদ ডাকলেন, বেটা এবার এসে আমার পাশে বসো। যতক্ষণ আমি সব কথা জিজ্ঞেস করে শেষ না করি ততক্ষণ কোনো দিকে দৃষ্টি দেবার তোমার অনুমতি নেই।

নাসরিন বললো, নানীজান! অনুমতি দিলে আমরা সবাই আপনার কাছে এসে বসি। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা সবাই দুটো সিটে মুখোমুখি বসলো। বাকি সমস্ত কামরা খালি পড়ে রইলো।

www.pathagar.com

সফিয়া বললেন, আম্মীজান! অনুমতি দিলে আগে আমি একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করে নিতে পারি?

হ্যাঁ বেটি, তুমি জিজ্ঞেস করে নাও।

বেটা ইউসুফ, আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, বাড়িতে তোমার কোনো পেরেশানী নেই তো?

খালাজী, পেরেশানী কি জিনিস তা আম্মীজান আমাকে জানতেই দেননি। এমন ধরনের সমস্ত বিষয় আম্মীজান নিজের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছিলেন। কাজেই এখন সামান্য ব্যাপারেও আমি পেরেশান হয়ে যাই।

ইউসুফের চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়ে উঠেছিল। অন্যদের চেহারায়ও বিষণ্ণতার ছায়াপাত ঘটতে শুরু করেছিল।

ফাহমিদা দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো, আজ আপনি দুটো গাড়িই খুঁজেছেন। ধরুন যদি আমরা এ গাড়িতেও না আসতাম তাহলে আপনি কি করতেন?

তখন আমি বারবার দোয়া করতাম আপনারা সবাই যেন ভালো থাকেন। কেননা আম্মীজানের ওফাত থেকে আমি এ শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, পেরেশানী যত বেশি হয় তত বেশি দোয়ার প্রয়োজন হয়।

নাসরিন জিজ্ঞেস করলো ভাইজান! বাল্লু বাড়িতে গিয়ে কি বলবে?

সে আমার চাচাকে বলবে, আমি শহরে বেড়াবার এবং নিজের বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের পর আচানক কোনো বুজর্গের কাছে যাবার ফায়সালা করেছি এবং এছাড়া আর যা বলার তা আমি আগেই বড় চাচীকে বলে এসেছি।

সফিয়া বললেন, বেটা বাড়িতে কোনো পেরেশানী থাকলে তুমি স্পষ্ট করে তা বলতে পারো।

কোনো বিশেষ পেরেশানী নেই। তবে এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। তাছাড়া কোনো কোনো ব্যাপারে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। যেমন ধরুন গতাকল আবদুল করিম সাহেবরাও ওখানে পৌঁছে গেছেন। তারা আছেন তো নিজেদেরই বাড়িতে কিন্তু মনোভাব থেকে বুঝা যাচ্ছে তাঁদের বেশির ভাগ সময় আমাদের বাড়িতেই কাটবে। সেখানে তারা আমাদের মেহমানদারীর দায়িত্বও আঞ্জাম দেবে। তাছাড়া সেই চেরাগ বিবিও তাদের সাথে পৌঁছে গেছে।

বেগম ফরিদা বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। সে ওখানে এসেছে কোন কাজে?

মা-জী, আসলে আমাদের বাড়িতে সবাই তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে। প্রথমে তার প্রতি করুণা অনুভব করতো এ জন্য যে তার স্বামী বিয়ের পরপরই সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে কোথাও চলে গিয়েছিল এবং লা-পাত্তা হয়ে গিয়েছিল। সে যুদ্ধে মারা পড়েছে এখন এ গুজব সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ অবস্থায় আমিও

www.pathagar.com

তাকে করুণার পাত্রী মনে করি। কিন্তু তাদের কেউ যখন আমার সাথে কথা বলে আমার বড়ই অস্বস্তি লাগে। আমি অনুভব করতে থাকি আম্মীজানের ইন্তিকালের পর কোনো কোনো লোকের ব্যাপারে আমি যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে গেছি। মা-জী, আমার জন্য এ দোয়াও করবেন আমার মনে যেন কোনো ব্যাপারে অযথা কঠোরতা সৃষ্টি না হয়।

বেগম ফরিদা আহমদ তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বললেন, বেটা, প্রতিটি নিশ্বাসে আমি তোমার জন্য দেয়া করি। আমি বিশ্বাস করি তোমার মনে যে কথার উদয় হয়েছে তা মিথ্যা হবে না।

নাসির উদ্দিন বললেন, বেটা ইউসুফ তুমি নিশ্চিন্তে আমাদের সাথে সফর করো। আমরা যেখানে থাকি সেটাকে তোমার দ্বিতীয় বাড়ি মনে করো। একথা শুনে হয়তো অনেকে অবাক হবে, যেদিন কোয়েটা থেকে ফেরার পর আমি নাসরিন ও মা-জীর মুখে তোমার কথা শুনি সেদিনই আমি অনুভব করেছিলাম তোমার সাথে কোথাও দেখা হলে তোমাকে মোটেই অপরিচিত মনে হবে না। অনেক লোকের সাথে আমরা জীবন কাটিয়ে দেই কিন্তু কোনো প্রকার ঘনিষ্ঠতা হয় না। আবার কারোর সাথে সামান্য একটু মেলামেশায় মনে হয় যেন বহুকাল থেকে তাকে জানি। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপারই বটে।

আরে ভাই তোমরা থামবে নাকি? আমাকে আমার বেটার সাথে কথা বলতে দেবে না? বেগম ফরিদা একটু রাগতস্বরে বললেন।

আম্মীজান, বেটা ততক্ষণ আপনার কথা শুনতে থাকবে যতক্ষণ আপনি ক্লান্ত না হয়ে পড়বেন।

ইউসুফ বাটালা স্টেশনে নেমে অযু করলে নাসরিন গাড়ি থেকে নেমে তাকে জায়নামায পেশ করলো। ইউসুফ একদিকে জায়নামায বিছাচ্ছিল এমন সময় নাসির উদ্দিন ট্রেন থেকে নেমে অযু করতে থাকলেন। ইউসুফ নামায শেষ করলে নাসির উদ্দিন জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেলো। নামায শেষ করার পর তারা উভয়ে কিছুক্ষণ প্লাটফরমের উপর টহল দিতে লাগলো। ট্রেন সিটি বাজাবার সাথে সাথে তারা আবার ট্রেনে উঠে পড়লো।

জালিন্ধর পর্যন্ত সফরটা যেন একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেলো। জালিন্ধর স্টেশন থেকে বের হয়ে তারা দুটো টাংগা নিল। একটিতে বসলো মেয়েরা এবং অন্যটিতে ইউসুফ ও নাসির উদ্দিন। ভাইজানের সাথে একটি জরুরি কথা বলতে হবে বলে নাসরিন মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ইউসুফদের টাংগায় এসে বললো, ভাইজান আপনি সামনে গিয়ে বসুন। আমি আব্বাজানের সাথে পেছনের সিটে বসি। যাবার সময় সারা পথ দেখে দেখে যেতে পারবেন যাতে পথ চিনে নেয়া আপনার পক্ষে সহজ হয়।

www.pathagar.com

নাসির উদ্দিন বললেন, আমার মেয়ে ঠিক কথাই বলেছে।

ইউসুফ সামনের দিকে গিয়ে বসলো। সারাটা পথে নাসরিন চিল্লাতে থাকলো, ভাইজান! আমরা ওমুক মোড়ে এসেছি...... ভাইজান! এখন ওমুক জায়গা......... এ পথটি আমাদের স্কুলের দিকে গিয়েছে........ সামনে গাড়ি আমাদের বাড়ির দিকে ফিরবে। কিন্তু ইউসুফের কোনো খবর ছিল না। তার অবস্থা ছিল এমন এক মুসাফিরের মতো মনজিলে পৌঁছে যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাড়িতে প্রবেশ করার সময়ও তার হুশ ছিল না বাড়ির দরোজা কোন দিকে? নওকররা আগেই মেহমানদের আসার খবর পেয়ে গিয়েছিল। কাজেই তারা খানা তৈরি করে রেখেছিল। সফিয়া গৃহে প্রবেশ করেই নওকরকে জিজ্ঞেস করলেন, দেরাদুন থেকে কোনো খবর এসেছিল?

জি হ্যাঁ, মেজর সাহেবের ফোন এসেছিল। হামিরা বিবি ও জাকিয়া বিবি আগামীকাল এসে যাবেন।

ইউসুফ খানা খেয়েই এশার নাময পড়লো এবং তারপর উপর তলার এক কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

দীর্ঘদিন পর সে স্বপ্নে দেখছিল মনোরম পাহাড় এবং মনোমুগ্ধকর উপত্যকার দৃশ্যাবলী। যখন তার চোখ খুললো, আলোদানী থেকে আলো ও রোদ এসে তার ঘর ভরে দিয়েছিল। সে পাশ ফিরতে গিয়ে দেখলো নাসরিন কামরা থেকে বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে। সে ডাকলো, নাসরিন।

ভাইজান, সে অভিযোগের সুরে বললো, আপনি আজ লম্বা ঘুম দিয়েছেন। নানীজান নামাযের সময় এসে আপনাকে দেখে গেছেন। আপনাকে না জাগাবার জন্য তিনি কড়া হুকুম দিয়েছিলেন। নাশতা করার আগে ও পরে দুবার তিনি উপরে এসেছিলেন।

তখনো আপনি অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। তিনি আম্মীজানকে হুকুম দিয়েছিলেন আপনি নিজে না জাগার আগে যেন কেউ আপনার ঘুম না ভাঙায়। তারপর তিনিও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং আমরা পালাক্রমে এসে আপনাকে দেখে যাচ্ছি। দুবার আম্মীজান, তিনবার ফাহমিদা আপা এবং চতুর্থবার আমি আপনাকে দেখে ফিরে যাচ্ছিলাম।

এমন সময় ফাহমিদা কামরায় প্রবেশ করেই বললো, আসসালামু আলাইকুম। ইউসুফ সালামের জবাব দিয়ে উঠে বসলো। বললো, আমি নিশ্চয়ই আপনাদেরকে খুব পেরেশান করে দিয়েছি। কিন্তু দীর্ঘদিন পর আজ আমার চোখে ঘুম এসেছিল।

www.pathagar.com

আমি অনেকগুলি উপত্যকা, অনেকগুলি পাহাড় ও নদী পার হয়েছি। আমার মনে হচ্ছিল একটা সুদীর্ঘ সফরে আম্মীজান আমার সংগে রয়েছেন।

ফাহমিদা বললো, ক্ষুধার সাথে নিদ্রার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নাসরিন তোমার ভাইজানকে গোসলখানা দেখিয়ে দাও। আমি আম্মীজানকে উনার সম্পূর্ণ শারীরিক সুস্থতার সুখবর দিয়ে আসছি।

কিছুক্ষণ পর ইউসুফ নিচের তলার একটি কামরায় নাশতা সামনে নিয়ে বসেছিল।

নাসরিন মুচকি হেসে বললো, নানীজান আপনিও বসে যান না ভাইজানের সাথে। নয়তো মনে হয় ভাইজান খাবেন না।

দুষ্টু, আমাকে দুবার নাশতা করাতে চাও।

নানীজান, আপনি নিজেই বলে থাকেন মেহমানকে একাকী খেতে বসানো উচিত নয়।

বেকুব, আমার মেহমান নয়, আমার বেটা। যদি তুমি ওকে মেহমান মনে করে থাকো তাহলে কিছুক্ষণ ফাহমিদার মতো সবর করতে। তুমি কি মনে করো সে না খেয়ে থাকবে?

নানীজান, আমি আপাকে বলেছি কিন্তু তার আম্মীজানের ইশারা এবং আপনার অনুমতির প্রয়োজন।

কেন ফাহমিদা, কেউ তোমাকে মানা করেছিল?

না, নানীজান।

একথা বলে ফাহমিদা ইতস্তত করতে করতে ইউসুফের সামনে বসে পড়লো। তারপর খাবার মাঝখানে তারা পরস্পরের চোখাচোখি হয়ে গেলেই চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল।

ইউসুফ সফিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, খালাজান! আমি আমার মরহুম দাদাজান ও আম্মীজানের নসিহত অমান্য করেছি। কোনো অবস্থাতেই আমার নামায কাযা করা উচিত হয়নি। আজ আমি অনেক বেশি ঘুমিয়েছি। আপনি আমাকে জাগিয়ে দিলে ভালো হতো।

বেটা, এ ঘুমটা অকারণ ছিল না। এমন অবস্থায় আমরা তোমাকে জাগানো সংগত মনে করিনি। এখন তোমার একটু আরাম করা দরকার।

ইতিমধ্যে নাসরিনের আব্বু দেরাদুন থেকে আগমনকারীদেরকে নিয়ে স্টেশন থেকে এখানে পৌছে যেতে পারেন। তারপর খানার মাঝখানে এবং খানার পরে অনেক কথা বলা যাবে।

বেগম ফরিদা আহমদ বললেন, হ্যাঁ বেটা! তারা তোমার সাথে অনেক কথা বলতে চাইবে। স্টেশনে তোমার আগমন সংবাদ শুনে তারা অস্থির হয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

সফিয়া বললেন, আম্মীজান! সকালে নাসরিন যখন শুনলো তার আব্বাজান শহরে কাজ শেষ করে সোজা স্টেশনে যাবেন তখন তাকে একথা আগে জানানো হয়নি এবং সে তাঁর সাথে যেতে পারলো না কেন বলে সে বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিল।

বেটি, নাসরিন তো বাড়িতে পৌঁছেই প্রতিবেশীদেরকে তার দুসাহসিক ভইয়ের খবর দিতে চাচ্ছিল। যদি আমি তাকে মানা না করতাম তাহলে আজ আমাদের বাড়িতে মেলা বসে যেতো।

নানীজান, মেলা তো এখনই বসে যাবে। যারা আমাদের জানে তারা আমাদের ভাইকে না দেখে এখান থেকে যেতে দেবে কেমন করে?

সফিয়া বললেন, তোমার ভাইজানের আরামের প্রয়োজন আছে।

আম্মীজান, আমি কবে ওনাকে বেআরাম করেছি? আমি তো কেবল নানীজানের কয়েকটা বকুনি শুনতে চাচ্ছিলাম। আপনি দেখলেন না ফাহমিদা আপাও তো একই কথা বলেন যে, নানীজান যখন রেগে যান, তখন তাঁর চেহারাটা কেমন মিষ্টি ও মায়াময় হয়ে ওঠে।

ফাহমিদা মুচকি হেসে বললো, নানীজানের হাসিমুখই বেশি চমৎকার দেখায়।

বেগম ফরিদা বললেন, তোমরা দুজনই বড় বেশি দুষ্টু হয়ে গেছো।

ইউসুফ বললো, মা-জী! এদের দুষ্টুমিকে আপনি ভালোবাসেন না?

খুব ভালোবাসি বেটা। তাই তো এদেরকে দেখে নিজের বাড়ির সব দায়িত্ব ভুলে যাই।

দুপুরে ইউসুফ বাড়ির অন্যান্য লোকজন ছাড়াও নাসরিনের চাচী যাকিয়া এবং তার মেয়ে হামিরার সাথে খানা খাচ্ছিল। যাকিয়ার স্বামী মেজর বশির সোনাবাহিনীতে ডাক্তারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পরিবারে বয়সের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন তৃতীয়। নাসির উদ্দিন সবার বড়। তাঁর ছোট আবদুল আজিজ এবং সবার ছোট ছিলেন ডাক্তার কামাল উদ্দিন।

মেজর বশিরের ছেলে রফিক আহমদের চেহারা সুরাত তার বোনদের সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্যশীল ছিল। যাকিয়া বেগম যথেষ্ট সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী এবং সুশ্রী ছিলেন। তবে গায়ের রং ছিল একটু শ্যামলা। হামিরার চেহারার আদল ছিল মায়ের মতো তবে গায়ের রং আরো ফর্সা। বয়সে সে ছিল নাসরিনের চেয়ে বড় এবং ফাহমিদার ছোট। বাড়িতে যাকিয়া ও তার মেয়ের সাথে ইউসুফকে পরিচিত করাবার জন্য কাউকে লম্বা চওড়া ভূমিকা ফাঁদতে হয়নি। নাসরিন তার সম্পর্কে

www.pathagar.com

সবাইকে যেসব কথা শুনিয়েছে তা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। নাসির উদ্দিন রেল স্টেশনেই তাদেরকে ইউসুফের আম্মার মৃত্যুর খবর শুনিয়েছিলেন। বাড়িতে তার সাথে দেখার পর অতি দ্রুত তারা খোলামেলা কথা বলতে লাগলো।

আহারের মাঝখানে হামিরা বললো, আপনার যদি বন্য প্রাণী শিকারের শখ থাকে তাহলে আমাদের দেরাদুনে অবশ্যই আসবেন। আব্বাজানের শিকারের নেশা অত্যন্ত প্রবল। তিনি প্রায়ই তাঁর বন্ধু নাসের আলী সাহেবের সাথে শিকারে যান। নাসের আলী সাহেব বড় একটি কৃষি খামারের মালিক। দেরাদুনে তাঁর একটি কুঠি আছে এবং একটি মিসৌরিতেও আছে। গত বছর আমরা মিসৌরিতে গরমের ছুটি কাটিয়েছিলাম। তিনি সেখানে তাঁর কুঠির একটি অংশ আমাদের থাকার জন্য দিয়েছিলেন। তার পক্ষ থেকে এবছরও আমাদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তাঁর কুঠির এক অংশে এ বছরও আমরা অবস্থান করতে পারবো। আব্বাজান তাঁর সাথে শিকারে গিয়ে একটি বড় বাঘ ও চিতাবাঘ এবং আরো কয়েকটি পশু শিকার করেছিলেন।

রফিক আহমদ বললো, হ্যাঁ, আমি নাসের আলী সাহেবের বাড়িতে কয়েকটা বারাশিংগী ও হরিণের চামড়া দেখেছি। আমি যদি আপনার মতো বন্দুক চালাতে জানতাম তাহলে অবশ্য তাঁর সাথে শিকারে যেতাম এবং বাঘ শিকার করে তার চামড়া এখানে আনতাম। আর আমি সেখানে বিশাল অজগরের চামড়াও দেখেছি।

ইউসুফ বললো, সুযোগ পেলে ওখানে অবশ্যই যাবো। তাছাড়া বড় বড় পশু শিকার করতে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। তবে মৃত পশুর চামড়া বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখা আমি পছন্দ করি না।

যাকিয়া বললেন, সফিয়া আপা! ইউসুফকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমাদের ওখানে সে অবশ্যই যাবে আপনার উপস্থিতিতে আমি তার কাছ থেকে এই ওয়াদা নিতে চাই।

সফিয়া বললেন, হ্যাঁ, দেরাদুন এলাকা এবং তার সামনের দিকে মিসৌরির পাহাড় এত সুন্দর যে সেখানে ভ্রমণের লোভে ইউসুফ তোমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। তাছাড়া তুমি এখনো তাকে এ কথাও বলোনি যে দেরাদুনে সাজ্জাদের সাথে তার মোলাকাত হবে। সফিয়া বললেন, ইউসুফ বেটা! সাজ্জাদ হামিরার ভাই। সে মিলিটারী কলেজে পড়ে। শিকারের শখ তার খুব বেশি। তুমি তাকে অনেক কিছু শেখাতে পারবে।

যাকিয়া বললেন, আপাজী! আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না সাজ্জাদের কত আগ্রহ ইউসুফকে দেখার। রফিকের কথা শুনে সে অনুভব করতো ইউসুফ সাহেবের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনো ক্যারিজমা আছে। বেটা ইউসুফ, তুমি

www.pathagar.com

যদি আমাদের ওখানে আসো তাহলে আমরা খুব খুশি হবো। বি.এ. পরীক্ষা দিয়েই তুমি ওখানে বেড়াতে এলে বড়ই ভালো হবে।

চাচীজান, আমার প্রেগ্রাম সম্পর্কে এখনো আমি কিছুই বলতে পারছি না। সময় পেলে অবশ্যই যাবো।

নাসরিন বললো, চাচীজান আমাকে আপনি দাওয়াতই দিলেন না। কমপক্ষে নানীজানকে দাওয়াত দিতেন। তাহলে আমিও তাঁর সাথে চলে যেতাম।

দুষ্টু মেয়ে, নিজের বাড়িতে যাবার জন্য কি আবার কেউ দাওয়াত দেয় নাকি? আমি সফিয়া আপাকে ফোন করে দেবো এবং তখন তোমরা সবাই গাড়িতে উঠে চলে আসবে। তারপর ছুটির সবকটা দিন সেখানে কেবল ভ্রমণ করেই কাটিয়ে দিতে পারবে।

বিকালে ইউসুফ ভ্রমণে বের হলে নাসরিন হামিরাকে ডাকলো। বললো, আমি ভাইজানের সাথে বেড়াতে বের হচ্ছি। ইচ্ছা করলে তুমিও আসতে পারো। হামিরা কোনো জবাব না দিয়েই গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়াতে জড়াতে তাদের সংগে চলতে লাগলো।

বাড়ির বাইরে বের হয়েই নাসরিন বললো, ভাইজান! আমরা স্টেশনের দিকে যাবো। কারণ এভাবে আপনি পথটা ভালোভাবে চিনে নিতে পারবেন। রাতে টাংগায় বসে আপনি নিশ্চয়ই পথ চিনতে পারেননি।

ঠিক আছে। তবে যদি স্টেশনের দিকে যেতে হয় তাহলে ফাহমিদা ও রফিককেও তোমরা ডেকে নিতে পারতে।

হ্যাঁ ভাইজান, আমি এখনই তাদেরকে ডেকে আনছি। দেখবেন আমি চিৎকার করবো না। তাদের কানে কানে বলবো, বেড়াবার জন্য আপনাদের ইন্তিজার করা হচ্ছে। তারা এ সময় বেড়াতে যান না। কিন্তু আপনার খাতিরে এখনি বেরিয়ে পড়বেন।

ইউসুফ বললো, নাসরিন! তুমি বড়ই ভালো মেয়ে। তবে দেখো তাদের যদি কোনো সমস্যায় পড়তে না হয় তাহলে অবশ্যই ডেকে আনো।

নাসরিন দৌড়ে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর ফাহমিদা চাদরটি গায়ে ভালো করে জড়াতে জড়াতে তার সাথে চলে এলো।

ইউসুফ বললো, নাসরিন অর্থাৎ শাহজাদী নাসরিন! আমি তোমাদের বাড়ির পথ ভুলে যাবো এ ভুল ধারণা তোমার মন থেকে দূর হওয়া দরকার। রাতে আসার সময় অবশ্য আমি পথের দিকে মনোযোগ দিতে পারিনি তবে ফিরে যাবার সময় ভালো করে দেখে যাবো। কাজেই ভুলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এখন কি বলো বিরান রাস্তাগুলোর ওপর হাঁটা আমাদের জন্য ভালো হবে না? যেখানে মানুষের ভীড় নেই এবং তোমার আপাও বিশেষভাবে যেটা পছন্দ করে।

www.pathagar.com

আপাজান, প্রথমে আপনি আমাদের পথ দেখান। ভাইজান, আমি ফিল্মে দেখেছিলাম আফ্রিকায় এক ধরনের প্রাণী ভ্রমণকারীদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, ওগুলিকে কি বলে?

ইউসুফ হেসে উঠলো। শাহজাদী সাহেবা, তাকে জাগুয়ার বলে। তার রাস্তায় যারা ভ্রমণ করে তাদেরকে পথ দেখায় না। বরং ভয়াবহ জংগলের মধ্যে বাঘ, হাতি, গণ্ডার ও কুমীর শিকারীদেরকে পথ দেখায়।

ইউসুফ ফাহমিদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, আপনার সাথে অনেক কথা বলার আছে কিন্তু যখনই সুযোগ পাই সব ভুলে যাই।

এই ধরনের কথা লিখে রাখবেন। হয়তো কোনোদিন কাজে লাগবে। আজব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমার অবস্থাও একই ধরনের। আমার ধারণা ছিল বাড়িতে পৌঁছেই আমি আপনার পাণ্ডুলিপির কথা আলেচনা করবো। কিন্তু গতকাল থেকে আমার একবারও একথা মনে পড়েনি। আপনার রচনা সম্পর্কে অসংখ্য কথা আপনার চলে যাওয়ার পর আমার মনে পড়বে।

হামিরা নাসরিনকে বললো, নাসরিন! ভ্রমণ করার জন্য দেরাদুনের রাস্তাগুলিই উপযোগী। আমি যখনই ভ্রমণ করতে বের হতাম তোমার কথা মনে পড়তো।

নাসরিন তার গতি একটু দ্রুত করে বললো, মিসৌরি অবশ্যই অত্যন্ত সুন্দর হবে কিন্তু কাংড়ার দৃশ্যাবলী দুনিয়ায় অতুলনীয়।

তাদেরকে দ্রুত হাঁটতে দেখে ফাহমিদা ও ইউসুফ নিজেদের গতি কমিয়ে দিল।

ইউসুফ বললো, ফাহমিদা! আমি জানিনা একটা কথা আমি কতবার বলতে চাইবো এবং কতবার ভুলে যাবো। আবার এও হতে পারে, যা আমি বলতে চাই তার উপযোগী শব্দ খুঁজে পাই না। কথা অতি সংক্ষিপ্ত এবং তা হচ্ছে, যখন আপনি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যান, আমি কল্পনায় আপনার ছবিটা দৃষ্টি সমক্ষে নিয়ে আসতে পারি না। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, দুনিয়ায় অসংখ্য জিনিস এমন আছে যেগুলি একবার দেখলে তাদের চিত্র আমাদের মানসপটে গেঁথে যায়। কিন্তু কল্পনায় আপনার যে ছবি আমার সামনে আসে তা প্রতিমুহূর্তে বদলাতে থাকে। আমার মনে হতে থাকে, আপনাকে দেখার, চেনার এবং আপনার ছবি নিজের মানসপটে স্থাপন করার জন্য আমার প্রভাত আলোয় কয়েক মুহূর্ত, কয়েক দিন বা কয়েক মাস যথেষ্ট নয়। বরং দিনের পর দিন ধরে দীর্ঘকাল দেখার প্রয়োজন রয়েছে এবং এমন গভীর নিমগ্নতার সাথে যে আমি যেন চোখের পলক ফেলতে না পরি। কিন্তু মনে হয় আপনি বুঝতে পারবেন না।

ফাহমিদা হেসে জবাব দিল, আমি কি বুঝতে পারি এবং কি বুঝতে পারি না তা তো কখনো ভেবে দেখিনি। আজ আমার একটা বিষয় আপনার সামনে আনা

www.pathagar.com

হবে এবং আমাদের বাড়িতে সে সম্পর্কে আপনার মতামত চূড়ান্ত মনে করা হবে। এজন্য চূড়ান্ত মনে করা হবে যে, বাড়িতে আব্বাজন ও আম্মীজান তাই পছন্দ করেন যা আমি পছন্দ করি। আর ইউসুফ সাহেব, আমিও একটি কথা বলতে চাই। আর তা হচ্ছে, আমিও দিনের আলোয় আপনাকে যতটা দেখতে চাই ততটা দেখিনি। আপনার কি আগামীকাল না গেলে হয় না? অর্থাৎ আমি বলতে চাই, যদি কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকে তাহলে যতদিন চাচীজান এখানে আছেন আপনিও থাকুন। সম্ভবত আপনার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আমি কিছু বলার সুযোগ পাবো।

ইউসুফ বললো, আমার ফিরে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু তোমার সামান্য খুশির জন্য আমি থাকতে রাজি আছি।

সামান্য নয়, অনেক বেশি।

ফাহমিদা নাসরিনকে ডেকে বললো, এখানে এসো তোমাকে একটা সুখবর শোনাই।

নাসরিন হামিরার হাত ধরে দৌড়ে তাদের কাছে এলো। ফাহমিদা বললো, সুখবরটা হচ্ছে তোমার ভাইজান আগামীকাল যাবেন না। আমি তাকে বলেছিলাম, যতদিন চাচীজান ও হামিরা এখানে আছেন আপনিও এখানে থাকুন। কিন্তু বর্তমানে তিনি বেশি দিন থাকতে পারবেন না। এরপর তুমি তাঁকে ওয়াদাবদ্ধ করে নাও যখনই সুযোগ পাবেন যেন জালিন্ধরের পথ ভুলে না যান।

হামিরা বললো, ভাইজান! আমিও আপনার কাছ থেকে দেরাদুনের ওয়াদা নিতে চাই। উসমান ভাইজান আপনাকে দেখে খুব খুশি হবেন।

বর্তমানে আমি এতটুকু ওয়াদা করতে পারি যে, কখনো ওদিকে গেলে সোজা তোমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠবো। কিন্তু দেশের অবস্থা এতই অনিশ্চিত যে নিশ্চয়তার সাথে কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করা সম্ভব নয়।

নাসরিন বললো, হামিরা আপা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এরপর যখনই আমরা দেরাদুন যাওয়ার প্রোগ্রাম বানাবো তখন ভাইজানও আমাদের সাথে থাকবেন।

ইউসুফ ফাহমিদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, আপনি বলেছিলেন বাড়িতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার সাথে পরামর্শ করা হবে। বিষয়টি যদি এখনি বলে দেন তাহলে হয়তো আমি কিছু আগাম ভাবনা চিন্তা করতে পারি। আর আমার মনে হয় নাসরিন ও হামিরাও কোনো ভালো পরামর্শ দিতে পারবে।

বিষয়টা হচ্ছে, নানাজান ও নানীজান চাচ্ছেন আমি মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হই অথবা আমার আর্টসে ভর্তি হওয়া উচিত জালিন্ধর বা লাহোরে। কাজেই চাচা আবদুল আজিজ ও চাচী বিলকিস আমাকে লাহোরে ভর্তি হবার এবং তাদের কাছে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। সম্ভবত কোনোদিন তারা আমাকে নেবার জন্য এসে যেতেও পারেন।

www.pathagar.com

ইউসুফ বললো, আমি এ ব্যাপারে কোনো রায় দেবার আগে প্রথমে শাহজাদী নাসরিন তোমার মতামত জানতে চাই।

ভাইজান, দুঃখের বিষয় হচ্ছে শাহজাদীর হুকুম চলছে না। নয়তো আমি ফরমান জারি করতাম, আমার আপার ডাক্তার হবার পরিবর্তে সমকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হওয়া উচিত। সাহিত্যে উচ্চ ডিগ্রী নেবার জন্য তাঁর লাহোর যাওয়াই হবে উত্তম। যদিও এর ফলে আমি অত্যন্ত নিসংগতা অনুভব করবো। আপাজানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাঁর পক্ষে অপারেশন করা তো দূরের কথা কাউকে টিকা দিতে দেখলেও তিনি চোখ বন্ধ করে নেন।

এমন কথা অবশ্য আমি তার সম্পর্কে মানতে পারছি না। প্রয়োজনের সময় সে হাসতে হাসতে বড় বড় অপারেশনও করে ফেলবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তার স্বাভাবিক প্রবণতার। আর সে ব্যাপারে তুমি বলেই দিয়েছো সাহিত্যিক মানসিকতা নিয়েই তার জন্ম। তারপর সে লাহোরে গেলে তুমি তার সাথে এসে মিলবে, আমাদের এ পুরাতন সমস্যাটারও সমাধান হয়ে যাবে।

নাসরিন বললো, ভাইজান! যদি আপনি একথা বলে দেন তাহলে আম্মীজান তাকেও যেতে দেবেন না।

ইউসুফ ফাহমিদার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, আপনি এমন একটি মেয়ে যে নিজের সম্পর্কে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে এবং তার সপক্ষে স্বীকৃতি আদায় করার হক নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। যদি ডাক্তারী করার প্রবণতা থাকে তাহলে এটা একটা পবিত্র পেশা। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে যখন তুমি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট তখন তোমার জন্য লাহোর যাওয়াই ভালো।

ফাহমিদা বললো, এখন বাড়িতে পৌছার পরই এ প্রসংগে আলোচনা শুরু হবে। আর আপনি আমাকে লাহোর পাঠাবার পরামর্শ দিচ্ছেন এ কথা শুনলে চাচা আবদুল আজিজ অত্যন্ত খুশি হবেন।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে আমি মা-জীকে নারাজ করতে চাচ্ছি।

ফাহমিদা বললো, আপনার পরামর্শের ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবো আমি। অর্থাৎ নানীজান সংগে সংগেই মেনে নেবেন। আমি বলি কি আমাদের এখনি বাসায় ফিরে যাওয়া উচিত।

ইউসুফ বললো, কিন্তু হামিরা এখনো কোনো রায় দেয়নি।

হামিরা বললো, ভাইজান! আমার ভোটও আপনার পক্ষে। আমার আব্বাজান তো ফাহমিদা আপাকে ডাক্তার দেখতে চান কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে তিনি যদি একজন সফল সাহিত্যিক হতে পারেন তাহলে তাকে জবরদস্তি করে ডাক্তার বানিয়ে দিতে হবে।

www.pathagar.com

নাসরিন বললো, কিন্তু আমার অবস্থা হচ্ছে, আমার আপা ডাক্তার হোন বা প্রফেসার হোন অথবা অন্য কিছু সর্বাবস্থায়ই তিনি আমার চোখে ভালো লাগবেন।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, তোমার বইপত্র তোমার আপা লিখুক, তুমি কি এটা চাও?

কেন নয়? দুনিয়ার সমস্ত ভালো জিনিস আমার আপার জন্য থাকা উচিত।

কিন্তু লোকে বলে, লেখকদের অনেক সময় ভূখা থাকতে হয়।

দেখুন ভাইজান, আপনি অপ্রীতিকর কথাবার্তা বলবেন না।

ফাহমিদা বললো, আপনার কখনো নিজের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির কথা মনে পড়েনি?

অনেক বেশি মনে পড়েছে এবং কোনো দিন অকস্মাত সেটি সম্পূর্ণ করার জন্য বসে পড়বো।

ফাহমিদা বললো, কখনো কি আপনার মনে হয়েছে যে এখানে এসে আমার লেখা অসম্পূর্ণ হয়ে আছে? অর্থাৎ আমি বলতে চাই, এর আগেও আরো লিখতে হবে এবং ইউসুফের আত্মজীবনীর বাকি অংশ শেষ করে ফেলতে হবে।

ইউসুফ বললো, দেখো এ আত্মজীবনী দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অংশটি আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঠকরাও একে অত্যধিক গুরুত্ব দেবে। এ অংশটি শুরু হবে সেখান থেকে যখন অমৃতসর স্টেশনে এসে মা-জী ও নাসরিনের থেকে আমার পথ আলাদা হয়ে গিয়েছিল এবং আমার যে হ্যাণ্ডব্যাগে পাণ্ডুলিপি ছিল সেটি জালিন্ধরগামী ট্রেনে ভুলে ফেলে রেখে এসেছিলাম। পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আমার সেই হ্যাণ্ডব্যাগ ভুলে রেখে আসার কষ্টের চাইতে বেশি কষ্ট ছিল তার মধ্যে রাখা নাসরিনের ঠিকানার জন্য। এখন সেই অংশটি সম্পূর্ণ করার জন্য আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো। বলতে পারো এজন্যই আমি আগামীকাল যাত্রা বিরতি করছি। আসল পাণ্ডুলিপি তোমার কাছে থাকবে। এরপর আমি যা কিছু লিখবো তার একটা নকল তোমার কাছে পাঠাতে থাকবো ধারাবাহিকতার সাথে।

ফাহমিদা বললো, আপনার আসল পাণ্ডুলিপি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। আমি তার একটা কপি করে নিয়েছি সেটি আপনার হাতে সোপর্দ করা হবে যাতে আপনার লেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সহজ হয়। এই রচনার যে অংশ জালিন্ধরের সাথে সম্পর্কিত সে সম্পর্কে আপনার বেশি প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না। আপনি জানেন নাসরিন কোনো কথা ভোলে না। আমার মনে হয় অমৃতসর থেকে আলাদা হবার পর যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি যদি সে এখনি শুনিয়ে দেয় তাহলে আপনার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব এখানেই পেয়ে যাবেন। আর আপনার রচনা আমার ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে নাসরিনের চাইতে বেশি আর কেউ বলতে পারবে না।

www.pathagar.com

নাসরিন বললো, ভাইজান! আপনার পেরেশানীর সমস্ত কথা আমি শোনাবো। তবে কোনো কথা আপাজানের চাইতে আমি বেশি ভালো করে বলতে পারবো একথা ঠিক নয়।

ইউসুফ বললো, তোমরা দুবোন পরস্পরকে কত ভালোবাসো সে কথা বলে আমাকে বুঝাতে হবে না। একথা আমি ফাহমিদাকে না দেখেই বুঝে ফেলেছিলাম। এখন তুমি বলো, আমি হ্যাণ্ডব্যাগ ভুলে রেখে গেছি একথা তোমার কখন মনে হয়েছিল?

তখনই ভাইজান যখন গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। আমি কোনো বোকামী করে ফেলেছি বলে প্রথমেই আমার মনে একটা খটকা জেগেছিল। একথা নানীজানকেও বলেছিলাম। এরপর নাসরিন ঘটনার বর্ণনা দিয়েই চলছিল। দশবারো মিনিট পর বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্তকার সমস্ত ঘটনার কথা বলা শেষ করেছিল সে।

ইউসুফ নিচু স্বরে বললো, ফাহমিদা! আমাদের এ ভ্রমণটা কি আর একটু দীর্ঘ করা যায় না? শাহজাদী নাসরিন এখন বলার মুডে আছে।

হ্যাঁ, আমরা সামনে ডানদিকে মোড় নেবো। এতে শাহজাদী সাহেবা আরো আধ ঘন্টা বলার সুযোগ পাবে।

নাসরিন ঘটনার বর্ণনা দিয়েই চলছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে যখন পৌঁছুলো তখন সে ফাহমিদার পাণ্ডুলিপি পড়ার ঘটনা বর্ণনা করছিল। বাড়ির কাছাকাছি একটি মসজিদে এশার আযান হচ্ছিল। ইউসুফ ফাহমিদাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আমি নামায পড়ে আসছি। তুমি আমার জন্য এক দিস্তা কাগজ কেনার ব্যবস্থা করো। আজ রাতে আমি কিছু লিখবো। আমার মনে হচ্ছে বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষার আগেই আমি এই কিতাবের একটি অংশ শেষ করে ফেলবো।

হামিরা বললো, ভাইজান! এক অংশ কেন? সম্পূর্ণটা কেন নয়?

আরে ভাই, এটা একটা গ্রামীণ ছেলের জীবন বৃত্তান্ত। তাকে অনেক গুলো কঠিন পর্যায় অতিক্রম করে একজন ঔপন্যাসিক হতে হবে। তাছাড়া এটা এমন কিছু লোকেরও জীবন বৃত্তান্ত হবে যারা এইসব কঠিন পর্যায়গুলিতে তার পথসংগী হবে। তাই লেখার আগে ঘটনাবলীকে তো অবশ্যই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুতে হবে। কাজেই এতে কত সময় লাগবে এবং এর প্রকাশনা পর্যন্ত আমি আরো কত বই লিখে শেষ করবো সেকথা এত আগেভাগে বলা সম্ভব নয়।

হামিরা বললো, ভাইজান! আমি কিছুই বুঝলাম না। হয়তো নাসরিন কিছু বুঝেছে।

নাসরিন বললো, চলো বাড়িতে চলো। সেখানে আপামনি তোমাকে বুঝিয়ে দেবে।

www.pathagar.com

রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ইউসুফ তার কামরায় গিয়ে দেখলো টেবিলের ওপর সাদা কাগজ ও দোয়াত রাখা আছে। সে চেয়ারে বসলো। এমন সময় নাসরিন একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ হাতে কামরায় প্রবেশ করলো এবং ব্যাগটি টেবিলের ওপর রাখলো। সে নাসরিনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল এমন সময় ফাহমিদা ও তার মা প্রবেশ করলেন কামরায়। ইউসুফ উঠে দাঁড়ালো।

সফিয়া বললেন, বসো বেটা। তুমি আবার কিছু লিখতে শুরু করেছো একথা শুনে আম্মীজান খুব খুশি হয়েছেন।

খালাজান, আপনি বসুন। ইউসুফ বললো।

সফিয়া চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, বেটা আমি তোমার সময় নষ্ট করবো না।

খালাজান, আমার সময় নষ্ট হবে না। বরং লেখার মুড তৈরি হয়ে যাবে। ফাহমিদা, তুমিও বসো।

না, আমি কেবল আপনাকে একথা বলতে এসেছি যে, এই ব্যাগের মধ্যে রয়েছে আপনার পাণ্ডুলিপি এবং একটি নতুন কলম। কলমটি আমি একথা চিন্তা করে এই পাণ্ডুলিপির সাথে রেখেছিলাম যে, একদিন নিশ্চয়ই আপনি এই পাণ্ডুলিপির খোঁজে আমাদের এখানে আসবেন তখন আমি এই আবেদন সহকারে এই কলমটি আপনাকে পেশ করবো যে পাণ্ডুলিপিটি দ্রুত সম্পূর্ণ করে ফেলুন।

ইউসুফ হাসলো। বললো, লেখক যখন অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করে তখনই লোকেরা তাকে কলম পেশ করে থাকে। তাই আমি এ কলমটিকে আমার জন্য বড় আকারের একটি পুরস্কার মনে করি। এজন্য আমি আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। আর নাসরিন তোমার প্রতিও অত্যধিক কৃতজ্ঞ এজন্য যে, তোমার কারণে আমার কোনো গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই আমি এত বড় পর্যায়ের মুল্যায়নকারীদের পেয়ে গেছি।

সফিয়া উঠতে উঠতে বললেন, মূল্যায়নকারী এবং দোয়াকারীও। এখন তুমি তোমার কাজ করো। তারা কামরার বাইরে চলে গেলেন।

ইউসুফ প্রথমে ব্যাগ খুলে ফাহমিদার হাতে লেখা সুন্দর বাঁধাই করা পাণ্ডুলিপির কপিটি বের করলো। তার শেষের দিকের কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়লো। তারপর নতুন কলমটি হাতে নিল। দোয়াত থেকে কালি নিয়ে তাতে ভরলো এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে লিখতে শুরু করলো। ফজরের আযান শোনা গেলে সে কলম রেখে দিল। উঠে গিয়ে অযু করলো। নামায পড়লো। তারপর

www.pathagar.com

টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র না গুছিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। চোখ যখন খুললো, দেখলো বেগম ফরিদা আহমদ বিছানার কাছে বসে আছেন। সে বিড়বিড় করতে করতে উঠে বসে বললো, মা-জী! আমি লিখতে লিখতে শুয়ে পড়েছিলাম এবং সম্ভবত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘুমিয়েছি।

বেটা, তুমি লিখতে লিখতে শুয়ে পড়োনি। বরং নামায পড়ে শুয়ে পড়েছিলে। আমার মনে হয় এখনো তোমার ঘুম পুরা হয়নি। একটা মজার কথা আমি তোমাকে শোনাতে চাচ্ছি। নাসির উদ্দিন তোমার নতুন লেখাগুলি পড়ার পর এই ব্যাগ থেকে তোমার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি নিয়ে গিয়েছিল।

ইউসুফ টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললো, কিন্তু আমার লেখা কাগজগুলি কোথায় গেলো?

মনে হয় ফাহমিদা সেগুলি নিয়ে গেছে।

তুমি সারারাত ধরে যা লিখেছিলে তা সবই ফাহমিদা পড়ে ফেলেছে এবং তারপর সফিয়াও। তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জাহির। এখন মনে হয় সে তা পড়ে শোনাচ্ছে যাকিয়া ও হামিরাকে।

ইউসুফ নাশতা করছিল এমন সময় নাসির উদ্দিন হাসতে হাসতে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বেটা ইউসুফ, আমার বয়সের লোক তোমার পাঠক শ্রেণীভূক্ত হয়ে গেছে এবং তোমার লেখার প্রতিটি ছত্রের জন্য তোমাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে, একথা শুনে তুমি খুশি হতে পারো।

ইউসুফ হেসে তাঁর দিকে তাকালো তারপর নিজের চোখের অশ্রু লুকাবার চেষ্টা করে বললো, আপনি এ লেখা পড়েছেন, এটা আমার অনেক বড় পুরস্কার।

বেটা, আসলে আমি মাত্র কয়েক পাতা পড়েছি। আমি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পড়তে চাই। আমি জানতাম ফাহমিদা কোনো মামুলি ব্যাপারে প্রভাবিত হয় না। তবে তোমার রচনার স্টাইল আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব মনে হয়েছে।

ইউসুফ বললো, নাসরিন। এখানে একটু এসো। আর একবার তোমার শোকরিয়া আদায় করতে চাই।

কি জন্য ভাইজান? সে দৌড়ে কাছে চলে এলো।

ব্যাপার হচ্ছে, তোমার জন্যই আমি অনেক স্নেহ মমতার স্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছি।

নাসির উদ্দিন কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগ সহকারে ইউসুফকে দেখলেন তারপর বললেন, বেটা তুমি আরো কয়েকদিন এখানে থেকে যেতে এবং আরো কিছু লিখতে, এটা কি সম্ভবপর নয়?

www.pathagar.com

ইউসুফ জবাব দিল, জনাব, আমি আবার আসবো এবং আপনারা বিরক্তি অনুভব না করলে বারবার আসবো। কিন্তু এখন আমাকে যেতে হবে। গ্রামে দুদিন অবস্থান করার পর আমি লাহোর চলে যাবো।

নাসির উদ্দিন বললেন, ইনশাআল্লাহ লাহোরেও মোলাকাত হতে থাকবে। ফাহমিদার কলেজের শিক্ষা লাহোর থেকেই শুরু করার আমাদের পরিকল্পনা ছিল কিন্তু যেহেতু তার মানসিক প্রবণতা ডাক্তারীর পরিবর্তে সাহিত্যের প্রতি ঝুঁকে আছে তাই এফ.এ. পর্যন্ত এখানে থেকেই সে শিক্ষা লাভ করবে। এরপর লাহোর চলে যাবে। সেখানে তার চাচা ও চাচী তাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। যদি ফাহমিদা ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো তাহলে এ বছরই তাকে আমরা লাহোর পাঠিয়ে দিতাম।

তারা আমাকেও খুব ভালোবাসেন। নাসরিন বললো।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আমরা তোমাকেও লাহোর পাঠিয়ে দেবো।

আব্বাজান, আপনাদের ছেড়ে আমি লাহোর কেমন করে যেতে পারি! তাছাড়া নানীজানের কাছ থেকেও আমি দূরে থাকতে চাই না।

নানী বললেন, ওরে পাজীটা আমার সাথে চালাকি করো না। তোমার লাহোর যাবার সময় যখন আসবে তখন নানীকে জিজ্ঞেসও করবে না। নাসির উদ্দিন বেটা, ফাহমিদার পরিবর্তে নাসরিন ডাক্তার হবে এবং তোমরা মেডিকেল পড়ার জন্য তাকে লাহোরের পরিবর্তে আমার কাছে লুধিয়ানায় পাঠিয়ে দেবে, এটা কি ভালো হবে না?

আম্মীজান, বেটিকে এখন থেকে পেরেশান করার দরকার নেই। সময় এলে দেখা যাবে।

আম্মীজান, আমি পেরেশান হই না। জালিন্ধরের মতো লাহোরেও আমরা একত্র হতে পারি এবং নানীজান সেখানে আমাদের সাথে দেখা করতে আসতে পারেন, এও হতে পারে। নানীজান, আমি সত্যি বলছি আপনার জন্য ইন্তিজার করতে গিয়ে আমি বড়ই সুখানুভব করি।

পরদিন ইউসুফ বিদায় নিল। ইউসুফকে বিদায় দেবার আগে রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফরমে পায়চারি করতে করতে নাসির উদ্দিন ইউসুফকে বললেন, বেটা ইউসুফ! রাতে আমি ভাবছিলাম আমিও তোমার সাথে তোমাদের গ্রাম থেকে একবার ঘুরে আসবো। কিন্তু তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম তোমার আব্বাজান যখন লাহোর আসবেন সেখানেই প্রথমে আমি তার সাথে দেখা করবো। তারপর কোনো এক সময় তোমাদের গ্রামে যাবার প্রোগ্রাম বানাবো ভালো সফর সুযোগ দেখে। তবে হ্যাঁ একটা কথা এখন আমি তোমাকে বলতে চাই, যখনই তোমার

www.pathagar.com

কোনো সমস্যা বা জটিলতা দেখা দেবে সোজা চলে আসবে। তুমি একথা ভুলে যেয়ো না যে আমার বাড়িতে তোমাকে কখনো অপরিচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করা হবে না।

জনাব, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আপনার আন্তরিকতার অবমাননা করতে চাই না। আপনাদেরকে আমি এমন এক সময় পেয়েছি যখন আপনাদের আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, এটা আমার জীবনের একটা অদ্ভুত ঘটনাক্রম। বরং আমি মনে করি কোয়েটা থেকে নাসরিন ও নানীজানের সাথে সফর করা এবং তারপর যখন অমৃতসরে আমাদের পথ পৃথক হয়ে যাচ্ছিল তখন আমার পাণ্ডুলিপি তাদের কাছে ভুলে রেখে আসার মধ্যে এ রহস্য লুকিয়ে ছিল যে একদিন আমার জীবনে একটি মহাশূন্য সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং সেই শূন্যস্থান পূরন করার জন্য আপনারা এগিয়ে আসবেন। নাসির উদ্দিন সাহেব, আমি অনুভব করছি, আল্লাহ জানেন আমি একদিন অকস্মাত ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়বো তখন আমার ব্যথা নিরাময় করার জন্য আপনারা এগিয়ে আসবেন।

নাসির উদ্দিন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। গাড়ির হুইসিল বাজতে থাকলো। নাসির উদ্দিন তার কপালে চুমো দিয়ে বললেন, বেটা আল্লাহ হাফেজ। আমি সব সময় তোমার জন্য দোয়া করতে থাকবো। আর দোয়া ছাড়া আমরা পরস্পরের জন্য আর কিইবা করতে পারি।

গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। ইউসুফ দ্রুত আল্লাহ হাফেজ বলে গাড়িতে উঠে পড়লো। নাসির উদ্দিন স্থানুর মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্লাটফরমের ওপর। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। গাড়ি অনেক দূরে চলে গেলে তিনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন এবং ধীরে ধীরে হেঁটে স্টেশনের বাইরে চলে এলেন।

২৭

জালিন্ধর থেকে ফিরে এসে ইউসুফ তিন দিন গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করলো। তারপর তার আব্বার অনুমতিক্রমে লাহোর চলে এলো, সেখানে বাড়িতে নওকর ছিল। তারপরও সে বিরাট নির্জনতা অনুভব করছিল। তিনদিন বাড়িতে বাস করার পর চতুর্থ দিন চলে গেলো তার বন্ধু মনজুরের কাছে। মনজুর বাস করতো আরো তিনজন ছাত্রের সাথে কলেজের নিকবর্তী একটি বাড়িতে। মনজুরকে সাথে নিয়ে বাড়িতে চলে এলো। ছুটি শেষ হবার পর তার আব্বা

www.pathagar.com

লাহোরে চলে এলে মনজুর আবার তার বাসায় চলে গেলো। তবুও তাদের অন্তরংগতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে সাধারণ ছুটির দিনগুলোয় মনজুর তার গ্রামের বাড়িতে না গিয়ে লাহোরেই ইউসুফের সাথে কাটিয়ে দিতো। ইউসুফের কারণে মনজুরও নৌকা চালনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ছুটির দিনে সাধারণত তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে নৌকা চালনার জন্য নদীর কিনারে চলে যেতো। কখনো কখনো আবদুল মজিদ ও মুহাম্মদ হাফিজ নামে আরো দুটি ছেলেও তাদের সহযোগী হতো। নৌকা চালনা শেষে ইউসুফদের বাড়িতে এসে নাশতা করতো তারা। পাশের একটি বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করতো। সেখানে আরো কয়েকজন ছাত্র এসে যেতো। তখন পাকিস্তান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যেতো। তাদের জন্য দুপুরের খানা ইউসুফদের বাড়িতে তৈরি হতো। ইউসুফের আব্বা ছেলের বন্ধুদের মেহমানদারী করে এক ধরনের আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করতেন। ইউসুফ যে তার জীবনের সবচেয়ে বিষাদময় ঘটনার মুখোমুখি হয়ে এসেছে একথা সে তার কোনো সাথিকে এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করতে দিতো না। তবুও মনজুর কখনো কখনো তার সাথে মনের কথা বলে নিতো। অন্য ছেলেদের চাইতে সে জানতো অনেক বেশি কথা। ফেব্রুয়ারী মাসে ইউসুফ জোরেশোরে পড়াশুনা শুরু করে দিল।

কিন্তু একদিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেলো। তার চাচী ও চাচা গ্রাম থেকে এলেন। পরদিন বাহাওয়ালপুর থেকে এলেন তার মামাত বোন সাঈদা। দিনভর তাদের মধ্যে কি কথা নিয়ে গোপন আলোচনা চললো। তারপর সবাই জড়ো হলো ইউসুফের কামরায়। চাচী ইতস্তত করে বললেন, দেখো ইউসুফ! তুমি নারাজ না হলে তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি জানো ভাইজান প্রায়ই রাতের বেলা উঠে পায়চারী করতে থাকেন। আমরা সেদিনগুলি ফিরিয়ে আনতে পারবো না যে দিনগুলি তিনি আপা কুদসিয়ার সাথে অতিবাহিত করেছেন। সেদিনগুলি আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়। কেবল আমি নই, গ্রামের সবাই এটা অনুভব করে।

গ্রামে থাকতে আমরা এ বিষয়টা উত্থাপন করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, ভাইজান আপনার আর একটা বিয়ে করা দরকার। কিন্তু তোমার জন্য তিনি এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে রাজি হননি।

ইউসুফ জবাব দিল, চাচীজান! আমি আব্বাজানকে এতটা দুঃখ ভারাক্রান্ত ও ম্রিয়মান দেখা পছন্দ করবো এটা আপনারা ভাবতে পারলেন কেমন করে?

বেটা, তুমি পছন্দ করবে না ঠিকই কিন্তু তোমার আব্বাজান মনে করেন তোমার মনে কষ্ট দেয়া হবে।

আপা সাঈদা, আপনিও কি তাই ভাবেন?

www.pathagar.com

ভাই, আমি কিছুই ভাবিনা। আমি চাচীর চিঠি পাচ্ছিলাম। তুমি আমার চাইতে ভালো চিন্তা করতে পারবে একথা ভেবে আমি এখানে এসেছি।

ইউসুফ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এখনি আব্বাজানের সাথে কথা বলছি।

এক মিনিট পর সে পাশের কামরায় তার আব্বাকে বলছিল। আব্বাজী! আমি অনুভব করছি নিসংগতার জীবন আপনার জন্য বড়ই কষ্টকর হবে। আমি প্রায়ই ভাবতাম কোনো ভালো ঘরানার সুযোগ্য কোনো পাত্রী দেখে আপনার একটা বিয়ে করে নেয়া উচিত। কিন্তু একথা বলার সাহস আমার হচ্ছিল না। এখন আপা সাঈদা ও চাচীজানের চিন্তা-ভাবনা জানার পর আমি একটা অনুগত সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে পারিনি বলে যারপরনাই লজ্জা অনুভব করছি।

বাপ উঠে ছেলের হাত ধরলেন এবং তাকে নিজের কাছে টেনে এনে বললেন, প্রথম দিকে এসব কথাবার্তা হয়েছিল। তখন গ্রামে থাকা অবস্থায় আমি বলে দিয়েছিলাম, আমার নিজের চাইতে উঁচু খান্দানের কোনো মেয়ের আমার প্রয়োজন নেই। আমার সন্তানদের দেখাশুনা করতে পারে এমন একজন নেকবখ্‌ত মহিলার আমার প্রয়োজন।

আব্বাজান, আপনার চেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত এ ব্যাপারে আর কে নিতে পারে? যে কেউ এ বাড়িতে আসবে আমরা তাকে নিজের মায়ের মর্যাদা দেবো।

বেটা, তুমি যদি নিজের মনে কোনো কষ্ট বা বোঝা অনুভব না করো তাহলে তোমার চাচীকে জিজ্ঞেস করো তারা আমার জন্য কি পছন্দ করে?

আব্বাজী, আমি এখনি জিজ্ঞেস করছি।

ইউসুফ ফিরে এসে তার চাচী ও সাঈদার কাছে বসলো। সে বললো, চাচীজান আপনি যদি আপনার পছন্দের মহিলার নামটি বলেন তাহলে আমি এখনি আব্বাজানের সাথে কথা বলে ফায়সালা করে ফেলতে পারি।

বেটা, আমার পরিবর্তে এটা তোমার বোনদের পছন্দের ব্যাপার। যোহরা তাকে পছন্দ করেছিল। তোমার বোনও তাকে জানে এবং তাকে সমর্থন করে।

চাচীজান কোথায় গিয়েছিলেন তাকে দেখতে? কে তিনি যাকে আমি জানি না এবং আপনি জানেন?

বেটা, সে হচ্ছে চেরাগ বিবি এবং তুমি তাকে ভালো করেই জানো।

কেন যোহরা, একি সেই চেরাগ বিবি যাকে আমরা সবাই জানি?

ভাইজান, চেরাগ বিবি তো একজনই আছে।

আপা সাঈদা আপনিও কি তাকে পছন্দ করে এসেছেন?

দেখো ভাই, আমার দিকে ওভাবে তাকাবে না। আমি চিঠি পেয়েছিলাম যে তোমার আব্বাজান তাকে পছন্দ করে বলে মনে হচ্ছে। পত্রে আমাকে তাকিদ করা হয়েছিল এখানে আসার আগে আমি যেন পাত্রীকে ভালো করে দেখে আসি। আমি

www.pathagar.com

জানি না এ ধরনের মহিলাদেরকে ভালোভাবে দেখা বলতে কি বুঝায়। আমি কেবল এতটুকু জানি, গ্রাম থেকে লাহোরে আসার পরও অনেক দিন তিনি তোমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করেছেন। তোমাদের অনেক কাজও তিনি নিজ দায়িত্বে করেছেন। তারপর হঠাৎ এখান থেকে গায়েব হয়ে গেছেন। আমি অনুসন্ধান করে এ রহস্যের জট খুলতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সেখানে পয়গাম নিয়ে যাবো এ আশায় তিনি নিজের গ্রামে চলে গেছেন। চেরাগ বিবির মাকে দেখে আমি কিছুটা পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম। তবে তার বাপ সম্পর্কে আমার ধারণা তিনি খুবই ভালো লোক।

ইউসুফ বললো, আপাজান! আপনি কাউকে মনের দিক দিয়ে ভালো এবং কাউকে মনের দিক দিয়ে খারাপ এভাবে চিহ্নিত করবেন না। কারণ আপনার চিন্তা হামেশা সত্যের বিপরীত হয়। তবুও যাহোক আপনারা সবাই যদি চেরাগ বিবিকে পছন্দ করে থাকেন এবং আব্বাজানও তাকে পছন্দ করেন তাহলে আমিও জোর করে হলেও নিজের মনকে প্রবোধ দেবো। কিন্তু সামনে আমার পরীক্ষা আছে। কাজেই যে উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন অতি দ্রুত তা সম্পন্ন করা উচিত।

দুসপ্তাহ পর ইউসুফের দুই চাচা এবং তাদের পিতার চাচা নিজেদের স্ত্রীদেরকে সংগে করে নিয়ে লাহোরে পৌঁছে গেলেন।

মহিলারা বাড়িতে অবস্থান করলেন। অন্যদিকে মুরুব্বীরা আবদুল করিম এবং তার স্ত্রীর সাথে অমৃতসর রওনা হয়ে গেলেন। সফরের জন্য দুটি কারের ব্যবস্থা করলেন মিয়া আবদুল করিম নিজেই। তৃতীয় একটি কার নিয়ে আবদুল আজিজ সাহেব চলে এলেন। গভীর আগ্রহের সাথে বিলিকিসের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। ইউসুফ চাচ্ছিল আবদুল আজিজের সাথে তিনিও যাবেন। কিন্তু আবদুল আজিজ এসেই বললেন, বেটা ইউসুফ তোমার চাচী আজ সফরের মুডে নেই। আমি যখন বললাম, সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হচ্ছে তখন একেবারেই বেঁকে বসলো।

চাচাজান, আপনি কি তাঁকে বলেননি যে, বাড়িতে থাকা আমার জন্য একান্ত অপরিহার্য? তাছাড়া এটাও তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল যে আমি..........।

বেটা, আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। আর সম্ভবত এই অনুভূতিই তোমার চাচীকে সেখানে যেতে রুখে দিয়েছে। অবশ্যই আমাদের আল্লাহর কাছে ভালোর জন্য দোয়া করতে হবে। তোমার ও তোমার চাচীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে আমি তোমার আব্বার সাথে যাচ্ছি।

পরদিন ইউসুফকে বাহ্যত হাসিমুখ দেখা গেলেও ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। সারাদিন বাড়ির বাইরে বের হলো না সে। সন্ধ্যার দিকে অমৃতসরগামী বারাত ফিরে এলো। বাড়ির গেটের বাইরে ইউসুফ তাদের

www.pathagar.com

অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়েছিল। আবদুল করিমের স্ত্রী দুলহিনকে কার থেকে বের করে বাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন। চেরাগ বিবি লজ্জায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে তার আব্বাকে সালাম করলো। তিনি হাতে হাত মিলিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাকে নিয়ে অন্য মেহমানদের সাথে বৈঠকখানায় চলে গেলেন।

আঙিনায় মেয়েরা চেরাগ বিবিবে পালংকে বসিয়ে সেলামী দিচ্ছিল। দুলহিনের পোশাকে তাকে ইতিপূর্বে সচরাচর দেখা চেরাগবিবি থেকে আলাদা দেখাচ্ছিল। এই ভীড়ের মধ্যে ইউসুফের আত্মীয়দের দলে আমিনাও ছিল। চেরাগ বিবির মা দুঘন্টা আগে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মেয়ের কাছে একটি চেয়ারে বসেছিলেন তিনি।

আত্মীয়স্বজন ও মেহমানদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ইউসুফ আসরের নামাযের জন্য মসজিদে চলে গেলো। মসজিদ থেকে ফিরে এসে সে মেহমানদের সাথে চা পানে শরীক হলো। চা-পর্ব শেষ হবার পর আবদুর রহিম ইউসুফের হাত ধরে নিজের কামরায় নিয়ে এলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো, বেটা তুমি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলে?

জি, নামাযের জন্য মসজিদে গিয়েছিলাম।

বেটা, তুমি এখনো তোমার মায়ের সাথে দেখা করোনি?

আব্বাজান, মেয়েদের ভীড়ে আঙিনায় প্রবেশ করা কঠিন।

তুমি যোহরাকে বলো তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে।

ইউসুফ যোহরাকে ডাকলো। সে ভেতরে এলো। মিয়া আবদুর রহিম বললেন, বেটি আবদুর রহিমের বিবি বা মেয়েকে তোমার মাকে এখানে নিয়ে আসতে বলো। যোহরা ফিরে গেলো। কিছুক্ষণ পর রশিদা ও আমিনা চেরাগ বিবিকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। যোহরা ও তার চাচী ছিলেন তাদের পেছনে। ইউসুফ উঠে দাঁড়ালো। মিয়া আবদুর রহিম বললেন, চেরাগ বিবি সবার আগে তোমার দেখা করা দরকার ছিল আমার এই ছেলের সাথে। যে প্রকৃত পক্ষে আমার অহংকার। চেরাগ বিবি এগিয়ে এসে দুহাতে তার মাথা ধরে কপালে চুমা দিয়ে বললোঃ জি, ইউসুফ সমস্ত পরিবারের অহংকার এবং আমিও তাকে নিজের ছেলে মনে করে গর্ব অনুভব করি।

ইউসুফের চেহারা আচানক লজ্জায় ও রাগে লাল হয়ে গেলো। সে চেয়ারের দিকে ইশারা করে বললো, আপনি বসুন।

চেরাগ বিবি চেয়ারে বসার পর তার মাও ভেতরে এসে গেলো। ইউসুফ তার জামার আস্তিন দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে সেখান থেকে সরে পড়লো। আঙিনার এক কোণে কলের পানি দিয়ে কপাল রগড়ে ধুয়ে ফেললো। তারপর অযু করে দেউড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বাইরে বের হয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

ইউসুফের আব্বা মাগরিবের নামায পড়তে মসজিদে চলে গেলে আমিনা চেরাগ বিবির হাত ধরে অন্য কামরায় নিয়ে গেলো। দরোজা বন্ধ করে দিয়ে তাকে বললো ঃ আপা চেরাগ বিবি, কোন বেকুব তোমাকে বলেছিল ইউসুফের কপালে চুমা দেওয়া তোমার জন্য জরুরি? আল্লাহর শোকর, তিনি ক্রোধ সংবরণ করেছেন। নয়তো তাঁর চেহারা দেখে আমার মনে হয়েছিল তিনি অকস্মাত হয়তো তোমার গলা টিপে ধরবেন। তুমি তার হাত দেখোনি। তিনি হঠাৎ যদি তোমার ঘাড় মটকাতে এগিয়ে আসতেন তাহলে কারোর সাধ্য ছিল না তার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার। গোড়ালী উঁচু করে তার কপালে ঠোঁট লাগাতে গিয়ে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। চেরাগ বিবি রাগে গরগর করতে করতে চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকাচ্ছিল। তার মা দরোজার কড়া নেড়ে আওয়াজ দিল, বেটি তোমরা কি পরামর্শ করছো? আমিনা দরোজা খুলে বললো, আপার সাথে আমার একটা জরুরি কথা বলার ছিল। একথা বলে আমিনা বাইরে বের হয়ে গেলো। মা মেয়েকে বললো, কি ব্যাপার, তোমার চেহারা মলিন হয়ে গেলো কেন? চেগরা বিবি চোখ মুছতে মুছতে বললো, আম্মীজান! আমিনা আমাকে হিংসা করে। ওরা সবাই আমাকে হিংসা করে।

কি বলেছে সে তোমাকে?

আম্মী আমাকে ইউসুফের মা বলা হোক এটা সে চায় না।

তার মা আলেম বিবি বললো, বেটি! আমি আগেই জানতাম ওরা তোমার সুখ বরদাশত করতে পারবে না। কিন্তু পেরেশান হবার কোনো কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাগরিবের নামাযের পর ইউসুফ তার মায়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কবরস্তানের প্রশান্ত নির্জনতায় দাঁড়িয়ে এই প্রথমবার একাগ্র মনে সে চিন্তা করছিল নিজের অতীত সম্পর্কে। তার মনে হচ্ছিল সে যেন বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে। হঠাৎ শুনলো কারোর পায়ের আওয়াজ। পিছন ফিরে তাকালো। বললো, কে?

জি, আমি ফজল দীন। আগমনকারী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল। সে আরো বললো, আপনার বাসা থেকে বের হবার পর অনেক দেরি হয়ে গেছে। সেখানে সবাই পেরেশান হয়ে পড়েছেন। আমিনা সাহেবার হঠাৎ কি খেয়াল হলো তিনি আমাকে সংগে করে কারে চড়ে এদিকে নিয়ে এলেন।

ইউসুফ তার কাঁধে হাত রেখে বললো, সে এদিকে এসেছে?

www.pathagar.com

জি হ্যাঁ, তিনি গাড়ির বাইরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি অসন্তুষ্ট হবেন এ ভয়ে তিনি এখানে আসেননি। আমি আপনার সাইকেল নিয়ে যাচ্ছি আপনি আমিনা বিবির সাথে কারে উঠে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যান। সাহেব জী, আমি কখনো ভাবিনি আমিনা বিবির দিল এতো নরোম হতে পারে! কিন্তু আজ দেখলাম তিনি কাঁদছিলেন এবং তাঁর মা-বাপের সম্পর্কেও বলছিলেন যে তারা আপনার ওপর জুলুম করেছেন। তিনি একথাও বলছিলেন যে, তিনি চেরাগ বিবিকে বড়ই বেইজ্জতী করেছেন।

ইউসুফ বললো, তার এমনটি করা উচিত হয়নি।

জনাব একথা আপনিই তাকে বুঝাতে পারেন। কারণ আপনার কথাই তিনি শোনেন সব চাইতে বেশি।

কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ফজল দীন তার সাইকেল তুলে নিল এবং ইউসুফ তার সাথে চলতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বড় রাস্তায় উঠে তারা আমিনাকে তার কারের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো।

ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে বললো, এ সময় তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি। ভালোই করেছো আরো এগিয়ে যাওনি। নয়তো কবরস্তানে এবং বিশেষ করে এই মওসূমে সাপের উপদ্রব দেখা যায়। অত্যন্ত বিষধর সাপ।

আমি সাপের ভয়ে এখানে থেমে যাইনি। আমি কেবল আপনার নারাজির ভয় করি। আমাকে দেখে আপনি বকাবকি শুরু না করে দেন সেই ভয়েই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

কত ভুল ধারণা তোমার আমার সম্পর্কে! তুমি কেমন করে ভাবতে পারলে আমি কারোর মনে কষ্ট দিতে পারি?

জি, যদি তাই না হতো তাহলে আমি এখান পর্যন্ত আসার সাহস করতাম না। আমার সাথে যেতে যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে জলদি গাড়িতে উঠে পড়ুন। সবাই অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছেন। ফজল দীন আপনার সাইকেল নিয়ে আমাদের পিছনে পিছনে আসবে।

ইউসুফ নিশব্দে গাড়িতে উঠে বসলো। দীর্ঘ সময় দুজন চুপচাপ রইলো। তারপর আমিনা বললো, আমি কার স্টার্ট দিয়েছিলাম এমন সময় বিলকিস বেগম সাহেবাকে আসতে দেখলাম। আমি কার থামিয়েছিলাম কিন্তু তাঁর ড্রাইভার এগিয়ে চলে গেলো। তবুও আমার ধারণা ছিল বেগম সাহেবা নিশ্চয়ই আমাকে দেখে থাকবেন। যদি তিনি গাড়ি থামান তাহলে আপনার সন্ধানে আমার সাথে আসতে পারবেন। আপনি আমাকে দেখলে রেগে যাবেন এই ভয় আমার ছিল। যে অবস্থায় আপনি বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন তা দেখে আমি পোরেশান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আপনার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে

www.pathagar.com

চিন্তার উদয় হলো, বোধ হয় আপনি মায়ের কবরে চলে গেছেন। আর দেখুন আমার চিন্তা ঠিকই ছিল।

আমিনা আমি এজন্য মোটেই রাগান্বিত হইনি এবং চেরাগ বিবিকেও আমি ক্ষমাযোগ্য মনে করি। ঠাণ্ডা মাথায় কিছুক্ষণ চিন্তা করতে পারলে হয়তো আমি বাড়ির লোকদের পেরেশান হবার কারণ হতাম না। এখন আমার মনে পড়ছে চেরাগ বিবি আমার মাকে দেখেছিল মৃত্যুর পূর্বের কষ্টকর অবস্থায় আমাকে আদর করতে। সম্ভবত পূর্বেও কখনো আমার মাকে আমার কপালে চুমা খেতে দেখে থাকবে। কাজেই একজন মা হিসাবে এটাকে তার কর্তব্য মনে করেছিল। তাই এ বিষয়টিকে আগামীতে আলোচনার বিষয়ে পরিণত করতে আমি চাইনা। আমি তাকে খুশি করার চেষ্টা করবো। যদি আমার এ প্রচেষ্টায় আমি সফলকাম না হই তাহলে সেটা হবে একটা ভিন্ন ব্যাপার।

আমিনা কিছু চিন্তা করে বললো, ইউসুফ সাহেব, আপানি এমন একজন লোক যিনি কেবল অন্যের সৎগুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তবে দুনিয়ার সব লোক আপনার মতো নয়। চেরাগ বিবির ব্যাপারে বলা যেতে পারে সে একটা বোকামী করেছিল। কিন্তু আপনি তার মাকে গভীরভাবে দেখেননি। আমি কারণ টারণ ঠিক বুঝিনা তবে যখন থেকে আমার বুদ্ধি জ্ঞান হয়েছে তাকে দেখলে আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। এমন কি সে আমাকে আদর করলেও আমি ভয় পাই। আমার কথায় যদি অসন্তুষ্ট না হন তাহলে আমি আপনাকে বলবো তার ব্যাপারে হামেশা সতর্ক থাকবেন।

আমি তাকে খুশি করার চেষ্টা করবো এবং এসব বিষয়ে তোমার পেরেশান হবার দরকার নেই। আমি জানি দুনিয়ায় পাহাড়সম বোঝা বহন করার জন্য পাহাড় হতে হয়। আমি পাহাড় নই ঠিকই তবে ছোটখাট তিক্ত... আমি আত্মস্থ করে ফেলবো উচ্চ মনোবল ও সাহসিকতার সাথে।

ইউসুফ সাহেব, আল্লাহ আপনাকে কি পরিমাণ হিম্মত ও মনোবল দিয়েছেন তা আমার অজানা নেই। আফসোস, যদি আমি আপনার মতো একজন সাহিত্যিক হতাম এবং আপনার সম্পর্কে একটি বই লিখতে পারতাম!

ইউসুফ হেসে বললো, হ্যাঁ, তোমার মনে অদ্ভুত সব কথার উদয় হয়।

ইউসুফ সাহেব, আপনি আমার সাথে গাড়িতে বসেছেন এজন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

আরে ভাই, কৃতজ্ঞ তো আমারই হওয়া উচিত। কারণ তুমি আমার খোঁজে এখান পর্যন্ত চলে এসেছো। তুমি আমার জন্য গাড়ি নিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি তোমার সাথে বসতে অস্বীকার করবো, এতটা অকৃতজ্ঞ তো আমি হতে পারি না। তবে হ্যাঁ, আমার মনে চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, তোমাকে পেছনে বসিয়ে আমাকেই গাড়ি চালিয়ে যাওয়া উচিত।

www.pathagar.com

আমিনা গাড়ি থামিয়ে বললো, ইউসুফ সাহেব, আমি এখনো পিছনে বসতে রাজি আছি।

এখন তো আমরা প্রায় বাড়িতে পৌঁছেই গেছি।

আমিনা দ্বিতীয়বার গাড়ি স্টার্ট করে বললো, ইউসুফ সাহেব, আমি দ্বিতীয়বার আপনার শোকর গুজারী করছি।

গাড়ি বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল এমন সময় বিলকিস গলি থেকে বের হচ্ছিলেন। তার ড্রাইভার দরোজা খুলে দিচ্ছিল। আমিনা গাড়ি থামিয়ে দিল। ইউসুফ দ্রুত নেমে বিলকিসের দিকে এগিয়ে গেলো।

সে জিজ্ঞেস করলো, চাচীজান! আপনি চলে যাচ্ছেন?

বিলকিস তাকে আমিনার সাথে দেখেছিলেন। কয়েক মুহূর্ত খামুশ থেকে তিনি বললেন, আমি দীর্ঘক্ষণ তোমার ইন্তিজার করেছি।

চাচীজান, আমি সকালে আপনার কাছে হাজির হতে চাচ্ছিলাম কিন্তু বাড়ির কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে আর যাওয়া হলো না। তাছাড়া আশা করছিলাম আপনি যে কোনো সময় এসে পড়বেন।

বেটা আমি এসেছিলাম কিন্তু তুমি বাড়িতে ছিলে না। কেউ বলতে পারছিল না তুমি কোথায় গিয়েছো। আমিনাকে আমি নওকরকে সাথে নিয়ে যেতে দেখেছিলাম কিন্তু তুমি তখন কারের মধ্যে ছিলে না।

চাচীজান আমি সাইকেল নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম। এদেরকে পেলাম। তাই সাইকেল আমিনার নওকরের হাতে দিয়ে আমি এদের সাথে চলে এলাম।

এটা তবুও ভালো, আমিনা তোমার প্রোগ্রামের খবর রাখে। নয়তো তোমাদের বাড়িতে বড়ই পেরেশানী ছিল। আচ্ছা এখন তুমি আরাম করো। আমি চলে যাচ্ছি। তোমার চাচা আবার ইন্তিজার করতে থাকবেন।

ইউসুফ কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু বিলকিস গাড়িতে বসে দরোজা বন্ধ করে দিলেন। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

পরদিন সকালেই ইউসুফ বিলকিসের বাড়িতে হাজির হলো। কিন্তু আবদুল আজিজ ততক্ষণে অফিসে চলে গিয়েছিলেন।

আস্‌সালমু আলাইকুম বলার পর সে বিলকিসকে বললো, চাচীজান আপনি আমাকে একটি সংকটের মধ্যে ফেলে রেখে এসেছিলেন। রাতে অনেকক্ষণ আমার ঘুম হয়নি। তারপর সকাল হতেই আপনার এখানে চলে এলাম আপনাকে একথা জানাতে যে, আমি কোনো প্রোগ্রামের ভিত্তিতে বাসা থেকে বের হইনি। আর আমি কোথায় যাচ্ছি আমিনা তা জানতো না। সে আমাকে তালাশ করতে করতে কবরস্তানে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে মায়ের কবরের পাশে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমি মায়ের কবরে কেন গিয়েছিলাম সম্ভবত একথা আপনি বুঝতে পারবেন না।

www.pathagar.com

একথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ইউসুফের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। বিলকিস এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, বেটা তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমি বুঝতে পারি তুমি তোমার মায়ের কবরে কেন গিয়েছিলে। তুমি যদি আমার বাসা হয়ে যেতে তাহলে সম্ভবত আমিও তোমার সাথে যেতাম। আর তোমাদের বাড়িতে বা অমৃতসরে আমার না যাওয়ার কারণ ছিল এই যে, তোমার মায়ের মৃত্যুর বেদনা অকস্মাত আমার বুকে জেগে উঠেছিল আর কালও সবার সামনে তোমাকে আমিনার সাথে দেখে আমি রেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার আফসোস হচ্ছে। আমার কথাবার্তায় এবং কাজে তুমি মনে কষ্ট পেয়েছো। বেটা আমাকে মাফ করে দাও। কখনো কখনো আমি অনুভব করতে পারি না আমি কি বলছি আর কি করছি।

চাচীজান, সাধারণ অবস্থায় আমি সম্ভবত তার অথবা অন্য কোনো মেয়ের সাথে গাড়িতে বসা সংগত মনে করতাম না কিন্তু গতকাল আমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছিলাম।

বেটা বসো। দাঁড়িয়ে আছো কেন?

না চাচীজান এখন আমাকে যেতে হয়।

আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে তুমি ওয়াদা করো, যখনই তোমার কোনো পেরেশানী হবে সোজা আমার কাছে চলে আসবে।

চাচীজান আমি অবশ্যই আসবো তবে আমার পেরেশানীতে আপনাকে অংশীদার করবো না।

হ্যাঁ বেটা, আমি সম্ভবত তোমার পেরেশানীর অংশীদার হবার যোগ্যতা রাখি না।

চাচীজান, আমার কথার অর্থ তা নয়। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, বেটা জোয়ান হয়ে গেলে মাকে তার পেরেশানীর অংশীদার বানায় না। আর আমি সে রাতে সম্ভবত শিশু থেকে যুবক হয়ে গিয়েছিলাম যখন আম্মীজান বিদায় নিয়েছিলেন। চাচীজান যদি আমার মনে কখনো শিশু হবার বা শিশুর মতো কাঁদবার ভাবনা জাগে তাহলে আপনার বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়িকে এর উপযোগী স্থান বলে মনে করবো না। কিন্তু আপনারও আমার জন্য দোয়া করা দরকার যেন আমি কাউকে পেরেশান না করি, আমার ভাগ্যটা কেমন অদ্ভূত। যারা আমাকে ভালোবাসতেন তারা আচানক এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। প্রথমে চলে গেলেন চাচা শের আলী তারপর দাদা। তারপর এলো আম্মীজানের পালা। আমি আপনার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ যেন আপনার বয়স এমন দীর্ঘায়িত করেন যে আমি বৃদ্ধ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আপনি ও চাচাজান দুনিয়ার বুকে বহাল তবিয়ত সহী সালামত থাকেন।

www.pathagar.com

বেটা তোমাকে ভালোবাসে এমন লোকতো আরো অনেক আছে।

জি হ্যাঁ। তাদের জন্যও দোয়া করি। যখনই কেউ আমার হৃদয়ের কাছাকাছি এসে যায়, তাকে ছিনিয়ে নেয়া হবে বলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

কিন্তু তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো কত লোক তোমার জন্য দোয়া করছে?

চাচীজান, এজন্যও আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। এবার আমাকে অনুমতি দিন।

ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম বলে চলতে লাগলে বিলকিস তাকে ডেকে বললেন, বেটা থামো, তোমার জন্য একটা সুখবর আছে। ফাহমিদা শীঘ্রই এখানে আসছে। ইনশাআল্লহ কয়েকদিন এখানে কাটাবে। নাসরিনও তার সাথে থাকবে। টেলিফোনে আলাপের মাধ্যমে তাদের সঠিক প্রোগ্রাম জানা যাবে। যদি আজ রাতে তুমি আমাদের সাথে খানা খাও তাহলে ফাহমিদার সাথে কথা বলতে পারবে। আমি বলতে চাচ্ছি তোমার সময় যদি নষ্ট না হয়। বিলকিস ঠোঁটের ফাঁকে হাসছিলেন।

চাচীজান আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনি ভাবছেন আমার সময় নষ্ট হবে অথচ এখন সময় আমার জন্য একটা আযাবে পরিণত হয়েছে। রাতে আমার ঘুম আসছিল না আর আজও যদি আপনি আমার নির্বুদ্ধিতায় নারাজ হননি বলে আমি নিশ্চিন্ত না হয়ে ফিরে যেতাম তাহলে আমার ঘুম হতো না। চাচীজান নিদ্রাহীনতা একটি বড় ধরনের শাস্তি।

বিলকিস এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বেটা তুমি কোনো নির্বুদ্ধিতা করোনি। ভুলটা ছিল আমার। দেখো বৈঠকখানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমরা রাতে টেলিফোন করবো।

না চাচীজান, এখন আপনি আমাকে অনুমতি দিন, তাহলে রাতের আগেই এসে যাবো।

সেদিনটা তার আনন্দে কেটে গেলো। বিকালের দিকে মনজুর এলো। দুজন একসাথে চা পান করে সাইকেল নিয়ে রাভীর কিনারে চলে গেলো। সেখানে মাগরিবের নামাযের পর দুজন একটি নৌকা নিল। কয়েক সপ্তাহ পর ইউসুফ আজ নদীর স্রোতের উল্টো দিকে নৌকা চালাচ্ছিল।

মনজুর বললো, আল্লাহর শোকর, তোমাকে বড়ই হাসিখুসি দেখছি। নৌকা অন্য তীরে ভিড়াতে ভিড়াতে ইউসুফ বললো, এ দুনিয়ায় আমার মতো লোকের

www.pathagar.com

বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় কারোর ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে হবে অথবা কারোর জন্য জীবিত থাকতে বা মরতে হবে। কখনো এমন হয় কালো মেঘের কারণে রাত সিতারার আলো থেকেও বঞ্চিত হয়। তারপর আচানক কোথাও মেঘের আস্তরণ কেটে সিতারার আলো ঝলমলাতে থাকে এবং ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মুসাফির পথ ও মনজিলে মাকসূদ দেখতে পায়। মনজুর, আমি অনুভব করছি আমার তকদিরের সিতারার সাথে আমার জীবনের নতুন সফর শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এর বিস্তারিত বিবরণ দেবার জন্য তোমার কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে আমি এখন প্রস্তুত নই।

ইউসুফ, এ দুনিয়ায় তোমার খুশিই আমার জীবনের মূল বিষয়। আমি তোমার চোখ দিয়ে দেখতে পারি। তোমার তকদীরের উজ্জ্বল সিতারা কোনটি তা জানার আমার দরকার নেই।

ইউসুফ তুমি জানো তোমার আম্মীজানের ওফাতের পর থেকে আমি তোমার জন্য কত দোয়া করে থাকি। আমি হামেশা তোমাকে দেখতে চাই আমার এমন একজন সাথি ও বন্ধুরূপে যার মুখ সব সময় থাকবে হাস্যোজ্জ্বল। তোমার সাথে প্রথম সাক্ষাতেই আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে তুমি হবে একদিন বিশ্ববরেণ্য খ্যাতিমান পুরুষ এবং তোমার বন্ধু বলে ভাবতে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করবো। এখন নামাযের সময় হয়ে যাচ্ছে এসো আজ এই বালির ওপর আমি তোমার পিছনে নামায পড়বো। তারা অযু করে নদীর কিনারে শুকনো বালুকাভূমির ওপর নামাযে দাঁড়ালো নামায শেষ করে আবার তারা নৌকায় উঠলো। নৌকা চালাতে চালাতে ইউসুফ বললো, কখনো কখনো আমি অনুভব করি আল্লাহ্ আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। মায়ের মৃত্যুর পর আমার মনে যে কষ্ট দানা বেধেছিল তা ধীরে ধীরে অপসৃত হতে চলেছে। কোনো কোনো ফেরেশতা আমাকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই ফেরেশতাদের মধ্যে তুমি একজন। তোমার নেক দোয়াগুলির জন্য আমি তোমার শোকর গুজারী করছি। কখনো আমি অনুভব করি কোনো কালো ছায়া আমার পশ্চাদ্ধাবন করছে। কিন্তু তারপরই কোনো সাথির আওয়াজ শুনি এবং এই কালো ছায়া আন্তরহিত হয়। মনজুর আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।

আরে ভাই, কৃতজ্ঞতা আমারই প্রকাশ করা উচিত। কারণ আল্লাহর দরবারে আমার মতো অক্ষম বান্দার দোয়াও কবুল হতে পারে এ অনুভূতি তুমিই আমার মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছো। আজ থেকে আমি তোমার চিন্তার নক্ষত্রের জন্যও দোয়া করবো। যেদিন আমি তোমার মুখ থেকে শুনবো তুমি আপন মনজিলে পৌছে গিয়েছো সেদিনটি হবে আমার জন্য সবচেয়ে আনন্দের।

www.pathagar.com

নৌকা তীরে ভিড়লো। নৌকাওয়ালাকে পয়সা দেবার জন্য ইউসুফ পকেটে হাত ঢুকালো। মনজুর তার হাত চেপে ধরে বললো, না তুমি নও, আজ থেকে নৌকাওয়ালার পয়সা আমি দেবো।

ইউসুফ কোনো বাধা দিল না। মনজুর পকেট থেকে একটা টাকা বের করে নৌকাওয়ালাকে দিল।

রাতে ইউসুফ আবদুল আজিজের বাড়িতে গেলো। সেখানে খাবার টেবিলে তার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। তাকে দেখতেই বিলকিস বলে উঠলেন, ইউসুফ, তোমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে। আমরা জালিন্ধরে টেলিফোন কল বুক করবার সাথে সাথে পেয়ে গিয়েছিলাম। তারা সবাই ভালো আছে। তোমার চাচা তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করেন। আবদুল আজিজ ইউসুফকে বললেন, বেটা, খাওয়া শেষ করেই আমাকে একটা জরুরি কাজে অফিসে চলে যেতে হচ্ছে। সম্ভবত আগামীকাল দুপুরের আগে আমি বাসায় ফিরতে পারছি না। তুমি নিশ্চিন্তে খানা খাও এবং আমার কথা শুনতে থাক। অনেক দিন থেকে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার কথা ভেবে আসছি। তোমার চাচীর সাথে কুদসিয়া বোন তাঁর শেষ সময়ে যে কথাগুলি বলেছিলেন তা কেবল আমাকেই নয়, আমাদের সমগ্র পরিবারকেই প্রভাবিত করেছে। বিলকিস যদি তোমাকে সে কথাগুলি না বলে থাকে তাহলে কোনো সময় তার কাছ থেকে সেগুলি জেনে নিয়ো। তোমার ভবিষ্যত সম্পর্কে ফাহমিদার বাবা-মা ও অন্য আত্মীয় স্বজনদের এতটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তোমাদের দুজনকে পরস্পরের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর নাসরিন আমাদের সবাইকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে দেবার কারণে সমগ্র পরিবারে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে।

ইউসুফ হাসলো এবং তারপর আচানক তার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, চাচাজান! আমি যখন ভাবি আপনি ও চাচীজান ছাড়া আমার জীবনটা শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হতো তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমি খুঁজে পাই না।

বিলকিস বললেন, বেটা! তুমি জানো না আমাদের ভুবনে তুমি কতবড় আনন্দ সওগত বয়ে নিয়ে এসেছো।

আবদুল আজিজ বললেন, ইউসুফ! আমার একটা কথা মনে রেখো, বিলকিস তোমাকে দেখে যেমন আনন্দিত হয় তেমনি তার ব্যাপারে ভীত থাকাও তোমার

www.pathagar.com

উচিত। কারণ সে ক্রুদ্ধ হলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। যে বেচারার প্রতি ক্রুদ্ধ হচ্ছে সে তাকে কতটা ভক্তি করে ও ভালোবাসে সেকথা আর মনে থাকে না।

ইউসুফ হেসে বললো, না চাচাজান! আমি বিশ্বাস করি চাচীজান আমার প্রতি কখনো ক্রুদ্ধ হবেন না।

আবদুল আজীজ গ্লাস উঠিয়ে কয়েক ঢোক পানি পান করে বললেন, বেটা! আমি তোমাকে কেবল সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলাম। অফিসে যদি আমার বেশি দেরি হয়ে যায় তাহলে সম্ভবত আমি বাসায় আসার পরিবর্তে অফিসেই আরাম করবো। না, তোমার ওঠার দরকার নেই। আল্লাহ হাফেজ। আবদুল আজিজ বাথরুমে গিয়ে হাত সাফ করলেন এবং সেখান থেকেই চলে গেলেন।

ইউসুফ বললো, চাচীজান! আমার জন্য এখন দোয়া করুন।

বেটা, আমি তোমার জন্য সর্বক্ষণ দোয়া করি।

আমি তা জানি চাচীজান কিন্তু আমার জন্য এই মুহূর্তে এই মর্মে দোয়া করুন ঃ আমি যেন কখনো এমন নির্বুদ্ধিতা না করি যা আপনাকে ক্রোধান্বিত করে।

বেটা, তোমার প্রতি আমি ক্রুদ্ধ হতে পারি না। কুদসিয়ার ছেলের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত, সে নির্বুদ্ধিতা করলেও তার প্রতি আমার আদর সোহাগ আরো বেশি করে ঝরে পড়বে।

চাচীজান, আপনি অবশ্যই দোয়া করবেন। কারণ চাচাজান অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সতর্কবানী উচ্চারণ করেছিলেন।

না, বেটা! তিনি আমাকে ভয় দেখাবার জন্য অমন করেছিলেন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন বেখেয়ালীতে আমি তোমার মনে কোনো কষ্ট দিতে পরি এবং তুমি আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে যাও। তাই কথাবার্তায় আমাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

ইউসুফ হেসে বললো, চাচীজান! আসল ব্যাপার যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে আমি এখনি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যাচ্ছে তাই বলে যেতে থাকুন। আমি হাসতেই থাকবো। আমার বিরূপ হবার প্রশ্নই আসে না। ছেলে যদি মায়ের প্রতি বিরূপ হয়ে যায় তাহলে সে আর কোথায় যাবে?

বিলকিস বললেন, বেটা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে না তোমার মা জানকান্দানী অবস্থায় আমাকে কি বলেছিলেন?

চাচীজান, আমার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল না। আমি একথা জানি। যে কথা আমি শুনতে পারিনি সে সম্পর্কেও আমার পক্ষে অনুমান করা কঠিন ছিল না যে তা কি ছিল। তাছাড়া চাচীজান, আমার শ্রবণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ। আমার জীবনের সাথে যে কথাগুলির এত গভীর সম্পর্ক সেগুলি জানার জন্য আমার সমগ্র

www.pathagar.com

অনুভূতি পুরোপুরি সজাগ ছিল। আমি সারাজীবন আপনার শোকর গুজরী করবো এজন্য যে, যখন আমার আম্মী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিলেন তখন আপনি তাঁর সবচেয়ে বড় জটিলতা ও অস্থিরতা দূর করে দিয়েছিলেন।

বিলকিস অশ্রুসজল চোখে বললেন, বেটা! এটা কোনো অনুগ্রহ ছিল না। বরং তাঁর মনের বাসনা ছিল আমার বাসনারই অনুরূপ। ইনশাআল্লাহ আজ আমার পক্ষ থেকে তুমি একটি পুরস্কার পাবে।

সেটি কি চাচীজান?

সে পুরস্কার হচ্ছে একটি সুখবর। অর্থাৎ ফাহমিদা, নাসরিন ও তাদের আব্বা আম্মা আগামীকাল সকালে এখানে আসছেন। ভাইজান চাইলে ফজরের নামাযের পরপরই সেখান থেকে রওনা হয়ে যেতে পারেন। ফাহমিদার কলেজের কয়েকটি বই কিনতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, তারা সবাই তোমাকে দেখতে চায়।

ইউসুফ ইতস্তত করে বললো, চাচীজান যদি আপনি আমাকে এর যোগ্য মনে করেন তাহলে আমি সত্যি বড়ই সৌভাগ্যবান।

তুমি সত্যিসত্যি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বেটা! সাধারণ অবস্থায় তারা সম্ভবত এত তাড়াতাড়ি এখানে আসার প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারতো না। কিন্তু তোমার চাচা তাঁর ভাইয়ের সাথে অপ্রতাশ্যিতভাবে একটু খোলামেলা আলাপ করেছেন। ফলে তারা সংগে সংগেই তৈরি হয়ে গেছেন এখানে আসতে। আর বেটা যখন আমি ফাহমিদার মার সাথে তোমার পেরেশানির কথা বলছিলাম তখন টেলিফোনে আমি ফাহমিদারর কান্নার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। আচ্ছা বেটা, বলো এ খবরের চাইতে বড় আর কি পুরস্কার হতে পারে?

ইউসুফ বললো, চাচীজান! আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম, আম্মীজান আমাকে ছোট ছোট খেলনা দিতেন। তখন তাঁর চেহারায় যে হাসি দেখতাম আপনার চেহারায়ও দেখছি ঠিক তেমনি হাসি। এখন আমি আমার কামরায় গিয়ে অযু করে আল্লাহর সামনে সিজদা নত হয়ে যাবো–এছাড়া আর কিছুই চিন্তা করতে পারছি না।

বিলকিস নওকরকে ডেকে হুকুম দিলেন, ইউসুফ সাহেবকে বেডরুমে নিয়ে যাও। তার জন্য সেখানে দুধ ও পানি রেখে দাও এবং গোসলখানা পরিষ্কার আছে কিনা দেখো। তারপর তার রুমে নামাযের মুসাল্লা বিছিয়ে দাও।

ইউসুফ বৈঠকখানায় গিয়ে নামায পড়ে দোয়া মাঙলো। কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করলো তারপর বৈঠকখানার ছাদে উঠলো। সে অনুভব করছিল আকাশের তারাগুলি যেন হঠাৎ আগের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শীত শুরু হয়ে গিয়েছিল তবুও উত্তুরে বাতাস তার কাছে বড়ই আরামদায়ক মনে

www.pathagar.com

হচ্ছিল। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করার পর তার মধ্যে লেখার মুড সৃষ্টি হয়ে গেলো। সে নিচে নেমে এলো। বৈঠকখানায় একটি লম্বা চওড়া টেবিল পাতা ছিল। তার ড্রয়ার টেনে দেখলো সাদা ফুলস্কেপ কাগজে ভরা। সেখান থেকে কিছু কাগজ নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে লেখা শুরু করলো।

নিরার্পদ থাকো আমার সূর্য ও চাঁদ!

এ চিঠি তোমাকে পাঠাবার সাহস করছি না। বরং কোথাও লুকিয়ে রাখার কথা ভাবছি। তারপর অংগীকার নবায়ন করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে বের করে পড়ে নেবো। এটা একজন বহুল পরিচিত শাহজাদীর নাম। এখনই ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আকাশের ঝিকিমিক করা তারাগুলিকে দেখছিলাম। তোমাকে ডাকার জন্য 'আমার সূর্য আমার চাঁদ' শব্দগুলিই আমার ভালো লাগলো। দেখো এটা ব্যক্তিগত ভালো লাগার ব্যাপার। রুচির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এখন যদি আমি ভাবতে থাকি তাহলে ফাহমিদা ছাড়া আর কোনো নামই আমার ভালো লাগবে না। কখনো একথাও ভাবি, আগামীতে যে জিনিসই আমার ভালো লাগবে তা তোমার নামের অংশ হয়ে যেতে থাকবে। তুমি কাল আসছো এই আনন্দে আজ সারারাত আমার ঘুম আসবে না। আল্লাহ করুন, আব্বাজী ভোরেই সফর করার কথা ভাবেন এবং তোমরা অকস্মাত এখানে এসে পড়ো। আজকাল যখন আমার কোনো কাজ থাকে না আমি চলে যাই আমার মায়ের কবরের পাশে। সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করার সাথে সাথে আমি এ ওয়াদাও করি, আমার মায়ের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা আমি পূর্ণ করবো। এটা আমার জীবনের একটা পবিত্র দায়িত্ব। আমি নাসরিন, তোমার এবং আব্বা আম্মা ও নানীজানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবো।

পরীক্ষা নিকটবর্তী হচ্ছে। বিগত দিনগুলোর কমতি পুরো করার জন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু আপাতত আমার পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ করতে চাই। ইনশাআল্লাহ আজ এ কাজ শুরু করবো। তোমার এখানে আসার খুশিতে তোমাকে যে তোহফাটি পেশ করবো সেটি হবে আমার প্রথম বই। সম্পূর্ণ বই হবে না শাহজাদী সাহেবা! কারণ শেষ পাতাগুলি লেখার জন্য আমাকে সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহর দরবারে আমাদের দোয়া করতে হবে এটা যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সম্পূর্ণ করা যায়।

আমি অনুভব করছি কারোর পবিত্রতা ও মহত্বের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমার পাণ্ডুলিপিতে তাদের নাম পরিবর্তন করতে হবে। তাছাড়া কোনো কোনো ঘটনা এবং কোনো কোনো স্থানের মধ্যেও কিছু রদবদল করতে হবে। এগুলি আমাকে করতে হবে কারণ আমার বইতে এমন কিছু চরিত্র আমি আনবো যাদের আসল ব্যক্তিত্বকে আমি যুগের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে চাই।

www.pathagar.com

ফাহমিদা, বর্তমানে আমার মনে হাজার কথার ভীড় জমাচ্ছে। এগুলি লেখা শুরু করলে আলাদা আর একটা বই হয়ে যাবে। অতি সংক্ষেপে আমি বলতে চাচ্ছি, যখন আমার চারপাশে সমস্ত আলো নিভে গিয়েছিল, আমার সামনে কোনো মনজিল বা পথ ছিল না তখন তোমার স্মৃতি হয়েছিল আমার শেষ সম্বল। তারপর একদিন যখন আমার দিলে আমার মায়ের জখম অত্যন্ত তাজা ছিল, আমি রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে কাংড়ার দিক থেকে আগমনকারী ট্রেনের অপেক্ষা করছিলাম, দূর থেকে গাড়ির ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল এবং আমি অনুভব করছিলাম এই ধোঁয়ার মেঘের মধ্য থেকে উঁকি দেবে আমার জীবনের কাঙ্ক্ষিত হাস্যমুখরতা। তারপর নানীজান, নাসরিন ও তোমার আব্বা আম্মার সাথে আলাপচারিতায় আমি অনুভব করলাম পূর্ণ শক্তিতে আমি জীবনের একটি প্রান্ত আঁকড়ে ধরেছি এবং আমার কল্পনা বাস্তব হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফাহমিদা, এখন হয়তো আমি তোমাকে বুঝাতে পারবো না তোমার সম্পর্কে আমি কি ভাবছি। কারণ তোমার সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলেই আমার সমস্ত চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ আমার মতো হাত পা ঝাড়া মানুষকে যা দিতে পারেন না তা সবই যেন তোমাকে দেন।

তোমার সাথে যখন স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ হবে তখন আমি তোমাকে বুঝাতে পারবো যে কিছু লোক অকস্মাত জীবনের পরম নির্ভর হয়ে সামনে দেখা দেয় এবং তারা জীবনের চাইতে বেশি প্রিয় হয়ে যায়। আমাকে ক্ষমা করো, একজন শাহজাদীর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল অসংখ্য কথা এখন আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

ইতি
ইউসুফ

ইউসুফ বিক্ষিপ্ত কাগজগুলি একাট্টা করে টেবিলের ওপর রেখে দিল। তারপর বিছানায় শায়িত হয়ে সেগুলি নিশ্চিন্তে পাঠ করতে লাগলো। হঠাৎ কয়েক মিনিট পরে বিছানা থেকে উঠে কয়েকটি শব্দ রদবদল করলো। তারপর বাইরে বের হয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে লাগলো। শীত শীত লাগতে শুরু করলে ভেতরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে লেখা কাগজগুলি আবার পড়তে লাগলো। তারপর হঠাৎ তন্দ্রাভাব এলো এবং কাগজ হাত থেকে পড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

স্বপ্নের মধ্যে নিজের গ্রামে চলে গিয়েছিল সে। ফাহমিদাকে সাথে নিয়ে গম ও আখের ক্ষেতের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে আরোহণ করছিল কাংড়ার একটি উঁচু পাহাড়ে। ফাহমিদা ও নাসরিন তার পেছনে পেছনে আসছিল। ফলভরা একটা আঞ্জির গাছে চড়ছিল সে। নিচে নাসরিন কোঁচড় পেতে তার বোনের সাথে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়েছিল। সে এক জলপ্রপাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং নাসরিন তার বাহু টেনে ধরে চিল্লাচ্ছিল, ভাইজান, সামনে যাবেন না, এটা বড় ভয়ংকর জায়গা। তারপর কামরার মধ্যে সে শুনতে পেলো হালকা পায়ের চাপ এবং মৃদু উচ্ছল হাসির শব্দ। কিছুক্ষণ সে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো। নাসরিন বলছিল, আপাজান! অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার ভয় হচ্ছে এমন গভীর ঘুম থেকে আপনি তাঁকে না হয় জাগিয়ে দিন। ফাহমিদার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, বোকা মেয়ে, চিল্লাবেনা একদম। নয়তো মার দেবো।

আপাজান, আপনি কি লিখছেন?

বেকুব. চুপ করো।

ইউসুফ চোখ খুললো। নাসরিন বললো, আসসালামু আলাইকুম ভাইজান! এখন যদি আমি চিল্লাই তাহলে আপনার ঘুম নষ্ট হবে না তো?

তোমার আওয়াজে আমার ঘুম কখনো নষ্ট হয় না।

ফাহমিদা হাতে কলম নিয়ে টেবিলের সামনে বসেছিল। বললো, আর আমার আওয়াজে?

যদি আমি সঠিক জবাব দেই তাহলে তুমি নারাজ হয়ে যাবে।

আমি কেন নারাজ হতে যাবো?

দেখো শাহজাদী সাহেবা, যদি আমি দুনিয়ায় না হতাম তাহলেও তোমার আওয়াজ শুনে সোজা হয়ে উঠে বসতাম। আমার জবাব ভুল নয় কিন্তু আমি মনে করি নিশ্চয়ই তুমি রাগ করবে।

আপনার জবাব ভুল এবং আমি পছন্দও করছি না। যে চিঠিটা আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন সেটা হস্তগত হয়েছে এবং আমি তার সংক্ষিপ্ত জবাবও লিখে ফেলেছি।

ফাহমিদা টেবিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে ইউসুফের হাতে দিল। সে লিখেছিল ঃ এ চিঠিটা আপনি কোথাও লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা জায়গামতো পৌঁছ গেছে। কাব্যিকতা না থাকলে চিঠিটা নেহাত মন্দ হয়নি। যা হোক আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু দেখুন আমাকে এখানে থাকতে দিন। চাঁদ ও সূর্য বানিয়ে এখান থেকে লাখো মাইল দূরে পাঠিয়ে দেবেন না।

আপনার একটি কথা সঠিক। কিছুলোক জীবনের পরম নির্ভরতা হয়ে সামনে আসে এবং প্রাণের চাইতেও প্রিয়তর হয়ে যায়। কিন্তু একটি জিনিস এমন আছে যাকে আমরা উভয়েই জীবনের চাইতেও প্রিয় মনে করি। সেটি হচ্ছে পাকিস্তান। আপনার চোখ দিয়ে আমি দেখি তার মনোহর চিত্র। যখন আমি আপনার স্বপ্নের পাকিস্তান সম্পর্কে ভাবি তখন অনুভব করি আমাদের ভবিষ্যত জীবনের আকাশে মনোমুগ্ধকর রঙীন আলোকমালা ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু আবার কখনো ভীতসন্ত্রস্ত

www.pathagar.com

হয়ে পড়ি এই ভেবে যে যদি আমরা পাকিস্তান অর্জন করতে না পরি তাহলে কি হবে?

ইউসুফ নিশ্চিন্তে উঠে বসে জাবাব দিল, ফাহমিদা! আমি পাকিস্তানের ব্যাপারে ঠিক তেমনি নিশ্চিত যেমন নিশ্চিত আগামীকালের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ব্যাপারে। আমরা যে যুগে জন্ম নিয়েছি তার প্রধানতম দাবী হচ্ছে, আমাদের জন্য পাকিস্তান অর্জন অথবা মৃত্যু এছাড়া তৃতীয় কোনো পথ নেই। পাকিস্তান এই উপমহাদেশে আজ থেকে নয় বরং বিগত তেরশ বছর থেকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কোনো জাতি তার ভবিষ্যতকে বর্তমান ও অতীত থেকে আলাদা করতে পারে না। যাদের পূর্ব পুরুষরা তাদের চলার পথে রক্তের ধারা এঁকে দিয়ে গেছে সেইসব হত্যাকারীকে কেউ থেমে যেতে দেখেনি। ফাহমিদা আমি অনুভব করছি আমাদের ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি পথ পাকিস্তানের দিকে যাচ্ছে। কাজেই এটা কোনো স্বপ্ন নয়।

ফাহমিদা বললো, আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, পাকিস্তানের সাথে আপনার যে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত সেগুলি যদি পূর্ণ না হয় তাহলে কি হবে?

দেখো, আমার মনে কখনো এ আশংকা জাগেনি যে আমার আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ হবে না। যদি আমাকে কখনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাহলেও আমি ভাববো এজন্য আমি কতটুকু দায়ী এবং আমার কওমকে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ দেখাবার ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব আমি কতটুকু পালন করতে পেরেছি। ফাহমিদা, কাফেলা যখন চলতে থাকে, তার পথে চড়াই উতরাই আসে। রাত যদি আঁধার হয় এবং হাতে মশাল না থাকে তাহলে ঠোকর বেশি লাগে। বর্তমানে আমি কেবল এতটুকুই ওয়াদা করতে পারি, পাকিস্তানের কাফেলা যখন কোনো মোড় অতিক্রম করতে থাকবে তখন আমি তোমাদের কাউকে ঈমানদারী সহকারে পূর্ণ শক্তিতে আহবান জানাইনি এবং যখন অন্ধকার আমাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করেছিল তখন আমি দুহাত দিয়ে মশাল উঁচু করে ধরিনি, এ অভিযোগ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ করতে পারবে না। আল্লাহ্ আমার হাতে কলম দিয়েছেন। নিজের সময়ের সীমানার বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত আমি দেখতে পাই। আমি পরিপূর্ণ গুরুত্ব ও বিশ্বস্ততা সহকারে আল্লামা ইকবালের স্বপ্নের তাবির লিখতে থাকবো। যখন আমার ক্ষমতা নিশেষ হয়ে যাবে এবং আমার হাত থেকে কলম খসে পড়বে তখন দুনিয়ায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সময়ও আমার মন ও মস্তিষ্ক এবং শরীর ও আমার সমস্ত ক্ষমতা আমার পবিত্র মিশন পূর্ণ করার কাজে নিয়োজিত করতে পেরেছি বলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো। আমার আল্লাহ! আমি এর চেয়ে ভালো আর কিছুই করতে পারতাম না।

www.pathagar.com

ফাহমিদা বহু কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে উঠে দাঁড়ালো।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো সে ঃ ইউসুফ! আমি বিশ্বাস করি যখন আপনি স্বপ্নের পাকিস্তানের সুন্দর তাবির লেখা শুরু করবেন তখন আপনার মাথায় থাকবে আল্লাহর হাত এবং আপনার শক্তি কখনো খতম হয়ে যাবে না। আমি অনুভব করছি পাকিস্তানের মনজিল আচানক অতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আপনি জলদি তৈরি হয়ে চলে আসুন। আমি আপনার নাশতা রেখে দিচ্ছি। চাচীজানকে আর বেশি পেরেশান করবেন না।

ফাহমিদা বাইরে বের হয়ে গেলো। নাসরিন ইউসুফের হাত ধরে বললো, ভাইজান! আল্লাহর দোহাই এমন কথা বলবেন না, আমি বহু কষ্টে আমার কান্না রোধ করছিলাম।

ইউসুফ তার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে বললো, নাসরিন। পাকিস্তান তোমার স্বদেশ ভূমি হবে এবং সেই স্বদেশভূমি অর্জনের জন্য আমি বৃহত্তম কুরবানী দিতে পারবো এজন্য কি তুমি খুশি নও?

নাসরিন কাঁদতে কাঁদতে বললো, ভাইজান! আপনি বলে থাকেন, আল্লাহর দরবারে হাত পেতে আমাদের অনেক কিছু চাওয়া উচিত এবং আমি অনেক কিছু চেয়ে থাকি। আমাদের পাকিস্তান চাই। এজন্য আপনার চাওয়া কমে যাবে না। আমি আপনাকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের কল্পনা করতে পারি না। আপনার স্নেহাশীষ থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবিত থাকা আমি পছন্দ করবো না।

আমার ছোট্ট শাহজাদী! পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে তুমি স্বচক্ষে দেখবে এবং তার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠাকারীদের মধ্যে তোমার ভাইও অন্যতম ছিল বলে তুমি গর্বও করবে।

কেবল বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠাকারী নয় ভাইজান। আমি সেই ইমরাতের দেয়াল ও ছাদ নির্মাতাদের মধ্যেও আপনাকে দেখতে চাই। আমার সাহসী ভাই যা কিছু করতে পারেন তা সবই এই দুনিয়ায় দেখতে চাই। ভাইজান! আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যতদিন আমরা সবাই বৃদ্ধ না হয়ে যাই ততদিন আপনি জীবিত থাকবেন। আপনি অনেক ভালো ভালো বই লিখবেন। অনেক বই। আমি এবং আমার মতো আরো অনেকে সে বই পড়বে।

আসুন ভাইজান! সবাই নাশতার টেবিলে বসে অপেক্ষা করছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কোন জাতি তার ভবিষ্যতকে তার বর্তমান ও অতীত থেকে আলাদা করতে পারে না। যে কাফেলার পূর্বসূরীরা তাদের যাত্রাপথে নিজেদের রক্তধারা প্রবাহিত করে গেছে কেউ তাকে থেমে যেতে দেখেনি।

দেখুন, আমার মনে কখনো এ ব্যাপারে সংশয় জাগেনি যে, আমার আশা আকাংখা পূর্ণ হবে না। যদি আমাকে কখনো কোনো অনাকাংখিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাহলেও আমি ভাববো, এজন্য আমি কতটুকু দায়ী এবং আমার জাতিকে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ দেখানোর ক্ষেত্রে আমি কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছি। কাফেলা চলতে শুরু করলে তার পথে চড়াই উতরাইও আসে। রাত যদি অন্ধকার হয় এবং হাতে মশাল না থাকে তাহলে ধাক্কা খেতে হয় বেশি।

আল্লাহ আমার হাতে কলম দিয়েছেন এবং আমি আমার সম সময়েরও অনেক দূরে দেখতে পাই। আমি পূর্ণ গুরুত্ব ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লামা ইকবালের সোনালী স্বপ্নের তাবির লিখে যেতে থাকবো। যখন আমার শক্তি নি:শেষ হয়ে যাবে এবং আমার হাত থেকে কলম পড়ে যাবে তখন এ দুনিয়ায় শেষ নিশ্বাস নেবার সময় আমি পরম প্রশান্তি অনুভব করতে পারবো এই ভেবে যে, আমার জীবনের পবিত্র মিশন পূর্ণ করার কাজে আমি আমার দেহ-মন-মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে পেরেছি।

–নসীম হিজাযী

ISBN 984-485-066-5